# শ্রীরাধারস সুধানিধিঃ

## স্তোত্র কাব্যম্।

পরিব্রাজক চূড়ামণি-

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্।

বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশক

শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতিনা

বঙ্গভাষায়ানুদিতং সম্পাদিতঞ্চ।

## প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

জেলা হুগলী, পোষ্ট এলাটী

শ্রীভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার

**কাত্যায়নী প্রেস**

৩৯।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

বৃন্দাবন দাস
বৃন্দাবন, গোবিন্দ কুণ্ড

# বিজ্ঞাপন।

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে এই "শ্রীরাধারস সুধানিধিঃ স্তোত্র-কাব্য"খানি প্রকাশের উদ্যোগ হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ে এই শ্রীগ্রন্থের রচয়িতা কে? এই লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়ায় ও আরও নানাবিধ কারণে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এই শ্রীগ্রন্থ রসিকভক্তজনের নিত্যাস্বাদ্য ও পরম উপাদেয় বলিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন-নিবাসী রসজ্ঞ ভক্ত-প্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয়, মেদিনীপুর সাউরী-নিবাসী ভক্ত-বর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সানুগ্রহ উৎসাহ ও আনুল্য প্রদান করেন। এজন্য আমি অযোগ্যাধম হইয়াও এই গ্রন্থ প্রকাশে হস্তার্পণ করিয়াছি। দুই বৎসর হইতে "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" পত্রিকায় এই গ্রন্থ মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও বিশদ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার সহিত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এরূপ উজ্জ্বল রসতত্ত্বপূর্ণ শ্রীগ্রন্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা আমার ন্যায় ভজনসাধন-বিহীন অল্পজ্ঞের পক্ষে একরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশমাত্র। সুতরাং এই গ্রন্থের মধ্যে বহু ভ্রমপ্রমাদাদিতে থাকা অসম্ভব নহে। সহৃদয় ভক্তপাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল ত্রুটীর কথা জ্ঞাপন করিলে চিরবাধিত হইব এবং সাধ্যে কুলাইলে গ্রন্থ পরিসমাপ্তির পর আমাদের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারিব।

এই শ্রীগ্রন্থে ২৭২টী শ্লোক আছে। তন্মধ্যে এই প্রথম খণ্ডে ১৩৮টী শ্লোক প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে এবং এই শেষ খণ্ডেই বিস্তারিত ভূমিকা ও শ্লোক সূচী ইত্যাদি প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বোম্বাই ও কাশী হইতে দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয় পরিদৃষ্টে পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত গ্রন্থখানিতে যে একটী টীকা আছে, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুকূল নহে; তাহা রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের অনুকূল এজন্য আমরা বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুকূলমতে নূতন অন্বয় মুখে

ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করিতেছি। ইহাতে পাঠকের শ্লোকার্থ বুঝিবার অনেক পরিমাণে সহায়তা হওয়ার সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত না হওয়ায় ভক্তজনের আস্বাদনের নিমিত্তই এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাদের এত আগ্রহ ও উদ্যম। যাহা হউক, এই গ্রন্থ পাঠে ভক্তজনের কিঞ্চিৎ প্রীতি সম্পাদন হইলেই সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব।

"শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয়।
এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।
বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

ভক্তজনকৃপাভিক্ষু
প্রকাশক।

# দ্বিতীয় সংস্করণের কথা।

প্রথম খণ্ড একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, পুনরায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তিত বা নূতন সংযোজিত হইল না। ইতি—

ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয়।
বঙ্গাব্দ ১৩৩১।

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

# শ্রীরাধারস-সুধানিধিঃ

## স্তোত্রকাব্যম্ ।

### মঙ্গলাচরণং ।

নিন্দন্তং পুলকোৎকরেন বিকসন্নীপ-প্রসূন-চ্ছবিং
প্রোর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরিহরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রু-নির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্ত মুর্ব্বীতলং
গায়দ্ভিঃ নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ১ ॥

---

অন্বয়ঃ ।—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোর্মহাকৃপাপাত্রঃ পরিব্রাজক-চূড়ামণি-শ্রীপাদ-প্রবোধানন্দ সরস্বতী-মহানুভাবঃ হ্লাদিনীশক্তি-সারভূতা শ্রীরাধিকায়াঃ প্রভাবোৎকর্ষত্বং বর্ণয়ংশ্চ তল্লালসাময়ী-সেবা-প্রার্থনা-প্রধান-শ্রীমদ্রাধারসসুধা-নিধি নাম-মঙ্গলস্বরূপ-গ্রন্থ মারভতে। তত্রাদৌ শিষ্টাচার-পরম্পরা-প্রাপ্তেষ্ট-দেবতা রাগবর্ত্মগুরু শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র-নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি । ইদং মঙ্গলা-চরণ মন্যেষাং গ্রন্থকারাণামিব অভীষ্টপূর্ত্তি-বিঘ্নবিনাশন-প্রয়োজনং ন ভবতি—শুদ্ধ বৈষ্ণবানাং স্বভাবোহয়ং—যচ্ছয়ন-ভোজন-গমনাদিষু গুর্ব্বিষ্টদেবতা-স্মরণং । নিন্দন্তমিতি । * * । পুলকোৎকরেন ( নিজরসাবিষ্টচিত্তত্বাৎ উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাবোত্থ-পুলকচয়েন ) বিকসন্ নীপপ্রসূনচ্ছবিং ( স্ফুটন্ কদম্ব-কুসুমচ্ছটাং ) নিন্দন্তং, ভুজদ্বয়ং প্রোর্দ্ধীকৃত্য (বাহু যুগলং উর্দ্ধে স্থাপয়িত্বা । হরি হরীতি উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরৈঃ) মুহুঃ ( বারম্বারং ) বদন্তং, দ্রুতং ( চঞ্চলভাবেন ) নৃত্যন্তং, অশ্রু-নির্ঝরচয়ৈঃ ( বিরহিণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ভাবমনুকুর্ব্বন্ নেত্রজলানাং নির্ঝরচয়ৈঃ ) উর্ব্বীতলং ( ধরণীতলং ) সিঞ্চন্তং, গায়দ্ভিঃ নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং ( গায়দ্ভিঃ নিজভক্তবৃন্দৈঃ পরিবেষ্টিতং ) গৌরচন্দ্রং (অত্রাপি চন্দ্ররূপকত্বেন স্বপ্রেমামৃতেন জগদুল্লাসজনকত্বং জ্ঞাপিতং) নুমঃ ( নমস্কুর্ম্মঃ বহুবচনং সশিষ্যাভিপ্রায়েণ) ॥১॥

**অনুবাদ**।—নিজ-রস-মাধুর্য্যে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ায় উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবোত্থ পুলকনিচয় দ্বারা যিনি প্রস্ফুটিত কদম্ব-কুসুমের ছটাকে নিন্দা করিতেছেন, বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার "হরি হরি" বলিতেছেন, চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতেছেন; কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধার ভাব অনুকরণ করিয়া অশ্রু-নির্ঝর ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন এবং যিনি কীর্ত্তনপর নিজ-ভক্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, সেই স্বপ্রেমামৃত দানে ভুবনোল্লাসকারী শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা ( সশিষ্য ) নমস্কার করি ॥১॥

তাৎপর্য্যার্থ।

আমাদের প্রাণকোটীপ্রিয় শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র কলিপীড়িত জগজ্জীবকে ভক্তভাব শিখাইবার জন্যই ভক্ত-কল্পতরুরূপে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ। দয়াল প্রভু নির্ব্বিচার-করুণা-বিলাস দ্বারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মহিমা-প্রকটন পূর্ব্বক এক অশ্রুত অপূর্ব্ব প্রেমরসামৃতধারায় ভুবন প্লাবিত করিয়াছেন। আহা! এমন প্রেমের অবতার—করুণার ঠাকুর আর কোন যুগে হয় নাই। তাই প্রেমানন্দের উদ্দাম উচ্ছ্বাসভরে পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন।—

"গৌরাঙ্গ না হ'ত, কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা,
জগতে জানাত কে॥"

লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মাদি যে সুদুর্লভ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসতত্ত্বের কণিকামাত্র জানিতে পারেন নাই, নদীয়ানন্দ শ্রীগৌরচন্দ্র সে প্রেমরসামৃত-ধারার অবাধ বর্ষণে ভাগ্যবান কলির জীবকে সুলভ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য বিষয়-বিক্ষোভিত দুর্ব্বল জীবের হৃদয়ে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নির্ম্মল মাধুর্য্য-রসলীলার অবিকৃত স্ফূর্ত্তি কেবল সেই প্রেম-প্রচারক জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-সাপেক্ষ। বিশুদ্ধ রাগমার্গের ভজন-প্রদর্শক শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের দুটীপদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
* * *
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী।

*   *   *

গৌর প্রেমরসার্ণবে,   সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,

সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।" ইত্যাদি।

মহাজনের এই মহাবাক্য অতি সত্য। যিনি ব্রজের নিগূঢ়তম রসতত্ত্ব ও লীলা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে চাহেন, তাঁহাকে আমাদের প্রাণবল্লভ গৌরচন্দ্র ও তদীয় ভক্তগণের শ্রীচরণাশ্রিত হইতে হইবে। এই কারণেই ব্রজরস-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীগৌরচন্দ্র-গীতির সদাচার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে চির প্রচলিত আছে। এই সদাচার সম্পাদনের জন্যই শ্রীপাদ্ গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবদশার মহিমা বর্ণনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। এই মঙ্গলাচরণ অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় অভীষ্টপূরণ ও বিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত নহে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বভাবই এই—শয়ন, গমন, ভোজনাদি সকল কার্য্যে সকল সময়ে শ্রীমদভীষ্ট গুরুদেবের স্মরণ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি কৃপাপাত্র শ্রীল প্রবোধানন্দ (শ্রীবৃন্দাবনের তুঙ্গবিদ্যাসখী) শ্রীরাধার প্রভাবোৎকর্ষ-সূচক ও তল্লালসাময়ী সেবা-প্রার্থনা-প্রধান "শ্রীরাধারস-সুধানিধি" নামক গ্রন্থ আরম্ভের পূর্ব্বে রাগবর্ত্ম গুরু শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রের নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। শ্রীগৌরলীলা নিত্যবস্তু, ভক্তের মানস-নয়নে উহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত। শ্রীপুরুষোত্তমের লবণাম্বুধি-তটে মাদন-ভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা-বিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরগত-প্রাণ শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"শ্রীবৃন্দাবনের রহঃ-কেলির স্ফূর্ত্তিতে আমাদের শ্রীগৌর-সুধানিধির ভাববিহ্বলচিত্ত প্রেমে গর গর হইয়া পড়িতেছে—আর অমনি শ্রীঅঙ্গে পুলকনিচয়, কদম্ব-কেশর হইতেও সুন্দর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রস প্রমত্ত নিজভক্তগণে পরিবৃত হইয়া পুলকাঞ্চিত শ্রীভুজযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া "হরি হরি" বলিয়া ভাবের ভরে নাচিতেছেন,—সে মোহন নৃত্যকলার গুণে দারু-পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে এবং শত শত ধারায় অবিশ্রান্ত নয়ন-নীর প্রবাহিত হইয়া ধরাতল অভিসিঞ্চিত করিতেছে। আমরা সেই প্রেমনিধি শ্রীগৌরশশীকে নমস্কার করি।"

শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে যেরূপ ভক্তি জন্মিবে, হৃদয়ে সেইরূপই শ্রীরাধা প্রেমের স্ফূর্ত্তি পাইবে।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার তদীয় "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌর-পদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মা-
দ্রাধা পদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ॥"

কৃত–পুণ্যপুঞ্জের ফলেই শ্রীগৌরহরির পদারবিন্দে ভক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ ভক্তিলাভ করেন, শ্রীরাধার চরণকমল সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ সুধাসমুদ্র তাঁহার হৃদয়ে সেইরূপই অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে।

আবার সখীভাবই সাধনার চরমভাব। এই ভাবের আবেশে শ্রীরাধাতেই অধিক প্রীতি জন্মে। কিন্তু হৃদয় শ্রীগৌরভক্তিরসে বিনোদিত না হইলে শ্রীরাধার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভেদত্ব হেতু মধুর শ্রীমূর্ত্তি-যুগলের প্রেম-সেবানন্দ লাভ অতি দুর্ঘট। এ কারণ শ্রীপাদ গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে শ্রীগৌরভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে ব্রজরস-রসনের নিমিত্ত পরমোৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীরাধার লালসাময়ী সেবাপ্রার্থনাত্মক এই "শ্রীরাধারস সুধানিধিঃ" শ্রীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীল গ্রন্থকার প্রগাঢ় লালসান্বিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"কদা শৌরে গৌরে বপুষি পরম প্রেম রসদে
সদেক প্রাণে নিষ্কপট কৃত ভাবোহস্মি ভবিতা।
কদা বা তস্যালৌকিক সদনুমানেন মম হৃদ্য-
কস্মাৎ শ্রীরাধাপদনখমণি-জ্যোতিরুদগাৎ॥"

হে কৃষ্ণ! প্রেমরসনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অসাধারণ প্রাণ-স্বরূপ পরম প্রেমরসদ তোমার গৌরদেহে আমার অকপট ভাব কবে হইবে? এবং কবেই বা শ্রীরাধার অকপট ভাবের অলৌকিক অনুমান দ্বারা আমার হৃদয়ে শ্রীরাধার পদনখমণির জ্যোতি অকস্মাৎ উদয় হইবে।

রসিক ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীপাদগ্রন্থকারের এই আবেগময়ী প্রার্থনা "শ্রীরাধা-রস–সুধানিধি"তে সফলীকৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ্ গ্রন্থকর্ত্তা সেবাপরা সখীর ভাবাবিষ্ট হইয়া মানসে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত লীলা-বিলাস স্মরণ, মনন ও প্রত্যক্ষ করিয়া স্তুতি করিতেছেন। এইরূপ লালসাময়ী সেবা প্রার্থনা ও লীলা স্মরণ মননই রাগানুগা ভক্তির সাধন॥ ১॥

যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্র দুর্গমগতি মধুসূদনোঽপি
তস্যাঃ নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি ॥ ২ ॥

**অন্বয়ঃ**।—কদাপি ( নিকুঞ্জলীলা-বিহারাবসরে ) যোগীন্দ্র-দুর্গমগতিঃ মধুসূদনোঽপি ( যোগীন্দ্রঃ মহাদেবঃ তস্যাপি দুর্গমাগতি যস্মিন্ সঃ মধুসূদনোঽপি রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণোঽপি ) যস্যাঃ বসনাঞ্চল-খেলনোত্থ-ধন্যাতিধন্য-পবনেন ( পবন-স্পর্শেন ) কৃতার্থমানী তস্যাঃ বৃষভানু-ভুবো দিশেঽপি ( বৃষভানুভুঃ শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী-শ্রীরাধা তস্যাঃ দিশে—যত্র সা তিষ্ঠতি তস্যামেব দিশি ) নমঃ অস্তু ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—নিকুঞ্জলীলা-বিহারান্তে যোগীন্দ্র মহাদেবেরও দুর্গমগতি মধুসূদন অর্থাৎ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বসনাঞ্চল-সঞ্চালনোত্থ ধন্যাতিধন্য পবন স্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধা যথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই কালিন্দি-পুলিনবর্ত্তী অতিরম্য-শ্রীবৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জ যে দিকে অবস্থিত, সেই দিকও অতিধন্য, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রসিকভক্তবর শ্রীল গ্রন্থকার ব্রজসাধনার চরমসীমায় উপনীত হইয়া, আপনাকে নিকুঞ্জ-সেবা-পরা মঞ্জরীরূপা সখী মনে করিয়া—যথা—"সখীনাং সঙ্গিনী-রূপা আত্মানং বাসনাময়ী। আজ্ঞা-সেবা-পরাতত্তৎ-কৃপালঙ্কার-ভূষিতাম্ ॥" অর্থাৎ আপনাকে ললিতাদি সখীগণের সঙ্গিনীরূপা, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-পরা এবং শ্রীরাধার নির্ম্মাল্যমালা-বসনাভরণে বিভূষিতা কৃষ্ণ-মনোহরা গোপাঙ্গনা ভাবনা করিয়া উদ্দাম যুগলপ্রেম লালসা-পূর্ণ হৃদয়ে পুনরায় নিজ অভীষ্ট-প্রভাব-বর্ণনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ। যথা—শ্রীচরিতামৃতে—"সেই মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। বস্তু-নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ আর নমস্কার ॥" আলোচ্য মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সেই ত্রিবিধ তত্ত্ব পরিস্ফুট আছে। "বৃষভানুভুবো দিশে নমোঽস্তু"—এই বাক্যে নমস্কার সূচিত হইয়াছে এবং "যোগীন্দ্র দুর্গমগতি মধুসূদন" এই বাক্যে

ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদুরূহপদারবিন্দ-
শ্রীমৎ পরাগ-পরমাদ্ভুত বৈভবায়াঃ।
সর্ব্বার্থ-সার রসবর্ষি কৃপার্দ্র দৃষ্টে
স্তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো মহিম্নে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদুরূহ পদারবিন্দ শ্রীমৎপরাগ-পরমাদ্ভুত বৈভবায়াঃ (ব্রহ্মা চ ঈশ্বরশ্চ নারায়ণশ্চ তৌ আদিঃ "অনাদিরাদি গোবিন্দরিতি বচনাৎ শ্রীগোবিন্দঃ তস্য সুদুরূহঃ সুদুর্লভঃ যৎ পদারবিন্দঃ তয়োঃ শ্রীমৎ পরাগঃ তস্য

বস্তুতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এস্থলে এই মাধুর্য্যলীলায় মধুসূদন শব্দের ব্যবহার হইল কেন? মধুসূদন শব্দের ব্যুৎপত্তি। যথা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"মধুক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনঃ॥
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥

অর্থাৎ মধু শব্দে শুভাশুভ কর্ম্ম বুঝায়। অতএব যিনি ভক্তের শুভাশুভ কর্ম্ম বিনাশ করেন অথবা যিনি ভ্রান্তজনের পরিণামাশুভ আপাতমধুর কর্ম্মের বিনাশ করেন, তিনিই মধূসূদন। নিষ্কাম প্রেমিকভক্ত শ্রীপাদগ্রন্থকার গ্রন্থ-রচনারূপ কর্ম্মফলের বিনাশ হেতু এই মধুসূদন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মধুসূদন শব্দের রসিক-জনবোধ্য একটী নিগূঢ় অর্থ আছে। "মধু পুষ্পরসং সূদয়তি খণ্ডয়তীতি মধুসূদনঃ অর্থাৎ শ্রীরাধা-মুখপদ্মের অধরসুধা-রসাস্বাদী রসিক-ভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ। অতএব মধুসূদন শব্দে, শ্রীচরিতামৃতোক্ত "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কাম গায়ত্রী যার উপাসন॥" সেই কন্দর্প-কেলিকলা-বিশারদ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই রসিকেন্দ্রের রসতত্ত্বে অন্যের কথা দূরে থাক্, যোগীন্দ্র মহাদেবেরও চিত্ত প্রবেশ দুর্ঘট। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েই বিহার-পরিশ্রান্ত হইলেও শ্রীরাধা আত্মসুখের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া স্বীয় বসনাঞ্চল-ব্যজন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রমাপনোদন করিতেছেন। শ্রীরাধার এইরূপ বসনাঞ্চল খেলনোত্থ পবন স্পর্শ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বাঞ্ছনীয়। অতএব প্রেমময়ী শ্রীরাধা, রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করুন, এই তাৎপর্য্যেই আশীর্ব্বাদ সূচিত ॥ ৩ ॥ — ২

পরমাদ্ভুতং বৈভবং যস্যাশ্চ ) সর্ব্বার্থসার রসবর্ষি কৃপার্দ্রদৃষ্টেঃ ( সর্ব্বার্থেষু সাররসঃ কৃষ্ণপ্রেমরসঃ তদ্বর্ষিণী যা কৃপা তয়া আর্দ্রীকৃতা দৃষ্টির্যস্যাঃ ) তস্যাঃ বৃষভানুভুবো ( শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী-শ্রীরাধায়াঃ মহিম্নে নমোঽস্তু ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যিনি ব্রহ্মেশ্বরাদির সুদুর্ল্লভ শ্রীচরণ-কমলরেণুর পরমাদ্ভুত বৈভবে মহা ঐশ্বর্য্যবতী এবং সর্ব্বার্থসার কৃষ্ণ প্রেম-রসবর্ষিণী কৃপার্দ্র দৃষ্টিতে মহামাধুর্য্যবতী সেই বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধার মহিমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বন্দনীয় গ্রন্থকর্ত্তা যদিও পূর্ব্বোক্ত পরম্পরা-প্রসিদ্ধ বস্তু নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার এই ত্রিবিধাত্মক মঙ্গলাচরণ শ্লোক দ্বারা অভীষ্ট বন্দনা করিয়াছেন, তথাপি এই শ্লোকে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পুনরায় অভীষ্ট মহিমা বর্ণনরূপ বিশেষ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।—শ্রীরাধার পদারবিন্দ ব্রহ্মা-নারায়ণাদি সুরবরগণেরও অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয় অথবা যিনি ব্রহ্মা ও ঈশ্বরেরও আদি—শ্রীগোবিন্দ। যথা—

"অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণমিতি"। সুতরাং সকল কারণের কারণ, সকল অনাদির আদি, শ্রীগোবিন্দেরও সুদুর্ল্লভ যে পদারবিন্দ তাহার পরাগ এরূপ শ্রীযুক্ত যে, তাহা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী কমলারও বাঞ্ছনীয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়ভক্ত উদ্ধবও সেই পদধূলি পাইবার জন্য সদা লালসান্বিত। আবার সে শ্রীচরণ-কমল-রেণু সম্পদ নিত্য নবনব শ্রী-সম্ভারে উদ্ভাসিত; সুতরাং পরমাদ্ভুত এবং, শ্রীরাধার সেই শ্রীচরণযুগল যে রসিক-মৌলি শ্রীকৃষ্ণেরও দুর্ল্লভ তাহা "দেহি পদ-পল্লবমুদারং" এই শ্রীমুখের বাক্যেই স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধা এ হেন স্বীয় পরমাশ্চর্য্য শ্রীচরণ-কমল-রেণু-বৈভবে মহা ঐশ্বর্য্যবতী। আবার শ্রীরাধার কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বার্থ-সাররসবর্ষিণী। অর্থাৎ যে যে স্থলে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, সেই সেই স্থলেই সর্ব্বার্থ সার কৃষ্ণ-প্রেমরস বর্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ; এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সার পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম। এই প্রেমের অগ্রে অন্য চারি পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ। যথা—শ্রীচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।  
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥  
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত—সিন্ধু।  
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥"

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুকনারদ-ভীষ্মমুখ্যৈ
রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যো বশীকরণং চূর্ণ মনন্তশক্তিং
তং রাধিকা চরণরেণু মনুস্মরামি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—যো রুদ্র শুকনারদভীষ্মমুখ্যৈঃ সহসা ন আলক্ষিতঃ (ঈষদপি লক্ষিতঃ অযোগ্যত্বাৎ) তস্য পুরুষস্য (রাসরসিকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) সদ্যঃ বশীকরণং অনন্তশক্তিং চূর্ণং (পুরুষ-বশীকরণ-চূর্ণৌষধিবৎ) তং রাধিকা-চরণ-রেণুং অনুস্মরামি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—শিব-বিরিঞ্চি-শুকনারদ ও ভীষ্ম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণও অযোগ্য হেতু সহসা যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই পরম পুরুষের সদ্য বশীকরণকারী অনন্তশক্তিসম্পন্ন চূর্ণৌষধির ন্যায় শ্রীরাধিকার চরণ-রেণুকে আমি অনুস্মরণ করি ॥ ৪ ॥

এই পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমার রস-স্বরূপ শ্রীরাধার প্রেম। কারণ শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য্য সহযোগেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এত সরসতা ও মধুরতা। আবার প্রেমময়ীর এই পরমাদ্ভুত প্রেমমহিমার মাধুরী-গুণেই আমাদের পতিতের সহায় শ্রীগৌরাঙ্গাবতার। অতএব ধন্য শ্রীমতির প্রেম-মহিমা। তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

স্মরণই রাগানুগীয় সাধন। বিশুদ্ধ ভজন-পথ-প্রদর্শক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার।"

অর্থাৎ মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া শ্রীরাধা-শ্যামের মধুর লীলা-বিলাস স্মরণই সাধন। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল-বিলাস স্মৃতি-সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার ॥"

অর্থাৎ মনের প্রাণ স্মরণ। যেরূপ প্রাণহীন দেহ বৃথা সেইরূপ স্মরণহীন মনও বৃথা। মধুর হইতে সুমধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত লীলা-নিকুঞ্জাদি অথবা ধাম শব্দে শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর শ্রীমূর্ত্তি এবং শ্রীযুগল-বিলাসাদি স্মরণই স্মরণের সার। ইহাই সাধ্য ও সাধন। ইহার পর আর সাধ্য সাধন নাই। এই বিধিই সর্ব্ববিধির শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ শ্রীচরিতামৃতে—

"মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন,
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ।"

এইজন্যই মঙ্গলাচরণান্তর সখীভাবাবিষ্ট ভজনানন্দ গ্রন্থকার অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরাধাচরণ-রেণুর অনুস্মরণ করিতেছেন। এই অভীষ্টসিদ্ধি প্রিয়-তম শ্রীরাধারমণের কৃপালাভ। প্রেমময়ী শ্রীমতির কৃপালাভ যেমন প্রেমা-বতার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাসাপেক্ষ, সেইরূপ রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভও শ্রীমতির কৃপাসাপেক্ষ। এ কারণ, শ্রীরাধাচরণ রেণুর অনুস্মরণ করিতেছেন। শ্রীরাধাশ্যামের নিভৃত লীলা-বিহারাদির আনন্দরাজ্যে শিব-শুক-নারদাদি শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের প্রবেশাধিকার নাই এবং তাঁহারা প্রবেশের যোগ্যও নহেন। কেন না,—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
* * * *

সুতরাং—

সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাই গতি॥" শ্রীচরিতামৃত।

এজন্য উক্ত মহাভাগবতগণও সহসা সে পরম পুরুষের দর্শনলাভ করিতে পারেন না। তবে, অনন্তশক্তিসম্পন্ন শ্রীরাধাচরণ-রেণু যিনি লাভ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই ব্রহ্মাদি-সুরগণ-দুর্ল্লভ পুরুষকে বশীভূত করা দুর্ঘট হয় না। তাই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"রাধিকা চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি॥"

আধায় মূর্দ্ধনি যদাপুরুদারগোপ্যঃ
কাম্যং পদং প্রিয়গুণৈরপি পিঞ্ছমৌলেঃ।
ভাবোৎসবেন ভজতাং রসকামধেনুং
তং রাধিকাচরণরেণুমহং স্মরামি ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—উদারগোপ্যঃ (উদারস্বভাবাঃ গোপাঙ্গনাঃ) যৎ (চরণরেণুং) মূর্দ্ধনি আধায় (শিরসি ধৃত্বা) পিঞ্ছমৌলেঃ প্রিয়গুণৈরপি (পিঞ্ছমৌলেঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রিয় এব গুণৈঃ সহাপি) কাম্যং পদং (অভিলষিতং কৃষ্ণদাস্য পদং) আপুঃ (প্রাপুঃ) চ ভাবোৎসবেন ভজতাং (ভজতাং জনানাং) রসকামধেনু (রসপ্রাপ্তিবিষয়ে কামধেনুতুল্যং) তং রাধিকাচরণরেণুং অহং স্মরামি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :—উদার-স্বভাবা গোপীগণ যে শ্রীচরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া শিখিপুচ্ছচূড়াধারী নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়গুণের সহিত কাম্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহা ভাবোৎসব দ্বারা ভজনকারী ভক্তজনের রসলাভের কামধেনু স্বরূপ সেই শ্রীরাধিকা-চরণরেণুকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫ ॥

আবার উল্লিখিত "পুরুষ" শব্দ কেবল সেই নবকিশোর শ্যামসুন্দরকে নির্দ্দেশ করিতেছে। যেহেতু, শ্রীবৃন্দাবনের নিধুনিকুঞ্জ লীলায় অন্য পুরুষের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মসংহিতায় কথিত আছে,—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষরিতি।"

অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামের কেলিকানন শ্রীবৃন্দবনে কান্তা ব্রজলক্ষ্মী গোপ-ললনাগণ এবং কান্ত পরম-পুরুষ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আবার বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে,—

"স এব বাসুদেবোঽয়ং সাক্ষাৎ পুরুষ উচ্যতে ॥"

এস্থলে বাসুদেব শব্দও শ্রীনন্দ-নন্দনকে বুঝাইতেছে। শ্রীনন্দরাজ পূর্ব্বে দ্রোণ নামক বসু ছিলেন। সুতরাং "বসুষু দীব্যতি য সঃ বসুদেবঃ শ্রীনন্দঃ তস্যাত্মজঃ বাসুদেবঃ।" সুতরাং শ্রীনন্দ-নন্দনই সাক্ষাৎ পুরুষ নামে অভিহিত। পুনশ্চ কবিকল্পলতায় 'পুরুষ' শব্দে 'রসিকরাজ' উক্ত আছে। শ্রীনন্দদুলাল ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি রসিকরাজ বিশেষণের সার্থক প্রয়োগ হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে সামান্যরূপ স্মরণ করিয়া ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় বিশেষ স্মরণ করিতেছেন। আত্ম-সুখ-দুঃখ-বিচার-বিরহিতা কেবল কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যবতী উদার-স্বভাবা গোপীগণ শ্রীরাধার শ্রীচরণ-রেণু শিরে ধারণ করিয়াই শিখিপুঞ্জমৌলি নাগরগুরু শ্যামসুন্দরের প্রিয় গুণের সহিত কাম্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোপীগণ কৃষ্ণার্থে সকল স্বার্থ এবং বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মাদি সকল ধর্ম্মাপেক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন। গোপীদের এই নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ ভাব জগতে অতিশয় দুর্ল্লভ—অতিশয় মহান্। এজন্যই গোপীগণকে "উদার" বলা হইয়াছে। গোপীগণ শ্রীরাধাচরণ-রেণু শিরে ধরিয়া অর্থাৎ দাসী, সখীরূপে আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে কাম্যপদ লাভ করিলেন, সে কাম্যপদ অর্থাৎ অভিলষিত পদ কি? শ্রীকৃষ্ণদাস্যপদ। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"তন্ন প্রসীদ বৃজিণার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতী স্ত্বদুপাসনাশাঃ।
তৎ সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তানাং পুরুষ-ভূষণ দেহি দাস্যং॥"

অর্থাৎ হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা তোমার উপাসনা করিব, এই আশায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণমূল প্রাপ্ত হইয়াছি। হে পুরুষভূষণ! তদীয় সুন্দর মৃদুহাস্য দর্শনে যে তীব্র কাম জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমাদিগকে দাসী বলিয়া অঙ্গীকার কর।

গোপীদের প্রেম স্বাভাবিকই কামগন্ধহীন; সুতরাং গোপীদের উক্ত কাম প্রেমের অবান্তর। যথা, গৌতমীয় তন্ত্রে,—

"প্রেমৈব গোপরামানাং কাম্য ইত্যগমৎ প্রথাং
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

অর্থাৎ ব্রজরামাদের প্রেমই "কাম" নামে অভিহিত। এই নিমিত্ত উদ্ধবাদি ভাগবতগণ এই প্রেম প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

অতএব রাধিকার চরণরেণু-শিরোধারিণী গোপাঙ্গনাগণ ভিন্ন অথবা ব্রজরস যাঁহাদের সাধনার ধন, ব্রজ-কিশোর-কিশোরীর মধুর প্রেমলীলা-সম্পাদন ও

দিব্যপ্রমোদ-রসসার-নিজাঙ্গসঙ্গ-
পীযূষবীচিনিচয়ৈরভিষেচয়ন্তী।
কন্দর্পকোটি-শর-মূর্চ্ছিত-নন্দসূনু-
সঞ্জীবনী জয়তি কাপি নিকুঞ্জদেবী ॥৬॥

**অন্বয়ঃ** ।—দিব্যঃ ( অলৌকিকঃ চিন্ময়ঃ ) প্রমোদ-রসসারঃ ( আনন্দ-লীলা-রস-সার এব ) নিজাঙ্গ-সঙ্গ-পীযূষবীচি-নিচয়ৈঃ ( নিজাঙ্গসঙ্গ এব সুধাতরঙ্গ-সমূহৈঃ ) অভিষেচয়ন্তী ( অভি সর্ব্বতোভাবেন নন্দসূনুং অভিষিক্তং কারয়িত্রী যা সা ) কন্দর্পকোটিশর-( পঞ্চবাণত্বাদসংখ্যশরৈঃ ) মূর্চ্ছিতঃ যো নন্দসূনুঃ ( নন্দ-নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ তস্য ) সঞ্জীবনী ( মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধিরূপা ) কাপি নিকুঞ্জদেবী জয়তি ( সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ) । ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—চিন্ময়-আনন্দরসসাররূপ-নিজাঙ্গ-সঙ্গ-সুধাতরঙ্গসমূহ দ্বারা যিনি শ্রীনন্দ-নন্দনকে সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্ত করাইতেছেন এবং সঞ্জীবনী মহৌষধি যেরূপ মূর্চ্ছিত যুদ্ধবীরকে জীবিত করে, তদ্রূপ অসংখ্যকন্দর্পশর-বিদ্ধ মূর্চ্ছিত শ্রীনন্দ-নন্দনের সঞ্জীবনী মহৌষধিস্বরূপা ঐ নিকুঞ্জদেবী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন । ৬ ।

বিস্তারকারিণী সখিগণের দাসীরূপে আনুগত্য যাঁহাদের ভজন-তাৎপর্য্য, সেই গোপীভাবাবিষ্ট সিদ্ধরসিক ভক্তগণ ভিন্ন সে কাম্যপদ অন্যের লভ্য নহে। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের জননী যশোদা ও শ্রীরাধা-জননী কীর্ত্তিদাও সে সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিতা ; এ হেন কাম্যপদ-প্রদ শ্রীচরণরেণু ভাবোৎসব দ্বারা ভজনকারী ব্যক্তিদিগের রসলাভের কামধেনু স্বরূপ। অভীষ্টফলদায়িনী স্বর্গীয় সুরভি-নাম্নী গাভীকে কামধেনু কহে। যিনি যে বাঞ্ছা করিয়া ভজন করেন, কামধেনু তাঁহাকে তাহাই দান করেন। ভজনের ভাবানুসারেই ভক্তগণের রস-প্রাপ্তিতে আনন্দলাভ ঘটে। সুতরাং ভাবের তারতম্যে অভীষ্ট লাভেরও তারতম্য বুঝিতে হইবে। এস্থলে 'রস' শব্দ রসময় শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রুতি বলেন,—"রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দো ভবতি।" ফলতঃ, শ্রীরাধার চরণরেণুর প্রভাবেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবালাভ ঘটিয়া থাকে । ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার চরণরেণু স্মরণ করিয়া যতই প্রেমানন্দের বিকাশ হইতেছে ভজনবিজ্ঞ মহানুভব গ্রন্থকর্ত্তা অনুরাগদশা স্ফূর্ত্তিতে আপনাকে ততই অভীষ্টের সান্নিহিত দর্শন করিতেছেন। ক্রমে কালিন্দীপুলিনোপশোভি-শ্রীরাসমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিকুঞ্জরাজ্ঞী শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন। বসন্তরাসে শ্রীকৃষ্ণ শতকোটী গোপীর সহিত সমভাবে রাস-বিলাস করিতেছেন। প্রেমের সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া প্রগাঢ় প্রেমময়ী শ্রীরাধার মান উপস্থিত হইল। রাসেশ্বরী রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। সাধের রাস-বিলাসে বাদ পড়িল; রাধা-বিরহ-ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ তখন রাসবিলাস-বাসনার শৃঙ্খলরূপিণী পরমাশ্রয়া শ্রীমতির মধুররূপ হৃদয়ে ধরিয়া রাসমণ্ডল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে—

"ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥"

কোথাও শ্রীরাধাকে পাইলেন না। অবশেষে অনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন হইয়া শ্রীযমুনার শ্যামল তটান্তকুঞ্জে বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"ব্রহ্মা-মহেশ্বরকেও মুগ্ধ করিয়াছি"—এই অহঙ্কারে কন্দর্প, রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে বিমোহিত করিতে আসিয়া নিজেই স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। যথা—

"পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।" শ্রীভা।

কারণ, তখন শ্রীরাধা সঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ কন্দর্পগণকে বিমোহিত করিতেছিলেন। কিন্তু যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-সঙ্গ-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইলেন, অমনি সেই কন্দর্পগণ সুযোগ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিমুগ্ধ করিলেন। কেন না—

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ শ্রীরাধার সঙ্গে শোভা পান, ততক্ষণই তিনি মদন-মোহন; কিন্তু শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে তিনি বিশ্বমোহন হইয়াও স্বয়ং মদন কর্ত্তৃক মোহিত হন।

এই জন্যই কৃষ্ণ-বিজয়েচ্ছু কন্দর্পগণ শ্রীকৃষ্ণকে অসহায় পাইয়া প্রত্যেকেই পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন। তাই অসংখ্য অনঙ্গবাণ ব্রণখিন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ

তন্নঃ প্রতিক্ষণচমৎকৃতচারুলীলা-
লাবণ্যমোহনমহামধুরাঙ্গভঙ্গি।
রাধাননং হি মধুরাঙ্গকলানিধান-
মাবির্ভবিষ্যতি কদা রসসিন্ধুসারম্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ।—প্রতিক্ষণ-চমৎকৃত-চারুলীলা-লাবণ্য-মোহনঃ (ক্ষণং ক্ষণং অদ্ভুতা চ মনোহরা যা লীলা তস্যাং যল্লাবণ্যং তস্মাৎ মোহনঃ শ্যামসুন্দরঃ তস্য)

মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। কোন বীরপুরুষ শত্রুশরে জর্জ্জরিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে কেহ তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া বদনে শীতলবারি সেচন করিয়া থাকে। শ্রীরাধাও সেইরূপ অলৌকিক প্রমোদরসসার নিজাঙ্গসঙ্গরূপ অমৃত-তরঙ্গসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিতেছেন। অথবা "দিব্য-প্রমোদরস" বাক্যে "চিন্ময় আনন্দ-রস" বুঝায়।

"আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥"
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ চৈঃ চঃ।

সুতরাং আনন্দ-চিন্ময় রসের সারস্বরূপা মহাভাবময়ী শ্রীরাধা কন্দর্পশর-ক্লিষ্ট প্রাণকান্তকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিজাঙ্গ-সঙ্গ অর্থাৎ গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে হৃদয়ে ধরিয়া ঘন ঘন বদন চুম্বনে অধরামৃত সেচন করিতেছেন। বিরহ-বিমূর্চ্ছিত নাগররাজ প্রিয়তমার অঙ্গ-সৌরভের ও স্পর্শামৃতের প্রভাবে পুনঃ প্রকৃতিস্থ এবং প্রেম-প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন এই ভাবেই "সঞ্জীবনী" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। পদকর্ত্তা হরি বল্লভ এইভাব পরিব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন —

"সঙ্গিনী সহচরী দূরহি পরিহরি
রাই একাকিনী কুঞ্জে।
বল্লভ মূর্চ্ছিত হেরি জিয়ায়ত,
রূপ-সুধারস পুঞ্জে॥"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তর্ধানে রাসলীলা ভঙ্গ হইয়াছে। সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে শ্রীরাধাকে নিরীক্ষণ করিয়া কে ঐ নিকুঞ্জ-দেবী বলিয়া বিতর্ক করিতেছেন, গ্রন্থকর্ত্তা সেই সখী ভাবে অবিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রয়োগে লীলার নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে ॥৬॥

মহামধুরাঙ্গভঙ্গি ( মহামধুরাঙ্গানাং ভঙ্গিঃ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা তস্য হেতুর্যং ) মধুরাঙ্গ কলানিধানং ( মধুরাণি অঙ্গানি যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য কালায়াঃ নিধানং যং ) চ রসসিন্ধুসারং ( রস-সাগরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সারভূতং যং ) তং রাধাননং ( শ্রীরাধা-মুখচন্দ্রং ) নঃ ( অস্মাকং ) কদা হি ( নিশ্চিতং ) আবির্ভবিষ্যতি ( নয়নগোচরী ভবিষ্যতি )। ৭।

অনুবাদ।—যাঁহর লীলালাবণ্য ক্ষণে ক্ষণে চমৎকার ও মনোহর, সেই ভুবন-মোহন শ্যামসুন্দরের মহামধুরাঙ্গের ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমকারী যে শ্রীরাধানন মধুরাঙ্গের কলানিধান এবং রসসিন্ধুর সার স্বরূপ সেই শ্রীরাধামুখচন্দ্র কবে আমাদের নয়নগোচর হইবে? ॥৭॥

### তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাশ্যামের অদর্শনে সখীগণ বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। তাঁহারা নিমিষের অদর্শনেই কোটীযুগ কল্পনা করিয়া অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া থাকেন। দূর হইতেই কেলিকুঞ্জে শ্রীমতিকে অদ্ভুতবিলাসবতী দর্শন করিয়াও তাঁহারা প্রেমবৈচিত্ত্যভাবে বিমোহিত হইয়া শ্রীরাধাকে "অন্য কেহ" মনে করিতেছেন এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে "কতক্ষণে প্রিয়সখীর সে চাঁদমুখখানি দেখিব" বলিয়া উদ্দাম লালসা বিস্তার করিতেছেন। সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা এই ভাবের স্ফূর্ত্তিতে সরস লালসান্বিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন।—"আহা! রসিক-চূড়ামণি শ্যামসুন্দরের লীলালাবণ্য অতি মনোহর। এস্থলে লীলালাবণ্য বাক্যে লীলার মাধুর্য্য সূচিত হইয়াছে অথবা লীলা ও লাবণ্য উভয়ই বুঝাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও মাধুর্য্য দর্শন বা শ্রবণ করিলে নিজ স্বভাবগুণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে জগতের যাবতীয় নর-নারীর মন আকর্ষণ পূর্ব্বক চঞ্চল করাইয়া আপনা আস্বাদন করাইতে যত্ন করে এবং সে লাবণ্য ক্ষণে ক্ষণে নব নবরূপে উদ্ভাসিত হয়। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥"

এরূপ নিত্য নবীনরূপ না হইলে চমৎকারিত্ব থাকে না।—তাই শ্রীভাগবতে ১০।৪৪।১৩ শ্লোকের টীকায় তোষণীকার লিখিয়াছেন,—

"নন্বেব সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদা
নাসকৃৎ চমৎকার স্যাৎ তত্রাহরনুসবমিতি॥"

আবার শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে লিখিত হইয়াছে—

"প্রতিপদং ললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যামিতি।"

এজন্য তাঁহার লীলা অতি চমৎকার। সুতরাং তিনি—

"সর্ব্বাদ্ভুত লীলাকল্লোলবারিধিঃ।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

এবং তাঁহার লাবণ্যও—"কন্দর্পকোটিলাবণ্য ইত্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

ভঃ রঃ সিঃ।

কোটিচন্দ্র-প্রতিম শ্রীরাধানন এ হেন অদ্ভুত মনোহর লীলালাবণ্যামৃতসিন্ধু ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের মহামধুরাঙ্গের ভঙ্গিকারী। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ মধুর হইতেও মধুর সুতরাং মহামধুর। যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরমিতি॥"

নিরন্তর শ্রীরাধার বদনচন্দ্রমার সুধাপান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই মহামধুরাঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে বামদিকে ঈষৎ নমিত এবং নয়নাপাঙ্গও ঈষৎ বক্রীভূত। আবার শ্রীরাধানন মধুরাঙ্গ কলানিধান অর্থাৎ সুনির্ম্মল কলা-নিধান—চন্দ্রের স্বরূপ। অথবা মধুর অর্থাৎ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের মধুর অঙ্গের প্রতি অবয়ব চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য-শাসনে
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ॥
দুই গণ্ড সুচিকণ জিনি মণি দর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেই এক পূর্ণচন্দ্রমানি॥
কর নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদ নখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥"

এই অদ্ভুত চাঁদের হাট শ্রীরাধামুখচন্দ্রের কলাস্বরূপ। অথবা কলা শব্দে ক-কার ও ল-কার যোগে কামবীজ নির্দ্দেশ করিতেছে; সুতরাং শ্রীরাধানন মধুরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের কামবীজের নিধান স্বরূপ অর্থাৎ প্রিয়ামুখ দর্শনমাত্র

যৎ কিঙ্করীষু বহুশঃ খলু কাকুবাণী
নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ডমৌলেঃ।
তস্যাঃ কদা রসনিধে র্বৃষভানুজায়া
স্তৎ কেলিকুঞ্জভবনাঙ্গনমার্জ্জনী স্যাম্॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।—যৎ ( যস্যাঃ ) কিঙ্করীষু ( মঞ্জরীরূপাসখীষু ) খলু ( নিশ্চয়েন ) পরস্য পুরুষস্য ( পরম পুরুষস্য ) শিখণ্ডমৌলেঃ ( ময়ূরপিঞ্ছরচিত-মুকুটং শিরসি যস্য তস্য শ্রীশ্যামনটবরস্য ) নিত্যং বহুশঃ কাকুবাণী ( কুঞ্জাঙ্গনপ্রবেশনির্গম সময়ে বহুশঃ কাতরবাক্যেন প্রার্থনা বিহিতা; তদঙ্গণপ্রবেশহর্ষভরাৎ ) 'অহং' তস্যাঃ রসনিধেঃ ( রসো বৈ স ইতি শ্রুতিবচনপ্রমাণাৎ রসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিধিঃ হৃদয়রত্নস্বরূপায়াঃ ) বৃষভানুজায়াঃ ( শ্রীরাধায়াঃ ) তৎ কেলিকুঞ্জভবনাঙ্গন-মার্জ্জনী কদা স্যাম্॥ ৮॥

অনুবাদ।—শিখিপুচ্ছধারী শ্যাম-নাগরমণি পরম পুরুষ হইয়াও কেলিকুঞ্জ ভবনাঙ্গণে প্রবেশ ও নির্গমের নিমিত্ত যাঁহার কিঙ্করীগণকে নিত্য বহুবার কাতর-বাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিধিস্বরূপা সেই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জান্তর্গত গৃহপ্রাঙ্গণের কবে মার্জ্জনী ( ঝাঁটা ) হইব?॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে কামোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব শ্রীরাধার মুখচন্দ্র রসসিন্ধু সার। লবণ-সিন্ধু-মথনে প্রাকৃত চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাতেই কত মাধুর্য্য, আর শ্রীরাধা-মুখচন্দ্র সর্ব্বোত্তম মধুর রসসিন্ধুর সার; সুতরাং ইহাতে যে কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম মাধুর্য্য তাহা কে বলিতে পারে? অথবা শ্রীরাধা-মুখচন্দ্র হইতেই রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের যত কিছু মহত্ব। যেমন পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সাগর-বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ কোটীপূর্ণচন্দ্র-প্রতিম শ্রীরাধানন দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ও উদ্দাম প্রেমের ভরে উদ্বেলিত হইয়া থাকে। হায়! এ হেন শ্রীরাধা-মুখচন্দ্র কবে আমরা নয়নগোচর করিব?॥ ৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

নিভৃত নিকুঞ্জে মদন-মূর্চ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ 'রাই-অঙ্গ পরশে' প্রফুল্লিত হইয়া বিবিধ লীলাবিলাস দ্বারা রসাস্বাদন করিলেন বটে, কিন্তু সখীগণ ব্যতীত সে রসের

তাদৃশ পুষ্টিসাধন হইল না। চিচ্ছক্তি যেমন ঈশ্বরের পুষ্টিলাভের কারণ, সখীগণও সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস পুষ্টির উপকরণ। রাসে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিভৃতে শ্রীযুগলে বিলাস করিতেছেন, আর তাঁহারা বিরহোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছেন। রসিকবরের ইহা বড়ই অসহ্য হইল। আবার—

"অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট।
তা' সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥"—শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীরাধা ও সখীগণ পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমই রসকে পুষ্ট করে। এই রস পোষণের অভাবে রস পর্য্যুসিত হইল মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন সখীগণ আসিতেছেন কি না, জানিবার ছলনায় কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলেন। এই অবসরে সখীগণ আসিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইলেন। আবার এ দিকে প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যেমন একটু বিলম্ব হইল, অমনি শ্রীরাধাও—"ব্রজাঙ্গনা-লম্পট না জানি কোন্ ভাবিনীর ক্রোড়বর্ত্তী হইয়া কাননে রঙ্গ করিতেছেন"—এই ভাবিয়া প্রবল ঈর্ষাভরে মানিনী হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জে প্রবেশ না করেন, সখীগণকে এই নিষেধাজ্ঞা করিলেন। তাই নবঘনশ্যামকান্তি বিনোদবিহারী মস্তকে শিখিপুচ্ছরচিত মোহনচূড়া ধারণ করিয়া নবনটবরবেশে কুঞ্জদ্বারে আসিয়া দ্বাররক্ষিণী কিঙ্করীগণকে কাতর বাক্যে কুঞ্জাভ্যন্তর প্রবেশের প্রার্থনা জানাইতেছেন। কিন্তু সখীগণ সহজে দ্বার ছাড়িয়া দিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ—"কৃষ্ণঃস্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্"—( ব্রহ্মসংহিতা ) হইয়াও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কুঞ্জকিঙ্করীগণের বিনা অনুমতিতে শ্রীরাধাসঙ্গলাভ দূরে থাক্, কেলিকুঞ্জ-ভবনের অঙ্গণ প্রবেশেও সমর্থ হন না। ধন্য কিঙ্করীগণের মহিমা! এবং শ্রীরাধার কুঞ্জভবনাঙ্গণের মহিমাও ধন্য!! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-প্রেম-ভিখারী হইয়া কিঙ্করীগণকে বহুশঃ অনুনয় বিনয় করিলেন। সখীগণ প্রিয়তমের উদ্দাম-উৎকণ্ঠা ও অধীরতা দর্শনে কুঞ্জপ্রবেশের অনুমতি করিলেন। তখন রসিকেন্দ্র সন্নিহিত হইয়া প্রেমমধুর বাক্যে রসিকামণির বাম্যভাব বিদূরিত করিলেন এবং প্রাণকান্তাকে হৃদয়রত্নস্বরূপে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বিলাসরসে নিমগ্ন হইলেন। সখীগণ কুঞ্জের বাহিরে চলিয়া গেলেন। কাম-কলার রসরঙ্গ আরম্ভের পূর্ব্বেই সখীগণ এইরূপ নিত্য কুঞ্জের বাহিরে গমন করিয়া থাকেন। তদ্দর্শনে ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—"হায়! আমি কতদিনে শ্রীরাধার

বৃন্দানি সর্ব্বমহতামপহায় দূরা-
দ্বৃন্দাটবী মনুসর প্রণয়েন চেতঃ।
সত্তারণীকৃত-সুভাব-সুধারসৌঘং
রাধাভিধান মিহ দিব্য-নিধানমস্তি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—চেতঃ ( হে মনঃ ) সর্ব্বমহতাং বৃন্দানি ( সর্ব্বমহচ্ছ্রেষ্ঠানাং সমূহানি, কুঞ্জকিঙ্করীত্বং লাভার্থায় জ্ঞানকর্ম্মাহন্যদেবাদীনামুপাসনাদিকানি চৈবেতি ভাবঃ ) দূরাৎ অপহায় ( সন্তজ্য ) প্রণয়েন ( প্রীত্যা প্রার্থনেন, প্রেম্না বা ) বৃন্দাটবীং ( বৃন্দাবনং ) অনুসর। ইহ ( শ্রীবৃন্দাবনে ) সত্তারণীকৃত সুভাব সুধারসৌঘং ( সত্তানুদ্ধারায়োপায়স্বরূপীকৃতো যঃ সুভাবঃ স এব সুধারস স্তস্য ওঘঃ প্রবাহঃ বিদ্যতে যস্মিন্ তৎ ) রাধাভিধানম্ ( রাধা এবাভিধানং যস্য তৎ ) দিব্য-নিধানং ( দিব্য-নিধিং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং চিন্তামণিরেব দিব্যরত্নং অস্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—মন! তুমি সকল মহৎবৃন্দকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন অনুসরণ কর। তথায় সত্তারণীকৃত সুভাব-সুধারসের প্রবাহ স্বরূপ শ্রীরাধা নামে এক সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দিব্যনিধি আছেন ॥ ৯ ॥

সেই দুর্ল্লভ কেলিকুঞ্জান্তর্গত ভবনাঙ্গণের মার্জ্জনী হইব? মার্জ্জনী হইলে অবাধে কুঞ্জভবনাঙ্গণে পড়িয়া থাকিব, ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা যথায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সহসা প্রবেশলাভ করিতে পারেন না, আমি কবে মার্জ্জনী হইয়া ব্রহ্মাদি সুরবরবাঞ্ছিত শ্রীচরণরেণু ধূসরিত হইয়া সে কুঞ্জভবনাঙ্গনে পড়িয়া থাকিব। এস্থলে মার্জ্জনী হইবার প্রার্থনায় অতিশয় দৈন্য জ্ঞাপিত হইয়াছে এবং কুঞ্জভবনাঙ্গনের মহিমাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত "নিত্য" শব্দে লীলার নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভাবসিদ্ধদেহে—সেবাপ্রাণা সখীর ভাবাবেশে নিত্যধামের নিত্য মধুর-লীলা এবং রাধাকিঙ্করীগণের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য ও কুঞ্জভবনাঙ্গণের মহিমাসমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় ভজনানন্দ গ্রন্থ-কর্ত্তা সাধকোচিত প্রগাঢ় লালসায় অনুপ্রাণিত হইয়া,—পূর্ব্বশ্লোকে দুরধিগম্য

কুঞ্জভবনাঙ্গণের যে মার্জ্জনীত্ব লাভের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, এই শ্লোকে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। কোন্ সাধনার ফলে সে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে?"—মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় অতীব আগ্রহের সহিত মনকে উপদেশ দিতেছেন,—মন! অন্য কোন সাধনায় এ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; ইহা একমাত্র শ্রীমতীর চরণারবিন্দের কৃপাসাপেক্ষ জানিবে। অতএব ব্রহ্মাদি দেবতারাধনা, জ্ঞান-কর্ম্মযোগ, কি তীর্থসেবা ইত্যাদি সকল মহৎ চেষ্টাকে দূর হইতে পরিত্যাগ কর। কেন না, ঐ সকল মহৎ বৃন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীবৃন্দাবন অতি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িবে, সুতরাং নিকটে না যাইয়া ঐ সকলকে দূর হইতে পরিহার করিয়া প্রণয়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন অনুসরণ কর। একাকী যাইলে হইবে না, প্রণয়কে * অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাইতে হইবে। প্রণয় শব্দে "প্রীত্যা প্রার্থনম্" অর্থাৎ প্রীতিময়ী সেবা প্রার্থনা বুঝায়। মঞ্জরীরূপা সখীর অনুগা হইয়া প্রার্থনা ভিন্ন কুঞ্জসেবা-সাধ্য লাভের অন্য উপায় নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। যথা—

"সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাই গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥" শ্রীচরিতামৃত।

অথবা "প্রণয়" শব্দে প্রেম। প্রেমের সহায় ভিন্ন সে প্রেমময়ীর রাজ্যে প্রবেশ দুর্ঘট। যদি বল, শ্রীবৃন্দাবনে এমন কি বস্তু আছেন যে, উক্ত সমস্ত মহৎ বৃন্দকে ত্যাগ করিব? উত্তর,—তথায় শ্রীরাধা নামে এক দিব্য নিধান আছেন। দিব্য-নিধান অর্থাৎ দিব্যনিধি—চিন্তামণি নামক দিব্য রত্ন। এই দিব্য-রত্নের আশ্রয়মাত্রেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। আবার তিনি যে কেবল দিব্য-নিধান তাহা নহে?—সত্তারণীকৃত-সুভাব-সুধারসের প্রবাহ। যে মধুর ভাবকে সাধুগণের উদ্ধারের উপায় স্বরূপ করা হইয়াছে, অথবা যে মধুর ভাব ( শ্রীরাধার ভাব ) সৎ অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের প্রাণ-কোটিপ্রিয় ভুবনতারণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতারী করিয়াছে, শ্রীরাধা সেই ভাবরূপ সুধারসের প্রবাহ স্বরূপা। ফলতঃ শ্রীরাধার চরণ আশ্রয় করিলে সকল

* প্রণয়ের লক্ষণ। যথা—"প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং। দ্গন্ধেনাপ্যনস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে॥"

কেনাপি নাগরবরেণ পদে নিপত্য
সংপ্রার্থিতৈকপরিরম্ভরসোৎসবায়াঃ।
সভ্রূবিভঙ্গমতিরঙ্গনিধেঃ কদা তে
শ্রীরাধিকে নহি নহীতি গিরঃ শৃণোমি ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীরাধিকে! (হে শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনি!) কেনাপি নাগর বরেণ (বিদগ্ধচূড়ামণিনা শ্রীনন্দ-নন্দনেন ইত্যর্থঃ) পদে নিপত্য সংপ্রার্থিতঃ একপরিরম্ভরসোৎসবায়াঃ (পদে নিপত্য সংপ্রার্থিতঃ একঃ অশিথিলঃ "পরিরম্ভস্তস্মাৎ রসস্য উৎসবঃ আনন্দঃ যস্যাঃ) সভ্রূবিভঙ্গং (যথাস্যাৎ তথা) অতিরঙ্গনিধেঃ (ভ্রূভঙ্গং বাহ্যরোষ প্রদর্শনার্থং—অতিরঙ্গং হৃদি আত্যন্তিকং কৌতুহলং তদালিঙ্গনসুখাস্বাদনার্থং তস্য নিধেঃ আধারভূতায়া ইত্যর্থঃ। অত্র কুট্টমিতভাবো ধ্বনিতঃ)। তে (তব) "নহি নহি" ইতি গিরঃ (বচনানি) কদা শৃণোমি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! কোন বিদগ্ধচূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার পদে পতিত হইয়া একবার মাত্র আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে তুমি সেই নিত্যাস্বাদ্য আলিঙ্গন রসের অনুভবে প্রমোদিত হইয়া, সভ্রূভঙ্গ-অতিরঙ্গ-নিধিরূপে অর্থাৎ বাহিরে রোষ প্রদর্শনার্থ ভ্রূভঙ্গ এবং অন্তরে অতিশয় কৌতূহল প্রকাশ, এইরূপ কুট্টমিত ভাবের আধার স্বরূপ হইয়া "না না" বলিতে থাকিবে, আমি সেই কথা শ্রবণ করিব? ॥১০॥

অভীষ্ট সিদ্ধিই হইবে। অতএব মন! যেখানে সেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধা আছেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই শ্রীবৃন্দাবনই অনুসরণ কর ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ইতঃপূর্ব্বে মনকে অজাতরতি-সাধকরূপে পরিকল্পিত করিয়া অভীষ্ট লাভার্থ যে উপদেশ দান করা হইয়াছে, তৎশ্রবণে মন প্রগাঢ় লালসাযুক্ত হইয়া অনুরাগদশার স্ফূর্ত্তিতে সিদ্ধদেহে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সমীপবর্ত্তী হইয়া যেন তাঁহার কৃপাভীষ্ট লাভ করিয়াছেন—এই ভাবাবেশে ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে সাক্ষাৎ বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন। তিনি মঞ্জরীরূপা সখীর অনুগা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া দেখিতেছেন।—

অভিসারিণী শ্রীরাধা সঙ্কেত-কুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু নাগরমণি আসিয়া মিলিত হন নাই। বিনোদিনী শ্রীরাধা তখন প্রাণকান্তের সুনিশ্চিত আগমন আকাঙ্ক্ষায় উল্লাসিত হইয়া মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিতেছেন, ভাবিতেছেন—

"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটী চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥
আবেশে আচর, পিয় ধরবে।
যাওব হাম, যতন বহু করবে॥
কাঁচুয়া ধরব যব, হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আঁধ দিঠিয়া"
রভস মঙ্গব পিয় যবহি।
মুখ মোড়ি বিহসি বলব "নহি" তবহি॥"—বিদ্যাপতি।

সখীগণের ন্যায় সখীভাবাশ্রিত ভক্তগণের হৃদয়-মুকুরেও শ্রীরাধাশ্যামের সকল আকাঙ্ক্ষা—সকল মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাই সখী-ভাবাশ্রিত গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার সেই ধ্যানের ভাব অবগত হইয়া, সেই ভাবটী প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রবল উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্রীরাধাকে নিবেদন করিতেছেন,—হে শ্রীরাধিকে!—হে কৃষ্ণারাধন তৎপরে! (রাধয়তি আরাধয়তি যা সা রাধা—শ্রীমতীকে তাদৃশ কৃষ্ণধ্যানপরা দর্শন করিয়াই বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহাকে "শ্রীরাধিকে" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন) বিদগ্ধরাজ কুঞ্জাঙ্গণে প্রবেশ করিলে তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া ফিরিয়া যাইবে। তখন তিনি রসাবিষ্ট হইয়া তোমার অঞ্চল ধরিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতেও তুমি চলিয়া যাইতে থাকিলে রসিক-চূড়ামণি তোমার পদে পতিত হইয়া একবার মাত্র আলিঙ্গনের প্রার্থনা করিবেন। আহা! তখন সেই নিত্যাস্বাদ্য আলিঙ্গন-স্পর্শানন্দ অনুভব করিয়া তোমার হৃদয়ে বিশেষ রসভাবের উদয় হইবে। বাহিরের ক্রোধ প্রকাশের জন্য ভ্রূযুগল কুটিল করিবে এবং কান্ত-সম্প্রার্থিত আলিঙ্গন-সুখাস্বাদনের নিমিত্ত অন্তরে অতিশয় কৌতূহলী হইবে। এইরূপ কুট্টমিতভাববতী* হইয়া তুমি নাগরকে "না না"

* কুট্টমিত ভাব।—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধঃ ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

যৎ পাদপদ্মনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়া-
বিস্ফুর্জ্জিতং কিমপি গোপবধূষ্বদর্শি।
পূর্ণানুরাগ-রসসাগর-সার-মূর্ত্তিঃ
সা রাধিকা ময়ি কদাপি কৃপাং করোতু ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—গোপবধূষু (রাসে-অসংখ্য-গোপাঙ্গনাসু মধ্যে) যৎ পাদপদ্ম-নখচন্দ্রমণিচ্ছটায়াঃ কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) বিস্ফূর্জ্জিতং (তড়িদ্বিকাশবৎ তচ্ছটায়াঃ সশব্দং বিস্ফুরণং, নৃত্যকালে মঞ্জীরধ্বনি সম্ভাবনাদিত্যর্থঃ) "ময়া" অদর্শি, সা পূর্ণানুরাগরসসাগর সারমূর্ত্তিঃ (অনুরাগস্য পূর্ণত্বাদ্ ভাবো ভবতি সঃ এব রসসিন্ধু স্তস্য সারঃ মাদনাখ্য মহাভাবঃ তন্ময়ী মূর্ত্তি যস্যাঃ সা) রাধিকা কদা ময়ি কৃপাং করোতু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—অসংখ্য গোপাঙ্গনার মধ্যে আমি কেবল যাঁহার চরণ কমলের নখচন্দ্র-মণিচ্ছটার অনির্ব্বচনীয় বিস্ফূর্জ্জন নয়নগোচর করিয়াছি, সেই পূর্ণানু-রাগে রসসিন্ধুর সার—মাদনাখ্য-মহাভাবময়ী-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা কবে আমার প্রতি কৃপা করিবেন ॥১১॥

বলিয়া নিবারণ করিবে। আহা! "আমি কবে তোমার সে বিলাস-দীপ্ত "না না" বাক্য শ্রবণ করিব।"—অর্থাৎ উক্ত বিলাস-বৈভব দর্শনে অধিকারিণী কুঞ্জ-কিঙ্করীত্ব লাভ করিব ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বসন্ত রাসে কোটী কোটী গোপবধূ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধার নৃত্যকলা সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত দৃষ্ট হইল। আহা! একেই তো তাঁহার শ্রীচরণযুগল যেন প্রস্ফুটিত অরুণ কমল। অঙ্গুলিগুলি তাহার এক একটী দল, এই কমলদলাগ্রে এক একটী নখরচন্দ্রকান্তমণির ন্যায় ঝলমল করিতেছে। শ্রীরাধার নৃত্য-চাতুর্য্য প্রকাশে মঞ্জীর ঝঙ্কারের সহিত সে নখমণির ছটা আশ্চর্য্যরূপে বিস্ফুর্জ্জিত হইল। মরি! মরি! সে মাধুরী বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। সশব্দ তড়িদ্বিকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে নয়ন ঝলসিয়া যায়—আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; কিন্তু সে নখমণির-জ্যোতির বিস্ফুরণে নয়ন শীতল স্নিগ্ধ হয় এবং প্রাণের মাঝে এক অচিন্ত্য অপূর্ব্ব

উজ্জৃম্ভমাণরসবারিনিধেস্তরঙ্গৈ-
রঙ্গৈরিব প্রণয়লোলবিলোচনায়াঃ।
তস্যাঃ কদা নু ভবিতা ময়ি পুণ্যদৃষ্টি-
র্বৃন্দাটবী-নবনিকুঞ্জগৃহাধিদেব্যাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ। উজ্জৃম্ভমাণঃ (উৎফুল্লমানঃ) রসনিধেঃ (রসসাগরস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য) তরঙ্গৈরিবাঙ্গৈঃ (অঙ্গানি ইব তরঙ্গানি হাস্যকটাক্ষাদীনি তৈঃ) প্রণয়লোল বিলোচনায়াঃ (প্রণয়েন প্রণয়ার্থং বা লোলে চঞ্চলে সতৃষ্ণীকৃতে বিলোচনে যস্যাঃ) তস্যাঃ বৃন্দাটবীনবনিকুঞ্জগৃহাধিদেব্যাঃ পুণ্যদৃষ্টিঃ (বিকার-বিরহিতা শুভা দৃষ্টিঃ) ময়ি (মাং প্রতি) কদা নু (বিতর্কে) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ১২ ॥

ভাবের লহরী উঠে। ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? যেহেতু তিনি পূর্ণানুরাগ রসসাগর সার মূর্ত্তি! যে রাগ নিত্য নবীন নবীন হইয়া প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নব নব রূপে প্রতীয়মান করায়, তাহার নাম অনুরাগ। যথা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগঃ ইতীর্য্যতে ॥"

এই অনুরাগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভাবে পরিণত হয়। এই ভাবই রসের সাগর। বর্ষাগমে সাগর যেমন আপন গৌরবে তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, ভাবও সেইরূপ নব নব লহরীমালায় সমগ্র জগৎ আনন্দময় করিয়া উথলিয়া উঠে। এই ভাব রস-সমুদ্রের সার—অমৃতস্বরূপ মাদনাখ্য মহাভাব; শ্রীরাধা সেই মহাভাব-রচিত সুধা-প্রতিমা। আহা! তাঁহার অন্যান্য গুণমাধুরী দূরে থাক্, আমি কেবল তাঁহার সেই শ্রীচরণনখরমণিচ্ছটার অপূর্ব্ব বিস্ফূর্জ্জন দেখিয়াই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। সেই শ্রীরাধা কবে আমাকে কৃপা করিবেন? শ্রীপাদ গ্রন্থকার ভাবসিদ্ধ-দেহে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীরাসলীলা যে মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত "দর্শন করিয়াছি" বাক্যে তাহাই বুঝাইতেছে (ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এবং শ্রীরাধার পরমান্তরঙ্গা কুঞ্জ-কিঙ্করীগণের সৌভাগ্যাধিক্য দর্শনে পরম লালসান্বিত হইয়া সে সৌভাগ্য লাভের জন্য এস্থলে দৈন্যের সহিত এই কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। আরও এই শ্লোকে শ্রীরাধার প্রতি গ্রন্থকারের অনন্যা গাঢ় রতি পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—উৎফুল্লমান রস-সাগর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্যরূপ তরঙ্গসমূহোত্থ প্রণয়দ্বারা অথবা তাঁহার প্রণয়লাভার্থ যাঁহার নয়নযুগল লোল, সেই শ্রীবৃন্দাবনের নব-নিকুঞ্জগৃহের অধিদেবী শ্রীরাধার পুণ্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে পতিত হইবে? ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

কুঞ্জাগমনের সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর শ্রীশ্যামসুন্দর নব-নটবর বেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। আহা! একেই ত শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-রসের সাগরস্বরূপ; তাহাতে এই রসিকজনোচিত নাগরবেশের সমাবেশে তাঁহার প্রতি অঙ্গে কোটী কোটী লাবণ্যলহরী উদ্ভাসিত। শ্রীরাধার নয়ন-শফরী সেই রূপ-মাধুরীর তরঙ্গ-রঙ্গে পড়িয়া লোল (চঞ্চল) হইয়া উঠিল, যেন দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া প্রেমের ভরে নৃত্য করিতে লাগিল। কিম্বা লোল শব্দে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। শ্রীরাধা প্রাণকান্তের প্রেমাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ নয়নাপাঙ্গ দ্বারে শ্রীঅঙ্গমাধুরী অতৃপ্তভাবে আস্বাদন করিতে লাগিলেন। কিরূপে?—শ্রীবৃন্দা-বনের নব-নিকুঞ্জগৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে।

"দীব্যতি ক্রীড়তি যা সা দেবী।"

শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া পূজার বসতি নগরী॥"

"দিব্" ধাতুর অর্থ দ্যুতি। অতএব শ্রীরাধা অপূর্ব্বমাধুর্য্যবিশিষ্ট। পরমা সুন্দরী। লক্ষ্মী প্রভৃতিও তো পরমা সুন্দরী? এই আশঙ্কা খণ্ডনার্থ "দিব্" ধাতুর অর্থ ক্রীড়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি ক্রীড়ার হেতুভূতা অথবা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাতে ক্রীড়া করিয়া সন্তোষলাভ করেন বলিয়া দেবী। আবারএস্থলে "দেবী" শব্দ যে শ্রীরাধাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা" শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কৃপাপ্রার্থী গ্রন্থকর্ত্তা কুঞ্জবিলাসিনীর সেই প্রেমাকুলিত নয়নাপাঙ্গমাধুরী মানস-নয়নে নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রবল লালসান্বিত হইয়া অন্য কোন কৃপা প্রার্থনা না করিয়া সেই দৃষ্টিই প্রার্থনা করিতেছেন। কেন না, সে দৃষ্টি পুণ্যা,—বিকার-বিরহিতা, অপ্রাকৃতা অর্থাৎ সে দৃষ্টি-সম্পাতে কোন প্রাকৃত ভাবের উদয় হয় না; বরং তাহাতে বিষয়ীর বিষয়াসক্তি, পাষণ্ডের পাপমতি, জ্ঞানীর জ্ঞানগর্ব্ব, যোগার

বৃন্দাবনেশ্বরি! তবৈব পদারবিন্দং
প্রেমামৃতৈক মকরন্দরসৌঘপূর্ণম্।
হৃদ্যর্পিতং মধুপতেঃ স্মরতাপমুগ্রং
নির্ব্বাপয়ৎ পরমশীতল মাশ্রয়ামি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! (হে শ্রীরাধে!) প্রেমামৃতৈক মকরন্দ রসৌঘপূর্ণম্ (প্রেমরূপামৃতস্য একঃ সারভূতো যো মকরন্দঃ এব রসঃ তৎ-প্রবাহেন পূর্ণং যৎ তং) হৃদ্যর্পিতং (বক্ষসি স্থাপিতং) মধুপতেঃ (রসিকভৃঙ্গস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) উগ্রং (প্রখরং) স্মরতাপং (কন্দর্পজ্বালাং) নির্ব্বাপয়ৎ "তস্মাৎ" পরম শীতলং তবৈব পদারবিন্দং (চরণকমলং) অহং আশ্রয়ামি (ভজামি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! রসিক-ভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ, তোমার যে প্রেমরূপ অমৃতের সারভূত মকরন্দ-রস-প্রবাহে পূর্ণ চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীব্র মদন-জ্বালা নির্ব্বাপিত করেন, আমি সেই পরম শীতল চরণকমলকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

যোগনিষ্ঠা এবং যতির নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং হৃদয় এক অচিন্ত্য-প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সে দৃষ্টি-মাধুরীর অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার চরণ-কমলে বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। আহা! সে পুণ্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে পতিত হইবে? অর্থাৎ ঐ পুণ্যদৃষ্টিরূপ কৃপা লাভ করিতে পারিলে আমিও এই শ্রীচরণ-সেবা-লাভে সক্ষম হইব, ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে পূর্ব্বপ্রার্থিত কৃপার স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

প্রার্থিত কৃপাদৃষ্টি লাভে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ভাগ্যবান্ গ্রন্থকর্ত্তা উল্লাসের সহিত সেই শ্রীচরণ-মহিমা বর্ণন করিতে করিতে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে আশ্রয় করিতেছেন।—উজ্জ্বল-প্রেমরত্নখনি শ্রীরাধাঠাকুরাণী নিরন্তরই বাম্য প্রেমবতী। যথা—

"গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন খনি॥

বয়সে মধ্যমা সেহ স্বভাবেতে সমা।
গাঢ় প্রেম স্বভাবে তেঁহ নিরন্তর বামা॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥" শ্রীচরিতামৃত।

কুঞ্জাগমনের নির্দ্দিষ্ট সময় কিঞ্চিৎ অতীত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিয়াছেন। প্রিয়তমের আগমনে উল্লাসের আবির্ভাবসত্ত্বেও শ্রীরাধার হৃদয়ে উক্ত বিলম্বজন্য অভিমান ও বামতার উদয় হইয়াছে। বিদগ্ধরাজ বিনোদিনীর এই বামতা দূরীকরণের নিমিত্ত শত শত ভঙ্গীময় বাগ্বিলাস বিস্তার করিলেন। তথাপি তাঁহার মনে রস-সঞ্চারে সমর্থ হইলেন না। তখন কন্দর্পের তীব্র শরজ্বালায় হৃদয় পলে পলে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। নাগরেন্দ্র তাহাতে অতিমাত্র কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"আহা! রূপে গুণে প্রেমে যিনি ভুবন-বরিয়সী, তিনি নিঠুরা হইবেন কেন? ভাল, একবার চরণ ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াই দেখি।" এই চরণ-স্পর্শ চিন্তাতেই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রসের তরঙ্গ খেলিল। শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন,—"বিনোদিনি!

হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিলোলি।
পরশিতে করি সাধ পায়ের অঙ্গুলি॥"

(পদকর্ত্তা যদুনাথ দাস)

চরণ-স্পর্শের অভিলাষ প্রকাশেও যখন নাগরীমণির বামতা দূরীভূত হইল না, তখন রসিকবর আবার অনুনয় করিয়া বলিলেন,—

"স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব মুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারং॥

মানিনি! তোমার ঐ বাঞ্ছিতপ্রদ চরণ-পল্লব, কন্দর্প-বিষনাশক, নিদারুণ মদনানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব তোমার ঐ পদ-পল্লবকে ভূষণ স্বরূপে একবার আমার মস্তকে অর্পণ কর। তদ্ধারণ মাত্রে সে বিকার বিনষ্ট হউক।"

এই বলিয়া রসরাজ যেমন শ্রীরাধার চরণ-কমল মস্তকে ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীমতী অমনি তাহা সম্ভ্রমের সহিত আকর্ষণ করিলেন।

রাধা-করাবচিত-পল্লববল্লরীকে
রাধাপদাঙ্ক-বিলসন্মধুর-স্থলীকে।
রাধা-যশো-মুখরমত্ত-খগাবলীকে
রাধা-বিহার-বিপিনে রমতাং মনো মে ॥ ১৪ ॥

চরণ-কমল শ্যামসুন্দরের বক্ষে শোভা পাইল—যেন নীল সরোবর-বক্ষে দুটী কোকনদ ফুটিয়া উঠিল। তখন সেই পরম শীতল চরণ-কমল স্পর্শে নাগরেন্দ্রের প্রখর স্মর-তাপও প্রশমিত হইয়া গেল। কমল সাধারণতঃ তাপ শান্তির উপকরণ বটে, কিন্তু কন্দর্প-শর-সন্তপ্তজনের উহা আরও তাপ বৃদ্ধি করে। শ্রীরাধাচরণ-কমলের এমনই অদ্ভুত গুণ, উহা রসিকেন্দ্রের তীব্র স্মরতাপকেও প্রশমিত করিল। সুতরাং উহা পরম শীতল। এই শীতলত্বের কারণ এই—ঐ শ্রীচরণ-কমল প্রেমামৃতৈক মকরন্দরসের প্রবাহে পূর্ণ। প্রেম অমৃতত্ব লাভ করিবে অর্থাৎ পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে স্নেহ নামে অভিহিত হয়। যথা—

"আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনম্।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষা স্নেহ ইত্যভিধীয়তে ॥

যে প্রেম পরম উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেম-বিষয়োপলব্ধিরূপ দীপ প্রজ্বলনের সহায় হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহার নাম স্নেহ। এই স্নেহই মানের প্রাণ। স্নেহ দ্বিবিধ,—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। এস্থলে "এক মকরন্দ" বাক্য সেই মধুস্নেহকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

"মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু।"

প্রিয়জনের প্রতি অতিশয় মদীয়তাময় (সে আমারই ইত্যাদিরূপ) স্নেহের নামই মধুস্নেহ।

এই মধুস্নেহের মাধুর্য্য স্বয়ং প্রকটিত হয় এবং ইহাতে নানা রসের সমাবেশ থাকে। এই জন্যই "রসৌঘ" বলা হইয়াছে। শ্রীরাধার এবম্প্রকার পরম শীতল শ্রীচরণ-কমলের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার পরমোৎকণ্ঠাজনিত হৃত্তাপের তীব্র জ্বালা জুড়াইবার অভিলাষেই যেন শ্রীরাধার চরণারবিন্দ আশ্রয় করিতেছেন। "তবৈব" বাক্যে শ্রীরাধার প্রতি জাতরতির অনন্যতা সূচিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।—রাধা-করাবচিত-পল্লববল্লরীকে (রাধাকরাভ্যাং অবচিতাঃ সংস্পৃষ্টাঃ পল্লবযুতাঃ বল্লর্য্যঃ মঞ্জর্য্যঃ যস্মিন্) রাধাপদাঙ্কবিলসন্মধুরস্থলীকে (রাধাপদাঙ্কৈঃ চরণচিহ্নৈঃ বিলসতী শোভমানা মধুরা মনোহরা স্থলী যস্মিন্) রাধা-যশো-মুখরমত্ত-খগাবলীকে (রাধাগুণানুবাদেনৈব শব্দায়মানানাং মত্ত-বিহঙ্গানাং আবলী শ্রেণী যস্মিন্ অত্র স্বার্থে কন্) তস্মিন্ রাধা-বিহার বিপিনে (রাধাকেলিকুঞ্জ-কাননে) মে (মম) মনঃ রমতাং (ক্রীড়তাং) ॥১৪॥

অনুবাদ।—যে স্থানের পল্লবযুক্ত লতামঞ্জরী শ্রীরাধার কর-কমলযুগল দ্বারা সংস্পৃষ্ট, শ্রীরাধার পদচিহ্নদ্বারা শোভমানা মধুর স্থলী যথায় অবস্থিত এবং যে স্থান প্রেমোন্মত্ত বিহগাবলী দ্বারা শ্রীরাধার যশোগানে মুখরিত, শ্রীরাধার সেই বিহার-বিপিনে আমার মন ক্রীড়া করুক ॥ ১৪ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর রসিকশেখর রসিকামণির সহিত রসক্রীড়ায় নিমগ্ন হইলে, সখীগণ কুঞ্জভবনের বাহিরে যাইয়া কুঞ্জকাননের মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা! আমাদের প্রিয়সখীর এই বিহার-বিপিনের মাধুরী যেমন মনোহর, তেমনই অলৌকিক। ইহার পল্লবান্বিতা লতাবল্লরীগুলির পর্য্যন্ত কেমন সৌভাগ্য দেখ। যে শ্রীরাধার চরণ-স্পর্শের নিমিত্ত যোগীন্দ্র-দুর্গম-গতি শ্রীকৃষ্ণও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিনা প্রার্থনায় ঐ সকল বল্লরী ভুবনবরেণ্যা বৃন্দাবনেশ্বরীর কর-কমলের স্পর্শানন্দ অনুভব করিয়া নিত্য পুলকিতা হইতেছেন। ধন্য ইহাঁদের সাধনা! আবার ঐ মধুকণ্ঠ বিহগাবলীরও কেমন সৌভাগ্য দেখ। ইহারা প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীরাধার যশোগানে কুঞ্জকানন মুখরিত করিতেছে এবং কাননভূমিও শ্রীরাধার পদাঙ্করূপ অলঙ্কারে অতিশয় শোভমানা হইয়াছে। শ্রীরাধার পদচিহ্ন একোনবিংশতি। যথা,—বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে ১ যব, ২ তত্তলে চক্র, ৩ তত্তলে ছত্র, ৪ তত্তলে বলয়, ৫ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর সন্ধি হইতে অর্দ্ধচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, ৬ মধ্যমা অঙ্গুলীর তলে কমল, ৭ তত্তলে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, ৮ তত্তলে বল্লী, ৯ পুষ্প, ১০ কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, ১১ পার্ষ্ণিদেশে অর্দ্ধচন্দ্র; দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে ১২ শঙ্খ, ১৩ তত্তলে গদা, ১৪ কনিষ্ঠাতলে বেদী, ১৫ তত্তলে কুণ্ডলী, ১৬ তত্তলে শক্তি, ১৭ তর্জ্জনী

কৃষ্ণামৃতং চল বিগাঢ়ু মিতীরিতাহং
তাবৎ সহস্ব রজনী সখি ! যাবতীতি।
ইত্থং বিহস্য বৃষভানুসুতাহ লপ্স্যে
মানং কদা রসদ-কেলিকদম্বজাতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—"কৃষ্ণামৃতং বিগাঢ়ুং চল" ইতি ঈরিতাহং (রসক্রীড়াবসানং বীক্ষ্য—"রাধে! কৃষ্ণা শ্রীযমুনা তস্যাঃ অমৃতং সলিলং তস্মিন্ বিগাঢ়ুং স্নানং কর্ত্তুং চল" ইতি ময়া কথিতং বাক্যং শ্রুত্বাপি) বিহস্য (হাস্যং কৃত্বা) বৃষভানুসুতা মাং প্রতি আহ—"সখি! রজনী যাবতী তাবৎ সহস্ব" ইতি। ইত্থং রসদ-কেলিকদম্বজাতং মানং (স্বান্তরঙ্গা সখি সম্বোধনং) অহং কদা লপ্স্যে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—"শ্রীযমুনার জলে অবগাহন করিতে চল" বলিলে শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী মধুর হাস্য করিয়া আমাকে বলিবেন,—"সখি! যে পর্য্যন্ত রজনী আছে, তাবৎ অপেক্ষা কর, এবম্প্রকার রসদ কেলিকদম্বজাত মান আমি কবে লাভ করিব? ॥১৫॥

আদি অঙ্গুলীতলে পর্ব্বত, ১৮ পর্ব্বততলে রথ, ১৯ পাষ্ণিতে মৎস্য, এই একোনবিংশতি। পুনশ্চ 'রাধাপদাঙ্ক-বিলসৎ মধুরস্থলী' এই বাক্যে যিনি শ্রীরাধার উক্ত একোনবিংশতি চিহ্নযুক্ত পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া বিলাস করিতেছেন, সেই মধুর অর্থাৎ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের কেলিভূমি যে বিপিনে অবস্থিত, এই ভাবও পরিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা সেই সখীর ভাবাবেশে প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমার মন সেই কেলিকুঞ্জ-কাননে বিহার করুক।" গ্রন্থকার শ্রীরাধার চরণাশ্রয় করিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, সে আনন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি কোন ধামেই নাই। অতএব মন কেবল শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জ-কাননেই ক্রীড়া করুক নিত্য নব নব লীলারসাস্বাদনে কৃতার্থ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৪ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাশ্যামের রস-লীলাবসান দর্শন করিয়া সখীগণ পুনরায় কুঞ্জদ্বার সমীপে আসিয়া মিলিত হইলেন।

পাদাঙ্গুলীনিহিত দৃষ্টিমপত্রপিষ্ণুং
দূরাদুদীক্ষ্য রসিকেন্দ্র-মুখেন্দুবিম্বং।
বীক্ষে চলৎ পদগতিং চরিতাভিরামাং
ঝঙ্কার নূপুরবতীং বত কর্হি রাধাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—রসিকেন্দ্রমুখেন্দুবিম্বং ( রসিকেন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখমেব ইন্দুঃ তদ্বিম্বং প্রতিবিম্বং ) দূরাদুদীক্ষ্য ( দূরস্থিতাপি স্বহৃদয় মুকুরে প্রতিফলিতং দৃষ্ট্বা ) অপত্রপিষ্ণুং ( লজ্জাশীলা যথা স্যাৎ তথা ) পাদাঙ্গুলীনিহিত দৃষ্টিং ( স্বপাদাঙ্গুলীষু দত্তা দৃষ্টির্যয়া তাং ) চরিতাভিরামাং (এতাদৃশৈশ্চরিতৈঃ স্বভাবৈঃ অভিরামাং অভি সর্ব্বতোভাবেন রময়তি যা তাং ) চলৎপদগতিং ( চলৎপদয়োঃ গতি যস্যাঃ তাং ) ঝঙ্কার-নূপুরবতীং ( ঝঙ্কারযুক্তো নূপুরো যস্যাঃ তাং ) রাধাং বত ( সন্তোষে বিস্ময়ে বা ) অহং কর্হি ( কদা ) বীক্ষে ( পশ্যামি ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখেন্দুবিম্ব দূর হইতে দর্শন করিয়া যিনি লজ্জা বশতঃ পদাঙ্গুলীতে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রমণীয় স্বভাববিশিষ্টা হইয়াছেন

"দুহুঁ জনা পুরল মনো অভিলাষ।
বৈঠলি রাই শ্যাম বাম পাশ॥
সেবন-পরায়ণা সহচরী আই।
চামর বীজন বীজই তাই॥
বাসিত বারি কোই সখী দেল।
বদনক চরবণ-তাম্বুল নেল॥" ( মাধব )

সেবা-পরায়ণা সখীগণের এই সকল আনন্দোল্লাসময় সেবা-চাতুর্য্য মানস-নয়নে, প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিতভাবে কহিতেছেন,—"আহা! আমি তখন শ্রীরাধাকে বলিব,—'রাধে! শ্রীযমুনার স্নিগ্ধজলে অবগাহন করিতে চল।" আমার এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা সহাস্যে আমাকে বলিলেন,—"সখি! এখনও রজনী প্রভাত হয় নাই, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া—

"পুন দোঁহে আলসে শুতলি তাই।
রতিরণ-ছরমে ভোরি নিন্দ যাই॥' (মাধব)

হায়! এইরূপে সেই রসদ-কেলিসমূহজাত মান অর্থাৎ এই স্বান্তরঙ্গা "সখি" সম্বোধনরূপ সম্মান আমি কবে লাভ করিব? ॥ ১৫ ॥

এবং নূপুর ঝঙ্কারের সহিত পদক্ষেপ করিতেছেন, আহা! আমি সেই শ্রীরাধাকে কবে দর্শন করিব ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রজনীর অবসানে বিলাসিনী শ্রীরাধা সহচরীগণ সহ শ্রীযমুনায় জলকেলী করিতে গমন করিতেছেন।

"সব সখীগণ মেলি করল পয়ান।
কৌতুকে কেলিকুণ্ড অবগান॥" (গোবিন্দদাস)
"জলকেলি আধে।
চলু ধনি রাধে॥" (শেখর)

যাইতে যাইতে দূর হইতে শ্রীযমুনার কাল জল দেখিয়া উদ্দীপন বিভাব বশতঃ তাঁহার হৃদয়-মুকুরে রসিকেন্দ্রের বদনচন্দ্র যেমন প্রতিবিম্বিত হইল, অমনি সেই সঙ্গে সম্ভোগানন্দও স্ফূর্ত্তি পাইল। যিনি রস-বর্ষণ দ্বারা রসিকগণকেও সঞ্জীবিত করেন, তিনিই রসিকেন্দ্র। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিতে রসিকমণির হৃদয়েও রস উদ্দীপিত হইল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রসিকেন্দ্র অভিহিত করা হইয়াছে। বিনোদিনী এইরূপে কান্তমুখবিম্বজনিত বিলাস ভাবের উদয়ে অপত্রপিষ্ণু অর্থাৎ লজ্জাশীলা হইয়াই অবনত বদনে পদাঙ্গুলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অথবা 'অপত্রপ' শব্দে নির্লজ্জতা বুঝায়। সুতরাং রসিকবরের সেই মুখবিম্ব দর্শনে নির্লজ্জস্বভাবা হইয়া সেই মুখবিম্বের তুলনা করিবার নিমিত্তই যেন স্বীয় পদাঙ্গুলীর নখচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এইরূপ অপূর্ব্ব রমণীয় চরিত্রশালিনী হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীচরণ-সংলগ্ন নূপুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। সহচরী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন, "হায়"! আমি শ্রীরাধাকে এইরূপভাবে গমন করিতে কবে দর্শন করিব?" ॥ ১৬ ॥

অনন্তর লীলারঙ্গিণী শ্রীরাধা সেবাপরা সখীগণের সহিত শ্রীযমুনায় জলকেলি করিয়া পুনরায় কুঞ্জভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া বিনোদিনীকে বিচিত্রবেশে বিভূষিতা করিলেন। কোন কোন দিন নাগরবর স্বয়ং রসিকামণিকে এইরূপ সুসজ্জিতা করিয়া থাকেন। যথা—

উজ্জাগরং রসিক-নাগর-সঙ্গরঙ্গৈঃ
কুঞ্জোদরে কৃতবতী নু মুদা রজন্যাম্।
সুস্নাপিতা হি মধুনৈব সুভোজিতা ত্বং
রাধে কদা স্বপিষি মৎকর-লালিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।— হে রাধে! কুঞ্জোদরে ( কুঞ্জভবনাভ্যন্তরে ) রসিকনাগর সঙ্গরঙ্গৈঃ (রসিকেষু নাগরঃ বিদগ্ধ তস্য সঙ্গরঙ্গৈঃ সম্ভোগ-বিলাসৈঃ) রজন্যাং মুদা ( হর্ষেণ ) উজ্জাগরঃ ( জাগরণং ) কৃতবতী। "তস্মাৎ" হি ( নিশ্চয়েন ) প্রভাতে সুস্নাপিতা 'চ' মধুনা এব ( সুমিষ্ট দ্রব্যৈনৈব ) সুভোজিতা 'সতী' ত্বং মৎকর-লালিতাঙ্ঘ্রিঃ ( মৎকরাভ্যাং সেবিতৌ অঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্যাঃ ) কদা স্বপিষি ॥১৭॥

অনুবাদ।—হে রাধে! কেলি-কুঞ্জভবনে রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ বিলাসানন্দে রজনী জাগরণ করিয়াছ বলিয়া তুমি প্রভাতে স্নানক্রিয়া সমাপন ও রসালাদি সুমিষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক আমার কর-যুগল দ্বারা সেবিত-চরণা হইয়া কবে শয়ন করিবে? ॥১৭॥

"বিনোদিনী বেশ করত বর-কান।" ইত্যাদি পদ।

ভোজনান্তে শ্রীরাধা বড়ই নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। কারণ, তিনি রসিক-মৌলি বিদগ্ধরাজের সহিত বিলাসকৌতুকে প্রায় সারানিশি জাগরণ করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে সখীগণ তাঁহাকে সুচারু কুসুম শয্যোপরি শয়ন করাইয়া কেহ অধরপুটে তাম্বুল অর্পণ, কেহ বা কণ্ঠে গন্ধমাল্য প্রদান কেহ বা ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। সেবাপরা সখীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভজন-রসিক গ্রন্থকার সাধকের ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হায়! সে সময় আমি তোমার সে রাঙ্গা-পা-দুখানি মনের সাধে কবে সম্বাহন করিব?—যতক্ষণ না শ্রীমতী নিদ্রা যাইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিব ইহাই অভি-লাষ। শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয়ও পুনঃ পুনঃ এইরূপ শ্রীচরণ-সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন॥ যথা—

"ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে।"

বৈদগ্ধ্যসিন্ধু রনুরাগরসৈকসিন্ধু
বাৎসল্য সিন্ধু রতিসান্দ্র কৃপৈকসিন্ধুঃ।
লাবণ্যসিন্ধু রমৃতচ্ছবিরূপসিন্ধুঃ
শ্রীরাধিকা স্ফুরতু মে হৃদি কেলিসিন্ধুঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—বৈদগ্ধ্যসিন্ধুঃ ( বিদগ্ধস্য রসিকস্য ভাবঃ বৈদগ্ধ্য তস্য সিন্ধুরূপা ) অনুরাগ রসৈক সিন্ধুঃ ( অনুরাগ রসস্য এক এব সিন্ধুঃ ) বাৎসল্য সিন্ধুঃ ( বাৎসল্যস্য স্নেহরসস্য সিন্ধুস্বরূপা ) অতিসান্দ্র কৃপৈক সিন্ধুঃ ( অতি সিগ্ধ-কৃপায়াঃ এক এব সিন্ধুঃ ) লাবণ্যঃ অমৃতচ্ছবিরূপ সিন্ধুঃ ( সুধারূপা চ্ছবি র্যস্মিন্ যদ্রূপং তস্য সিন্ধুঃ ) 'চ' কেলি-সিন্ধুঃ শ্রীরাধিকা ( যথা লবণেক্ষু-সুরা-সর্পি দধি-দুগ্ধ-জলার্ণবা রিতি সপ্ত সিন্ধুমতী পৃথ্বী তথা সপ্তসিন্ধুবতী শ্রীরাধিকা ) মে ( মম ) হৃদি স্ফুরতু। নতু সা পৃথিব্যা তুল্যা, অপার্থিব সিন্ধুবতীত্বাৎ পৃথিব্যারতি গরীয়সীত্যর্থঃ ॥১৮॥

অনুবাদ।—সপ্ত-সিন্ধুবতী পৃথিবীর ন্যায় বৈদগ্ধ্য-সিন্ধু অনুরাগরস-সিন্ধু, বাৎসল্য-সিন্ধু, অতিস্নিগ্ধ-কৃপাসিন্ধু, লাবণ্য-সিন্ধু, অমৃতচ্ছবিরূপ-সিন্ধু ও কেলি সিন্ধু এই বিচিত্র সপ্ত-সিন্ধুবতী শ্রীরাধিকা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥১৮॥

পুনশ্চ—

সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পরম প্রেষ্ঠ
সেবন করিব কবে তাঁয়।
তেঁহ কৃপাবতী হৈয়া, রাতুল চরণ লৈয়া,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবিব সে কমল-চরণ ॥" ॥১৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাশ্যাম নিভৃত নিকুঞ্জে কুসুম-শয়নে সুখ-সুপ্তিতে গাঢ় অভিভূত হইলেন দেখিয়া সখীগণ শয়নার্থ নিজ নিজ কুঞ্জে প্রস্থান করিলেন।—

"ঘুমে রহল তহিঁ কিশোরীকিশোর।
কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর ॥

সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান।

নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান॥" ( পঃ কঃ তঃ )।

শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধদেহের স্ফূর্ত্তিতে সেবা প্রাণা সখীরূপে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রীচরণ সম্বাহন করিতে করিতে যখন কিশোর কিশোরী নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিলেন, তখন তিনিও নিজকুঞ্জে গমনোদ্যত হইলেন। এই সময়ে সহসা তাঁহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পুনরায় সাধকভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন।—"আহা! সেই রাস-বিলাসিনী শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন অর্থাৎ আমার হৃদয়ে সিদ্ধ দশার মধুর ভাব ফুটিয়া উঠুক, কালিন্দী পুলিন-প্রাঙ্গণে সেই সপ্তসিন্ধুবতী শ্রীরাধার মাধুর্য্যতরঙ্গ-রঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমোল্লাসে বিভোর হই; ইহাই তাৎপর্য্য।

পার্থিব সমুদ্র সাতটী। যথা, লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল। প্রতিলোম ক্রমে শ্রীরাধার বৈদগ্ধ্য, অনুরাগ, বাৎসল্য, কৃপা লাবণ্য, রূপ ও কেলি এই সপ্ত সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বৈদগ্ধ্যসিন্ধু—আহাঃ! নাগরীমণির কলা-বিলাসের কথা আর কি বলিব? তিনি বৈদগ্ধ্যের সিন্ধু স্বরূপা। নানা কলাবিলাসে বিচক্ষণতার নাম বৈদগ্ধ্য। অনন্ত অসীম বারিনিধির ন্যায় শ্রীরাধা এই বৈদগ্ধ্যের আধার স্বরূপা অর্থাৎ জগতের নিখিল বিদগ্ধতা যেন এই বৈদগ্ধ্যসিন্ধু হইতেই তরঙ্গায়িত হইয়াছে। অথবা বৈদগ্ধ্য শব্দে রসিকতা বা রসে-পাণ্ডিত্য বুঝায়। রসিকামণি শ্রীরাধা বাস্তবিকই রস-পাণ্ডিত্যের সিন্ধু স্বরূপা! যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দ, পূর্ণরসময় রসিকশেখর হইয়াও শ্রীরাধার নিকট প্রেমকলা শিক্ষা করিয়া থাকেন। আবার এই বিদগ্ধতা অনন্ত গুণশালিনী শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি প্রধান গুণের অন্তর্গত। যথা—

"বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।" (উজ্জ্বলি)।

অপ্রাকৃত হেতু এই বিদগ্ধ-ভাব অতি শুদ্ধ। সুতরাং উহাতে শুদ্ধোদ চরিতার্থ হইরাছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীরাধা অনুরাগরসের সিন্ধু। যে রাগ নিত্য নূতন হইয়া প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতন নূতন বোধ করায়, তাহার নাম অনুরাগ। যেমন—

"জনম অবধি হাম, ও রূপ নেহারিনু,

নয়ন না তিরপিত ভেল।"

প্রেমের উৎকর্ষ-বিশেষের নামই অনুরাগ। শ্রীরাধার অনুরাগ কিরূপ? যথা,—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরব চর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥ (দানকেলী-কৌমুদী)

**অর্থাৎ** ব্যাপক হইয়াও প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিশীল, গুরু হইয়াও গৌরবচর্য্যাবিহীন, পুনঃ পুনঃ কৌটিল্যধারণ করিলেও উহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ কামগন্ধবিবর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মক। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার এবম্বিধ অনুরাগ জয়যুক্ত হইতেছে।

দুগ্ধসিন্ধুর সহিত শ্রীরাধার এই অনুরাগের সাদৃশ্য ধ্বনিত হইয়াছে। দুগ্ধ যেমন পাকে স্বরূপে থাকিয়া উচ্ছলিত হয়, তদ্রূপ এই অনুরাগ ব্যাপক হইয়াও বৃদ্ধি পায়; দুগ্ধ যেমন মধুর স্নেহরসযুক্ত, অনুরাগও সেইরূপ মদীয়তাময় মধুরস্নেহযুক্ত। এই জন্যই শ্রীরাধাকে দুগ্ধসিন্ধুর ন্যায় অনুরাগসিন্ধু বলা হইয়াছে।

তৃতীয়ত, শ্রীরাধা বাৎসল্যরসের সিন্ধু। দীনজনের প্রতি মমতাধিক্যের নামই বাৎসল্য। অথবা শ্রীরাধা যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুররসের অক্ষয় ভাণ্ডার, তেমনি বাৎসল্যরসেরও অগাধ সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাদি সময়ে তাঁহার এই বাৎসল্যভাব স্ফুরিত হইয়া থাকে। স্নেহ সারাংশের প্রাচুর্য্য হেতু ইহাকে দধি সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

চতুর্থত, শ্রীরাধা অতি গাঢ় কৃপাসিন্ধু। আমি দুর্গতের প্রতি অতি নিবিড় করুণা অর্থাৎ যোগ্যাযোগ্য বিচারনাই অবিচারিত অবাধ করুণার অগাধ সমুদ্র। এই কারুণ্যও শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি প্রধান গুণের অন্তর্গত। যথা—"বিনীতা করুণাপূর্ণা" ইত্যাদি। শ্রীরাধা এইরূপ নিবিড় কৃপাসিন্ধু বলিয়াই তো গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার লোকাতীত ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া আমাদের নদীয়ানন্দ শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে করুণামৃতের অনন্ত প্রবাহে ভুবন প্লাবিত করিয়াছেন। আর পাপী তাপী অধমপাতকী কলির জীব তাহাতে উদ্দাম প্রেমানন্দ লাভ করিয়া দুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছবোধ করিতেছে। স্নিগ্ধতা ও পুষ্টির প্রাচুর্য্য হেতু ইহাকে ঘৃতসিন্ধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পঞ্চমত, শ্রীরাধা লাবণ্য-সিন্ধু। লাবণ্য শব্দ লবণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। লবণাম্বুতে যেমন চাকচিক্য ছটা থাকে, সেইরূপ রূপের চাকচিক্যকে লাবণ্য কহে। অথবা—

মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ॥"

মুক্তাফলের অন্তর্নিহিত ঢল ঢল তরল কান্তির ন্যায় অঙ্গের সৌন্দর্য্যবিশেষকে লাবণ্যক্রে কহে। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ হইতে এইরূপ অলোকসম্ভব লাবণ্য নিরন্তরই ক্ষরিত হয়। এইজন্য শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, রাধার—

"কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান ॥"

শ্রীরাধার এই লাবণ্য দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পর্যান্ত বিচলিত হইয়া থাকেন। রাসে শত শত গোপাঙ্গনা তাঁহার দৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোন দিকে তাকাইতে পারিলেন না। তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় সতৃষ্ণভাবে শ্রীরাধার মুখকমলের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। এই ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবসিদ্ধ শ্রীলীলাশুক বলিয়াছেন,—

"লাবণ্যামৃত-বীচি-লোলিত দৃশং।" শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

এইজন্যই শ্রীরাধাকে লাবণ্যের সমুদ্র বলা হইয়াছে। ইহা সুরা-সমুদ্রের তুল্য। সুরাপানে যেমন মত্ততা উপস্থিত হয় এবং ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটে, সেইরূপ শ্রীরাধা-লাবণ্য দর্শনেও এক অলৌকিক উন্মাদনার সঙ্গে ভুবন বিস্মৃতি ঘটে।

ষষ্ঠত, শ্রীরাধা অমৃতছবিরূপ-সিন্ধু। অমৃতছবি অর্থাৎ স্নেহরূপ মাধুর্য্যসার-রচিত সুধা-প্রতিমা।

"রাধা স্নেহময়েন হস্তরচিতা মাধুর্য্যসারেণ সা, সৌধীব প্রতিমা" ইত্যাদি।

সুধা-প্রতিম শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্য বাস্তবিকই সিন্ধু-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্যবিশিষ্ট হইয়াও শ্রীরাধার রূপমাধুরী দর্শনের নিমিত্ত নিত্য লালসান্বিত। তাই, স্বয়ং মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন।

"কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সম নাহি যার ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥" শ্রীচরিতামৃত।

সুধাপ্রতিমার রূপ-মাধুর্য্যের মহামধুরত্ব হেতু ইহাকে ইক্ষুরস-সিন্ধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

সপ্তমত. শ্রীরাধা কেলিসিন্ধু। প্রিয়জনের সহিত লীলাবিলাসের নামই কেলি। শ্রীরাধার এই লোকাতীত রস-ক্রীড়া নিত্য নবনবরূপে শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্রসায়ণ। অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই লীলারঙ্গের অভিনয় হইতেছে এবং অনন্ত-কালের জন্যও হইবে, অথচ এ লীলার অবসান নাই,—অবধি নাই—নিরবচ্ছিন্ন —নিত্যাভিনব। শ্রীরাধা এতাদৃশী রসক্রীড়াবতী বলিয়াই তাঁহাকে কেলিসিন্ধু বলা হইয়াছে। এই কেলিসিন্ধু লবণাম্বুধির স্বরূপ। লবণ-সমুদ্র দর্শন স্পর্শন কি তাহাতে অবগাহন করিলে যেমন পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, কিন্তু আস্বাদন করিলে বিনাশের কারণ হয়. সেই কেলিসিন্ধু দর্শন, স্মরণ ও অবগাহনে শ্রীব্রজধামে দাসীরূপে শ্রীযুগলসেবাধিকার লাভে চরিতার্থতা হয়, কিন্তু সেই কেলিরস আস্বাদন করিলে অর্থাৎ তাদৃশ ক্রীড়াপর হইলেই বিনাশের কারণ হয়। যথা—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥ শ্রীভাগবত

যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি-পরতন্ত্র তাহাদিগের মনের দ্বারাও কদাপি ঐরূপ লীলাচরণ কর্ত্তব্য নহে। বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা তো দূরের কথা। যেমন রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি বিষভোজন করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মূঢ়তা প্রযুক্ত দেহাদি পরতন্ত্র পুরুষ ঐরূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে।

অতএব সপ্তসিন্ধুবতী পৃথিবীর ন্যায় শ্রীরাধাও যে সপ্তসিন্ধুবতী তাহা পরি-ব্যক্ত হইল। কিন্তু বৈদগ্ধ্যাদি সপ্তসিন্ধুর অপ্রাকৃতত্ব হেতু শ্রীরাধা পৃথিবী অপেক্ষা কোটীগুণে গরীয়সী।

আবার সেবা-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে দৈন্যের সহিত মনে অভিলাষ পরিব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি রসনাভিজ্ঞ অচতুর সুতরাং রসিক রসিকার রসলীলায় সখীর সঙ্গিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিবার নিতান্ত অযোগ্য। অতএব বৈদগ্ধ্যসিন্ধু শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন আমি শ্রীযুগল সেবার কলাকৌশলে নিপুণতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। কেবল এই সেবা-নৈপুণ্য লাভ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেনা, হৃদয়ে অনুরাগের স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। যেহেতু এই অনুরাগ অবস্থাতেই সিদ্ধ দেহ স্ফূর্ত্তি স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সেই অনুরাগ রসের সিন্ধু শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আমি এরূপ প্রার্থনা করিবার যোগ্য না হইলেও আমার এক বিশ্বাস ও ভরসা আছে যে তিনি বাৎসল্য সিন্ধু। দীনজনের প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা

দৃষ্টৈ্ব চম্পকলতেব চমৎকৃতাঙ্গী
বেণুধ্বনিং ক্ব চ নিশম্য চ বিহ্বলাঙ্গী।
সা শ্যামসুন্দর গুণৈরনুগীয়মানৈঃ
প্রীতা পরিম্বজতু মাং বৃষভানুপুত্রী ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—চম্পকলতেব চমৎকৃতাঙ্গী ( প্রফুল্লা চম্পকলতা এব চমৎকৃতানি অঙ্গানি যস্যাঃ ) ক্ব চ বেনুধ্বনিং নিশম্য চ বিহ্বলাঙ্গী, ( ক্বচিচ্চ শ্রীরাসমণ্ডলে বংশীধ্বনিং শ্রুত্বা চ বিহ্বলানি অঙ্গানি যস্যাঃ ) সা বৃষভানুপুত্রী ( বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধা ) 'ময়া' অনুগীয়মানৈঃ শ্যামসুন্দরগুণৈঃ ( গুণশ্রবণৈঃ ) প্রীতা ( উল্লাসিতা সতী ) মাং দৃষ্টৈব ( স্ব-সেবাপরা-সখীরূপা মালক্ষ্য ) পরিম্বজতু ( আলিঙ্গনং করোতু ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—কালিন্দী-পুলিন-প্রাঙ্গণে শ্রীরাসমণ্ডলে মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া যাঁহার অঙ্গ বিহ্বল হইয়াছে, সেই প্রফুল্লা চম্পকলতার ন্যায় চমৎকৃতাঙ্গী বৃষভানু-পুত্রী শ্রীরাধা মৎ-কর্তৃক অনুগীয়মান শ্যামসুন্দরের গুণাবলী শ্রবণে উল্লাসিতা হইয়া আমাকে স্বসেবাপরা সখীরূপে সন্নিহিতা দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করুন ॥ ১৯ ॥

অত্যন্ত অধিক। আবার তিনি যে কেবল বাৎসল্যময়ী তাহা নহে—অতি সান্দ্র কৃপাসিন্ধু। অধম দুর্গতের প্রতি তাঁহার অবিচারিত করুণা। আমি নিতান্ত অপরাধী হইলেও আমার ভরসা এই, তিনি কৃপা-কণা বিতরণে কখনও যোগ্যাযোগ্যের বিচার করিবেন না। অতএব করযোড়ে প্রার্থনা, কৃপাসিন্ধু শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া এ শরণাগতের প্রতি কৃপা-কণা বিতরণ করুন—সখীর সঙ্গিনী করিয়া প্রাণের সাধ পূর্ণ করুন, আমি সেই সুধা-প্রতিমার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও বিচিত্র প্রেমকেলি বিলাস দর্শন করিতে করিতে প্রেমোল্লাসে বিভোর হইয়া চরিতার্থতা লাভ করি ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সেবাপ্রাণ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকভাবে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে প্রার্থনা করিলে পুনরায় তাঁহার সিদ্ধভাব যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন—

"শারদ চন্দ্র, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম, গন্ধ,

ফুল্লমল্লিকা, মালতী যূথি,
মত্ত-মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি,
শ্যাম মোহন মদনে মাতি,
মুরলী গান পঞ্চম তান,
কুলবতী চিত-চোরণী।" (গোবিন্দ দাস)

ফুল্ল কুসুম-শোভনা শারদীয়া নিশা। কালিন্দী পুলিনবর্ত্তিনী বনভূমি পূর্ণ শশীর প্রফুল্ল কিরণে হাস্যময়ী হইয়াছে। এই সময়ে শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্রমার সেই নব কুঙ্কুমারুণ বদনচ্ছবি শ্রীরাধার চারু চন্দ্রাননের ন্যায় মনোহর দর্শন করিয়া রাস-রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন তিনি রাস-ক্রীড়ার উপ-করণ-স্বরূপ গোপাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করিবার মানসে বংশীধ্বনি করিলেন—

"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং।" শ্রীভাঃ।

আজিকার এই বংশীধ্বনি বড়ই বিচিত্র। ইহা বামলোচনা ব্রজসুন্দরী-দের মনহরণে সুদক্ষ সেই মহামন্মথ "ক্লীং"—বীজ গান। এই কলপদায়ত মুরলীধ্বনির অমিয় লহরীতে চরাচর ডুবিয়া গেল। কিন্তু এই সর্ব্বচিত্তহারী অনঙ্গবর্দ্ধন বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ যেরূপ বিচলিত হইলেন, ত্রিভু-বনের মধ্যে সেরূপ বুঝি আর কেহই হইলেন না। আবার সেই বংশীধ্বনির আকর্ষিণী সম্মোহিনী প্রভৃতি সকল শক্তিগুলি ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীরাধাতেই যেন অধিক কার্য্যকারিণী দৃষ্ট হইল। হইবারই তো কথা! রাসাধিষ্ঠাত্রী রাসেশ্বরী শ্রীরাধা ব্যতীত রাসলীলার সম্যক্ চরিতার্থতা যে অসম্ভব!!

"সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥"

সুতরাং—"তাহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে॥" (শ্রীচৈঃ চ)

শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করাই রাস-রসিকের বংশীধ্বনির প্রধান উদ্দেশ্য। যেহেতু, সেই শ্রীরাধা-লতিকামূলে প্রেমামৃত সেচন করিলেই পল্লব-পুষ্প-পত্রস্বরূপা অপর সকল ব্রজবালাই প্রফুল্লিতা হইয়া থাকেন।

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥" (শ্রীচরিতামৃত)

এই জন্য শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের কামবীজ সঙ্কেতযুক্ত মধুরাস্ফুট বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিহ্বলাঙ্গী হইয়া পড়িলেন। পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"অমিয়া নিছনি বাজিল সঘনে, মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল — রমণী সকল, শুনিয়া ঃবল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
"আইস আইস" বলি, ডাকিছে মুরলী,
যেন ভেল সুধারাশি॥
আনন্দে অবশ, পুলক মানস, সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত, সকলি করিল বাধে॥"

বাঁশী "আইস আইস" বলিয়া আহ্বান করিল, আর কি রাধা স্থির থাকিতে পারেন; তিনি একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাধার এইরূপ ধৈর্য্যহরণ করাই বাঁশীর স্বভাব। যথা—

"আভীরেন্দুমুখী স্মরানলোৎসেকে সলীলানিলো,
রাধা ধৈর্য্যধরাধরেন্দ্রদমনে দম্ভোলিরুন্মীলতি॥"

অর্থাৎ বংশীধ্বনি ইন্দুমুখী গোপাঙ্গনাদের কন্দর্পাগ্নির উদ্দীপনে লীলান্বিত অনিল তুল্য এবং শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ গিরিরাজের বিদারণে বজ্র সদৃশ প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীরাধা বংশীবদনের বংশীধ্বনি যতই শ্রবণ করিতেছেন, সাত্ত্বিক ভাবাবেশে তাঁহার প্রফুল্ল চম্পকলতার ন্যায় চমৎকৃতাঙ্গ ততই কম্পিত হইতেছে। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ চম্পকলতা ও কনকযূথিকার ন্যায় অতি চমৎকার। যথা—

"তনোরস্যা জ্যোতিঃ পরিমলচরচ্চম্পকলতাবলী
বিদ্যুদ্বল্লীজয়ি কনকযূথী ততিরপি॥" মুক্তাচরিত্রম্।

পরিমল-বিশিষ্টা চম্পকলতা সুচিকণ স্বর্ণ-সৌন্দর্য্যে বনস্থলী উদ্ভাসিত করিয়া পরিমল-লুব্ধ বিদগ্ধ ভ্রমর-স্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করে, কিন্তু শ্রীরাধা তাদৃশী চমৎকৃতাঙ্গী হইয়াও ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় শ্যামসুন্দরের মুরলীকূজন শুনিয়াই বিহ্বলাঙ্গী হইলেন। শ্রীরাধার সেই প্রবল উৎকণ্ঠাময় বিহ্বলভাব দর্শন করিয়াই যেন সমুপস্থিতা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন —"হায়! এই সময়ে আমি শ্যামসুন্দরের রূপগুণাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকি, আর শ্রীরাধা তাহা শ্রবণ করিয়া পরম উল্লাসিতা হইয়া আমাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করুন"॥ ১৯॥

শ্রীরাধিকে সুরতরঙ্গি-নিতম্বভাগে
কাঞ্চীকলাপ কলহংসকলানুলাপৈঃ।
মঞ্জীর-শিঞ্জিত মধুব্রতগুঞ্জিতাঙ্ঘ্রি-
পঙ্কেরুহৈঃ শিশিরয় স্বরসচ্ছটাভিঃ ॥২০॥

**অন্বয়ঃ**।—হে শ্রীরাধিকে! হে সুরতরঙ্গি নিতম্বভাগে (সুরতে রস-ক্রীড়ায়াং রঙ্গিতো নিতম্বভাগো যস্যাঃ তৎ সম্বোধনম্) কাঞ্চীকলাপকলহংস কলা-নুলাপৈঃ (কাঞ্চীকলাপাঃ কাঞ্চীসমূহাঃ এব কলহংসস্বরূপাঃ তেষাং কল-য়োরৈক্যং কামবীজং তস্যানুলাপৈঃ) মঞ্জীরশিঞ্জিত মধুব্রতগুঞ্জিতাঙ্ঘ্রি পঙ্কে-রুহৈঃ (নূপুর-শিঞ্জিতং ভ্রমর-গুঞ্জিতঞ্চ যৎ পদকমলং তয়োর্বিক্ষেপৈঃ। অত্রাভিসার গমনং ধ্বনিতং)। স্বরসচ্ছটাভিঃ (স্বস্যাতিপ্রিয়জনস্য রসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ছটাভিঃ অঙ্গকান্তিভিঃ যদ্বা স্বকীয়াভিঃ রসচ্ছটাভিঃ) শিশিরয় ('তপ্তং' শীতলী কুরু) ॥২০॥

**অনুবাদ**।—হে শ্রীরাধিকে! হে সুরত-রঙ্গি-নিতম্বভাগে! কাঞ্চীকলাপ রূপ কলহংসকুলের কলধ্বনি পুনঃ পুনঃ আলাপন দ্বারা নূপুরশিঞ্জিত ভ্রমর-গুঞ্জিত পদপঙ্কজ সমূহ দ্বারা এবং স্বরসচ্ছটা দ্বারা 'তপ্তহৃদয়' শীতল কর ॥২০॥

### তাৎপর্য্যার্থ।

সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া শ্রীরাধার বিরহানল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আবার এদিকে কুলনাশা বাঁশীর "আইস আইস" মধুর আহ্বান! আর কি শ্রীরাধা স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সখীকে কহিলেন,—তাঁর—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে প্রাণ-মন মজাইয়া—জাতি, কুল, লজ্জা, ধর্ম্ম ভাসাইয়া সেই মোহন বংশীধারীকে দেখিবার জন্য—দেখিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্য অত্যন্ত অধীরা হইলেন। তদ্দর্শনে অভিসার-সঙ্গিনী সখীর ভাবাবেশে শ্রীপাদ্ গ্রন্থকার উপদেশ দিতেছেন,—"হে শ্রীরাধিকে! বিরহানলে তোমার হৃদয় যখন এতাদৃশ সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখনই কৃষ্ণাভিসারে গমন কর। আহা! তোমার নিবিড় নিতম্বভাগ একেই তো সুরতক্রীড়ার রঙ্গভূমি! তুমি যখন মরাল-মন্থরে গমন করিতে থাকিবে,

তখন তোমার সেই নিতম্বদেশে কাঞ্চীকলাপ মরালের কলশব্দের ন্যায় পুনঃ পুন কামবীজের ঘোষণা করিবে। এস্থলে এক ষষ্টিকাযুক্ত কাঞ্চীর আন্দোলনে শব্দের অনুৎপত্তি নিমিত্ত কাঞ্চীকলাপ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি ষষ্টিকাযুক্ত চন্দ্রহারের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

একষষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা ত্বষ্টষষ্টিকা।
রসনা ষোড়শা জ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥

আবার শ্রীগীতগোবিন্দেও পূর্ব্বোক্ত ভাবটী স্পষ্ট পরিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"রসতু রসনাপি তব  ঘন জঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং ॥"

অর্থাৎ ত্বদীয় নিবিড় নিতম্বমণ্ডলে চন্দ্রহার শব্দায়মান হইয়া মন্মথের আদেশ ঘোষণা করুক।

আহা! সে অভিসার-গমন-মাধুর্য্যের আরও বিশেষত্ব আছে। হে সুরতরঙ্গি-নিতম্বভাগে! তুমি কৃষ্ণাভিসারে গমন করিতে থাকিলে তোমার পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মধুকর তোমার পাদপদ্মের মধুলোভে মধুর গুঞ্জন সহকারে অনুগমন করিবে। তখন শ্রীচরণের নূপুরশিঞ্জন সে ভ্রমরগুঞ্জন সহযোগে বড়ই মধুর বোধ হইবে। তাই পদকর্ত্তাও গাহিয়াছেন,—

"চলইতে চরণ  সঙ্গে চলু মধুকর,
মকরন্দ পান কি লোভে।
সৌরভে উনমত,  ধরণী চুম্বই কত,
চরণ-চিহ্ন যাহা শোভে ॥" ( যদুনাথ দাস )

এইরূপে কালিন্দী-পুলিন-প্রাঙ্গণে গিয়া প্রাণ-প্রিয়তম রসিকেন্দ্রের নব জলধর-সুন্দর শ্রীঅঙ্গের কান্তি দর্শন করিয়া তোমার ঐ বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর।

মহানুভব শ্রীল গ্রন্থকার এই শ্লোকে দ্বিবিধ ভাব প্রকটন করিয়াছেন। একটী অন্তর্দ্দশোত্থ, অন্যটী বাহ্য। পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যার্থ অন্তর্দ্দশার ভাব। এক্ষণে বাহ্যার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। গ্রন্থকর্ত্তা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরাধাকে পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়াছেন, এক্ষণে পৃথিবীর ন্যায় শ্রীরাধাতেও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চগুণের সমাবেশ উপলব্ধি করিয়া তাহার সেবা প্রার্থনা করিতেছেন।—"হে শ্রীরাধিকে! অভিসার গমন সময়ে তোমার

শ্রীরাধিকে সুরতরঙ্গিণি দিব্য কেলি-
কল্লোল মালিনি লসদ্বদনারবিন্দে।
শ্যামামৃতাম্বুনিধি সঙ্গম তীব্রবেগি-
ন্যাবর্ত্তনাভিরুচিরে মম সন্নিধেহি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে ! হে সুরতরঙ্গিণি ! ( সুরতরঙ্গিণি ! মন্দাকিনী-রূপিণি ! যদ্বা সুরতে রসক্রীড়ায়াং রঙ্গিণি রঙ্গবতি ! ইত্যক্ষর বিশ্লেষণাৎ )

কাঞ্চীকলাপ কলহংসের কলধ্বনিরূপ কামবীজ পুনঃ পুন ঘোষিত হইয়া থাকে তাহা তোমার সখীগণ অথবা সখীগণের আনুগত্যই যাঁহাদের ভজন-তাৎপর্য্য, তাঁহারা ভিন্ন অন্যে কখনই বুঝিতে পারেন না। সুতরাং অন্য রসজ্ঞের তাহা দুর্ব্বোধ্য। অতএব হে শ্রীরাধিকে ! সেই কলানুলাপ দ্বারা আমার তাপিত কর্ণ শীতল কর।" এস্থলে শব্দ বিষয়ের সেবা কথিত হইয়াছে। "হে সুরতরঙ্গি-নিতম্বভাগে ! তোমার অনঙ্গবিমোহন নিতম্ব-শোভা বড়ই অদ্ভুত ; ঐ রূপ-মাধুর্য্যে আমার তাপিত নয়ন শীতল কর।" এস্থলে রূপবিষয়ের সেবা ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, ভজনরসিক গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার অন্য কোন শ্রীঅঙ্গের রূপ-মাধুর্য্যের উল্লেখ না করিয়া নিতম্ব শোভার বর্ণন করিলেন কেন ? উত্তর এই,—ঐ শ্রীঅঙ্গ হইতে স্বোপাস্য কলশব্দরূপ কাম-বীজের পুনঃ পুন প্রতিধ্বনি হইতেছে বলিয়াই গ্রন্থকার ঐ শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকামবীজ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্রীকাম-গায়ত্রী শ্রীরাধার স্বরূপ। সুতরাং কামবীজ ও গায়ত্রী সহযোগেই শ্রীশ্রীযুগল উপাসনা বিহিত। শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন ॥"

"পুনঃ হে শ্রীরাধে ! নিজ লীলারস-মাধুর্য্যের আস্বাদন দানে আমার নীরস রসনাকে সরস কর।" এই বাক্যে রস বিষয়ের সেবা কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ "মঞ্জীর-শিঞ্জিত ভ্রমর-গুঞ্জিত পদ-কমলের সৌরভে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল কর।" এস্থলে গন্ধ-বিষয়ের সেবা ধ্বনিত হইয়াছে। "এবং ঐ শ্রীচরণকমল-রেণু স্পর্শে আমার তাপিতাঙ্গ শীতল কর।" এই বাক্যে স্পর্শবিষয়ে সেবা সূচিত হইয়াছে ॥২০॥ ২০ ॥

হে দিব্য কেলি কল্লোলমালিনি! (দিব্যা অলৌকিকী যা কেলি-প্রিয়েণ সহ রসক্রীড়া তদেব কল্লোলমালা তদ্বতি!) হে লসদ্বদনারবিন্দে! (লসৎ শোভমানং বদনমেব অরবিন্দং যস্যাঃ) হে শ্যামামৃতাম্বুনিধি-সঙ্গম তীব্রবেগিনি (শ্যামসুন্দরঃ এব অমৃতাম্বুনিধিঃ সুধাসমুদ্রঃ তৎসঙ্গমার্থমেব তীব্রঃ বেগো যস্যাঃ তদ্বতি) হে আবর্ত্তনাভিরুচিরে! (আবর্ত্ত নাভিরেব রুচিরাঃ যস্যাঃ তদ্বতি) ত্বং মম সন্নিধেহি (সন্নিহিতা ভব) ॥২১॥

অনুবাদ।—হে দিব্য কেলিকল্লোল-মালিনি! হে শোভমান-বদনারবিন্দে! হে শ্যামসুধা-সাগর সঙ্গমার্থ তীব্র-বেগবতি! সুর-তরঙ্গিণি (সুরত-রঙ্গিণি) শ্রীরাধিকে! তুমি আমার সন্নিহিতা হও॥২১;

তাৎপর্য্যার্থ।

ভুবনাকর্ষী বংশীধ্বনি আজ কুলবনিতাগণের চিত্তাপকর্ষী রবে ধ্বনিত হইয়াছে। তাই, বংশীরবে আজ অন্যের চিত্ত আকর্ষিত হইল না, কেবল ব্রজসুন্দরীগণই আত্মহারা হইয়া গোকুলচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ছুটিলেন।

শুনত গোপী প্রেমরোপি,　　মনহি মনহি আপনা সঁপি,
তাহি চলত যাহি বোলত, মুরলীক কল লোলনী।
বিছুরি গেহ, নিজহি দেহ,　　এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক কুণ্ডল দোলনী॥
শিথিল ছন্দ, নীবিক বন্ধ,　　বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
খসত বসন বসন-চৌলী গলত বেণী লোলনী।
এতহুঁ বেলি সঙ্গিনী মেলি,　　কেহ কাহুকো পথ না হেরি,
ঐছে মিলন গোকুলচন্দ, গোবিন্দ দাস গায়নী॥ পঃ-কঃ-তঃ।

বর্ষার বারি-পুষ্টা-তরঙ্গিণী যেমন আপনভাবে বিভোর হইয়া উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গে দুকূল প্লাবিয়া সাগর-সঙ্গমে বহিয়া যায়, কৃষ্ণানুরাগরসা-পুষ্টা শ্রীরাধা-মন্দাকিনীও আজ সখীর উপদেশে যেন দুকূল (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল) ভাসাইয়া এক অলৌকিক রূপ-মাধুর্য্যের তরঙ্গ তুলিয়া শ্যামসিন্ধু-সম্মিলনে সবেগে চলিয়াছেন। সঙ্গিনী সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার দ্রুতগমনে ব্যথিত হইয়া কহিতেছেন,—"হে শ্রীরাধিকে! হে সুরতরঙ্গিণি! অর্থাৎ স্বর্গঙ্গা যেমন ক্ষীরতুল্যজলা ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গবিশিষ্টা, যথা—

সৎপ্রেমসিন্ধুমকরন্দরসৌঘধারা-
সারানজস্র মভিতঃ স্রবদাশ্রিতেষু ।
শ্রীরাধিকে তব কদা চরণারবিন্দং
গোবিন্দজীবন ধনং শিরসা বহামি ॥২২॥

প্রধানা ধারা স্বর্গে সা চ মন্দাকিনী স্মৃতা ।
যোজনাযুত বিস্তীর্ণা প্রস্থেন যোজনা স্মৃতা ॥
ক্ষীরতুল্য জলা শশ্বদত্যুত্তুঙ্গ তরঙ্গিণী ।
বৈকুণ্ঠাদ্ ব্রহ্মলোকঞ্চ ততঃ স্বর্গং সমাগতা ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ।

সেইরূপ তুমিও অপ্রাকৃত ভাবরস-পুষ্টা ও দিব্য কেলি-কল্লোলমালিনী। হে শোভমান বদনারবিন্দে! অর্থাৎ স্রোতস্বিনীতে যেরূপ কমল প্রস্ফুটিত হয়, তোমাতেও বদনরূপ প্রফুল্ল কমল শোভা পাইতেছে। আবার তরঙ্গিনী যেমন সাগর-সম্মিলনে প্রেমের উচ্ছ্বাসে হেলিয়া দুলিয়া তরতর বেগে বহিয়া যায়, হে সখি! তুমিও সেইরূপ শ্যামসুধাসাগর-সঙ্গমার্থ অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছ।” সাগর-সঙ্গম যেমন পুণ্যতীর্থ রসসিন্ধুর সহিত রসিকা-তরঙ্গিণীর মিলনরূপ, এই পবিত্রতম সাগর-সঙ্গমও সেইরূপ সখীগণের এবং সখীভাবাবিষ্ট ভক্তগণের সর্ব্ব সুখবর্দ্ধক অভীষ্টপ্রদ পরমতীর্থ স্বরূপ। পুনঃ, হে রাধে! স্রোতস্বিনীতে যেমন আবর্ত্ত আছে, সেইরূপ তুমিও নাভিরূপ আবর্ত্ত-রুচিরা। কিন্তু হে সখি! অভিসারের পথে এরূপ তীব্রগতিতে গমন সমুচিত নহে। বন্ধুর বনপথ, মৃৎপ্রস্তর কণ্টকাদির অভিঘাতে তোমার কমল-সুকোমল শ্রীচরণ-যুগল অতি সামান্যমাত্র ব্যথাপ্রাপ্ত হইলেও আমাদের প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে। অধিকন্তু তাহাতে অভিসারে বিঘ্ন বিলম্বও বিচিত্র নহে। আবার তুমি সুকুমারী রাজ-নন্দিনী, বিজন-পথে একাকিনী ঐরূপ দ্রুতপদে যাওয়ায় অনিষ্টের আশঙ্কা পদে পদে আছে। অতএব —

“রাধে! পথি মুঞ্চ সম্ভ্রম মভিসারে।
চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরং সুকুমারে।। (গীতাবলী)।

আমি তোমার সঙ্গে ঐরূপ দ্রুতগমনে অসমর্থা, ধীরে চল, সখি! ধীরে চল! এবং আমার সন্নিহিতা হও, অর্থাৎ আমাকেই সঙ্গিনী করিয়া লইয়া চল ইহাই তাৎপর্য্য ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! তব আশ্রিতেষু সৎ-প্রেম-সিন্ধু মকরন্দরসৌঘ ধারা—সারানজস্র মভিতঃ স্রবৎ আশ্রিতেষু ভক্তজনেষু সৎ-প্রেম এব সিন্ধুঃ তস্মিন্ যন্মকরন্দরস স্তস্য ওঘঃ প্রবাহঃ তস্য যা ধারা তস্যাঃ আসারান্ সম্পাতান্ প্রস্রবণরূপেণ অজস্রং নিরন্তরং অভিতঃ সর্ব্বতঃ স্রবৎ তৎ ) গোবিন্দজীবনধনং ( শ্রীকৃষ্ণস্য জীবনরূপং যদ্ধনম ) 'তং চরণারবিন্দং শ্রীচরণকমলং ) 'অহং' কদা শিরসা ( শিরসি নিধায় ) বহামি ॥২২॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! তোমার যে শ্রীচরণ-কমল হইতে সৎ-প্রেম-সিন্ধুর মকরন্দ-রস-প্রবাহের ধারা-সম্পাত ( প্রস্রবণরূপে ) আশ্রিতজনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের জিবন-ধন-স্বরূপ সেই শ্রীচরণারবিন্দ আমি মস্তকে লইয়া কবে বহন করিব? ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

লতিকার মূলে আঘাত লাগিলে যেমন তাহার পত্র-পল্লব-পুষ্পের প্রাণেও ব্যথা লাভে—তাহারা শুষ্ক বা ম্লান হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের শ্রীরাধা কল্পলতা সামান্য ব্যথা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার পত্র-পল্লবাদি স্থানীয়া সখীগণও অতিশয় ব্যথিতা হন। অভিসারিকা শ্রীরাধা তৃণাঙ্কুর কণ্টকোপল-সমাকীর্ণ বন্ধুর-বনপথে সূত্রাকর্ষিতা পুত্তলিকার ন্যায় উধাও ছুটিয়াছেন। পদে পদে পদ-স্খলন ঘটিতেছে। তাঁহার যাবকারুণ সুকোমল পদকমল মৃৎ-প্রস্তরাদিতে আহত হইয়া আরও অরুণিমা ধারণ করিয়াছে। একেই তো রাজনন্দিনী সুকুমারী—তাহাতে প্রতি পদক্ষেপে কন্দর্পবেগ বিবৰ্দ্ধিত হইয়া তাঁহার গতিতে বাধা প্রদান করিতেছে। প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও আর তাদৃশী দ্রুতগতিতে গমন করিতে পারিতেছেন না। সঙ্গিনীসখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা যেন তদ্দর্শনে অতি মাত্র ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন—"শ্রীরাধিকে! তোমার শ্রীচরণ-কমল, সৎ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক; সুতরাং অতিশুদ্ধ প্রেম-সিন্ধুর মকরন্দরসের প্রস্রবণ স্বরূপ। এই মকরন্দ রসের অর্থাৎ স্নেহরসের ধারাসার আশ্রিত ভক্তজনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে অজস্র ধাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং মাদৃশ আশ্রিতজনের পক্ষে তোমার ঐ শ্রীচরণারবিন্দ প্রাণাদপি প্রিয়বস্তু এবং জীবনে মরণে সহায়-সম্পদ। বিশেষতঃ তোমার ঐ শ্রীচরণ-কমল নাগর-গুরু শ্রীগোবিন্দের জীবনধন স্বরূপ। নিদারুণ মদন-দাহ জুড়াইবার জন্য না তিনি "দেহি পদ-পল্লবং" বলিয়া উহা মস্তকে ধারণ করিতে চাহিয়াছিলেন!!

সঙ্কেতকুঞ্জমনুকুঞ্জরমন্দগামি-
ন্যাদায় দিব্যমৃদুচন্দনগন্ধমাল্যম্।
ত্বাং কামকেলিরভসেন কদা চলন্তীং
রাধেঽনুযামি পদবীমুপদর্শয়ন্তী ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! সঙ্কেত-কুঞ্জ মনু কুঞ্জর-মন্দগামিনী (সঙ্কেত কুঞ্জং প্রতি ভারবাহ কুঞ্জরবন্মন্দং গমনং যস্যাং সা অহং) দিব্য-মৃদু-চন্দন-গন্ধ-মাল্যং আদায় 'তব পদবীমুপদর্শয়ন্তী (উনবিংশতি চিহ্নযুক্তং পদাঙ্কং উপদর্শয়ন্তী চ) কামকেলি-রভসেন চলন্তীং (কাম ক্রীড়োৎসুকোন দ্রুতং চলন্তীং) ত্বাং কদা অনুযামি (অনুগমিষ্যামি)॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! তুমি রসবিলাসের ঔৎসুক্যভরে সঙ্কেত কুঞ্জে গমন করিতে থাকিলে আমি দিব্য মৃদুচন্দন গন্ধমাল্য লইয়া ভারবাহ কুঞ্জরের ন্যায় মন্দ গতিতে ত্বদীয় পদচিহ্ন দর্শন করিতে করিতে কবে তোমার অনুগমন করিব ॥২৩॥

হায়! ভক্তের শান্তি-প্রস্রবণ—শ্রীকৃষ্ণের জীবন-ধন সেই শ্রীচরণ-কমল আজ তৃণাঙ্কুর ও কণ্টকোপলে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে! অহো! কি কষ্ট! আমি কবে ঐ শ্রীচরণ-যুগল মস্তকে করিয়া লইয়া শ্রীরাসমণ্ডলে বা সঙ্কেতকুঞ্জে উপনীত হইব? তাহা হইলে এ আশ্রিত জনও সৎ-প্রেম-সিন্ধুর স্নেহরস-ধারাসারে অভিষিক্ত হইবে। অধিকন্তু তাহাতে শ্রমের আশঙ্কা নাই—শ্রীচরণ-পঙ্কজের শৈত্য-সংস্পর্শে ও স্নিগ্ধ-সৌরভে কায়মন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিবে ॥২২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী ব্রজরামাগণ যমুনা-পুলিনে শ্রীরাসমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—প্রেমতরঙ্গিণী শ্যাম সাগরে মিলিত হইল—কেলি-কল্লোল উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশমূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া যুগপৎ গোপিকাদের সহিত রাস-বিলাসানন্দে নিমগ্ন হইলেন। মরি! মরি!!

"কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল, রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মহা, মরকত সম, শ্যামরু নটবর রাজ ॥
ধনি! ধনি! অপরূপ-রাস-বিহার।
থির বিজরী সঞে চঞ্চলজলধর, রস বরিখয়ে অনিবার ॥

গঙ্গা কলিন্দতনয়া বিজনাবতার
মূদবর্ত্তয়ন্ত্যমৃতমঙ্গমনঙ্গজীবম্‌ ।
শ্রীরাধিকে তব কদা নবনাগরেন্দ্রং
পশ্যামি মগ্ননয়নং স্থিতমুচ্চনীপে ॥২৪ ॥

কত কত চাঁদ, তিমিরপর, বিলসই তিমিরহু কত কত চাঁদ।
কনক লতায়ে তমালহু কত, দুহুঁ দুহুঁ তনুতনু বান্ধ ॥"—গোবিন্দদাস।

এইরূপে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের সুচিরবাসনা চরিতার্থ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্টা করিলেন। এই সম্মান লাভে তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাকে ভুবনবরেণ্যা সৌভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য-মদ ও গর্ব্ব প্রশমন করিয়া অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এবং রাসবিলাসানন্দের সম্যক্‌ চরিতার্থতার জন্য রাসমণ্ডল হইতে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া সহসা নিভৃত কেলিকুঞ্জে প্রস্থান করিলেন।

"রাসবিহারে গমন শ্যাম-নটবর, রসবতী বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি, রাই কর ধরি, চললি আন বনধামে" ॥—পঃ কঃ তঃ।

রসিক-শেখরের সহিত শ্রীরাধাকে এইরূপ রসোল্লাসভরে যাইতে দেখিয়াই যেন শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা তৎসঙ্গিনী মুঞ্জরীরূপা সখীর ভাবাবেশে সাক্ষাৎভাবে প্রার্থন করিতেছেন,—

"হে শ্রীরাধে! তুমি রসকেলির ঔৎসুক্যভরে সঙ্কেতকুঞ্জে দ্রুত গমন করিতেছ, কিন্তু আমি ভারবাহী কুঞ্জরের ন্যায় মন্দগামিনী হইয়া পড়িয়াছি; তাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিতেছি না, তোমার বিহারোপযোগী কুসুমভূষণ, দিব্যগন্ধ মাল্য চন্দনাদি বহনের নিমিত্তই আমার গতি এরূপ মন্দ হইয়াছে। সুতরাং আমার যাইবার পূর্ব্বেই তুমি সঙ্কেতকুঞ্জে উপনীত হইবে সন্দেহ নাই। যদি বল, ভারাতিশয্যে তোমার দৃষ্টিবৈকল্য ঘটিবে, দুর্গম বনের মধ্যে কিরূপে পথ চিনিয়া যাইবে? সখি! নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার ঊনবিংশতি চিহ্নযুক্ত পদাঙ্ক দর্শন করিতে করিতেই গমন করিব—তোমার পদবীই সঙ্গিনী স্বরূপে তোমার সান্নিধ্য লইয়া যাইবে।" এই ভাবের আবেশেই যেন গ্রন্থকর্ত্তা লালসান্বিত হইয়া সাধকভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন,—"হায়! কবে আমি তোমার অনুগমন করিব?" ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! কলিন্দতনয়া বিজনাবতারং গত্বা (কলিন্দতনয়া শ্রীযমুনা তদ্বিজনাবতারং নির্জ্জনতীর্থপ্রদেশং গত্বা) 'তব' অনঙ্গজীবং (যৎ অনঙ্গং কন্দর্পং জীবয়তি তৎ) অমৃতং (সুধা প্রতিমং) অঙ্গং উদ্বর্ত্তয়ন্তী (কুঙ্কুমকস্তূর্য্যাদিনা মার্জ্জনং কুর্ব্বতী যা সা অহং) উচ্চনীপে স্থিতং (উচ্চ কদম্ববৃক্ষোপরি উপবিষ্টং) মগ্ননয়নং (তবঙ্গাং প্রতি নয়নং নিবিষ্টং যস্য তং) তব নব নাগরেন্দ্রং (নিত্য নূতনং বিদগ্ধবরং শ্রীকৃষ্ণং) কদা পশ্যামি ॥২৪॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! শ্রীযমুনার নির্জ্জন তীর্থ-প্রদেশে গমন করিয়া তোমার অনঙ্গ জীব অমৃতাঙ্গের উদ্বর্ত্তন করিতে করিতে আমি কবে তোমার নবনাগরেন্দ্রকে উচ্চ-কদম্বোপরি উপবেশন করিয়া তোমার শ্রীঅঙ্গের প্রতি নিবিষ্ট নয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিব ॥২৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রাসক্রীড়া-পরিশ্রান্তা রসিকামণি শ্রীরাধা জলবিহার দ্বারা শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত শ্রীযমুনার নির্জ্জন তীর্থ প্রদেশে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীরাসমণ্ডলে সহচরী সখীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রিয়তমের সহিত নিভৃত কেলিকুঞ্জে চলিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আজিকার এই জলবিহারে সেবা-পরা কোন সখীই সঙ্গে নাই; (এই উদ্দেশ্যেই "বিজন" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে)। সেবা রসিক গ্রন্থকর্ত্তা দদ্দর্শনে সঙ্গিনী সখীর ভাবাবেশে সাধকভাবে প্রার্থনা করিতেছেন.— "হে শ্রীরাধিকে! আমি তখন শ্রীযমুনার সেই বিজন তীর্থ প্রদেশে গমন করিয়া কুঙ্কুম কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধানুলেপন দ্বারা কবে তোমার অমৃত তুল্য শ্রীঅঙ্গের উদ্বর্ত্তন করিতে থাকিব। এস্থলে শ্রীঅঙ্গকে অমৃত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ শ্রীঅঙ্গ 'অনঙ্গজীব'। অমৃত যেমন মৃতের জীবন দান করে, সেইরূপ ঐ শ্রীঅঙ্গ, ভুবনমোহন অনঙ্গকে অঙ্গবিশিষ্ট করিয়া সঞ্জীবিত করেন। অতএব ঐ শ্রীঅঙ্গ হইতেই যেন অনঙ্গের যত কিছু সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব সঞ্জাত হইয়াছে ইহাই তাৎপর্য্য। এই জন্যই শ্রীরাধা কন্দর্প-মোহন-মোহিনী। শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদন কর্ত্তৃক মোহিত হন, কিন্তু শ্রীরাধা সঙ্গে থাকিলে তিনি মদনমোহন অবতাররূপে শোভা পান। আবার শ্রীবৃন্দাবনের মধুরতম রহঃলীলায় প্রাকৃত অনঙ্গের প্রবেশাধিকার আদৌ নাই বলিয়া এস্থলে 'অনঙ্গ' শব্দ সেই 'অপ্রাকৃত নবীনমদন' শ্রীনন্দ-নন্দনকে নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব শ্রীরাধার সেই অমৃতাঙ্গ বিরহ-বিকল মৃতবৎ শ্যামসুন্দরের জীবনপ্রদ। আহা

সৎপ্রেমরাশিসরসো বিকসৎ সরোজং
স্বানন্দ সীধু রসসিন্ধু বিবর্দ্ধনেন্দুং।
তচ্ছ্রীমুখং কুটিল-কুন্তল-ভৃঙ্গজুষ্টং
শ্রীরাধিকে তব কদানু বিলোকয়িষ্যে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! সৎপ্রেমরাশিসরসোবিকসৎ সরোজং (অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমরাশিঃ তদেব সরসঃ সরোবর তস্মিন্ বিকসৎ সরোজং পঙ্কজরূপং যৎ) স্বানন্দসীধু (স্বস্য প্রিয়তমস্য আনন্দস্য সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য উন্মাদক সীধু স্বরূপং যৎ, "সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ") রসসিন্ধু বিবর্দ্ধনেন্দুং (রসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমাসিন্ধু বিবর্দ্ধনে ইন্দুরূপং যৎ) কুটিল কুন্তল ভৃঙ্গজুষ্টং (কুটিল কুন্তলানি অলকাঃ তান্যেব ভ্রমররূপা তৈস্তে জুষ্টং সেবিতং যৎ) তব তচ্ছ্রীমুখং (তৎ বিলাস শ্রীযুক্তং বদনং) 'অহং' কদা অবলোকয়িষ্যে ॥২৫॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! যাহা সৎপ্রেমরাশিরূপ সরোবরের প্রফুল্ল কমল-তুল্য, আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদক সীধুস্বরূপ এবং রসসিন্ধুবিবর্দ্ধনে চন্দ্রের ন্যায় সেই কুটিল কুন্তল-সেবিত বিহারশ্রীযুক্ত তোমার শ্রীমুখ আমি কবে অবলোকন করিব? ॥২৫॥

সে লাবণ্যমণ্ডিত শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ দূরে থাক্, তন্মাধুরী দর্শনেই কত আনন্দ! তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সেই উদ্বর্ত্তনোজ্জ্বল অঙ্গকান্তি দূর হইতে দর্শন করিবার নিমিত্ত উচ্চ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। স্নানকালে বেশভূষা বিহীনাবস্থায় শ্রীরাধার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মধুরিমা দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বিস্মিত ওবিমোহিত হইয়াছেন, যেন বিনোদিনীর সেই বরমাধুরীরাশিতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল মগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেবা-প্রাণ গ্রন্থকর্ত্তা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সাধকোচিতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হায়! আমি তোমার শ্রীঅঙ্গের উদ্বর্ত্তন করিতে করিতে কবে তোমার সেই প্রিয়তম নবনাগরেন্দ্রকে দর্শন করিব? ॥২৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রসিকামণি শ্রীরাধা শ্রীযমুনা-পুলিন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সঙ্কেতকুঞ্জে প্রেম-পিপাসিত নাগরবরের সহিত সম্মিলিতা হইলেন। শ্যামজলধরে সৌদা-

লাবণ্যসার রসসার সুখৈকসারে
কারুণ্যসার মধুরচ্ছবিরূপ সারে।

মিনীর সম্মিলনে রসের তরঙ্গ খেলিল। কেলিতৃষাকুল রসিক-শেখর তখন প্রেমোল্লাসভরে শ্রীরাধাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখমাধুরী অনিমিষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। যতই দেখিতেছেন, রসাতিশয্যে ততই বিহ্বল হইতেছেন। বাস্তবিকই বিলাস-চাঞ্চল্যে শ্রীরাধার শ্রীমুখ-সুষমা এক অপরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। মরি! মরি!! সে শ্রীমুখখানি যেন সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেম-সরোবরের প্রফুল্ল-কমল। তাই, সে শ্রীমুখ-কমল রসিকভৃঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে মধুপানের নিমিত্ত রতিলোভ বিস্তার করিতেছে। কেন না, ঐ শ্রীমুখকমল স্ব অর্থাৎ অতিনিজজন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ী সীধুস্বরূপ। সীধু—প্রধানতম পক্করস বিশেষ। যথা—

"সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।"

সীধুপানে ব্যাধিতের যেমন বলবর্ণাগ্নি উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ বিরহ ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীমুখ-মাধুর্য্য-সুধা আস্বাদন করিয়াই আনন্দ প্রফুল্ল হইতেছেন। সুতরাং শ্রীরাধার শ্রীমুখ-মাধুর্য্যসুধাই শ্রীকৃষ্ণের নিদারুণ বিরহব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

আবার 'স্ব' অর্থাৎ নিজ-জন শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে না, স্বান্তরঙ্গা সেবাপরা সখীবৃন্দ কি তদ্ভাবাবিষ্ট ভক্তগণকেও বুঝাইতেছে। অতএব শ্রীরাধার শ্রীমুখ-কমল কেবল শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রদ নহে, সখীগণ কি সখীভাবা-বিশিষ্ট ভক্তগণেরও আনন্দদায়ী সীধুস্বরূপ। আবার সে শ্রীবদন কেবল সীধু অর্থাৎ সুধাতুল্য নহে, রসসিন্ধুবিবর্দ্ধনে সুধাকর সদৃশ। প্রাকৃত চন্দ্র. লবণসমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীরাধার বদনেন্দু সর্ব্বোত্তম রসসিন্ধুকে তরঙ্গায়িত করিতেছে। অর্থাৎ তুঙ্গতরঙ্গিত জলনিধির ন্যায় রসসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে নানাবিধ ভাবের লহরীলীলা তুলিতেছে।

পুনশ্চ, কুঞ্চিত অলকাবলী অলিকুলের ন্যায় বিলাসিনীর শ্রীমুখকমলের নিরুপম শোভা বিস্তার করিতেছে। কুঞ্জ-বাতায়ন-রন্ধ্রে লীলাদর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে সেবা-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সাধকভক্তোচিতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,— "হে শ্রীরাধিকে! কবে আমি তোমার সেই বিহার শ্রী-যুক্তমুখখানি অবলোকন করিব? ॥২৫॥

বৈদগ্ধ্যসার রতিকেলি বিলাসসারে

রাধাভিধে মম মনোঽখিলসারসারে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—লাবণ্য সাররসসার সুখৈকসারে (লাবণ্যস্য সারমূর্ত্তিঃ রসসারঃ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তস্য সুখৈকসারে) কারুণ্যসার মধুরচ্ছবিরূপসারে (কারুণ্যস্য সারাংশঃ স্বার্থলেশকণারহিতঃ তদ্‌যুক্তা যা মধুরচ্ছবিঃ তদ্রূপস্য সারে) বৈদগ্ধ্যসার রতি কেলিবিলাসসারে (বৈদগ্ধ্যং চাতুর্য্যং তস্য যঃ সারঃ রতিকেলিবিলাস তস্য সারে চ) অখিলসারসারে (নিখিল সারাৎসারে) রাধাভিধে (রাধানাম্নি বস্তুনি, নামনামীরভেদাৎ) মম মনঃ'অস্তু' ॥২৬॥

অনুবাদ।—যিনি লাবণ্যের সারমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সুখের একমাত্র সার কারুণ্যসাররচিত মধুরচ্ছবিরূপের সার এবং বৈদগ্ধ্যসার রতিকেলি বিলাসের সার, সেই নিখিলসারাৎসাররূপ শ্রীরাধানামক পরম বস্তুতে আমার মতি হউক ॥২৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সেই অপূর্ব্ব শ্রীযুগলবিলাস মাধুর্য্য সন্দর্শন করিয়া ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে এই শ্লোকে শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন,—"আহা রসিকামণি শ্রীরাধা, নিখিল লাবণ্যের সারমূর্ত্তি রসসার শ্রীকৃষ্ণের সুখের একমাত্র সার সামগ্রী। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সকল রসের সার। যথা—

"কিরূপ দেখিনু, মধুর মুরতি,
সকল রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক তার" ॥—পঃ কঃ তঃ।

সকল রসের সার শৃঙ্গার রস। রসরাজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপ। যথা—"শৃঙ্গারঃ সখি! মূর্ত্তিমানিব।" অতএব বিনোদিনী শ্রীরাধাই এই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের বিমল বিলাস সুখসম্ভোগের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আবার স্বার্থলেশশূন্য করুণাই প্রকৃত করুণা। শ্রীরাধা এবম্বিধ কারুণ্যরসের সারাংশদ্বারা বিরচিত মধুরছবি রূপের সার অর্থাৎ শ্রীরাধাই যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী করুণা-সার স্বরূপা। যেহেতু, আশ্রিতজনের প্রতি তাঁহার করুণার অবিচারিত অবাধ উচ্ছাস অধিকন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার এইরূপ করুণার উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। যথা—

চিন্তামণিঃ প্রণমতাং ব্রজনাগরীণাং
চূড়ামণিঃ কুলমণি র্বৃষভানুনাম্নঃ।

তার্ণ সূচিশিখরান্ন তর্ণকং বিদ্ধ বক্ত্রমবলোক্য সাশ্রয়া।
লিপ্যতে ক্ষতমবাপ্ত বাধয়া কুঙ্কুমেন সহসাস্ত রাধয়া।—উজ্জ্বলে।

একদা নিজকান্ত লোভনীয় একগুচ্ছাতী গাভীর সদ্যপ্রসূত বৎসের মুখে কোমল তৃণাগ্র বিদ্ধ দেখিয়া শ্রীমতীর নয়ন-কমল হইতে সহসা অশ্রু পতিত হইল; এবং কৃপা-পরবশ হইয়া সেই বৎসের ক্ষতস্থানে কুঙ্কুম-লেপন করিয়া দিলেন।

আবার তিনি যেমন কারুণ্য-সারের মধুর-মূর্ত্তি, তেমনই বিদগ্ধাদার রতিকেলি বিলাসেরও সার মূর্ত্তি। বাস্তবিকই শ্রীরাধার বৈদগ্ধী অতি অদ্ভুত। যথা—

আচার্য্যাধাতুচিত্রে পঠনবিরচনা চাতুরীচারুচিত্তা,
বাগ্‌যুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপি চ গিরাং পণ্ডিতামাল্যগুম্ফে।
পাঠে শারীশুকানাং পটু রজিতমপিদ্যূতকেলীষু জিষ্ণু
র্বিদ্যাবিদ্যোতবুদ্ধিঃ স্ফুরতিরতিকেলীশালিনী রাধিকেয়ং॥

গার্গীকে কুন্দলতা কহিলেন,—"দেবি! শ্রীরাধার বৈদগ্ধীর কথা কি বলিব, তিনি ধাতুচিত্রে স্বয়ং আচার্য্যস্বরূপা, স্বীয় বুদ্ধিতে বিবিধ পাকক্রীয়াকুশলা, বাগ্‌-যুদ্ধে বাক্‌পতি শ্রীকৃষ্ণকেও মুগ্ধ করেন, মাল্যরচনায় সুপণ্ডিতা, শারীশুক-দিগের পাঠে সুপটু, পাশা খেলায় অজিতকেও জয় করেন এবং গান-বাদ্যাদি বিদ্যায় প্রখরাবুদ্ধি, ইত্যাদি গুণশালিনী হইয়াও শ্রীরাধা রতিকলারূপে বিরাজ করিতেছেন।

বৈদগ্ধের মধ্যে রতিকেলি বিলাসই শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা সেই মধুর রতিকেলি বিলাসের সারস্বরূপা। বিলাস যথা,—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাং।
তাৎ কালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ॥

অর্থাৎ প্রিয় সঙ্গারম্ভকাল হইতেই প্রিয়সঙ্গজন্য গতি, স্থান, আসন মুখনেত্রাদি কর্ম্মসমূহের বিশিষ্টতাকে বিলাস কহে।

শ্রীরাধাতে এতাদৃশ রতিকেলি-বিলাস অর্থাৎ সম্ভোগবিলাসের পরমোৎকর্ষ নিত্য বিদ্যমান। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা রসিকামণি শ্রীরাধাতে এইরূপ নিখিল-সারাৎসার ভাগের পূর্ণসমাবেশ সন্দর্শন করিয়া মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতে-ছেন—"এই শ্রীরাধা নামক পরম বস্তুতে আমার গাঢ় মতি হউক॥২৬॥

সা শ্যামকামবরশান্তিমণি নিকুঞ্জ-
ভূষামণি হৃদয়-সম্পুট সন্মণি নঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।—যা প্রণমতাং (প্রণতজনানাং আশ্রিতানাং ভক্তজনানাং) চিন্তা-মণিঃ (আশ্রয়ে মাত্রেণাভীষ্ট পূরকত্বাৎ চিন্তামণিঃ স্বরূপা চ) ব্রজনাগরীনাং চূড়ামণিঃ(চূড়ামনিরিব ভূষণরূপা, তাং বিনা ব্রজসুন্দরীনাং শোভা ন ভবঃতীত্যর্থা। বৃষভানুনাম্নঃ কুলমণিঃ (বৃষভানুনাম্নঃ ব্রজাধিপস্য কুলমণিঃ বংশোজ্জ্বলকারিণী মণি স্বরূপেতিভাবঃ) সা শ্যামকামবর শান্তিমণিঃ (শ্যামসুন্দরস্য কামবরঃ তীব্র কন্দর্পবিষং তচ্ছান্তিমণিস্বরূপা, বিষহরমণিবদেতিভাবঃ) নিকুঞ্জভূষামণি (নিকুঞ্জস্য ভূষণরূপ মণি স্বরূপা) নঃ (অস্মাকং স্বশিষ্যাভিপ্রায়েণ) হৃদয়-সম্পুট-সন্মণিঃ স্যাৎ ॥৩৭॥

অনুবাদ।—যিনি প্রণতজনের চিন্তামণি, ব্রজনারীগণের চূড়ামণি ও বৃষভানু-রাজের কুলমণি সেই শ্যামসুন্দরের তীব্র কন্দর্প বিষহরণে শান্তিমণি স্বরূপা কেলি-কুঞ্জ ভূষামণি শ্রীরাধা আমাদের হৃদয়-সম্পূর্ণ মণিরূপে অবস্থান করুন ॥২৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিধি স্বরূপা শ্রীরাধাকে নিখিলসারাৎসার মূর্ত্তিরূপে বর্ণনা করিয়াও ভজনরসিক গ্রন্থকর্ত্তার যেন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। তাই যেন তিনি পুনরায় শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন,—"আহা! সেই শ্রীরাধা নামক পরমবস্তু কিরূপ?—তিনি প্রণতজনের চিন্তামণি স্বরূপ। আশ্রয় মাত্রে চিন্তামণি যেমন অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধাও প্রণত অর্থাৎ আশ্রিত জনের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। চিন্তামণি, স্পর্শ করিলে পর অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু শ্রীরাধাকে দূর হইতে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন, সুতরাং চিন্তামণি অপেক্ষা শ্রীরাধা অধিক গরীয়সী।

পুনশ্চ তিনি ব্রজনাগরীগণের চূড়ামণি। শ্রীবৃন্দাবনে কোটী কোটী গোপাঙ্গনা আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। যথা—

রাধা চন্দ্রাবলী মুখ্যাঃ প্রোক্তাঃ নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া ॥

অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীই নিত্যপ্রিয়া নামে অভিহিতা।

ইহাঁদের সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদিগুণ নিত্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়। আবার এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ব প্রধানা। যথা—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥

অর্থাৎ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রকারে প্রধানা ইনি মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপা ও গুণের দ্বারা অতিশয় বরীয়সী।

সুতরাং শ্রীরাধাই ব্রজস্থা নাগরী অর্থাৎ বিদগ্ধা রমণীগণের শিরোমণি স্বরূপা। কেন না, শ্রীরাধা হইতেই ব্রজগোপীদের যাহা কিছু শোভা সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। বৃহদগৌতমীয়তন্ত্রে কথিত আছে,—

দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী পরা॥

অর্থাৎ শ্রীরাধা দেবী—দেদীপ্যবতী পরমা সুন্দরী অথবা কৃষ্ণপূজারূপ ক্রীড়ার বসতিস্থান বলিয়া দেবী। তিনি "কৃষ্ণময়ী"—কৃষ্ণাত্মিকা অর্থাৎ অন্তর্ব্বহি কৃষ্ণভূষিতা এবং যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, সেই সেইখানেই তাঁহার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময়, সুতরাং তাঁহার প্রেমরূপা মহাশক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব। তিনি 'বরদেবতা' অর্থাৎ সর্ব্বপূজ্যা, সর্ব্বপালিকা ও সর্ব্বজগতের মাতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও বিধাত্রী। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী—সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য বুঝায়। শ্রীমতি সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী। অথবা লক্ষ্মী আদি সর্ব্বনারীর অধীশ্বরী। তিনি সর্ব্বকান্তি, তাঁহাতে সকল সৌন্দর্য্য বিরাজ করে এবং তাঁহা হইতেই সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা সম্পাদন হয়। অথবা কান্তি শব্দে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাঞ্ছা বুঝায়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল বাঞ্ছা পূরণ করেন বলিয়া সর্ব্ব-কান্তি নামে অভিহিতা; এবং তিনি সম্মোহিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জগন্মোহিনী, ও তাঁহার মনোমোহিনী; অতএব পরা অর্থাৎ গোপী, মোহিনী, রতি, লক্ষ্মী ও শক্তি প্রভৃতি নিখিল শক্তিরূপিণীগণের প্রধানা।

আবার তিনি বৃষভানুরাজের যশোজ্জ্বলকারিণী মণিস্বরূপা। যেহেতু শ্রীমতি হইতেই বৃষভানুরাজকুলের অতুল গৌরব মহিমা অনন্তকালের জন্য ভুবনে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আহা! সেই পরা ঠাকুরাণী শ্রীমতিই আজ আমাদের শ্যামসুন্দরের তীব্র কন্দর্পবিষহারী শান্তিমণিরূপে বিরাজ করিতেছেন ব্রজে শত শত গোপী

মঞ্জুস্বভাব মধিকল্পলতানিকুঞ্জং
ব্যঞ্জন্তমদ্ভুত কৃপারস-পুঞ্জ মেব ।
প্রেমামৃতাম্বুধিমগাধ মবাধ মেতং
রাধাভিধং দ্রুতমুপাশ্রয় সাধুচেতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—সাধুচেতঃ ! মঞ্জুস্বভাবং ( মধুর স্বভাবং ) অধিকল্পলতানিকুঞ্জং ( সঙ্কল্পস্য অতিরিক্ত কামপূরিকায়া লতায়াঃ নিকুঞ্জ স্বরূপং নতু লতৈকমাত্রম্ ) অদ্ভুত কৃপারস পুঞ্জমেবব্যঞ্জন্তং (অদ্ভুতা যা কৃপা তস্যাঃ যো রসপুঞ্জ স্তমেব ব্যঞ্জয়তি) অগাধমবাধং প্রেমামৃতাম্বুধিং (অগাধ অতিগভীরঃ তত্র অবাধং গ্রাহনক্রাদিবৎ মোক্ষভোগাদীনাং বাধাশূন্যং কৈতবরহিতং প্রেমামৃতসিন্ধুঃ ) এতং রাধাভিধং ( রাধৈবাভিধানং যস্য তং ) দ্রুতং ( অব্যাজং ) উপাশ্রয় ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ।—হে সাধুচেত ! সঙ্কল্পাধিক কামপূরক কল্পলতানিকুঞ্জ স্বরূপ, অদ্ভুত কৃপামৃতরসপুঞ্জপ্রকাশক এবং অগাধঅবাধ প্রেমামৃতসিন্ধুস্বরূপ মধুর স্বভাব এই শ্রীরাধানামক পরমবস্তুকে শীঘ্র আশ্রয় কর ॥ ২৮ ॥

আছেন সত্য ; কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পবিষদাহ নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। যথা—

"শত কোটী গোপিতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ চৈঃ চঃ।

মরি ! মরি !! এই শ্রীকৃষ্ণ-হৃদিবিলাসিনী শ্রীরাধাই নিকুঞ্জ ভূষামণি। বাস্তবিকই শ্রীরাধার চরণ-স্পর্শে এই সাধের কুঞ্জভূমি যেন আজ শত শোভা-সৌন্দর্য্যের রাণীরূপে শোভা পাইতেছে।

তাই সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত সরস লৌল্যের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন,—"সেই সন্মণি অর্থাৎ অপ্রাকৃত মণিস্বরূপা আমাদের হৃদয় সম্পুটের শোভা সম্পাদন করুন। রত্নহীন সম্পুটের (পেটিকার) যেমন আদর নাই, সেইরূপ যে হৃদয়ে বিলাসমণি শ্রীরাধার মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত না হয়, সে হৃদয় ধারণে ধিক্ ; ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে "আমাদের"—এই বাক্যে সশিষ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধ-দেহাভিমানে সেবাপ্রাণা সখীর ভাবাবেশে শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনের নিধু-নিকুঞ্জে শ্রীযুগল বিলাসমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ বর্ণন করিতে করিতে সহসা বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনি পুনরায় সাধকোচিত ভাবে স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ দিতেছেন,—"হে সাধুচেতঃ! শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধানামে যে পরমতত্ত্ব আছেন, তৎসমীপে উপনীত হইয়া শীঘ্র তাঁহাকে আশ্রয় কর। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর—অতি স্নিগ্ধ। তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই আবার সে পরমবস্তু অধিকল্পলতানিকুঞ্জস্বরূপ। সাধারণতঃ কল্পলতা কেবল সঙ্কল্পমাত্র পূরণ করিয়া থাকে, কিন্তু যে কল্পলতা সঙ্কল্পের অতিরিক্ত বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকে, শ্রীরাধা এমন কল্পলতিকার নিকুঞ্জ স্বরূপ।

পুনশ্চ, অদ্ভুত কৃপারস পুঞ্জ প্রকাশক; যদিও তাঁহার কৃপারসের কণালেশ পাইলেও ভুবন কৃতার্থ হইয়া যায় তথাপি আশ্রিতজনের প্রতি তাঁহার কৃপারস বিন্দু পরিমাণে বর্ষিত হয় না,—অবিচারিতরূপে পুঞ্জপরিমাণে অজস্র বর্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্যই তাহাকে অদ্ভুত কৃপারস পুঞ্জপ্রকাশক বলা হইয়াছে। এই কৃপারসের স্বরূপ—প্রেমামৃত। যেহেতু তিনি অগাধ অবাধ প্রেমামৃতের সিন্ধু; বরং সিন্ধু শোষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু এই প্রেমামৃত সিন্ধুর ধারা পুঞ্জপরিমাণে অজস্র বর্ষিত হইলেও কখনই নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই ইহাকে 'অগাধ' বলা হইয়াছে। আবার অগাধ সমুদ্রে গ্রাহ-নক্রাদি জলচর জন্তুর বাধাবিপত্তি আছে, কিন্তু এই প্রেমামৃতসিন্ধু গ্রাহনক্রাদিবৎ মোক্ষভোগাদির বাধাশূন্য অর্থাৎ অকৈতব, সুতরাং 'অবাধ'। অতএব এই প্রেমামৃতসিন্ধু যে দধি দুগ্ধাদি প্রাকৃত সপ্তসিন্ধুর অতীত, পরম গরিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার "শ্রীরাধাভিধ"—এই বাক্যের অর্থ শ্রীরাধানাম। অতএব শ্রীবৃন্দাবনের সেই পরমবস্তুকে লাভ করিবার জন্য সত্বর শ্রীরাধানাম গ্রহণ কর,"—এইরূপ অর্থান্তরও সূচিত হইয়াছে। এই শ্রীনামের স্বভাব অতীব সুন্দর, ইহা একবার গ্রহণ করিলে বদন আর ছাড়িতে পারেনা। ক্রমশঃই আস্বাদন স্পৃহা বলবতী হয়। পুনশ্চ, এই শ্রীরাধানাম কল্পলতা-নিকুঞ্জ অপেক্ষাও অধিক কামপূরক এবং অদ্ভুত কৃপারসপুঞ্জ প্রকাশক। কেন না—

"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥" চৈঃ চঃ॥

শ্রীরাধিকাং নিজবিটেন সহালপন্তীং
শোণাধর প্রস্মরচ্ছবি মঞ্জরীকাম্ ।
সিন্দূরসম্বলিত মৌক্তিক পংক্তিশোভাং
যো ভাবয়েদ্দশনকুন্দবতীং স ধন্যঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—নিজবিটেন সহালপন্তীং ( বিটঃ কামতন্ত্র-কলা-কোবিদঃ নায়ক-সহায় বিশেষঃ তেন স্ববিটেন সহ আলাপং কুর্ব্বন্তীং ) শোণাধর-প্রস্মরচ্ছবি মঞ্জরীকাং ( অরুণাধরে প্রসরণশীলাচ্ছবেঃ শোভায়াঃ মঞ্জরী যস্যাঃ তাং ) সিন্দূর সম্বলিত মৌক্তিক পংক্তিশোভাং ( সীমন্তে সিন্দুরেণ সম্বলিতা মৌক্তিকপংক্তি শোভাং যস্যাঃ তাং চ ) দশনকুন্দবতীং ( কুন্দকলিকেব দশনং যস্যাঃ তাং ) শ্রীরাধিকাং যঃ ভাবয়েৎ সঃ ধন্যঃ (কৃতার্থঃ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।—যিনি নিজ নায়ক-সহায় বিটের সহিত আলাপ করিতেছেন, যাঁহার অরুণাধরে প্রসরণশীলা সুষমা-মঞ্জরী প্রকটিত, সীমন্তে সিন্দুর-সম্বলিত মৌক্তিকপংক্তি সুশোভিত, সেই কুন্দদশনা শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি ভাবনা করেন, তিনি ধন্য ॥ ২৯ ॥

পুনঃ—"সর্ব্ব কর্ম্মফল নামাভাসে লব্ধ হয় ।
সর্ব্ব জ্ঞানফল নামাভাসেতে মিলয় ॥"

আবার এই শ্রীরাধা নাম অগাধ ও অবাধ প্রেমামৃতসিন্ধুস্বরূপ। যেহেতু, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেই—

"—পাপ সংসার মোচন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদয় প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥"

অতএব হে আমার সাধুচেত ! অবিলম্বে শ্রীরাধা নাম গ্রহণ কর। চিত্ত সাধু অর্থাৎ সল্লক্ষণ-বিশিষ্ট না হইলে শ্রীনামগ্রহণে রুচি হয় না কিম্বা অধিকার জন্মে না। অথবা চিত্ত এই পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীরাধানাম গ্রহণ করিবে, অতএব চিত্তই সাধু ! ॥ ২৮ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর ভজনকুশল গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধদেহাভিমানে শ্রীবৃন্দাবনেনের নিধুনিকুঞ্জ

শ্রীমতীর সমীপে উপনীত হইয়া যেন দেখিতেছেন—"শ্রীমতী নিজ বিটের সহিত আলাপ করিতেছেন। বিট—নায়ক সহায় বিশেষ। যথা—

বেশোপচার কুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কামতন্ত্র কলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে॥ উজ্জ্বলে।

অর্থাৎ যিনি বেশরচনা শুশ্রূষাকরণে পটু, ধূর্ত্ত, যাঁহার পরিবারবর্গ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না, যিনি স্ত্রীবশীকার মোহনমন্ত্রৌষধাদি প্রয়োগকুশল, তাঁহাকে বিট কহে। কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি গোপ শ্রীকৃষ্ণের বিট-সহায়।

শ্রীরাধা মানভরে শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীরাধাকে শান্ত করিবার জন্য কড়ার নামক বিটকে প্রেরণ করিয়াছেন। কড়ার শ্রীরাধাকে কহিতেছেন,—

ব্রজে শারঙ্গাক্ষী বিততিভিরনুল্লঙ্ঘ্যবচনঃ
সখাহং ত্বদ্বন্ধোশ্চটুভিরভিযাচে মুহুরিদং।
কল ক্রীড়দ্বংশী স্থগিত জগতী যৌবতধৃতি
স্তয়াযুক্ত শ্যামে ন খলু পরিহর্ত্তুং সখি হরিঃ॥

হে শ্যামে! আমি তোমার বন্ধুর সখা, ব্রজমধ্যে কোন মৃগাক্ষী রমণীই আমার বাক্য লঙ্ঘন করে না, সকলেই মানিয়া থাকে। তুমি শ্যামকে সামান্য জ্ঞান করিও না, তাঁহার মুরলীরবে জগতীস্থ যৌবতগণের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়, অতএব যুক্তকরে বারম্বার প্রর্থনা করিতেছি সখি! যেন শ্যামকে পরিত্যাগ করিও না।

বিটের এই সরস বাক্য শ্রবণ করিয়া মান-রঙ্গিণী শ্রীরাধা প্রসন্নমুখে হাস্য করিলেন। তাহাতে তাঁহার অরুণাধরে প্রসরণশীল সৌন্দর্য্য-মাধুরী মঞ্জরিত হইল—কুন্দকলিকার ন্যায় দশনাবলি, সীমন্তে সিন্দূর-সম্বলিত মৌক্তিক পংক্তির শোভার ন্যায় ঈষৎ বিকসিত হইয়া উঠিল।

শ্রীরাধার এই প্রসন্ন ভাবমাধুরী দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন,—"আহা! এরূপ মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধাকে যিনি ভাবনা করেন, তিনিই ধন্য।" এইরূপ ভাবনাই রাগানুগীয় সাধনসিদ্ধির উপায়—ইহাই সাধকের সাধন। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায়॥" ২৯॥

পীতারুণচ্ছবিমনন্ত তড়িল্লতাভাং
প্রৌঢ়ানুরাগমদবিহ্বল চারুমূর্ত্তিম্।
প্রেমাস্পদাং ব্রজমহীপতি তন্মহিষ্যো
র্গোবিন্দবন্মনসি তাং নিদধামি রাধাম্ ॥ ৩০ ॥

---

অন্বয়ঃ।—প্রৌঢ়ানুরাগ মদবিহ্বল চারুমূর্ত্তিং ( প্রৌঢ়ী প্রবৃদ্ধঃ অনুরাগরূপ মদ স্তেন বিহ্বলা চারুমূর্ত্তি র্যস্যাঃ তাং ) ব্রজমহীপতি তন্মহিষ্যো র্গোবিন্দবৎ প্রেমাস্পদাং ( ব্রজমহীপাতি শ্রীনন্দঃ তন্মহিষী শ্রীযশোদা তয়ো র্যথা শ্রীগোবিন্দঃ প্রেমাস্পদঃ ভবতি তথৈব শ্রীরাধা তয়োঃ প্রেমাস্পদা প্রেমপাত্রী ; যদ্বা, ব্রজমহীপতি নন্দ বৃষভানুঃ তন্মহিষৌ যশোদা কীর্ত্তিদা তয়ো র্গোবিন্দবৎ প্রেমাস্পদাং স্নেহাস্পদাং) তাং রাধাং অহং মনসি নিদধামি (স্থাপয়ামি, চিন্তয়ামি বা) ॥ ৩০ ॥

---

অনুবাদ।—যাঁহার চারুমূর্ত্তি প্রৌঢ়ানুরাগ মদবিহ্বলা এবং ব্রজমহীপতি ও তদীয় মহিষীর গোবিন্দবৎ স্নেহের পাত্রী, সেই পীতারুণচ্ছবি অনন্ত-তড়িল্লতাভা শ্রীরাধাকে আমি মনোমধ্যে স্থাপন করি অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করি ॥ ৩০ ॥

---

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বশ্লোকে ভাবনার উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া এই শ্লোকে স্বয়ং ভাবনা করিতেছেন,—

"আহা! শ্রীরাধার বর-তনুখানি পীতমিশ্রিত অরুণ অর্থাৎ কনক-কান্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল, তাহার উপরে বিনোদিনী নীলবসন পরিধান করিয়া জলদাবৃত-দামিনীর ন্যায় আরও সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াছেন। তাঁহার সেই নীল দুকূলের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে শ্রীঅঙ্গের আভা যেন অনন্ত তড়িল্লতার ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে।

"যহি যহি নিকসই তনু তনু জ্যোতি।
তহি তহি বিজুরী চমক মতি হোতি॥"—গোবিন্দদাস।

প্রাকৃত তড়িৎ স্ফুরণ দর্শনে নয়ন ঝলসিয়া যায়, কিন্তু শ্রীরাধার সেই অনন্ত তড়িল্লতাভা স্নিগ্ধ, পবিত্র ও নয়নানন্দপ্রদ। আবার বিটের মুখে স্বীয় প্রিয়তমের প্রেমপীড়ার কাহিনী শুনিয়া শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধার সেই চারু-মূর্ত্তি তখন প্রবৃদ্ধ অনুরাগমদে বিহ্বলা হইয়া উঠিল। শ্রীরাধার অনুরাগ বড়ই অদ্ভুত। যথা—

নির্ম্মায় চারুমুকুটং নবচন্দ্রকেন
গুঞ্জাভিরারচিত হারমুপাহরন্তী।
বৃন্দাটবী নবনিকুঞ্জগৃহাধিদেব্যাঃ
শ্রীরাধিকে তব কদা ভবিতাস্মি দাসী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! নবচন্দ্রকেন চারুমুকুটং নির্ম্মায় (অভিনব ময়ূর পিচ্ছিকাগ্রভাগেন চারুমুকুটং রচয়িত্বা তন্মুকুটং চ) গুঞ্জাভিরারচিত হারং উপাহরন্তী (গুঞ্জাভির্বিরচিতহারমপি সমীপে প্রাপণকর্ত্রী যা সা চ অহং) বৃন্দাটবী নবনিকুঞ্জগৃহাধিদেব্যাঃ তব দাসী কদা ভবিতাস্মি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! তুমি শ্রীবৃন্দাবনের নবনিকুঞ্জ-গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, আমি কবে অভিনব ময়ূরপিচ্ছের চারু মুকুট রচনা করিয়া ও গুঞ্জা-বিরচিত হার লইয়া তোমার সমীপে উপহার-প্রদানকারিণী দাসী হইব? ॥ ৩১ ॥

"রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥
যাহা হৈতে গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত।
যাহা বহি সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥"—চৈঃ চঃ ॥

আবার ব্রজমহীপতি শ্রীনন্দ ও তদীয় মহিষী শ্রীযশোদা এই উভয়ের শ্রীগোবিন্দ যেমন প্রীতির পাত্র, ব্রজ-বিনোদিনী শ্রীরাধারও তেমনি প্রীতির পাত্রী। অথবা ব্রজমহীপতি শ্রীনন্দ ও শ্রীবৃষভানু তন্মহিষী শ্রীযশোদা ও শ্রীকীর্ত্তিদা ইঁহাদের শ্রীগোবিন্দ যেমন স্নেহের পাত্র, শ্রীরাধাও তেমনি স্নেহের পাত্রী।

এই ব্রজনাগরী সাম্রাজ্ঞী শ্রীরাধার আভিরূপ্য মাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গ্রন্থকর্ত্তা কহিতেছেন,—"আমি সেই কৃষ্ণানুরাগমদবিহ্বলা চারুমূর্ত্তি শ্রীরাধাকে মনোমধ্যে ধারণা করি অর্থাৎ মনে মনে ভাবনা করি, শ্রীগোবিন্দ যেমন শ্রীমতীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতুল প্রেমানন্দ লাভ করেন, তদীয়া সখীস্বরূপা আমিও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া অনুপম প্রেমানন্দ লাভ করি, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩০ ॥

সঙ্কেতকুঞ্জমনুপল্লব মাস্তরীতুং
তত্তৎপ্রসাদমভিতঃ খলু সম্বরীতুম্।
ত্বাং শ্যামচন্দ্রমভিসারয়িতুং ধৃতাশে
শ্রীরাধিকে ময়ি বিধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! সঙ্কেতকুঞ্জমনুপল্লব মাস্তরীতুং (বিহারার্থং প্রতি সঙ্কেতকুঞ্জে নবপল্লব মাস্তরীতুং) তত্তৎপ্রসাদমভিতঃ খলু সম্বরীতুং (খলু নিশ্চয়েন তত্তৎস্থানে কৃপানির্ম্মাল্যং অভিতঃ শীঘ্রং প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ। তত্তৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রসাদং অনুগ্রহং সংপ্রার্থয়িতুং বা) ত্বং শ্যামচন্দ্রমভিসারয়িতুং (ত্বাং কৃষ্ণচন্দ্রং প্রতি অভিসারয়িতুং) ধৃতাশে ময়ি ত্বাং কৃপাকটাক্ষং বিধেহি॥ ৩২॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! প্রতিসঙ্কেতকুঞ্জে বিহারার্থ নবপল্লব আস্তৃত করিতে ও তত্তৎস্থানে উভয়ের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) কৃপানির্ম্মাল্য শীঘ্র লাভ করিতে এবং তোমাকে শ্যামসুধাকরের সমীপে অভিসার করাইতে অভিলাষী, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর॥ ৩২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপীড়ার কাহিনী শুনিয়া মানময়ী শ্রীরাধার বামতা বিদূরিত হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণাভিসার গমনের নিমিত্ত বেশভূষা করিতেছেন, সখীগণ তৎসময়োপযোগী বসন ভূষণ আনিয়া যোগাইতেছেন, কেহ বা সাজাইতেছেন। সেই সেবাপরা সখীর ভাবাবেশে শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎ-ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—হে শ্রীরাধিকে! তুমি শ্রীবৃন্দাবনের নবনিকুঞ্জ-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রজনিকুঞ্জের যাহা কিছু মহিমা গরিমা শোভা-সৌন্দর্য্য সমুদয়ই তোমাতে পর্য্যবসিত, যেহেতু তুমি কুঞ্জাভিসারে গমন করিলে ব্রজনিকুঞ্জ এক অভিনব শোভাসম্ভারে বিভূষিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, তুমি দেবী অর্থাৎ কৃষ্ণপূজারূপ ক্রীড়ার বসতিস্থান। তুমি প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের প্রীতি-পূজা সাধনার্থ কুঞ্জাভিসারে গমন করিতেছ, আমি কবে তোমার দাসী-রূপে এই সময়ে অভিনব ময়ূরপিচ্ছের অগ্রভাগদ্বারা সুচারুমুকুট নির্ম্মাণ করিয়া এবং নবগুঞ্জা বিরচিত মাল্য লইয়া তোমাকে উপহার প্রদান করিব? নিকুঞ্জ-রাজের প্রীতিপূজা সম্পাদনের ইহাই উত্তম উপহার॥ ৩১॥

দূরাদপাস্য স্বজনান্ সুখমর্থকোটিং
সর্ব্বেষু সাধনবরেষু চিরং নিরাশঃ।
বর্ষন্তমেব সহজাদ্ভুত সৌখ্যধারাং
শ্রীরাধিকাচরণরেণুমহং স্মরামি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বেষু সাধনবরেষু চিরং নিরাশঃ ( যজ্ঞদান ব্রতাদিষু চিরং নির্গতা আশা যস্য সঃ চ ) অহং স্বজনান্ সুখং অর্থকোটিং দূরাদপাস্য ( আত্মীয়-জনান্ তৎসম্বন্ধসুখং চ অর্থকোটিং বিপুলধনসম্পদং দূরাৎ সন্ত্যজ্য ) সহজাদ্ভুত সৌখ্যধারাং বর্ষন্তমেব ( সহৈব জাতা যা চ আশ্চর্য্যরূপা সুখস্য ধারাং তাং বর্ষন্তমেব ) শ্রীরাধিকাচরণরেণুং স্মরামি ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর প্রেমাকুলিতা শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনোদিনীর অভিসার যাত্রার পূর্ব্বেই সখীগণ সঙ্কেত কুঞ্জভবনে আসিয়া বিহারোপযোগী নবকিশলয় দল বিছাইয়া সুখদ কেলিতল্প রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধাশ্যাম সেই কেলি তল্পে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন—অপূর্ব্ব বিলাস রসের তরঙ্গ খেলিল। তখন বিলাসিনীমণির নয়নেঙ্গিত রূপ কৃপানুজ্ঞা পাইয়া সেবাপ্রবণা সখীগণ পুনরায় বিহারার্থ কুঞ্জান্তরে নবপল্লব দ্বারা শয্যা রচনা করিতে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে শ্রীরাধিকে! আমি সঙ্কেত কুঞ্জে অম্বু-পল্লব অর্থাৎ নব-কিশলয়-দল আস্তৃত করিয়া বিহারযোগ্য কেলিতল্প রচনা করিতে এবং তোমাকে শ্যামসুন্দরের সমীপে অভিসার করাইয়া তথায় তোমাদের উভয়ের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আবার প্রসাদ শব্দে অনুগ্রহ বুঝায়। সুতরাং তোমাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে অথবা আজ্ঞা-প্রসাদ লাভের নিমিত্ত নিকটে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে অভিলাষী হইয়াছি। অতএব তুমি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর—আমিই কুঞ্জান্তরে যাইয়া বিলাসযোগ্য কেলিতল্প রচনা করি—ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরও প্রার্থণা করিয়াছেন,—

"প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপা দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥" ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠসাধনসমূহে চির আশাহীন আমি আত্মীয়-স্বজন, তৎ-সম্বন্ধীয় সুখ ও অর্থাদি দূরে পরিত্যাগ করিয়া সহজাদ্ভুত সুখধারাবর্ষণকারী শ্রীরাধার চরণরেণুকে স্মরণ করিতেছি। ৩৩।

## তাৎপর্য্যার্থ।

সেবাকুশলা সখীর ভাবাবেশে শ্রীবৃন্দাবনের নিধুনিকুঞ্জে শ্রীরাধাশ্যামের রসরঙ্গাভিনয় দর্শন করিতে করিতে সহসা বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় তদ্ভাবলাভেচ্ছু হইয়া পরমোৎকণ্ঠিত চিত্তে কেবল শ্রীরাধার চরণরেণুকে স্মরণ করিতেছেন।

জপ-তপ-যোগ-যজ্ঞ-দানাদি যে কিছু শ্রেষ্ঠসাধন আছে, আমি তৎসমূহের প্রতি চিরকাল আশাশূন্য। যেহেতু ঐ সকল সাধন সাধারণতঃ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ। ভুক্তি-মুক্তি শ্রীযুগল-সেবাধিকার লাভের উপায়-স্বরূপা প্রেমভক্তি-লাভের প্রধান অন্তরায়। তাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্যমুক্তি দুই ত্যাগ করি।
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়॥"

এজন্য, ভজনরসিক গ্রন্থকর্ত্তা অপর সকল শ্রেষ্ঠ সাধনকে উপেক্ষা করিয়া এবং আত্মীয়স্বজন, কি তৎসম্বন্ধীয় সুখ এবং অতুল ধন-সম্পদ দূরে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধার চরণ-রেণুকেই স্মরণ করিতেছেন। যেহেতু, এই শ্রীচরণরেণু সহজাদ্ভুত সুখের ধারাবর্ষণকারী। শ্রীচরণরেণুর সহিত সুখের উদ্ভব হওয়ায় শ্রীচরণ আশ্রয় মাত্রে সুখ লাভ হইয়া থাকে। এ সুখ, কর্ম্মানন্দ, জ্ঞানানন্দ, এমন কি, দুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দ সুখেরও অতিরিক্ত, সুতরাং অদ্ভুত। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ ধন,
সযতনে হৃদয়েতে লও।
দুঁহু নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনি পুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাও॥"

বৃন্দাটবীপ্রকট মন্মথকোটিমূর্ত্তেঃ
কস্যাপি গোকুলকিশোরনিশাকরস্য।
সর্ব্বস্ব-সম্পুটমিব স্তনশাতকুম্ভ-
কুম্ভদ্বয়ং স্মর মনো বৃষভানুপুত্র্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—হে মনঃ! কস্যাপি (অনির্ব্বচনীয়স্য) বৃন্দাটবী-প্রকট-মন্মথ-কোটিমূর্ত্তেঃ (শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটা কোটিমন্মথানাং মাধুর্য্যমথিতা মূর্ত্তি যস্য, তস্য) গোকুলকিশোরনিশাকরস্য (গোকুলে নিত্য-কৈশোরবয়ঃ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য) সর্ব্বস্বসম্পুটমিব বৃষভানুপুত্র্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) স্তনশাতকুম্ভকুম্ভদ্বয়ং (স্তনাবেব কনক-কলসযুগং) স্মর (প্রিয়স্য প্রিয়াভি প্রায়াদিত্যর্থঃ)। ৩৪।

অনুবাদ।—হে মন! শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটকোটি মন্মথমূর্ত্তি কোন গোকুল-কিশোরচন্দ্রের সর্ব্বস্ব-সম্পুটতুল্য বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধার স্তন-কনক-কুম্ভদ্বয়কে স্মরণ কর। ৩৪।

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুঁঞি যাই বলিহারি।" ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীরাধার চরণরেণু স্মরণে শ্রীপাদ গ্রন্থকারের পুনরায় ব্রজ-ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি সেবাপরা মঞ্জরীভাবাবেশে শ্রীরাধার কুচ-মণ্ডলকে প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের অতিপ্রিয় দর্শন করিয়া সেই কুচমণ্ডলাদি স্থানে অভিসারোচিত পত্রভঙ্গ রচনা করিবার অভিলাষে স্বীয় মনকে তাহা স্মরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। স্মরণই রাগানুগীয় সাধন। কিন্তু এরূপ গূঢ় শ্রীঅঙ্গের সেবাপ্রণালী কি শ্রীরাধামাধবের উজ্জ্বলরসবিলাস স্মরণ করিতে হইলে অগ্রে চিত্ত হইতে স্ব-সুখভোগরূপ কামাদি বিকার দূরীভূত করিয়া চিত্তকে ভক্তি-রসার্দ্র ও নির্ব্বিকার করিতে হইবে। তাই শাস্ত্রকার পূর্ব্ব হইতে সাবধান পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"সিতমতিস্তু স্মরেৎ।" সুতরাং অসঞ্জাতরাগ-কামকলুষিত-বিকৃত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের মধুর রসবিলাস স্মরণ-

অন্যার্থ।

চতুর্ব্যূহ অন্তরেতে যত কামগণ।
প্রদ্যুম্নাখ্য আদি স্ব-স্বরূপ মনোরম॥
শাখাস্থানীগণ আর আছে কত কত।
তার অংশ লেশাভাস রূপ যত যত॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ মধ্যে যত কামগণ।
পত্রস্থানী আছে তার না হয় গণন॥
তার অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর।
বৃন্দাবনে নবকামদেব সর্ব্বমূল॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ।
প্রথম কোমল স্কন্ধ অংশ মনোরম॥
আগমাদি শাস্ত্রে গায়ত্রী কামবীজে।
তার উপাসনা করে সর্ব্বভাবে ভজে॥"

—যদুনন্দন দাস।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই মদনমোহনমূর্ত্তি গোকুলকিশোরচন্দ্র। নিত্য-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বয়স নিত্যশেষ কৈশোর অর্থাৎ পঞ্চদশ অন্ত ষোড়শ প্রবিষ্ট; শ্রীকৃষ্ণের এই কৈশোর বয়সই নিত্য ধ্যেয়। যথা, পাদ্মে—

ন রাধিকাসমা নারী নৈব কৃষ্ণসমঃ পুমান্।
বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ স্বভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং বনং।
শ্যামমেব পরংরূপ মাদিরেব পরোরসঃ॥"

আবার শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

"প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"শ্যামমেব পরংরূপং" কহে উপাধ্যায়॥
শ্যামভক্তের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"পুরী মধুপুরী বরা" কহে উপধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং" কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"আদ্যএব পরোরসঃ" কহে উপাধ্যায়॥"

সান্দ্রানুরাগরসসারসরঃ সরোজং
কিংবা দ্বিধা মুকুলিতং মুখচন্দ্রভাসা।
তন্নূতনস্তনযুগং বৃষভানুজায়াঃ
স্বানন্দসীধুমকরন্দঘনং স্মরামি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সান্দ্রানুরাগরসসারসরঃ সরোজং (প্রগাঢ় প্রেমরসসারঃ তদেব সরঃ তত্রভবং কমলং, কীদৃশং? ) কিংবা মুখচন্দ্রভাসা দ্বিধামুকুলিতং (তন্মুখচন্দ্রং দৃষ্ট্বা দ্বিধা মুকুলিতং যৎ) স্বানন্দসীধুমকরন্দঘনং (স্বস্য আনন্দরূপ সুধামকরন্দস্য ঘনো মেঘঃ স্বরূপঃ যৎ) তৎ বৃষভানুজায়াঃ (শ্রীরাধায়াঃ) নূতনস্তনযুগং স্মরামি॥ ৩৫॥

অনুবাদ।—প্রগাঢ় প্রেমরসসাররূপ সরোবরে শ্রীমুখচন্দ্রের আভায় দ্বিধা মুকুলিত কমল সদৃশ এবং স্বীয় আনন্দরূপ সুধামকরন্দের মেঘস্বরূপ সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার নবোদ্ভিন্ন স্তনযুগলকে স্মরণ করি॥ ৩৫॥

শ্রীগোকুলে এই কিশোরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দনই সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসরাজ-মূর্ত্তি—শুদ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণাধার। "শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীরাধার পয়োধর-রূপ কনককুম্ভযুগল সেই কিশোর-চন্দ্রের সর্ব্বস্ব সম্পুটস্বরূপ। সম্পুটে রত্নবিশেষ যেমন সযত্নে রক্ষিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বধন চিত্ত শ্রীরাধার স্তনসম্পুটে গাঢ় সন্নিবদ্ধ। যিনি পলকে নিখিল জগতের মন হরণ করেন, অহো! সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন শ্রীরাধার স্তনমণ্ডলে সদা নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং শ্রীরাধার স্তনমণ্ডলের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অতএব মন! আমাদের প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের সেই সর্ব্বস্বধনস্বরূপ শ্রীরাধার স্তনযুগলকে স্মরণ কর; তবে তুমি সেই শ্রীঅঙ্গের সেবাধিকার লাভে সমর্থ হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ব্রজভাবলিপ্সু সাধনসিদ্ধ গ্রন্থকার সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে পুনরায় শ্রীরাধার সেই স্তনমণ্ডলকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছেন।—"আহা! বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধার স্তনযুগল বিকাশোন্মুখ কমলের ন্যায় অথচ নিত্যনূতন; অর্থাৎ নিত্যই নব কোরকতুল্য। যেহেতু, উহা শ্রীমুখচন্দ্রের আভায় দ্বিধা মুকুলিত।

ক্রীড়াসরঃ কনকপঙ্কজকুট্মলায়
স্বানন্দপূর্ণরসকল্পতরোঃ ফলায়।
তস্মৈ নমো ভুবনমোহনমোহনায়
শ্রীরাধিকে তব নবস্তনমণ্ডলায় ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! ক্রীড়াসরঃ কনকপঙ্কজকুট্মলায় ( বিহার-সরসি স্বর্ণ-কমলকোরকায় ) স্বানন্দপূর্ণরসকল্পতরোঃ ফলায় ( স্বস্য যঃ আনন্দঃ স এব পূর্ণরসঃ তেন পূরিত যঃ কল্পতরুঃ তৎ ফলায়, স্বস্য আনন্দঃ তেন পূর্ণঃ যঃ রসকল্পতরু তৎ ফলায় বা ) ভুবনমোহনমোহনায় ( ভুবনমোহনঃ শ্যাম-সুন্দরঃ তস্য মোহনায় ) তস্মৈ তব নবস্তনমণ্ডলায় নমোঽস্তু। ৩৬ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! বিহার-সরোবরে কনক-কমল-কোরকতুল্য, স্বানন্দপূর্ণ রসকল্পতরুর ফলস্বরূপ ও ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের বিমোহন তোমার সেই নবস্তনমণ্ডলকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

চন্দ্র দর্শনে কমল মুদিত হয়। সুতরাং শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের আভায় কিম্বা সেই গোকুলকিশোর নিশাকরের করস্পর্শে ( শ্লিষ্টার্থ হস্তস্পর্শে ) এই সান্দ্রানু-রাগরসসারন্ধপ সরোবরোদ্ভব উরোজ-কমল নিত্য মুকুলিত। শ্রীরাধার নিবিড় অনুরাগরসের যে সারাংশ, তাহা মহাভাব নামে অভিহিত। এই মহাভাবই শ্রেষ্ঠ অমৃতরস স্বরূপ। যথা—

বরামৃতস্বরূপ শ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ ॥—উজ্জ্বলে।

অর্থাৎ এই মহাভাব, শ্রেষ্ঠ অমৃতের তুল্য স্বরূপ সম্পত্তি ধারণ করিয়া চিত্তকে নিজস্বরূপ প্রাপ্ত করায়।

শ্রীমতী এই মহাভাবামৃতরসের সরোবর-স্বরূপা এবং শ্রীরাধার স্তন-মণ্ডলই এই সরোবরের কমলতুল্য। একই মৃণালে একটী কমলই যেন শ্রীমুখচন্দ্রের আভায় দ্বিধা মুকুলিত হইয়াছে। মুকুলিত কমলে মধুকরের মকরন্দপানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই উরোজ-কমল নিত্য মুকুলিত হইলেও তাহা স্বানন্দরূপ সুধামকরন্দের ঘনস্বরূপ। অর্থাৎ আত্মানন্দরূপ সুধামকরন্দে তাহা পরিব্যাপ্ত। অথবা ঘন শব্দে মেঘ বুঝায়। সুতরাং তাহা সুধামকরন্দবর্ষী মেঘস্বরূপ নবঘনশ্যামের প্রতি এই আনন্দমকরন্দ নিত্য বর্ষিত হইয়া থাকে। অতএব এই উরোজ কমলের মহিমা অতিব অদ্ভুত। এইজন্যই আমি পুনরায় উহা বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

পত্রাবলীং রচয়িতুং কুচয়োঃ কপোলে,
বদ্ধুং বিচিত্রকবরীং নবমল্লিকাভিঃ।
অঙ্গং চ ভূষয়িতুমাভরণৈর্ধৃতাশে
শ্রীরাধিকে ময়ি বিধেহি কৃপাবলোকম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! তব কুচয়োঃ কপোলে পত্রাবলীং রচয়িতুং, নবমল্লিকাভিঃ বিচিত্রকবরীং বদ্ধুং আভরণৈঃ অঙ্গং চ ভূষয়িতুং ধৃতাশে (ধৃতা আশা যেন তস্মিন্) ময়ি কৃপাবলোকং বিধেহি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! তোমার কুচকপোলাদিতে পত্রভঙ্গ রচনা করিতে, নবমল্লিকামালা দিয়া বিচিত্র কবরীবন্ধন করিতে এবং নানাবিধ আভরণ দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত করিতে অভিলাষী আমার প্রতি কৃপাবলোকন কর ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভাবসিদ্ধদেহে সেবাপরা মঞ্জরীর ভাবাবেশে শ্রীপাদ গ্রন্থকার আপন ঈশ্বরী বৃষভানু-রাজনন্দিনীর বিহারের নিমিত্ত স্তনমণ্ডলে মৃগমদপঙ্কদ্বারা পত্রভঙ্গ রচনা করিবার পূর্ব্বে সাক্ষাৎভাবে সেই স্তনমণ্ডলকে প্রণাম করিতেছেন। যথা,—"হে শ্রীরাধিকে! তোমার নবস্তনমণ্ডল, বিহার-সরোবরের কনক-কমল-কোরকসদৃশ। কোরক হইলেও তাহা স্বানন্দরূপ সুধামকরন্দে পরিপূর্ণ। তাই শ্যাম-মধুকর এই কমল-কোরকে নিত্য ক্রীড়াশীল। পুনশ্চ, ঐ স্তনমণ্ডল সানন্দপূর্ণ রস-কল্পতরুর ফলস্বরূপ অর্থাৎ স্বকীয় সম্ভোগসুখানন্দে পূর্ণ রসকল্পতরুর ফল-স্বরূপ। কল্পতরু যেমন বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, শ্রীরাধার স্তনরূপ কল্পতরুর ফলও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত সম্ভোগ-সুখানন্দদানে পূর্ণ-পরিতৃপ্তি করে। এইজন্যই উহা ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের মোহন অর্থাৎ মনোমুগ্ধকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে শ্রীরাধে! আমি অযোগ্য, তোমার এই অভিনব স্তনমণ্ডলের অদ্ভুত মহিমা বর্ণন করিবার আমার সাধ্য নাই। তাই, ভক্তিভরে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণানুরাগবতী শ্রীরাধা, কান্তসঙ্গসুখানন্দ লাভের আশায় অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া কুঞ্জাভিসার গমনে উদ্যত হইয়াছেন। নাগরের উন্মাদনা বৃদ্ধির নিমিত্ত

শ্যামেতি সুন্দরবরেতি মনোহরেতি
কন্দর্পকোটিললিতেতি সুনাগরেতি।
সোৎকণ্ঠমহ্নি গৃণতী মুহুরাকুলাক্ষী
সা রাধিকা ময়ি কদানু ভবেৎ প্রসন্না ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।—যা আকুলাক্ষী (প্রিয়াদর্শনোৎকণ্ঠয়া আকুলে অক্ষিণী যস্যাঃ সা) সোৎকণ্ঠমহ্নি (উৎকণ্ঠাযুক্তং যথাস্যাত্তথা দিবসে) শ্যামেতি ("হে শ্যাম!" ইতি) সুন্দরবরেতি ("হে সুন্দরবর!" ইতি) মনোহরেতি ("হে মনোহর!" ইতি) কন্দর্পকোটিললিতেতি ("হে কন্দর্পকোটিললিত!" ইতি) সুনাগরেতি ("হে সুনাগর!" ইতি) মুহুঃ (বারম্বারং) গৃণতী (উচ্চারং কুর্ব্বতী) সা রাধিকা ময়ি কদানু প্রসন্না ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি প্রিয়তমের অদর্শনে আকুলাক্ষী হইয়া এই উৎকণ্ঠাযুক্ত দিবসে "হে শ্যাম! হে সুন্দরবর! হে মনোহর! হে কন্দর্পকোটিললিত! হে সুনাগর! বলিয়া বারম্বার বিলাপ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমার প্রতি কবে প্রসন্না হইবেন ॥ ৩৮ ॥

তখন তাঁহাকে অভিসারযোগ্য সুচারু বেশভূষায় বিভূষিতা করিবার অভিলাষে সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকার শ্রীরাধার চরণে সদৈন্যে প্রার্থনা জানাইতেছেন—"হে শ্রীরাধিকে! তোমার পয়োধর ও কপোলে মৃগমদচিত্রাঙ্কণ করিতে, নব-মল্লিকামালায় তোমার বিচিত্র কবরী বন্ধন করিতে এবং যদিও তোমার শ্রীঅঙ্গের শ্রীসম্পাদনের নিমিত্ত অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না, তথাপি তুমি রাজবধূ, বিদগ্ধবরের নিকট পরিচয় দিবার জন্য তোমার শ্রীঅঙ্গ যথাযোগ্য অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। অতএব হে শ্রীরাধে! আমার প্রতি কৃপাবলোকন কর অর্থাৎ স্ব-সেবাপরা দাসী অঙ্গীকার করিয়া প্রার্থিত সেবাকার্য্যে নিয়োজিত কর ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু আজ এখনও শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মিলিত হয়েন নাই। ক্রমে কুঞ্জাগমনের সম্ভাবিত সময় অতীত হইয়া গেল, তদ্দর্শনে শ্রীরাধা অতিমাত্র উৎকণ্ঠিতা হইয়া আকুল-

নয়নে প্রাণকান্তের পাগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তদীয় রূপগুণাবলী স্মরণ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন,—"হে শ্যাম! তোমার নবজলদ-সন্নিভ শ্যামরূপ—সেই ত্রৈলোক্যমোহনরূপ-মাধুর্য্য নয়নগোচর করিয়া কে না বিমোহিত হয়? কোন্ অবলা না নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিতা হয়?—কোন্ কুলাঙ্গনা না ধৈর্য্য হারায়? হে সুন্দরবর! হে রুচির! তুমি সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়ন মনের আনন্দবিধানকারী। তোমার ঐ সুরম্যাঙ্গ বাস্তবিকই বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কেন না,—

অষ্টানাং দনুজভিদঙ্গ পঙ্কজানা-
মেকস্মিন্ কথমপি যত্র বল্লবীনাং।
লোলাক্ষি ভ্রমরততিঃ পাপত তস্মা-
ন্নোত্থাতুং দ্যুতিমতি পঙ্কিলাৎ ক্ষমাসীৎ॥ ভঃ রঃ সিঃ॥

অর্থাৎ দনুজারি শ্রীকৃষ্ণের মুখ, নেত্রযুগল, করদ্বয়, নাভি ও চরণযুগল এই অষ্টাঙ্গরূপ পঙ্কজের কোন এক অঙ্গপঙ্কজে গোপিকাগণের চঞ্চল লোচনভৃঙ্গ পতিত হইলে ঐ অঙ্গদ্যুতিরূপ পঙ্ক হইতে তাহা কোনক্রমেই পুনরুত্থান করিতে সমর্থ হয় না।

অতএব হে শ্যামসুন্দর! তোমার অদর্শনে আমার নয়ন মন অতিশয় আকুল হইয়াছে; দর্শনদানে চরিতার্থ কর। হে মনোহর! হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক! তুমি স্বীয় মাধুর্য্যগুণে নিখিল জগতের মন হরণ করিয়া থাক।—

"পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মদনমোহন॥" চৈঃ চঃ॥

বিশেষতঃ, তুমি নারীগণের মনোহারী। নাম শ্রবণমাত্রে সহসা নারীগণের মন হরণ করিয়া থাক, কিন্তু যাহারা সাক্ষাৎ দর্শন করে, তাহাদের কথা বলিবার আর কি আছে?

অতএব—

ত্বং চুম্বকোঽসি মাধব, লোহময়ী নূনমঙ্গনাজাতিঃ।
ধাবতি ততস্ততোঽসৌ, যতোযতঃ ক্রীড়য়া ভ্রমসি॥ কঃ বঃ সিঃ॥

হে মাধব! তুমি নিশ্চয়ই চুম্বকমণি এবং নারীজাতি লৌহময়ী; কারণ, তুমি ক্রীড়া করিতে করিতে যে যে দিকে যাইতেছ, ব্রজাঙ্গনাগণও সেই সেই দিকে ধাবমানা হইতেছে।

হে কন্দর্পকোটিললিত! তুমি এইকন্দর্পগর্ব্বমথিত ললিতমাধুর্য্য-

বেণুঃ করান্নিপতিতঃস্খলিতং শিখণ্ডং
ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরপাতবিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ।—যস্যাঃ কটাক্ষশরপাতবিমূর্চ্ছিতস্য ব্রজরাজসূনোঃ (যস্যাঃ কটাক্ষ শরপাতেন বিমূর্চ্ছিতঃ ব্রজরাজসূনঃ শ্রীনন্দ-নন্দন স্তস্য) করাৎ বেণুঃ নিপতিতঃ শিখণ্ডং ( বর্হাপীড়ং ) স্খলিতঞ্চ পীতবসনং ভ্রষ্টং ( স্বস্থানচ্যুতং, শিথিলং বা) অহং তাং রাধিকাং কদা রসেন ("রসো বৈঃ সঃ" ইতি প্রমাণাৎ শ্রীকৃষ্ণেন সহ) পরিচরামি (পরিচর্য্যাং করোমি) ॥৩৯॥

অনুবাদ।—যাঁহার কটাক্ষশরপাতে মূর্চ্ছিত নন্দ-নন্দনের কর হইতে বেণু নিপতিত, শিখণ্ড স্খলিত ও পীতবসন ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেই শ্রীরাধিকাকে করে আমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচর্য্যা করিব ? ॥৩৯॥

গুণেই চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ নারীগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাক। অপিচ, তোমার অষ্ট সদগুণের মধ্যে তোমাতে ললিতগুণেরই যেন আধিক্য দৃষ্ট হয়।

শৃঙ্গার প্রচুরা চেষ্টা যত্র তং ললিতং বিদুঃ ॥ভঃ রঃ সিঃ॥

যেস্থলে প্রচুররূপে শৃঙ্গারের চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলিয়া জানিবে। হে বাঞ্ছিত! এইজন্যই না তোমাকে ধীরললিত বলিয়া থাকে। নাট্যজ্ঞেরা প্রায় কন্দর্পকেই ধীরললিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কোটী-কন্দর্প অপেক্ষাও অধিক ধীরললিতত্ব তোমাতে প্রকটরূপে বিদ্যমান। তবে হে সুনাগর! হে বিদগ্ধবর! আমি অবলা, তীব্র মদনানলে দগ্ধ হইতেছি, এখনও কুঞ্জাভিসারে সত্বর হইতেছ না কেন ?"

কান্ত অনাগমন ব্যাকুলা বাসকসজ্জা শ্রীরাধা উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের বিষয় বারম্বার উচ্চারণ করিতেছেন। শ্রীরাধার তাদৃশী উৎকণ্ঠাময়ী অবস্থা দর্শনেই যেন সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকার সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—"অহো ; সেই শ্রীরাধিকা কবে আমার প্রতি প্রসন্না হইবেন ?" অর্থাৎ কবে আমাকে দাসীর অনুদাসী অঙ্গীকার করিয়া সম্মিলনানন্দের চরম পরিণতি সংঘটনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জাভিসার করাইতে আদেশ করিবেন ? ॥৩৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার বিরহোন্মাদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন, সখীর সহিত তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেলীকুঞ্জে কান্তের উপস্থিতির প্রভাবে রমণীমণির হৃদয়ে, উল্লাসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় অভিমান ও বামতা উদিত হইল,—

"অবনত বদনী না কহে কছু বাণী।
পরশিতে তরাসি ঠেলহ পিয়-পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিমানী রাই না মানয়ে বোধ॥—(জ্ঞানদাস)

শ্রীকৃষ্ণ, সানুনয় প্রীতি-সরসবাক্যে অভিমানিনী শ্রীরাধার সারস্য সম্পাদন করিয়া যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ধনী-মণি প্রণয় কোপের সহিত তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প-বিষে জরজর হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কোন বীরপুরুষ যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হইলে যেমন তাহার ধনুর্ব্বাণ, মুকুট ও বসনভূষণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এই কন্দর্পযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও আজ সেইরূপ হইয়াছে। তাঁহার সাধের বংশী হস্ত হইতে নিপতিত হইয়াছে, শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে—কটিতটে পীতবসনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। অহো। প্রেম-রণময়ী শ্রীরাধা আজ এইরূপে কন্দর্পযুদ্ধের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া বাস্তবিকই রতি-রঙ্গের এক অদ্ভুত পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। আজিকার এই কন্দর্পযুদ্ধে শ্রীরাধারই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

সিদ্ধভাবাবেশে এই শ্রীযুগললীলাবিলাস দর্শন করিতে করিতে সহসা বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়াতেই যেন ভজন রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সদৈন্যে স্বাভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন,— "আমি কবে সেই সময়, সেই লীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তৎকালোপযোগী পরিচর্য্যা করিব? এই পরিচর্য্যা প্রণালী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"মৃগমদ সিন্দুরে, তিলক, বনায়ব
বিলেপন চন্দন গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতীফুল, মালা পহিরাওব,
ধাওব মধুকর বৃন্দে॥

তস্যা অপাররসসার বিলাসমূর্ত্তে-
রানন্দকন্দ পরমাদ্ভুত সৌম্য লক্ষ্যাঃ ।
ব্রহ্মাদি দুর্গমগতে বৃষভানু জায়াঃ
কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি স্যাৎ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ ।—অপার রসসার বিলাসমূর্ত্তেঃ (অপার রসসারঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য বিলাস-মূর্ত্তেঃ) আনন্দকন্দ পরমাদ্ভুত সৌম্যলক্ষ্যাঃ (আনন্দকন্দস্য শ্রীনন্দনন্দস্য পরমা-দ্ভুতা চাসৌ সৌম্যা যা লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ) ব্রহ্মাদি দুর্গমগতেঃ (ব্রহ্মাদিভির্দুর্গমা গতির্যস্যাঃ তস্যাঃ বৃষভানুজায়ঃ শ্রীরাধায়াঃ কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ ॥৪০॥

অনুবাদ।—যিনি অপার রসসার শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি এবং আনন্দকন্দ শ্রীনন্দনন্দনের পরমাদ্ভুতা সৌম্যা লক্ষ্মীরূপিণী ও ব্রহ্মাদির দুর্গমগতি সেই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব আমার জন্মে জন্মে ॥৪০॥

ললিতা আমারে কবে, দেওব বীজন;
বীজব মারুত হাম মন্দে ।
শ্রমজল সকল, মেটাব দুহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥

এই শ্লোকে শ্রীরাধার প্রভাবোৎকর্ষ বিশেষরূপে ধ্বনিত হইয়াছে। যেহেতু যাঁহার ঈষৎ কটাক্ষে চতুর্দ্দশ ভুবনের নরনারী বিমোহিত হইয়া থাকেন, সেই ভুবন-সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রও যাঁহার কটাক্ষশরপাতে বিমোহিত হইয়া থাকেন, অহো! তাঁহার প্রভাব কি অনির্ব্বচনীয়!! ॥৩৯॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধদেহাভিমানে—সেবাপরা সখীর ভাবাবেশে শ্রীরাধাশ্যামের পরিচর্য্যা সুখা-নন্দে বিভোর হইয়া শ্রীল গ্রন্থকার এই শ্লোকে পরমোল্লাসের সহিত জন্মে জন্মে শ্রীরাধা-কিঙ্করীত্ব লাভের প্রার্থনা জানাইতেছেন,—নিখিলরসের সারস্বরূপই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। কারণ, শ্রুতি বলেন,—"রসো বৈ সঃ।" অর্থাৎ তিনি রসের স্বরূপ। শ্রীরাধা এই রসরাজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি।—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই আত্ম (দেহ) ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥" চৈঃ চঃ ॥

পূর্ণানুরাগ রসমূর্ত্তি তড়িল্লতাভং
জ্যোতিঃ পরং ভগবতোরতিমদ্রহস্যম্।
যৎ প্রাদুরস্তি কৃপয়া বৃষভানু গেহে
স্যাৎ কিঙ্করী ভবিতু মেব মমাভিলাষঃ ॥৪১॥

শক্তি ও শক্তিমানে যেমন অভেদ, শ্রীরাধাকৃষ্ণও সেইরূপ অভেদবশতঃ এক। এই এক আত্মাই দুই শ্রীমূর্ত্তিতে দ্বিধা হইয়া পরস্পর,বিলাস রসাস্বাদন করেন। শ্রীরাধিকা যখন শুদ্ধ শক্তিরূপে থাকেন, তখন তিনি অমূর্ত্ত। এই অবস্থায় তিনি অভেদরূপে শ্রীকৃষ্ণে এক হইয়া অবস্থান করেন। কিন্তু যখন তিনি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী রূপে প্রকট হন, তখন মূর্ত্তিমতী হইয়া আবরণরূপে প্রকাশ পান। এই সময়েই পরস্পর বিলাসরস আস্বাদন করেন। যথা ভগবৎসন্দর্ভে—

"তত্র তাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেনা মূর্ত্তানাং
ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্মেন স্থিতি।
তদধিষ্ঠাত্রী রূপত্বেন মূর্ত্তানাস্তু
তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্ব মপি জ্ঞেয়মিতি॥"

এইজন্যই এস্থলে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। কেবল বিলাসমূর্ত্তি নহে, আবার তিনি আনন্দকন্দ শ্রীনন্দনন্দনের পরমাদ্ভুত সৌম্য লক্ষ্মী-রূপিণী। শ্রুতিতে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দমমৃতং যদ্বিভাতি" "আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং" ইত্যাদি ব্রহ্মের যে আনন্দস্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সেই আনন্দের কন্দ, সুতরাং সাক্ষাৎ মূর্ত্তানন্দ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনং।"

শ্রীরাধা সেই আনন্দ স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরমাদ্ভুতা সৌম্যা লক্ষ্মীরূপিণী। বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী চিরকালই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা ও চঞ্চলা, কিন্তু এই শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী ব্রজের লক্ষ্মী অতি সৌম্যা—অতি ধীরস্বভাবা সুতরাং পরমাদ্ভুতা। আবার তিনি ব্রহ্মাদিরও দুর্গমগতি। কেন না, সখীভাবাশ্রয় ব্যতীত এই ব্রজলক্ষ্মীর কৃপাপ্রাপ্তি ব্রহ্মাদি দেবোত্তমগণেরও দুর্ল্লভ। অহো! সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব আমার জন্মে জন্মে লাভ হউক। শ্রীরাধার দাস্য ব্যতিরেকে নির্ব্বাণও অতি তুচ্ছ অধিকন্তু শ্রীরাধার দাস্য ব্যতিরেকে কৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্যও আদরণীয় নহে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪০॥

অন্বয়ঃ।—যৎ (যস্যাঃ) পূর্ণানুরাগরসমূর্ত্তেঃ (মহাভাব স্বরূপিণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ) তড়িল্লতাভং পরং জ্যোতিঃ ভগবতো রতিমৎ (ভগবতঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি প্রমাণাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য রতিমৎ তদেক স্পৃহত্বমেবযুক্তং) 'অতএব' রহস্যং (গূঢ়ং ব্রহ্মাদিভির্দুর্ল্লক্ষণীয় মিতিভাবঃ) এবং যৎ (যা শ্রীরাধা) বৃষভানু গেহে কৃপয়া প্রাদুরস্তি তৎ কিঙ্করী ভবিতুমেব মম অভিলাষঃ স্যাৎ ॥৪১॥

অনুবাদ।—যে পূর্ণানুরাগ রসমূর্ত্তির তড়িল্লতাভ পরম জ্যোতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও স্পৃহনীয় সুতরাং নিগূঢ় এবং যিনি কৃপা পূর্ব্বক বৃষভানুরাজভবনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধার কিঙ্করী হইবার জন্য আমার অভিলাষ হউক ॥৪১॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবাবেশে শ্রীমতির পরিচর্য্যা সুখানুভব করিতে করিতে সহসা বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীল গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাধকোচিতভাবে সেই কিঙ্করীত্ব প্রার্থনা করিতেছেন—

যেমন ইক্ষুরস হইতে ক্রমে গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা (মিশ্রী) ও সিতোপলা (ওলা) হয় সেইরূপ প্রেমরস উদিত হইয়া যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগে পরিণত হয়। অনুরাগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই মহাভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধা সেই মহাভাব রসের মূর্ত্তি। যথা,—"মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।" "মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সীতি।" এই মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার তড়িল্লতাভ জ্যোতি অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গকান্তি ত্রিজগতে সৌন্দর্য্যগর্ব্ব দূরীভূত করিয়া থাকে; সুতরাং পর। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"বিধুনয়তি রাধিকে! ত্রিজগদেব রূপোৎসবঃ।" উজ্জ্বলে।

হে শ্রীরাধিকে! তোমার তুল্য রূপবতী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তোমার রূপোৎ-সবে ত্রিভুবন কম্পিত হইতেছে অর্থাৎ ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব দূরীকৃত হইতেছে। এমন কি, সেই সুষ্ঠ কান্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও স্পৃহনীয়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশ, শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান হইয়াও এবং তাঁহাতে নিখিল-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অবস্থান করিলেও শ্রীরাধার রূপমাধুরী দর্শন জন্য তাঁহার নয়ন-চকোর নিত্য লালসান্বিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

প্রেমোল্লসদ্রসবিলাসবিকাশকন্দং
গোবিন্দ লোচন বিতৃপ্ত চকোর-পেয়ম্।
সিঞ্চন্তমদ্ভুত রসামৃত চন্দ্রিকৌঘৈঃ
শ্রীরাধিকাবদনচন্দ্রমহং স্মরামি ॥৪২॥

অন্বয়ঃ। – প্রেমোল্লসদ্রসবিলাসবিকাশকন্দং (প্রেম্ণা উল্লসৎ যো রসঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য যো বিলাস স্তস্য বিকাশ-বীজং) গোবিন্দলোচনবিতৃপ্ত চকোর (শ্রীকৃষ্ণস্য লোচনে এব বিতৃপ্তৌ বিগতা যা তৃপ্তি স্তদ্যুক্তৌ চকরৌ তয়োঃ পানীয়ং চন্দ্রিকা সদৃশং জীবনভৃতং) অদ্ভুত রসামৃত চন্দ্রিকৌঘৈঃ সিঞ্চন্তঃ (অদ্ভুতা যা রসামৃত-চন্দ্রিকা তদৌঘৈঃ প্রবাহৈঃ সিঞ্চন্তং) তং শ্রীরাধিকা-বদন-চন্দ্রং অহং স্মরামি ॥৪২॥

অনুবাদ।—প্রেমোল্লাসী রসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বিকাশের বীজস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের অতৃপ্ত লোচন-চকোরের পেয়তুল্য, সুতরাং অদ্ভুত, রসামৃতচন্দ্রিকা-প্রবাহ সিঞ্চনকারী শ্রীরাধার বদনচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥৪২॥

"কোটী কাম জিনিরূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যাঁর ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় জীবন ॥

*　　*　　*

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥" চৈঃ চঃ।

অতএব শ্রীরাধার এই শ্রীঅঙ্গ-কান্তি অতিশয় রহস্যযুক্ত অর্থাৎ যেন আশ্চর্য্য-জনক তেমনিই নিগূঢ়। যেহেতু, উহা ব্রহ্মাদিদেবতাগণেরও দুষ্প্রেক্ষনীয়। আহা! সেই সর্ব্বকান্তিময়ী হরিস্বরূপ রূপা শ্রীরাধাই কৃপা পূর্ব্বক বৃষভানুরাজ ভবনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার কিঙ্করী হইবার জন্য আমার অভিলাষ হউক। তুচ্ছ ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যেন আদৌ চিত্তে উদিত না হয়, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪১।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর ভজনানন্দ গ্রন্থকার অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রীরাধার সেবা প্রাপ্তি কিঙ্করীত্ব লাভের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের স্মরণ করিতেছেন—"আহা! শ্রীরাধার এই নির্ম্মল বদনবিধুর বর মাধুরী বড়ই অদ্ভুত। ইহা প্রেমোৎফুল্ল দাসকবরের বিলাস বিকাশের কন্দ অর্থাৎ বীজস্বরূপ। যেহেতু শ্রীরাধার এই বদন-সুষমা নিরন্তর দৃষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণের নয়নে তাহা নিত্যই নূতন বোধ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীরাধার সেই অপূর্ব্ব শোভাশালী বদনচন্দ্র দর্শনমাত্র শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিবিধ বিলাস ভাবের উদ্দীপন হয়। যথা,—শ্রীগীতগোবিন্দে—

"রাধাবদন বিলোকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গং
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল দর্শনতরলিত তুঙ্গতরঙ্গং।
হারমেক রসং চিরমভিলষিত বিলাসং।
সা দদর্শ গুরুহর্ষ বশম্বদ বদনমনঙ্গবিকাশং॥"

অর্থাৎ বিধুমণ্ডল দর্শনে জলনিধি যেমন তুঙ্গতরঙ্গে তরলিত হয়, সেইরূপ শ্রীরাধার বদনবিধু অবলোকন করিয়া রসনিধি শ্রীকৃষ্ণের কলেবরেও বিবিধ ভাব তরঙ্গ প্রকটিত হইল এবং হর্ষাতিশয্যে চিরকেলীপিপাসিত রসময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখকমল অনঙ্গাবেশে বিকসিত হইয়া উঠিল। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-চকোর শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের মাধুর্য্য-সুধা নিরন্তর পান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। অধিকন্তু সে অতৃপ্ত লালসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চকোরের পেয় চন্দ্রিকা। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের নয়নচকোরের পেয় শ্রীরাধার বদন-বিধুর মাধুরী চন্দ্রিকা। প্রাকৃত চন্দ্র সকলঙ্ক এবং তাহার কলেবরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, সুতরাং জ্যোৎস্নামৃত ধারায় নিত্য জগদুল্লাস করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু আমাদের শ্রীরাধার বদনচন্দ্র কলাকলঙ্কবিরহিত বলিয়া, রসামৃত চন্দ্রিকাপ্রবাহ দিবারাত্র নিরন্তর বর্ষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং উহা অদ্ভুত—অভিনব চন্দ্র। প্রাকৃতচন্দ্র অভ্যন্তরের তমোরাশি বিনাশে সমর্থ নহে কিন্তু শ্রীরাধার বদন-সুধাকরের ঈষদাভাও যাঁহার হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয়, তাঁহার অজ্ঞান কৈতব তমো পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া থাকে। সে চন্দ্রিকা স্পর্শে অঙ্গ সন্তাপের সহিত ত্রিতাপের জ্বালাও অপহৃত হয়। বিশেষতঃ যেমন প্রাকৃত চন্দ্রের কিরণামৃত বিনা ওষধি ও বৃক্ষাদি বাঁচে না, তেমনি শ্রীরাধার বদনবিধুর মাধুর্য্যরসমণ্ডিত কিরণামৃত বিনা তৎ সখীভাবাশ্রিত ভক্তের ভক্তিলতা এবং ভাবতরু বাঁচে না

সঙ্কেতকুঞ্জনিলয়ে মৃদু পল্লবেন
কপ্তে কদাপি নবসঙ্গ ভয়ত্রপাঢ্যম্।
অত্যাগ্রহেণ করবারিরুহে গৃহীত্বা
নেষ্যে বিটেন্দ্র-শয়নে বৃষভানুপুত্রীম্॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।—"অহং" সঙ্কেতকুঞ্জনিলয়ে অত্যাগ্রহেণ করবারিরুহে গৃহীত্বা নবসঙ্গ ভয়ত্রপাঢ্যাং (নিত্যনবীনত্বাৎ নবসঙ্গস্য যৎভয়ংত্রপালজ্জা চ তাভ্যাং যুক্তাং) বৃষভানুপুত্রীং (শ্রীরাধাং) মৃদুপল্লবেন কপ্তে (কোমল নবপল্লবেন কৃতে) বিটেন্দ্রশয়নে (বিটেন্দ্রঃ বিদগ্ধবরঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য বিহার-তল্পে) কদাপি নেষ্যে ॥৪৩॥

অনুবাদ।—আমি সঙ্কেতকুঞ্জভবনে অতিশয় আগ্রহ সহকারে কর-কমলদ্বয় ধারণ করিয়া নবসঙ্গজনিত শঙ্কা ও লজ্জাকুলিতা শ্রীরাধাকে মৃদুপল্লবরচিত বিটেন্দ্রের (শ্রীকৃষ্ণের) বিহার-শয্যায় কবে লইয়া যাইব ? ॥৪৩॥

ও বর্দ্ধিত হয় না। এই জন্যই সেবাপ্রাণা সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার বদন-চন্দ্রকে স্মরণ করিতেছেন ॥৪২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

নিত্য-কিশোরীমণি শ্রীরাধা আজ মুগ্ধা বালিকা। হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব সত্ত্বেও নায়কের নিকট যাইতে লজ্জায় ও ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাই, শ্রীরাধা, সঙ্গিনী সখীকে স্পষ্টই বলিতেছেন—

"এ সখি! এ সখি! লই যনি যাহ।
মুঞি অতি বালিক, অবনত নাহ—॥
পাশ যাইতে অব জিউ মোর ঝাঁপে।
কাঁচা কমল ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
ত্বরর দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
যনু ডগমগ করে নলিনীকো নীর॥" বিদ্যাপতি।

অর্থাৎ হে সখি! আমাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট কেন লইয়া যাইতেছ ? আমি যে বালিকা—অভিসারের অনুপযুক্তা। কান্তের নিকট যাইতে আমার প্রাণ কম্পিত হইতেছে। কি জানি, সে ভ্রমর যদি অফুটন্ত কমলেই ঝাঁপ দেয়। আমার বস্ত্রাবৃত চঞ্চল দেহ নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া ডগমগ করিতেছে।

সদগন্ধমাল্য নবচন্দ্র লবঙ্গ সঙ্গ-
তাম্বুল সম্পুট মধীশ্বরি মাং বহন্তীম্ ।
শ্যামং তমুন্মদরসাদভিসংসরন্তী,
শ্রীরাধিকে করুণয়ানুচরীং বিধেহি ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে অধীশ্বরি ! (হে মদীশ্বরি) হে শ্রীরাধিকে ! ত্বং উন্মদরসাৎ তং শ্যামং অভিসংসরন্তী (উন্মাদযুক্তো যো রস স্তস্মাদেব তং শ্যামসুন্দরং প্রতি অভিসংসরন্তী) অতএব করুণয়া মাং সদগন্ধমাল্য নবচন্দ্র লবঙ্গ সঙ্গ তাম্বুল সম্পুটং বহন্তীং (সদগন্ধযুক্তং মাল্যং চ নব কর্পূরযুক্তং লবঙ্গং সঙ্গে যস্য এতাদৃশং তাম্বূলানাং সম্পুটং তাম্বূলপাত্রং তদ্বহন্তীং) অনুচরীং বিধেহি ॥৪৪॥

অনুবাদ।—হে অধীশ্বরি ! হে শ্রীরাধিকে ! তুমি উন্মদ রসভরে শ্যামাভিসারে গমন করিতেছ, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সদগন্ধযুক্ত মাল্য ও নব কর্পূর লবঙ্গযুক্ত তাম্বুল সম্পুট বহনকারিণী অনুচরীরূপে গ্রহণ কর ॥৪৪॥

সিদ্ধ ভাবাবেশের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তিতে এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহার এইরূপ শঙ্কাকুলিতা ভাব নিরীক্ষণ করিয়াই যেন তৎসঙ্গিনী-সখী-ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাধক ভক্তোচিত ভাবে প্রকাশ করিতেছেন—"আমি আগ্রহ সহকারে সঙ্কেত-কুঞ্জভবনে সেই নবসঙ্গজনিত লজ্জা ভীতিভাবগ্রস্তা শ্রীরাধার কর-কমলদ্বয় ধারণ করিয়া বিদগ্ধবরের মৃদুপল্লবাস্তৃত শয়নে কবে লইয়া যাইব ? অর্থাৎ শ্রীরাধাকে—

"কাহে ডরসি ধনি ! চলু হাম সঙ্গ ।
মাধব নহি পরশিব তুয়া অঙ্গ ॥"

ইত্যাদি আশ্বাসবাক্যে সাহস প্রদান পূর্ব্বক হরির কেলীপর্য্যঙ্কে উপস্থাপিত করিয়া শ্রীযুগল সম্মিলন দর্শনে কৃতার্থ হইব ॥৪৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সিদ্ধ ভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে সম্ভোগানন্দের সহায়রূপিণী সখীর ভাবাবেশে প্রার্থনা করিতেছেন—

"হে মদীয় ঈশ্বরি ! হে শ্রীরাধিকে ! বিশ্ববিমোহন কৃষ্ণ-প্রেম-মাধুর্য্যের অপরিমেয় মাদকতায় প্রমত্ত না হইলে কেহ আত্মহারা হয় না। তুমি সেই উদ্দাম

শ্রীরাধিকে তব নবোদ্গম চারুবৃত্ত-
বক্ষোজ মেব মুকুলদ্বয় লোভনীয়ম্।
শ্রোণীং দধত্রসগুণৈ রুপচীয়মানং
কৈশোরকং জয়তি মোহন চিত্তচৌরম্ ॥ ৪৫॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! নবোদ্গম চারুবৃত্তবক্ষোজমেব মুকুলদ্বয় লোভনীয়ং (নবোদ্ভিন্ন বারুবর্ত্তুলস্তনমেব মুকুলদ্বয়ং তাভ্যাং লোভনীয়ং যৎ) শ্রোণীং দধৎ (ঘনজঘনদ্বয়ং ধারয়তি যত্তৎ, পরস্পর সংঘর্ষণেনৈব মন্দগমনমেব সূচিতং) রসগুণৈ রুপচীয়মানং (রসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণৈঃ নিত্যসেবনাদিভিঃ বর্দ্ধমানং) মোহন চিত্তচৌরম্ (ভুবনমোহনস্যাপি চিত্তং চোরয়তি হরয়তি যত্তৎ) তব কৈশোরকং (নিত্য কৈশোর বয়ঃ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥৪৫॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! নবোদ্ভিন্ন চারুবর্ত্তুল স্তন-মুকুলদ্বয় দ্বারা লোভনীয়, ঘনজঘনমণ্ডলবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবনাদি গুণ দ্বারা বর্দ্ধমান এবং বিশ্ব-মোহনেরও মনোহর তোমার কৈশোর বয়স জয়যুক্ত হইতেছে ॥৪৫॥

উন্মাদনাযুক্ত প্রেমরস মদিরায় উন্মাদিনী হইয়া শ্যামাভিসারে গমন করিতেছ; কিন্তু কেলীকুঞ্জে বিলাস-উপকরণ বহিয়া লইয়া যাইতে তোমার সমভিব্যাহারে কোন সখীকেই দেখিতেছি না তো? অতএব হে রাধে! কৃপাপূর্ব্বক আমাকেই অনুচরী করিয়া সঙ্গে লইয়া চল। আমি সুরভিকুসুম-মালিকা এবং কর্পূর-লবঙ্গযুক্ত তাম্বূলবীটিকাপূর্ণ মণি-সম্পুট বহন করিয়া তোমার অনুগমন করিতেছি ॥৪৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

মুগ্ধাভাবাবেশে শ্রীরাধা সখীকে কহিলেন,—"সখি! আমি যে অতি বালিকা, আমার ভাব ও বয়স এখনও নায়কসুখানন্দ লাভের উপযোগী হয় নাই।' এই কথা শ্রবণ করিয়াই যেন তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার নিত্য কৈশোরত্বের জয় ঘোষণা করিতেছেন;—'হে শ্রীরাধিকে! তোমার শ্রীঅঙ্গ-লতিকায় শৈশবের কোন লক্ষণই তো এক্ষণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না, বরং তোমার হৃদয় সরোবরে নবোদ্ভিন্ন সুন্দর বর্ত্তুলাকার স্তন-কমলদ্বয় মুকুলিত হইয়া কৈশোরকে লোভনীয় করিয়া তুলিতেছে! তাই পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

সংলাপ মুচ্ছলদনঙ্গ তরঙ্গমালা
সংক্ষোভিতেন বপুষা ব্রজনাগরেণ।
প্রত্যক্ষরং ক্ষরদপার রসামৃতাব্ধিং,
শ্রীরাধিকে তব কদা নু শৃণোম্যদূরাৎ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! উচ্ছলদনঙ্গ-তরঙ্গমালা সংক্ষোভিতেন বপুষা ব্রজনাগরেণ সহ (উৎসিচ্যমানঃ কন্দর্পতরঙ্গমালয়া আন্দোলিতেন বপুষা ব্রজনাগরেণ শ্রীকৃষ্ণেন সহ) তব প্রত্যক্ষরং ক্ষরদপার রসামৃতাব্ধিং (অক্ষরাক্ষরং প্রতিক্ষরংশ্চাসৌ অপার রসামৃতাব্ধিঃ তং) সংলাপং (উক্তি প্রত্যুক্তি মবাক্যং) অহং অদূরাৎ কদা নু শৃণোমি ॥৪৬॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! উৎসিচ্যমান কন্দর্পতরঙ্গমালা দ্বারা আন্দোলিত-বপু ব্রজনাগরের সহিত অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরিত অপার রসামৃতসিন্ধুর স্বরূপ তোমার সংলাপ অর্থাৎ উক্তি প্রত্যুক্তি বিশিষ্টবাক্য আমি অদূরে থাকিয়া কবে শ্রবণ করিব? ॥৪৬॥

"হৃদয় মুকুলিত হেরি থোরি থোরি।
খনে আচর দেই খনে ভই ভোরি॥'—বিদ্যাপতি॥

আবার তোমার ঘনজঘনমণ্ডলও কৈশোরত্বের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। যে হেতু, উহার পরস্পর সংঘর্ষে তোমার গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবসুলভ চরণচাঞ্চল্য আর দৃষ্ট হইতেছে না। তোমার এই কৈশোর মাধুর্য্য রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবনাদি গুণ দ্বারা উত্তরোত্তর নিত্য অভিনবভাবে বিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই জন্যই উহা মোহনচিত্তচোর অর্থাৎ ভুবনমোহন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও মনোহর। অতএব হে কিশোরী মণি! তোমার এই কৈশোর মাধুর্য্য যখন জয়যুক্ত হইতেছে, তখন কেন তুমি কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্যামসম্মিলনে যাইতে বৃথা ভয় পাইতেছ, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪৫॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর রসিকামণি ও বিদগ্ধবরের পরস্পর সম্মিলনে কন্দর্প রসের তরঙ্গলীলা উথলিয়া উঠিল। তখন সেই উৎসিচ্যমান কন্দর্প তরঙ্গমালায় ব্রজনাগরের বরবপু আন্দোলিত হইতে লাগিল। তখন—

অঙ্কস্থিতেঽপি দয়িতে কিমপি প্রলাপং
হা মোহনেতি মধুরং বিদধত্যকস্মাৎ।
শ্যামানুরাগ মদবিহ্বল মোহনাঙ্গী,
শ্যামামণি র্জয়তি কাপি নিকুঞ্জসীম্নি ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্কস্থিতেপি দয়িতে (ক্রোড়স্থিতেঽপি প্রিয়তমে)। মোহনেতি কিমপি মধুরং প্রলাপং অকস্মাৎ বিদধতী চ শ্যামানুরাগমদবিহ্বল মোহনাঙ্গী (কৃষ্ণং প্রতি যো অনুরাগ স্তদেবমদ স্তেন বিহ্বলানি মোহনানি সুন্দরানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা) কাপি শ্যামামণিঃ (শ্যামানায়িকানাং শিরোমণঃ) নিকুঞ্জসীম্নি (নিকুঞ্জাস্তভাগে) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥৪৭॥

অনুবাদ।—প্রাণকান্তের ক্রোড়ে থাকিয়াও "হা মোহন" বলিয়া অকস্মাৎ মধুর প্রলাপকারিণী এবং শ্যামানুরাগ-মদবিহ্বল-মোহনাঙ্গী কোন শ্যামা নায়িকার শিরোমণি নিকুঞ্জসীমায় জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৪৭॥

সাহসে ভর করি,		রাই চিবুক ধরি
নাহ বৈঠাওল কোর।
কাহে দুঃখ দেওসি,		কি ফল পাওসি,
বোলই নওল কিশোর।"

প্রিয়তমের এইরূপ সপ্রেম সুখস্পর্শে ও সরস সম্ভাষণে শশীমুখী শ্রীরাধা অতুল আনন্দরসাবেশে আধ আধ বঁচনে নাগরবরের সহিত পরস্পর রসালাপ করিতে লাগিলেন। সে রসালাপের অক্ষরে অক্ষরে যেন অপার রসামৃতসিন্ধু ক্ষরিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-মথনে কলসপ্রমাণ সুধা নিঃসৃত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রেমময়ের সহিত প্রেমরঙ্গময়ীর এই রসা লাপের অক্ষরে অক্ষরে অপার সুধা-পারাবারের সৃষ্টি! রসিক-রসিকার সংলপ সম্ভবতঃ এইরূপ। যথা—

"ভালে তুহুঁ মাধব জানসি ছন্দ।		হাম কুলজা মুগধিনী অতি মন্দ ॥
এত কহি বরিখয়ে কুটিল কটাখ।		সো নাগর মানয়ে নিখিলাখ ॥
হাম বলি যাও তুয়া মুখবঙ্ক।		হসি হসি চুম্বই নাহ নিশঙ্ক ॥
রোখই ধনী পেখই রতিরঙ্গ।		সিরজই মনসিজ সমর-তরঙ্গ ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণ আপহি করই।		তবহুঁ কঠোর নয়ন শরভরই ॥

তুহু অতি চতুর সাধসি নিজ কাৰ । কামিনী পিয়া মুখ মোছই ঘাম ॥
এ তুয়া অধর রমণী শত ঝুট । কপটহি হাসি বদন করু কুঠ ॥
তৈখনে সোমুখ করতহি পান । পেখল মদন রায় পরমাণ ॥"

( শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি )

লতা-বাতায়ন-পথে লীলা-দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা আনন্দ-বিহ্বল-হৃদয় সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধিকে ! আমি কুঞ্জের অদূরে থাকিয়া কবে তোমার ঐরূপ মধুর সংলাপ শ্রবণ করিব ? ॥৪৬॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

উদ্দাম কৃষ্ণ-প্রেমরস মদিরা পানে শ্রীরাধার মোহন অঙ্গ অতিমাত্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্য দশা উপস্থিত। প্রেম বৈচিত্ত্য যথা—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তি স্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ প্রেমের উৎকর্ষ বশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে থাকিয়াও তৎসহ বিচ্ছেদ ভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য কহে ।

এতক্ষণ—

"শ্যাম কো কোরে, যতনে ধনী সুতল,
মদন আলসে দুহু ভোর ।
ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,
যেন কাঞ্চনমণি জোর ॥"

সহস ধনীমণি, শ্যামের ক্রোড়ে চমকিয়া উঠিয়া প্রবল বিরহাবেশে "হা মোহন" বলিয়া অকস্মাৎ মধুর প্রলাপ করিতে লাগিলেন। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ অর্থাৎ ব্যর্থ আলাপের নাই প্রলাপ। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন,

"কোর হি শ্যাম, চমকি ধনী বোলত—
"কবে মোহে মিলব কান ।
হৃদয়ক তাপ, তবহু মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান ॥
সোমুখমাধুরী, বঙ্ক নেহারই,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ।
সোতনু সরস, পরশ যব পাওব,
মনোরথ পুর ॥

কুঞ্জান্তরে কিমপি জাতরসোৎসবায়াঃ
শ্রুত্বা তদালপিত শিঞ্জিত মিশ্রিতানি।
শ্রীরাধিকে তব রহঃ পরিচারিকাহং
দ্বারস্থিতা রস-হ্রদে পতিতা কদা স্যাম্।।৪৮।

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধিকে! কুঞ্জান্তরে কিমপি জাতরসোৎসবায়াঃ (কুঞ্জাভ্যন্তরে অনির্ব্বচনীয়ো জাতো রসোৎসবো যস্যাঃ) তদালপিত শিঞ্জিত মিশ্রিতানি শ্রুত্বা (তৎ তস্মিন্ আলপিতং ঈষৎ স্ফুটং মধুরালাপং যদ্বা তৎপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেন সহ যদালাপং তন্মিশ্রিতং যৎ শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনি-মাধুর্য্যং তৎ শ্রুত্বা) অহং তব রহঃ পরিচারিকা (মঞ্জরীরূপাসখী) সতী দ্বারস্থিতা রস-হ্রদে কদা পতিতা স্যাম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! কুঞ্জাভ্যন্তরে অনির্ব্বচনীয় রসোৎসবের আরম্ভে তোমার রহঃ-পরিচারিকা আমি কুঞ্জদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঈষৎস্ফুট মধুরালাপ মিশ্রিত ভূষণ শিঞ্জন শ্রবণ করিয়া কবে রসহ্রদে পতিতা হইব? ॥৪৮॥

এত কহি সুন্দরী,　　　দীর্ঘ নিশ্বাসই,
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই,　　　শ্যাম পরবোধই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥' পঃ কঃ তঃ।

প্রেমোৎকর্ষ দ্বারা লালসার অতি প্রাবল্য হেতু মুহু মুভূত বস্তুও অননুভূত বোধ হয়। তাই, আজ প্রাণকান্তের ক্রোড়ে থাকিয়াও উৎকট বিরহস্ফূর্ত্তিতে প্রিয়গুণ স্মরণ করিয়া আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। বিদগ্ধবর ইহাতে অতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই শ্যামামণিকে বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। শ্যামা,—নায়িকা বিশেষ। যথা—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা।
পদ্মগন্ধি মুখং যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

শ্রীরাধা এই শ্যামা-নায়িকার শিরোমণি।

সিদ্ধদেহাভিমানে সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনের নিধুনিকুঞ্জে উপনীত

* কান্তাকর্ষণ শীলা যা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।
ইতি পাঠান্তরম্।

বীণাং করে মধুমতীং মধুরস্বরাং তা-
মাধায় নাগরশিরোমণি ভাবলীলাম্ ।
গায়ন্ত্যহো দিনমপার মিবাশ্রুবর্ষৈ-
র্দুঃখান্নয়ন্ত্যহহ সা হৃদি মেঽস্তু রাধা ॥৪৯।

অন্বয়ঃ —অহো ! যা ( শ্রীরাধা উৎকট বিরহতাপপ্রশমনার্থং ) মধুমতীং ( মধু অস্তি যস্যাঃ তাং ) মধুরস্বরাং ( মধুরস্বরযুতাং যাং ) তাং বীণাং করে আধায় নাগরশিরোমণি ভাবলীলাং গায়ন্তী 'পুনশ্চ' অহহ ( খেদে ) যা অশ্রু-বর্ষৈঃ অপারমিব দুঃখাদ্দিনং নয়ন্তী ( অশ্রুবর্ষৈর্জলাধিক্যাৎ সাগরমিব দুঃখাদ্দিনং নয়ন্তী ) সা রাধা মে ( মম ) হৃদি অস্তু ॥৪৯॥

অনুবাদ।—যিনি উৎকট বিরহতাপ প্রশমনার্থ মধুমতী মধুরস্বরা বীণাহস্তে লইয়া নাগর-শিরোমণি ভাবলীলা গান করিতেছেন, হায়! কখন বা অশ্রু-বর্ষণ দ্বারা জলনিধি সদৃশ দুঃখের দিনকে আনয়ন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে উদিত হউন ॥৪৯॥

হইয়া তথায় প্রেমরঙ্গময়ী শ্রীরাধাকে তদবস্থায় বিমূর্চ্ছিতা দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে কহিতেছেন—"হায়! জানি না, কে এক শ্যামামণি নিকুঞ্জসীমায় সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥" ৪৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বহুক্ষণ পরে শ্রীরাধার সেই প্রেমবৈচিত্ত্যতার অপসৃত হইল। তখন পরস্পরের স্পর্শসুখানন্দে ও দর্শনে উভয়েই প্রেমাকুলিত হইয়া উঠিলেন। তাই পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"বহুক্ষণে পরিচয় পরিচয় ভেল। বিরহবেদন দূরে গেল ॥
দোঁহে দোঁহা কোরে আগোরি। সহচরি হেরি বিভোরি ॥
অদভুত প্রেম কি চরিত। হেরইতে চমকিত চিত ॥
কোর হি দেখিতে না পায়। ঐছন না শুনি কোথায় ॥
পুনঃ দোঁহে নিবিড় বিলাস। দূরে গেও বিরহ হুতাশ ॥
গোবিন্দ দাস কো দাস। ইহ গুণ আনন্দে ভাষ। পঃ কঃ তঃ

পুনরায় কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীযুগল প্রেমরসোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীরাধা তখন

মৃদুমধুরালাপে প্রিয়তমের শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে রসা-লাপ সম্ভবতঃ এইরূপ। যথা—

"রতি বিশারদ তুহু রাখ মান।
বাড়িলে যৌবন তোহে দিব দান ॥
এবে সে অলপ রসে না পূরবে আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাবে পিয়াস ॥
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি নিতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি ॥"—বিদ্যাপতি।

এইরূপ প্রেমগদ্‌গদ মৃদুমধুর রসালাপের সহিত নূপুর কঙ্কণাদি ভূষণধ্বনি মাধুর্য্যের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব প্রেমানন্দরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মঞ্জরীরূপা সখীভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—"আহা! আমি সেই সময়ে কুঞ্জের বহির্দ্বারে থাকিয়া কবে সেই রসালাপের সহিত ভূষণশিঞ্জন শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দরস-হ্রদে নিপতিতা হইব? এ রস চতুর্দ্দশ ভুবনের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কেবল শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত কেলীকুঞ্জেই সীমাবদ্ধ,—রস-হ্রদ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪৮ ॥

ভাবসিদ্ধ দেহে রহঃ পরিচারিকা সখীর ভাবাবেশে শ্রীরাধাশ্যামের বিলাস রসোৎসব দর্শন করিতে করিতে সহসা বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সেই লীলা দর্শন জন্য প্রার্থনা করিতেছেন—"বাসকসজ্জান্তে বহুক্ষণ যাবৎ আগমন প্রতীক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন শ্যামসুন্দর আসিলেন না, তখন শ্যাম-সোহাগিনী অতিশয় উৎকুণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ের বিরহ-তাপ-প্রশমনার্থ তিনি মধুমতী মধুরস্বরা বীণা হস্তে লইয়া নাগর-শিরোমণির ভাবলীলা গান করিতে লাগিলেন। একেই তো সে বীণা মধুমতী অর্থাৎ মধুর ন্যায় চিত্তের বিভ্রমকারিণী, তাহাতে মধুর স্বরযুক্ত; আবার সেই বীণার মধুর নিক্বণের সহিত নাগর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ভাবলীলা গান! ইহাতে শ্রীরাধার বিরহ-বেদনার কিঞ্চিৎ বিস্মরণ বিচিত্র নহে। তবে যিনি বিরহের উষ্ণ-অশ্রুজলে দুঃখের জল-নিধি সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই যে আবার বীণাধ্বনি সংযোগে বিদগ্ধবরের ভাবলীলা গান করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! শ্রীরাধার ভাব ও প্রেমের মহিমাই এইরূপ অলৌকিক। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণের নামগুণলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীরাধার দুঃসহ বিরহ সন্তাপে অমৃতের অভিষেক সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই, প্রবল উৎকণ্ঠা-দশাতেও কখন বিদগ্ধশিরোমণির ভাবলীলা গান করিতেছেন,

অন্যোন্য হাস-পরিহাস-বিলাস-কেলী
বৈচিত্র্য-জৃম্ভিত-মহারস-বৈভবেন।
বৃন্দাবনে বিলাসতাপহৃতং বিদগ্ধ-
দ্বন্দ্বেন কেনচিদহো হৃদয়ং মদীয়ং ॥ ৫০ ॥

---

অন্বয়ঃ।—অহো! বৃন্দাবনে অন্যোন্য হাস পরিহাস-বিলাস-কেলী বৈচিত্র্য জৃম্ভিত-মহারস-বৈভবেন (পরস্পরং যো হাস-পরিহাস-বিলাস-কেলী তস্যাঃ যদ্বৈচিত্র্যং তেন প্রবৃদ্ধঃ যো মহারস স্তস্য বৈভবেন) বিলসতা কেনচিৎ বিদগ্ধ-দ্বন্দ্বেন মদীয়ং হৃদয়ং অপহৃতং ॥ ৫০ ॥

---

অনুবাদ।—অহো! শ্রীবৃন্দাবনে পরস্পর হাসপরিহাস বিলাস কেলী বৈচিত্র্য জৃম্ভিত মহারস বৈভব দ্বারা বিলাসবান্ কোন বিদগ্ধযুগল কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

---

কখনও বা বিশাদাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হউন। আমি শ্রীযুগল-বিলাস দর্শনানন্দে কৃতার্থ হই।" ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

চন্দ্রোদয়ে জলনিধি উচ্ছলনের ন্যায় শ্যামসুধানিধির উদয়ে আজ শ্রীরাধার প্রেমবিন্দু উছলিয়া উঠিয়াছে। পরস্পর রসপ্রসঙ্গে হাস-পরিহাস করিতেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সে পরিহাস-রঙ্গ কিরূপ? একটী পদে তাহার বর্ণনা শুনুন। রসিকশেখর প্রীতি-সরস বাক্যে স্বীয় অভিলষিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রসিকামণি এইরূপ পরিহাস-রঙ্গ করিতে লাগিলেন,—

তুহুঁ যদি মাধব! চাহসি লেহ।
মদন সাখি করি খত লেখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলী-কদম্ব-বিলাস।
দূর করবি নিজ গুরুজন আশ ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান ॥

মহাপ্রেমোন্মীলন্নবরসসুধাসিন্ধুলহরী-
পরীবাহৈ বিশ্বং স্নপয়দিব নেত্রান্তনটনৈঃ।
তড়িন্মালা গৌরং কিমপি নবকৈশোর মধুরং
পুরন্ধ্রীণাং চূড়াভরণনবরত্নং বিজয়তে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ।—নেত্রান্তনটনৈঃ মহাপ্রেমোন্মীলন্নবরসসুধাসিন্ধুলহরীপরীবাহৈঃ বিশ্বং স্নপয়ৎ (নয়নান্তভাগঃ সঞ্চালনৈ রুন্মীলিত-মহাপ্রেমরসামৃত-সাগরস্য তরঙ্গোচ্ছ্বাসৈঃ বিশ্বং স্নপয়ৎ যত্তৎ) তড়িন্মালা গৌরং (বিদ্যুন্মালাবদেব গৌরং) নবকৈশোর-মধুরং কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) পুরন্ধ্রীণাং চূড়াভরণ নবরত্নং (নাগরীণাং শিরোভূষণনবরত্নং) বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ।—নেত্রান্ত সঞ্চালন দ্বারা উন্মীলিত মহাপ্রেমরসামৃত সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিশ্বপ্লাবনকারী তড়িন্মালাগৌর ও নবকৈশোর মধুর কোন এক নাগরীগণের শিরোভূষণ নবরত্ন সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। ৫১।

রজনী দিবস গুণ গাওবি মোর।
আন যুবতী কোই, না করবি কোর॥
ঐছন কবচ ধরব বর হাত।
তবহু তুয়া সনে মরমকো বাত॥
(ভণই বিদ্যাপতি শুন বর কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥)

রসরঙ্গবতী শ্রীরাধা এইরূপ সরস পরিহাস-রঙ্গের তরঙ্গ তুলিয়া অদ্ভুত কেলীবিলাসের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে মহাপ্রেমরসের বৈভব বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

সিদ্ধদেহের স্ফূর্ত্তিতে সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনের কেলীকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সেই শ্রীযুগল বিলাসমাধুর্য্য দর্শনে অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ তখনও যেন স্বাভীষ্টের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই। তাই বলিতেছেন—"অহো! শ্রীবৃন্দাবনে বিলাসবান্ সেই অভেদতনু বিদগ্ধযুগল (শ্রীরাধাশ্যাম) কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কেহই আমার হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্রীবৃন্দাবনে বিলাস-

পরায়ণ এই বিদগ্ধযুগল, দর্শনমাত্র আমার চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। ইহাতে গ্রন্থকারের অনন্যচিত্ততা প্রকাশিত হইল ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গাঢ় প্রেমের স্বভাবে প্রেমিক সর্ব্বত্রই আপনার প্রিয়জনকেই দেখিতে পান। তাঁহাদের সম্মুখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান থাকিলেও প্রেমের দিব্যচক্ষুর বলে তাঁহারা সমগ্র বিশ্বে অভীষ্টের মধুর মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভেদদৃষ্টি তিরোহিত হইয়া যায়। প্রেমিক-চূড়ামণি গ্রন্থকর্ত্তা মহাভাবরসোজ্জ্বল ব্রজযুব-যুগলের অভেদত্ব বর্ণনা করিয়া এক্ষণে স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তি শ্রীরাধার স্বরূপ-বর্ণনা করিতেছেন।—

সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা, নিকুঞ্জগৃহে শ্যামসুন্দরের ক্রোড়ে কিশোরীমণিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথচ তিনিই যে স্বীয় অভীষ্টমূর্ত্তি শ্রীরাধাঠাকুরাণী তখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না,—তাই যেন সবিস্ময়ে কহিতেছেন,—"কোন এক নাগরীগণের শিরোভূষণ-নবরত্ন জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীরাধাই যে সমগ্র ব্রজনাগরীগণের চূড়াভরণের নবরত্নস্বরূপা, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ভূষণের মধ্যে শিরোভূষণই শ্রেষ্ঠ, তাহা আবার কোন নূতন রত্নবিশিষ্ট হইলে যেমন তাহার শোভা ও মহিমা আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র ব্রজগোপীকার মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বাধিক গরীয়সী। যেহেতু, এই নিত্যাভিনব শ্রীরাধারত্নসমন্বিত বলিয়াই গোপিকাদের শিরোভূষণরূপা যূথেশ্বরী ললিতাদি অষ্টসখীর যত কিছু মহিমা-গরিমা সীমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত; কিম্বা সখীসূত্রে অষ্টসখীর অভিন্নহৃদয়ে প্রিয়সখী বলিয়াই 'নবরত্ন' অভিহিত। অথবা ব্রজসুন্দরী-গণের শিরোভূষণস্বরূপা শ্রীরাধা নব (৯টী) রত্নকে স্বাঙ্গীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবরত্ন বলা হইয়াছে। যথা—

"মাণিক্যং পাষ্ণিদেশে বদনজলরুহে মৌক্তিকং স্যাৎ
প্রবালৌষ্ঠপ্রান্তে মনসি হরিতং পুষ্করং দেহবর্ণে।
বজ্রং দন্তেষু নেত্রে সুরপতিমণি র্গোমেদকং মেদমধ্যে
হস্তৌ গারুত্মকং তাদৃশ্ ভবযুগং নন্দসূনোরসঙ্গাৎ ॥"

অর্থাৎ পাষ্ণিদেশে মাণিক্য, বদনপঙ্কজে মুক্তা, ওষ্ঠপ্রান্তে প্রবাল, চিত্তে হরিত, দেহকান্তিতে পদ্মরাগ, দন্তে বজ্র, নেত্রে ইন্দ্রমণি, মেদমধ্যে গোমেদ, অস্থিতে মরকতমণি।—এইরূপ নবরত্নাঙ্গী শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে সর্ব্বোৎকর্ষময়ীরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই শ্রীরাধারত্ন কিরূপ? নবকৈশোর

অমন্দ প্রেমাঙ্কশ্লথ সকল নির্ব্বন্ধহৃদয়ং
দয়াপারং দিব্যচ্ছবি মধুর লাবণ্যললিতম্ ।
অলক্ষ্যং রাধাখ্যং নিখিল নিগমৈরপ্যতিতরাং
রসাম্ভোধেঃ সারং কিমপি সুকুমারং বিজয়তে ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ।—অমন্দ প্রেমাঙ্কশ্লথ সকল নির্ব্বন্ধহৃদয়ং ( অমন্দঃ অতিশুদ্ধঃ তীব্রঃ বা যঃ কৃষ্ণপ্রেমা তস্মাদ্ যচ্চিহ্নং সাত্ত্বিকাদি ভাব স্তেন শিথিলীভূতাঃ সকল নির্ব্বন্ধাঃ সকলাভিনিবেশাঃ হৃদয়ে যস্য তং ) দয়াপারং ( দয়াসাগরস্য পারং প্রাপ্তং) দিব্যচ্ছবি মধুর লাবণ্য ললিতম্ ( দিব্য চাসৌ ছবি স্তস্যাং যন্মধুরলাবণ্যং তেন সুন্দরং ) নিখিল নিগমৈরপ্যতিতরাং অলক্ষ্যং ( সমস্তাঃ যে বেদাঃ তৈরপি অতিশয়েনালক্ষ্যং যৎ তং ) রসাম্ভোধে সারং ( রসাম্ভোধেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সারং ) কিমপি ( অনির্ব্বচনীয়ং ) সুকুমারং রাধাখ্যং ( শ্রীরাধাভিধানং যস্য তং ) বিজয়তে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।—অমন্দ কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন সকল দ্বারা, যাঁহার হৃদয়ের সকল নির্ব্বন্ধ শিথিলীভূত হইয়াছে, যিনি দয়াসাগরের পার, দিব্য কান্তির মধুর লাবণ্য দ্বারা সুন্দর, নিখিল বেদও তাঁহার লক্ষণ-নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ এবং রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের সারস্বরূপ, সেই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার শ্রীরাধাখ্য-'রত্ন' জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫২ ॥

মধুর। পৌগণ্ড ও যৌবন এতদুভয়ের সন্ধি অর্থাৎ প্রথম কৈশোরকে বয়ঃসন্ধি কহে। শ্রীরাধার এই বয়ঃসন্ধিকেই এস্থলে নবকৈশোর বলা হইয়াছে। এই নবকৈশোর দ্বারা শ্রীরাধারত্ন অতীব মধুর অর্থাৎ মাধুর্য্যবিশিষ্ট হইয়াছেন। এই মাধুর্য্য কিরূপ ? তদ্‌যথা—

আশাস্তে পতিতুং কটাক্ষ মধুপোমন্দং দৃগীন্দীবরে
কিঞ্চিদ্‌ব্রীড় বিষাঙ্কুরং মৃগয়তে চেতোমরালার্ভকঃ।
নর্ম্মালাপমধুচ্ছটাস্থবদনাম্ভোজে তবোদীয়তে
শঙ্কে সুন্দরি মাধবোৎসবকরীং কাঞ্চীদ্দশামঞ্চসি ॥—উজ্জ্বলে।

বিশাখা শ্রীরাধাকে পরিহাস পূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে সুন্দরি ! ঐ দেখ, তোমার নয়নেন্দীবরে কটাক্ষ-মধুপ ধীরে ধীরে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছে।

অর্থাৎ এতাবৎকাল তোমার নয়ন, কটাক্ষ কিরূপ জানে নাই, সম্প্রতি তাহা অল্পে অল্পে অবগত হইতেছে। তোমার চিত্তরূপ মরাল-শাবক ঈষৎ লজ্জারূপ মৃণালাঙ্কুর অন্বেষণ করিতেছে অর্থাৎ তোমার অন্তরে কিছু লজ্জারও আবির্ভাব দেখিতেছি। আবার তোমার বদনকমলে নর্ম্মালাপরূপ মধুচ্ছটাও প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আমার বোধ হয়, তুমি মাধবের উৎসবকারী কোন দশাবিশেষকে অন্বেষণ করিতেছ ?

শ্রীরাধারত্ন কিরূপ মাধুর্য্যবিশিষ্ট তাহা কথিত হইল। এক্ষণে তাঁহার বর্ণ-গৌরব কথিত হইতেছে। তিনি 'তড়িন্মালাগৌর'—অর্থাৎ শ্যামজলধর কোলে শ্রীরাধারত্নের রূপপ্রভা যেন অগণিত বিদ্যুৎপংক্তির ন্যায় ঝলক দিতেছে। আহা! এই সান্দ্র গৌরকান্তিতেই আমাদের শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ গৌরবর্ণে উদ্ভাসিত।—এই গৌরকান্তির ঘনিষ্ট সান্নিধ্যই তো শ্যাম-পরব্রহ্ম মহাপ্রেমরসোজ্জ্বলবপু প্রেমানন্দরসঘন-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত।

আবার সেই নাগরী-শিরোমণি অপাঙ্গনটন দ্বারা মহাপ্রেমোন্মীলিত নবরসামৃত সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিশ্ব প্লাবিত করিতেছেন। শ্রীরাধার নেত্রান্ত সঞ্চালনেই গোলোকের অতুল মহাপ্রেমামৃতের সিন্ধু শৃঙ্গারাদি নবরসের অথবা নিত্যাভিনব মধুর রসের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বেলাভূমি ডুবাইয়া যেন আজ সমস্ত বিশ্বকে বিপ্লাবিত করিতেছে। ৫১।

তাৎপর্য্যার্থ।

এই অদ্ভুত বিলাসবতী রমণীমণিই প্রাণের অভীষ্টতম দেবতা, সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা তাহা এক্ষণে নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াই যেন এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।—"আহা! সেই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার শ্রীরাধাখ্যরত্ন জয়যুক্ত হইতেছেন অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে যে নাগরীশিরোভূষণ রত্নের বর্ণ ও মাধুর্য্যের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহার নাম অবগত হইবার জন্য স্বতঃই প্রাণের আবেগ উপস্থিত হয়—সে মহারত্নের নাম কি ? তদুত্তর—'শ্রীরাধা'। এই শ্রীরাধা নামটী অনির্ব্বচনীয় সুকুমার—যেমন কোমল, তেমনই মধুর, সুতরাং প্রাণারাম। ইহার মোহন মধুরতা ভাষায় বর্ণনীয় নহে, কেবল ভক্তের প্রাণে প্রাণে অনুভবনীয় ও আস্বাদ্য। এই শ্রীরাধাখ্যরত্নই রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের সার-সর্ব্বস্ব। নিখিল বেদও তাঁহার লক্ষণ-নির্ণয়ে সমর্থ নহে। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনের এই শ্রীরাধাতত্ত্ব নিখিল বেদবেদান্তাদি গ্রন্থপ্রতিপাদ্য জ্ঞান, কর্ম্ম, তপ, জপ, যোগ-যজ্ঞাদি বিধিনিচয়ের অগোচর। তাই শ্রীপাদ্ নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

দুকূলং বিভ্রাণামথ কুচতটে কঞ্চুক-পটং
প্রসাদং স্বামিন্যাঃ স্বকরতলদত্তং প্রণয়তঃ।
স্থিতাং নিত্যং পার্শ্বে বিবিধ পরিচর্য্যৈক চতুরাং
কিশোরীমাত্মানং কিমিহ সুকুমারীং নু কলয়ে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং ইহ ( শ্রীবৃন্দাবনে ) আত্মানং কিং প্রণয়তঃ স্বামিন্যাঃ স্বকরদত্তং প্রসাদং দুকূলং অথ কুচতটে কঞ্চুকপটং বিভ্রাণাং ( প্রীতিবশাৎ স্বামিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্বহস্তেন দত্তং প্রসাদং নির্ম্মাল্যং দুকূলং পট্টবস্ত্রং অথ কুচতটে কঞ্চুলিকাং ধারণকর্ত্রীং ) নিত্যং পার্শ্বেস্থিতাং বিবিধ পরিচর্য্যৈকচতুরাং কিশোরীং সুকুমারীং নু কলয়ে ( গণয়ামি ) ? ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ।—আমি, প্রীতিবশতঃ স্বামিনীর স্বহস্ত প্রদত্ত প্রসাদস্বরূপ পট্টবস্ত্র ও কুচতটে কঞ্চুলিকা ধারণকারিণী নিত্যপার্শ্বেস্থিতা এবং তদীয় বিবিধপরিচর্য্যাচতুর কিশোরী সুকুমারীরূপে কি আপনাকে গণনা করিব ? ॥ ৫৩ ॥

"করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহু প্রাণ,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদবিধি অগোচর, রতন বেদীর'পর,
সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥"—প্রেঃভঃচঃ।

আবার এই কিশোরীমণি দিব্যকান্তির মধুর লাবণ্যে অতি মনোহর অর্থাৎ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য এরূপ সুললিত, এমনই নয়নাভিরাম যে, তাঁহার বর্ণনা প্রাকৃত সঙ্কীর্ণভাষায় সম্ভবপর নহে। পুনশ্চ, যেমন তিনি লাবণ্যবিশিষ্ট, তেমনই দয়া-সাগরের অবধি। যেহেতু, তিনি দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়াই আশ্রিতজনের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবার, অমন্দ প্রেমাঙ্ক দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের সকল নির্ব্বন্ধ শিথিলীভূত। অমন্দ শব্দে অতিশুদ্ধ ও তীব্র বুঝায়। অতএব অতিশুদ্ধ উদ্দাম কৃষ্ণপ্রেমোত্থ লক্ষণনিচয় দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের সকল নির্ব্বন্ধ শিথিলীভূত। শ্রীরাধার এই প্রেম,—অধিরূঢ় মহাভাব। ইহা এক প্রগাঢ় চিন্ময় তত্ত্ব, সঙ্কীর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ সম্বন্ধে মহাদেব বলিয়াছেন—

লোকাতীতমজাণ্ডকোটীগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখং
থপ্দুঃখঞ্চেতি গ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্।

নৈবাভাসতুল্যং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোত্থাৎ সুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দেত বিন্দোরপি ॥

একদা পার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেম-বিশিষ্টতার কথা মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—হে শিবে! কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত ও বৈকুণ্ঠগত ত্রৈকালিক সুখ ও দুঃখ যদি দুইটী বিভিন্ন স্থানে রাশীকৃত করা যায়, তাহা হইলে সেই দুই স্থলও শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ ও দুঃখসিন্ধুর কণাভাগেরও ধারণা করিতে পারে না।"

এই সুনির্ম্মল প্রেমসিন্ধুর ভাবতরঙ্গলহরীর দ্বারা হৃদয়ের সকল অভিনিবেশ আলোড়িত হইয়া থাকে।—বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও লজ্জাদির নিবিড় বন্ধনও শিথিল হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে একমাত্র সেই সুদীপ্ত প্রেমাঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। এই অধিরূঢ় প্রেমের পরাকাষ্ঠা কেবল শ্রীমতীতেই পর্য্যবসিত ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রী-পুংভেদভাব নাই। যথা—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥—শ্রুতি।

যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীব স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব লাভ করিয়া থাকে। শান্তরসে জীবের ক্লীবভাব, দাস্য ও সখ্যরসে পুরুষত্ব, বাৎসল্য রসের মধ্যে মাতৃ-বাৎসল্যে স্ত্রীভাব এবং পিতৃবাৎসল্যে পুরুষভাবের উদয় হইয়া থাকে। মধুর রসে জীব নিত্যশুদ্ধ স্ত্রীরূপিণী। রসরাজ মূর্ত্তিধর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার উপাস্য। কিন্তু শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে ঐ রসে পাওয়া অতীব দুর্ঘট। যথা—

বিনা রাধা প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ন জায়তে।
অতঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ স্মরণীয়ৌ সুসংযতৌ ॥

শ্রীললিতাদি সখীগণের আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের মত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই রাগানুগামার্গে উক্ত মধুর রসের ভজন। এই মধুর ভজন জড়দেহ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এজন্য যথাবস্থিত অর্থাৎ জড়দেহে অবস্থান করিয়াও শ্রীগুরুর প্রসাদে মনে মনে শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতির ন্যায় একটী মনোময় শরীর অর্থাৎ সিদ্ধদেহ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সেই সিদ্ধদেহ দ্বারা অষ্টকালীয় মানসী সেবা চিন্তা করিতে করিতে অভিমান বশতঃ

নিত্যসেবার স্ফুটভাব উদয় হইয়া থাকে এবং সাধনার অবসানে জড়দেহ নাশ হইলে সাধক, সেই সিদ্ধদেহে শ্রীব্রজভূমিতে জন্মলাভ করিয়া শ্রীসখীমণ্ডলে নিত্য বাস করতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য সেবানন্দ লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

তাই, ভজনরসিক গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে তৎসেবা-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ স্বীয় সিদ্ধদেহের পরিচয় সাধকোচিত প্রার্থনা-লৌল্যে প্রকাশ করিতেছেন—"হায়! আমি এই শ্রীব্রজভূমিতে শ্রীসখীমণ্ডলীতে বাস করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ সেবা করিবার নিমিত্ত আপনাকে কিশোরী সুকুমারীরূপে গণনা করিব কি?" এই প্রশ্নোক্তিতে স্বীয় অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন যে, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সুকুমারীরূপে গণনা করিব; নতুবা অভীষ্ট সেবানন্দলাভের সম্ভাবনা কোথায়?"

সিদ্ধদেহ সাধনের একাদশটী ক্রম আছে। যথা—

"অস্যৈব সিদ্ধদেহস্য সাধনানি যথাক্রমং।
একাদশ প্রসিদ্ধানি বক্ষ্যন্তেতি মনোহরং॥
নামরূপ বয়োবেশ সম্বন্ধো যুথ এব চ।
আজ্ঞা সেবা পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ॥—ভজনপদ্ধতি।

অর্থাৎ নাম, রূপ, বয়ঃ, বেশ, সম্বন্ধ, যুথ, আজ্ঞা, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসী ও নিবাস এই একাদশটীই সিদ্ধদেহের সাধন। ইহা অভিলাষানুরূপ শ্রীগুরুর স্থানে জ্ঞাতব্য।

সিদ্ধদেহে সাধক নিত্যকিশোরী সুকুমারী গোপাঙ্গনা। যথা—

"বয়ো নানাবিধং তব যত্তু ত্রিদশ বৎসরং।
মাধুর্য্যাদ্ভুত কৈশোরং বিখ্যাত ব্রজসুভ্রুবাং।

এই গ্রন্থকর্ত্তা আপনাকে কিশোরী সুকুমারীরূপে কল্পনা করিতেছেন। আর কিরূপ?—শ্রীরাধার কৃষ্ণের নিত্য পার্শ্ববর্ত্তিনী বিবিধ পরিচর্য্যাচতুরা এবং প্রীতিবশতঃ স্বামিনী শ্রীরাধা স্বহস্ত-প্রদত্ত নির্ম্মাল্য পট্টবস্ত্র ও কঞ্চুলীধারিণী গোপকুমারীরূপে গণনা করিতেছেন। এইরূপ সিদ্ধদেহ ভাবনাই রাগানুগা ভজনের অনুকূল। যথা—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা মাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং॥

অর্থাৎ আপনাকে সখীগণের সঙ্গিনী, সখীদিগের আজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের

বিচিন্বন্তী কেশান্ ক্বচন করজৈঃ কঞ্চুক-পটং
ক্বচাপ্যামুঞ্চন্তী কুচ-কনক দীব্যৎ কলশয়োঃ।
সুগুল্ফে ন্যস্যন্তী ক্বচন মণিমঞ্জীরযুগলং
কদা স্যাম্ শ্রীরাধে তব সুপরিচারিণ্যহমহো ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো! হে শ্রীরাধে! অহং তব ক্বচন করজৈঃ কেশান্ বিচিন্বন্তী (কুত্রচিৎ নখৈঃ তব কেশান্ একৈকশঃ বিচিন্বন্তী যা সা) ক্ব চাপি কুচ-কনক দীব্যৎ কলশয়োঃ কঞ্চুক-পটং আমুঞ্চন্তী (কুত্রাপি রথোপরিস্থিতয়োঃ স্বর্ণকলসাকারয়োস্তব স্তনয়োঃ কঞ্চুলিকাং আমুঞ্চন্তী—তৎপরিধানং কারয়ন্তী যা সা) ক্বচন মণিমঞ্জীরযুগলং সুগুল্ফে ন্যস্যন্তী (কুত্রচিৎ ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিতং মঞ্জীরযুগলং ভাগদ্বয়ে বিভক্তং তব সুগুল্ফে স্থাপয়ন্তী যা সা) সুপরিচারিণী কদা স্যাম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ।—অহো! হে শ্রীরাধে! তোমার কেশপাশকে নখদ্বারা এক একটী করিয়া পৃথগ্ভূত করিতে, স্বর্ণকলসাকার স্তনযুগলে কঞ্চুলী অর্পণ করিতে এবং কোথাও বা সুগুল্ফে দ্বিধাবিভক্ত মণিমঞ্জীর পরিধান করাইতে তোমার সুপরিচারিকা কবে হইব? ॥ ৫৪ ॥

সেবাপরা এবং তাঁহাদের নির্ম্মাল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা গোপকিশোরীরূপে ভাবনা করিবে। তাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"এ সব অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হ'ব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝ ॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে লিখিবে তাতে,
তবহি পূরব অভিলাষ ॥ ৫৩ ॥

### তাৎপর্য্যার্থ।

বিলাসলীলার অবসানে শ্রীরাধাশ্যাম নিকুঞ্জে বিরামসুখানুভব করিতেছেন। সেবা-কুশলা মঞ্জরীরূপা সখীগণ তৎসময়োপযোগী সেবার সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছেন; কেহ ব্যজনি দ্বারা মৃদুমারুতসঞ্চালনে শ্রীঅঙ্গের ঘর্ম্ম অপসারণ করিতেছেন, কেহ শ্রম-জলে বিধৌত হওয়ায় সিন্দূর ও মৃগমদের তিলক পুনরায় রচনা করিয়া দিতেছেন; কেহ পুষ্পমালা পুনগ্র্গ্রন্থন করিয়া কণ্ঠে অর্পণ করিতেছেন ইত্যাদি। ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা ভাবসিদ্ধদেহে, মঞ্জরীর ভাবাবেশে সেই মধুর সেবা-রঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন আপন ঈশ্বরী বৃষভানুরাজনন্দিনীর শ্রীচরণে সাধকোচিতভাবে স্বাভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! আমি তোমার সুপরিচারিণী কবে হইব? লীলাবসানে তোমার বিশ্রংসিত কেশরাশিকে নখের সাহায্যে এক একটী করিয়া মার্জ্জিত ও সযত্নে সংযত করিয়া কবে কবরী বাঁধিয়া দিব?"—শ্রীপাদ্ ঠাকুরমহাশয়ও এইরূপ কেশসংস্কারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা—

"চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে ধরি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বিনাইব বিচিত্র কবরী॥

আবার কোথাও বা রথোপরিস্থিত কনককলসাকার তোমার স্তনযুগলে উন্মোচিত কঞ্চুলী পরিধান করাইব। এবং কোথাও বা দ্বিধা বিভক্ত মণিমঞ্জীর তোমার সুগুল্‌ফে বিন্যস্ত করিয়া দিব।—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

"নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।"

এস্থলে "কোথাও" এই বাক্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখে লীলাবিহারের নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। ভজনানন্দ গ্রন্থকর্ত্তা প্রথমতঃ কেশ-সংস্কাররূপ উত্তমাঙ্গ পরিচর্য্যার অভিলাষ করিলেন, কিন্তু তাদৃশী সেবালাভে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করিয়াই সন্দেহে পুনরায় দ্বিতীয় পরিচর্য্যার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও আপনাকে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া পরিশেষে শ্রীরাধার শ্রীচরণ-সেবার জন্য অভিলাষী হইলেন। অন্যান্য শ্রীঅঙ্গের সেবা অপেক্ষা শ্রীচরণ-সেবার মহিমা অতীব চমৎকার। ইহার দর্শন স্পর্শনে যে আনন্দ, তাহা দুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও গরিষ্ঠ। গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্রীচরণ-স্পর্শানন্দের নিমিত্তই যেন নূপুর পরাইবার অভিলাষ

অতিস্নেহাদুচ্চৈরপি চ হরিনামানি গৃণত
স্তথা সৌগন্ধাদ্যৈর্বহুভিরুপচারৈশ্চ যজতঃ।
পরানন্দং বৃন্দাবন মনুচরন্তং চ দধতো
মনো মে রাধায়াঃ পদমৃদুলপদ্মে নিবসতু ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অতি স্নেহাদুচ্চৈরপি হরিনামানি গৃণতঃ ( অত্যধিক স্নেহবশাৎ উচ্চৈরপি কথনেন হরিনামানি গৃণতঃ ) তথা সৌগন্ধাদ্যৈর্বহুভিরুপচারৈশ্চ যজতঃ ( কস্তুরীচন্দনাদ্যৈর্বহুভির্বিলাসযোগ্যোপচারৈশ্চ পূজয়তঃ ) চ বৃন্দাবনমনুচরন্তং পরানন্দং দধতঃ ( বৃন্দাবনং প্রতি চরন্তং পরমানন্দং দধতঃ ) মে ( মম ) মন রাধায়াঃ পদমৃদুল পদ্মে নিবসতু ( অস্তু ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।—অতি স্নেহ বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিনামগ্রহণকারী তথা কস্তুরী-চন্দনাদি বহু সুগন্ধি উপচার দ্বারা পূজাকারী এবং বৃন্দাবনে অনুচরণশীল পরমানন্দধারী যে আমি আমার মন শ্রীরাধার শ্রীচরণরূপ কোমল পদ্মে বসতি করুক ॥ ৫৫ ॥

করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও এই শ্রীচরণ-স্পর্শসুখ সর্ব্বদা লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন—

যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপিকার নূপুর,
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো ॥" ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

কান্তের অনাগমে আজ শ্রীরাধার প্রেমপীড়া সমধিক বিবর্দ্ধিত হইয়াছে সখীগণ তাঁহার সেই তীব্র বিরহব্যাধি প্রশমনের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন। ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সেবাপরা সখীর ভাবাবেশে সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"আমার মন শ্রীরাধার শ্রীচরণরূপ কোমল পদ্মে বসতি করুক।" অভীষ্টের চরণে অনন্যভাবে মন সন্নিবেশই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ। অভীষ্টচরণে মন স্থির রাখিলে সেবাকার্য্যে ত্রুটি ঘটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কেননা, মনই ইন্দ্রিয়সমূহেররাজা, সুতরাং তাহাদের নিয়ন্তা ও পরিচালক। অতএব যে কোন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, আমার মন শ্রীরাধার কোমল পাদপদ্মে বসতি করুক ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধা বিরহ-ব্যাকুলা হইয়া প্রাণকান্তের অন্বেষণে কুঞ্জকুঞ্জান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, শিলাখণ্ড ও তৃণাঙ্কুরে সুকোমল চরণপদ্ম ক্ষতবিক্ষত হইতেছে অথচ তাহাতে

ব্যথা অনুভব করিতেছেন না। রাধাগতপ্রাণা-সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা তদ্দর্শনে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াই যেন প্রার্থনা করিতেছেন—শ্রীরাধার পদ-মৃদুল পদ্মে আমার কঠিন মন পাদত্রাণরূপে অবস্থিতি করুক। কমলে কাঠিন্য সম্ভাবনা আছে কিন্তু শ্রীরাধার চরণে কাঠিন্যের লেশমাত্র নাই, এবং তদীয় শ্রীচরণস্পর্শ-মাহাত্ম্যে কঠিনও কোমল হইয়া যায়। এজন্য মৃদুলপদ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং আমার কঠিন মন, শ্রীরাধার মৃদুল চরণপদ্মস্পর্শে রসাদ্র হইবার নিমিত্ত সর্ব্বতো-ভাবে উহা আশ্রয় করুক, ইহাই তাৎপর্য্য। উক্ত বাক্যে মনের দ্বারা সেবা সূচিত হইয়াছে।

আবার শ্রীরাধা উৎকট বিরহ-যন্ত্রণায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে সখীগণ হরিনাম উচ্চারণ করিয়া জীবিত রাখেন। যথা—

"মূর্চ্ছামাপ্নুবতী প্রবিশ্য মধুপৈর্গীতাং কদম্বাটবীং।
নামব্যাহরতা হরেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সন্ধুক্ষিতা॥—উজ্জ্বলে।

শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা সেবাপরা সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন, "আমি অতি স্নেহ-বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিব। অর্থাৎ শ্রীরাধা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে অতি স্নেহবশে হরিনাম গ্রহণ করতঃ অর্থাৎ হরিনামের অমৃতত্ব-প্রযুক্ত এবং অমৃতের মৃতসঞ্জীবন ঔষধত্ব হেতু উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া জীবিত রাখিব। এস্থলে, অতি স্নেহবশে বাক্যে প্রিয়সখীতে স্নেহাধিকা সখীর লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। যথা—

তদীয়তাভিমানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্ব্বদাশ্রিতাঃ।
সখ্যামল্পাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তুতাঃ॥

অর্থাৎ যে সখীগণ 'আমরা তোমারই' এইরূপ অভিমান বহন করিয়া সর্ব্বদা স্নেহ প্রদর্শন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহবতী হন, তাঁহারাই সখীস্নেহাধিকা নামে অভিহিতা।

উক্তবাক্যে বাচিক সেবা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আবার শ্রীরাধার বিরহ-ব্যাধিজনিত অঙ্গতাপ প্রশমনার্থ কস্তূরীচন্দনাদি বহুসুগন্ধি-উপচার দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে থাকিব। পরিশেষে বৃন্দাবনে অনুচরণশীল পরানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অভিসার করাইবার নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করিব। তাহাতে আমার বৃন্দাটবী ভ্রমণেরও আনন্দলাভ ঘটিবে। এস্থলে 'পরানন্দ' শব্দে যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্মসনাতনং" এই প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে কায়িক সেবা ধ্বনিত হইল॥ ৫৫॥

নিজপ্রাণৈশ্বর্য্যা যদপি দয়নীয়েয়মিতি মাং
মুহুশ্চুম্বত্যালিঙ্গতি সুরতমাধ্ব্যা মদয়তি।
বিচিত্রাং স্নেহর্দ্ধিং রচয়তি তথাপ্যদ্ভুতগতে
স্তবৈব শ্রীরাধে পদরসবিলাসে মম মনঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! যদপি ইয়ং নিজ প্রাণৈশ্বর্য্যাঃ দয়নীয়া ( যদ্যপি ইয়ং নিজ প্রাণৈশ্বর্য্যাঃ দয়াপাত্রভূতা ) ইতি হেতোঃ মাং মুহুঃ চুম্বতি ( স্নেহবশাৎ ) আলিঙ্গতি সুরতমাধ্ব্যা মদয়তি ( সুরতে ভবা যা মাধ্বীতয়া মাং মত্তো করোতি ) চ বিচিত্রাং স্নেহর্দ্ধিং রচয়তি ( বিচিত্রা চাসৌ স্নেহস্য ঋদ্ধিঃ সম্পত্তিঃ তাং মূর্ত্তিমতীং করোতি ) তথাপি অদ্ভুত গতেঃ তবৈব পদরস বিলাসে মম মনঃ অস্তি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ।—যদিও এ দাসীজন নিজপ্রাণেশ্বরীর দয়ার পাত্রী এবং সেই হেতু স্নেহভরে আমাকে বারম্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছে, সুরতমদে উন্মাদিত করিতেছে এবং বিচিত্র স্নেহের মূর্ত্তি রচনা করিতেছে, তথাপি হে শ্রীরাধে! তুমি যে অদ্ভুতগতি তোমার পদরসবিলাসেই আমার মন নিবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সখীর মুখে ব্রজজনের আর্ত্তিহর অমৃতমধুর শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া বিরহ-বিমূর্চ্ছিতা শ্রীরাধার যেন চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনকারিণী প্রিয়সখীকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ্ গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধদেহাভিমানে সেই সৌভাগ্যবতী দাসীর ভাবাবেশে সাক্ষাৎরূপে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন ;—"হে রাধে! তুমি যখন আমার প্রাণের ঈশ্বরী, তখন প্রাণ তোমারই অধীন; সুতরাং আমি তোমার একান্ত দয়ার পাত্রী। এই হেতু যদিও তুমি স্নেহভরে আমাকে বারম্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছ, এবং তুমি স্বয়ং সুরতমদোন্মত্তা হইয়া অবস্থিতি করিতেছ বলিয়া তাহার গন্ধাভাসে আমাকেও উন্মাদিত করিতেছ। সেবাপরা সখীগণ স্বসুখ-তাৎপর্য্যবিহীনা, সুতরাং সর্ব্বদাই বিকারশূন্যা। তাঁহাদের সকল চেষ্টাই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত। তবে যে সুরতমদের গন্ধমাত্রে উন্মাদিত হইতেছেন, ইহাতেও স্বসুখ বা কাম সম্বন্ধ নাই। যেহেতু 'নিজ প্রাণেশ্বরী' বাক্যে এই দেহ (১)

(১) এই দেহ—সিদ্ধদেহ, পাঞ্চভৌতিক গুণময় দেহ নহে।

প্রীতিং কামপি নামমাত্র জনিত প্রোদ্দামরোমোদ্গমাং
রাধামাধবয়োঃ সদৈবভজতোঃ কৌমার এবোজ্জ্বলাম্।
বৃন্দারণ্য নবপ্রসূন নিচয়ানানীয় কুঞ্জান্তরে
গূঢ়ং শৈশবখেলনৈর্বত কদা কার্য্যো বিবাহোৎসবঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ।—গূঢ়ং কুঞ্জান্তরে নামমাত্র জনিত প্রোদ্দাম রোমোদ্গমাং ( পরস্পর নামগ্রহণ মাত্রেণ সাত্ত্বিকভাবোদয়াৎ প্রোদ্দাম রোমোদ্গমঃ ভবতি যস্যাং তাং ) কামপি ( অনির্ব্বচনীয়া ) কৌমার এবোজ্জ্বলাং প্রীতিং সদৈব ভজতোঃ রাধা-মাধবয়োঃ শৈশবখেলনৈঃ ( শৈশবক্রীড়াচ্ছলৈঃ ) বিবাহোৎসবঃ বৃন্দারণ্য নবপ্রসূন-নিচয়ানানীয় 'ময়া' বত (হর্ষে) কদা কার্য্যো ভবতি ? ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ।—নামগ্রহণমাত্র প্রোদ্দামপুলকবিধায়িনী অনির্ব্বচনীয়া কৌমারো-জ্জ্বলা প্রীতিকে যাঁহারা সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন, রহঃ কেলীকুঞ্জে সেই শ্রীরাধা-মাধবের শৈশবক্রীড়াচ্ছলে বিবাহোৎসব আমি শ্রীবৃন্দাবনের নবকুসুম-নিচয় আনয়ন করতঃ কবে আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব ? ॥ ৫৭ ॥

প্রাণ মন সমস্তই যে শ্রীরাধার তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরাধার প্রেরণাতেই এরূপ উন্মাদিত করিয়াছে, স্বসুখ হেতু নহে। আবার, সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও সুখের স্বয়ং আগমনই শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব। এজন্য ইহা কামদোষ-বর্জ্জিত। পরন্তু যদিও এইরূপে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ, তথাপি হে শ্রীরাধে! আমার মন তোমার পদরসবিলাসে নিবিষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ আমার মন-ভৃঙ্গ তোমার পাদপদ্মের মকরন্দ পান ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, তাই, মন তোমার শ্রীচরণসেবারূপ দাস্যরসেই নিবিষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ, তুমি যখন অদ্ভুতগতি অর্থাৎ তোমাতে যেরূপ গতিলাভ হয়, কোটী ব্রহ্মাণ্ডেও যখন সেরূপ গতিলাভ দুর্ল্লভ, তখন মন তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র রতিস্থাপন করিতে অভিলাষী হইবে কেন? অথবা "নিজ প্রাণেশ্বরী" বাক্য স্বগুরুরূপা সখী নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব আমি নিজপ্রাণের ঈশ্বরী গুরুরূপা সখীর যদিও দয়ার পাত্রী এবং সেই হেতু তিনি আমাকে স্নেহভরে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন, শ্রীযুগলরস-বিলাস প্রদর্শন রূপ সুধাপানে উন্মাদিত করিতেছেন এবং এইরূপ অজস্র স্নেহ প্রকাশ দ্বারা আমাকে বিচিত্র স্নেহের সম্পত্তিরূপে রচনা করিতেছেন, তথাপি হে শ্রীরাধে! তুমি অদ্ভুতগতি বলিয়া আমার মন কেবল তোমার পদরসবিলাসেই নিবিষ্ট রহিয়াছে।" পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যেন এই ভাবও পরিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীরাধার প্রতি অত্যাসক্তি প্রকাশ পা যাচ্ছে ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে মধুরা প্রীতি তাহা অলৌকিক অদ্ভুত সামগ্রী, ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাই। শ্রীরাধা এই প্রীতির মধুর আকর্ষণে বিবশহৃদয়া হইয়া প্রিয়তমের নাম শ্রবণমাত্র সাত্ত্বিক ভাবাবেশে পুলকাঞ্চিতা হইয়া উঠিতেছেন এবং শ্রীরাধার নাম শ্রবণে আনন্দাধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গেও প্রোদ্দাম পুলককদম্ব প্রকাশ পাইতেছে। এইজন্যই এই স্বাভাবিকী প্রীতিকে পরস্পর-নাম-গ্রহণ মাত্র প্রোদ্দাম-পুলকবিধায়িনী বলা হইয়াছে। আবার এই প্রীতি কৌমারোজ্জ্বলা। উজ্জ্বল শব্দে শৃঙ্গার রস বুঝায়। যথা—"শৃঙ্গার শুচিরুজ্জ্বলাঃ।" শৃঙ্গার রসে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। যথা—শ্রেষ্ঠ মুজ্জ্বলএবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।" তবে কৌমারে উজ্জ্বলাপ্রীতি কিরূপে সম্ভবে? তদুত্তর এই,— শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর হইয়াও কেবল লীলাপুষ্টির জন্য বাল্য ও পৌগণ্ড-ভাব প্রকাশ করেন। মধুর রসে বয়স চারি প্রকার। বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্ত বয়স ও পূর্ণবয়স। এস্থলে কৌমার শব্দে বয়ঃসন্ধি সূচিত হইয়াছে।

বাল্য যৌবনয়োঃ সন্ধির্ব্বয়ঃ সন্ধিরিতীর্য্যতে।

অর্থাৎ বাল্য ও যৌবন এতদুভয়ের সন্ধিকে বয়োঃসন্ধি কহে। আবার তন্ত্রমতে কৌমার ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত। সুতরাং কৌমারের পর হইতেই উজ্জ্বলা-প্রীতির উন্মেষারম্ভ। এই উজ্জ্বলা অর্থাৎ শৃঙ্গাররসাশ্রিতা প্রীতি নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে উন্মেষিত হইয়া থাকে। যদিচ প্রথমেই মাধবের পূর্ব্বরাগ সমুৎপন্ন হয়, তথাপি প্রথমতঃ মৃগলোচনাদিগের রাগে চারুতার আধিক্য লক্ষিত হয়।—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া"—অর্থাৎ যদিও বয়ঃসন্ধির আরম্ভে নির্ব্বিকার চিত্তে ভাবের প্রথম বিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও লজ্জাধৈর্য্য কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না। কিন্তু পুরুষের ঐরূপ আবরক না থাকায় প্রথম বিক্রিয়ার পর হইতেই পুরুষের স্ত্রীলোকের প্রতি পূর্ব্বরাগ প্রকটিত হয়।

শ্রীরাধামাধবকে সর্ব্বদা এতাদৃশী উজ্জ্বলাপ্রীতি ভজন করিতে দেখিয়াই যেন ভজনরসিক গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাদের মিলনের উপায় নির্দ্দেশসূচক বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"আমি সেই উজ্জ্বলাপ্রীতিভজনকারী শ্রীরাধা-মাধবের শৈশব-ক্রীড়াছলে বিবাহোৎসব কার্য্য আনন্দের সহিত কবে সম্পাদন করিব?।" যদিও বয়ঃস্বভাবে পরস্পরের হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের শৈশবসুলভভাব

চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাই, গ্রন্থকার বলিতেছেন, শৈশব ক্রীড়াছলে বিবাহ সম্পাদন করিব। শিশুতে শিশুতে বিবাহ-ক্রীড়া করিলে তাহা যেমন বিধি-নিষেধের অন্তর্ভূত নহে বলিয়া দোষাবহ হয় না, সেইরূপ এই শৈশব-বিবাহেও দোষস্পর্শ নাই। তথাপি,কোন অনধিকারী পাছে ইহাতে কোন দোষ মনে করে, এই আশঙ্কায়, আমি শ্রীবৃন্দাবনের রহঃকুঞ্জান্তরে এই বিবাহোৎসব সম্পাদন করিব এবং এই বিবাহ, শ্রীবৃন্দাবনের নবকুসুমনিচয় দ্বারা মাল্যরচনা করিয়া গান্ধর্ব্বমতে সম্পাদন করিব। ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া অভিন্নাত্মা। তবে যে, ইহাতে পারকীয় ভাব তাহা কেবল যোগমায়ার কল্পিত। যথা—

স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতঃ তদ্বিধানা মুদ্বাহাদিকং।
নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য ॥—বিদগ্ধমাধব।

অর্থাৎ যোগমায়া স্বয়ং এই মিথ্যা বিবাহ, সত্যের ন্যায় প্রত্যয় করাইতেছেন। বাস্তব, গোপবালা সকল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। বিশেষতঃ—

গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ।
অব্যক্তত্বাদ্বিবাহস্য সুষ্টপ্রচ্ছন্ন কামতা ॥—উজ্জ্বলে।

অর্থাৎ ব্রজদেবীগণের গান্ধর্ব্বরীতিক্রমে স্বীকার হেতু বাস্তবিক তাঁহাদের স্বীয়াত্ব, যদিচ বিবাহ প্রকাশ্যরূপে হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের প্রচ্ছন্নকামতা।

সুতরাং স্বীয়াতে পরকীয়া ভাব সম্মিলিত হওয়াতেই ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র সম্ভাবনা নাই এবং ব্রজ পরকীয়ার ইহাই অপূর্ব্বতা।

সন্দেহ হইতে পারে, এই মাধুর্য্যলীলায় ঐশ্বর্য্যসূচক মাধব শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন? তদুত্তর এই,এস্থলে মাধব শব্দ ঐশ্বর্য্যবোধক নহে। মা লক্ষ্মী.ধব স্বামী অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি। কিন্তু এই মা অর্থাৎ লক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠাধীশ্বরীকে নির্দ্দেশ না করিয়া সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী ব্রজ-রমা শ্রীমতিকে বুঝাইতেছে। যেহেতু,—

দেবীকৃষ্ণময়ীপ্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা ॥

সুতরাং মাধব শব্দ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ব্রজেন্দ্রনন্দন ভিন্ন ব্রজগোপীদিগের ভাবের বিকাশ হয় না। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি অন্যাকারে প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের রাগ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং এস্থলে মাধব শব্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভিন্ন অন্য কাহাকেও

বুঝাইতে পারে না। অথবা বিবাহোৎসব সম্পাদনার্থ বস্ত্রালঙ্কার যৌতুকাদি নানাদ্রব্যের আবশ্যক করে,এই অপেক্ষা নিরসনার্থই যেন বিজ্ঞ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন নাম প্রয়োগ না করিয়া "মাধব" নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। কেন না, যিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীর স্বামী তাঁহার আর অন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কি ?

পুনশ্চ, এই বিবাহোৎসবে অগ্রে বধূর নাম পরে বরের নাম অর্থাৎ অগ্রে শ্রীরাধানাম পরে শ্রীমাধবের নাম উল্লিখিত হইবার কারণ কি ? বুঝিতে হইবে, এস্থলে বর অপেক্ষা বধূর প্রকর্ষ ধ্বনিত হইয়াছে।

কেন না,—রা-শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।

ধা-শব্দোচ্চারণতঃ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধানামের রা শব্দ উচ্চারণ মাত্র মাধব আনন্দে স্ফীত হইয়া থাকেন এবং ধা শব্দ উচ্চারণে সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন।

আবার,—জগন্মাতা চ প্রকৃতিঃ পুরুষস্তু জগৎপিতা।

গরীয়সীতি জগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ॥

অর্থাৎ প্রকৃতি জগন্মাতা ও পুরুষ জগৎপিতা। পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক গরীয়সী বলিয়া শ্রীরাধার নাম অগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু,

"রাধাকৃষ্ণেতে গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।"

বেদাদিশাস্ত্রে "রাধাকৃষ্ণ, গৌরীশ" ইত্যাদি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণরাধা বা ঈশগৌরী" এরূপ শব্দ প্রায় কদাচ শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির নাম অগ্রে পরে পুরুষের নাম প্রায় উক্ত হইয়া থাকে। সামবেদে কথিত আছে—"প্রসীদ রোহিণীচন্দ্র গৃহাণার্ঘ্য মিদং মম।" এস্থলে রোহিণীচন্দ্র বাক্যেও অগ্রে প্রকৃতির নাম কথিত হইয়াছে। এই সকল কারণেই শ্রীরাধা-নাম অগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, প্রকৃতির নাম অগ্রে উল্লে না করিলে অপরাধ সম্ভাবনা আছে। যথা—

আদৌ পুরুষমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ প্রকৃতি মুচ্চরেৎ।

স ভবেন্মাতৃগামী চ বেদাদিক্রমেণ মুনে॥—ব্রঃ বৈঃ পুঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অগ্রে পুরুষের নাম উচ্চারণ করিয়া পরে প্রকৃতির নামোল্লেখ করে, সে ব্যক্তি বেদাদিক্রম জন্য মাতৃগমনরূপ মহাপাতকে পতিত হয়॥ ৫৭॥

বিপঞ্চিতসুপঞ্চমং রুচির বেণুনা গায়তা
প্রিয়েণ সহ বীণয়া মধুরগানবিদ্যানিধিঃ ।
করীন্দ্রবনসম্মিলন্মদ-করিণুদারক্রমা
কদা নু বৃষভানুজা মিলতু ভানুজা-রোধসি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—বীণয়া মধুরগানবিদ্যানিধিঃ ( বীণয়া কৃত্বা যন্মধুরগানং সৈব বিদ্যা-পূর্ণতা তস্যাঃ নিধিঃ পূর্ণসঙ্গীতবিদ্যানিবাসরূপেতিভাবঃ ) চ করীন্দ্রবনসম্মিলন্মদ-করিণুদারক্রমা ( করীন্দ্রস্য বনং নিবাসস্থানং তৎ সম্মিলন্মদযুক্তা যা করিণী তদ্বদ্ উদারঃ সর্ব্বেষাং মনোহরঃ ক্রমঃ পাদন্যাসো যস্যাঃ সা ) বৃষভানুজা ( শ্রীরাধা ) বিপঞ্চিত সুপঞ্চমং রুচির বেণুনা গায়তা প্রিয়েণ সহ (বিপঞ্চ্যাং বীণায়াং শ্রীপ্রিয়য়া যদ্গীতং তদেব সুপঞ্চমং সুষ্টু পঞ্চমরাগং তন্মনোহর বেণুমার্গেণ গায়তা শ্রীকৃষ্ণেন সহ ) ভানুজা রোধসি ( যমুনাতীরে ) কদা নু ( বা ) মিলতু ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ।—মধুর বীণাগান বিদ্যার নিধিস্বরূপা এবং করীন্দ্রের বনসম্মিলন-মদোন্মত্তা করিণীর ন্যায় সুন্দর গতিবিশিষ্টা বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধা, মনোহর বেণু-মার্গে বীণার ন্যায় পঞ্চম স্বরে সঙ্গীতকারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীযমুনা-তীরে কবে বা সম্মিলিত হইবেন ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

গানবাদ্য-সমন্বিত না হইলে রাস অর্থাৎ মধুর নৃত্য-নাট্যের পরিপাট্য বিধান হয় না। এইজন্যই যেন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আজ বীণার পঞ্চমস্বরে বেণুযন্ত্রে গান করিতেছেন। বাঁশীতে বীণার পঞ্চমস্বর আলাপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই রাসবিলাসে রাসেশ্বরী শ্রীমতিকে আহ্বান করিবার ইহাও এক অপূর্ব্ব সঙ্কেত কেন না, শ্রীরাধা মধুর বীণাগান বিদ্যার নিধিস্বরূপা। অর্থাৎ মধুর বীণাগান-বিদ্যার পূর্ণ ষোলকলা-সমন্বিতা। সুতরাং বীণার পঞ্চমস্বর, বেণুমার্গে গান করিলে বীণাগানবিদ্যানিধি শ্রীরাধা অবশ্যই বীণাযন্ত্রসহ আজিকার এই রাসবিলাসোৎসবে যোগদান করিবেন,ইহাই তাৎপর্য্য আবার বহুবাদ্যযন্ত্র থাকিতে বীণাযন্ত্র উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা বীণাযন্ত্রের অধিক গৌরব লক্ষিত হয়। অন্য বাদ্যযন্ত্রে কেবল বাদ্যমাত্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে, গান হয় না, কিন্তু বীণায় গান ও বাদ্য উভয়েরই চরিতার্থতা হইয়া থাকে। এইজন্যই ভাবরসিক গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন —"মধুর বীণাগানবিদ্যানিধি শ্রীরাধা

সহাসবরমোহনাদ্ভুত বিলাসরাসোৎসবে
বিচিত্রবরতাণ্ডবশ্রমজলার্দ্রগণ্ডস্থলৌ।
কদা নু বর নাগরী রসিকশেখরৌ তৌ মুদা
ভজামি পদলালনাল্ললিত জীবনং কুর্ব্বতী ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ।—সহাসবর মোহনাদ্ভুত বিলাসরাসোৎসবে বিচিত্রবর তাণ্ডব শ্রম-জলার্দ্র গণ্ডস্থলৌ ( হাসরতিষু বরঃ হাসবরঃ তেন সহিতঃ মোহনঃ মনোহরশ্চ অদ্ভুতঃ অলৌকিকঃ যদ্বিলাসঃ স এব যাসোৎসবঃ নৃত্যক্রীড়ায়াঃ উৎসবঃ তস্মিন্ যদ্বিচিত্রং বিস্ময়করং বরতাণ্ডবং উদ্ধতনৃত্যং তেন য শ্রম স্তস্মাজ্জাতঃ প্রস্বেদ স্তেনার্দ্রীভূতং গণ্ডস্থলং যয়োঃ ) তৌ বরনাগরী রসিকশেখরৌ ( শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ ) অহং পদলালনাৎ ললিতজীবনং কুর্ব্বতী ( অত্যাদরেণ পাদসেবনাৎ ললিতং শ্লাঘ্যং জীবনং কুর্ব্বতী সতী ) কদা নু ( বা ) মুদা ( হর্ষেণ ) ভজামি ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ হাসরতি-সমন্বিত মোহনাদ্ভুত বিলাসরাসোৎসবে বিচিত্র তাণ্ডবনাট্য প্রকটন দ্বারা শ্রম হেতু যাঁহাদের গণ্ডস্থল ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছে, পাদ-সেবনে কৃতার্থপ্রাণা আমি সেই নাগরীমণি ও রসিকশেখরকে কবে বা আনন্দের সহিত ভজনা করিব ? ॥ ৫৯ ॥

এই অপূর্ব্ব সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণ করিয়া মনোহর বেণুমর্গে বীণার পঞ্চমস্বর গান-কারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীযমুনাতীরে কবে সম্মিলিতা হইবেন ? এই সময়ে তাঁহার গতি অতীব বিচিত্রা হইবে। করীন্দ্র যে বনে অবস্থিতি করে, মদোন্মত্তা করিণী যেমন সেই বনসম্মিলনে অদ্ভুত গতিতে গমন করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধাও সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনে কালিন্দীকূলে রাস-বিনোদ শ্যাম-সুন্দরের সহিত সম্মিলন আশে সুচারু পাদ-বিন্যাস-বিশিষ্টা হইয়া গমন করিবেন। অনুদাসী আমি, তদ্দর্শনে আমার নয়ন মন হর্ষ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রাস-রসানন্দী শ্রীরাধা আসিয়া রাস-রসিকের সহিত মিলিত হইয়াছেন। আজ,

"রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥

রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিরিধর,
মধুর মধুর চলিয়া যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসরল স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর জোরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকতনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিষয়ে ফুলগন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস-বিলাস রস, কলা মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরত।"

নাগর নাগরী আজ অদ্ভুত বিলাসরসে মাতিয়া রসোৎসবে চমৎকার তাণ্ডব নাট্য প্রকটন করিতেছেন। প্রিয়সঙ্গম জন্য গতি, স্থান, আসন, মুখ নেত্রাদি কর্ম্ম সকলের যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাকে বিলাস কহে। আজিকার এই শ্রীরাসোৎসবে যে বিলাস বিভ্রম বিস্তার করিতেছেন, তাহা অতীব চমৎকার। আবার এই বিলাস, শ্রেষ্ঠ হাসরতি-সমন্বিত বলিয়া অতীব মনোমুগ্ধকর; সুতরাং অদ্ভুত।

চেতো বিকাশো হাসঃ স্যাদ্বাগ্বেশাদিবৈকৃতাৎ॥

অর্থাৎ বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি-প্রযুক্ত চিত্তবিকাশের নাম হাস। এই অদ্ভুত বিলাস রাসোৎসবে আমাদের নাগরীমণি ও রসিকশেখর পরস্পরে বদন অবলোকন করিয়া বিচিত্র নৃত্যকলা বিস্তার করিতেছেন। সে অলৌকিক নৃত্যরঙ্গে উভয়ের তনু প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়াছে। শ্রমজলে শ্রীগণ্ডযুগল আর্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সখীগণের কেহ কস্তুরী চর্চ্চা, কেহ বা চন্দনপঙ্ক, কেহ বা চামর ব্যজনাদি করে ধারণ করিয়া সেবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা আনন্দোন্মত্ত হইয়া কুসুম বর্ষণ করিতেছেন। সেই সেবা-পরায়ণা সখীর ভাবাবেশে শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন— "সেই বরনাগরী রসিকশেখরকে আমি আনন্দ সহকারে কবে সেবা করিব?

পাদস্পর্শ রসোৎসবং প্রণতিভি গোবিন্দমিন্দীবর
শ্যামং প্রার্থয়িতুং সুমঞ্জুল রহঃ কুঞ্জাংশ্চ সম্মার্জ্জিতুম।
মালাচন্দনগন্ধপুররসবত্তাম্বুলসৎপানকা-
ন্যাদাতুং চ রসৈকদায়িনি তব প্রেষ্যা কদা স্যামহম্।৬১॥

অন্বয়ঃ।—হে রসৈকদায়িনি! (একং মুখ্যং রসং মধুররসমেব দানকর্ত্রি) প্রণতিভিঃ পাদস্পর্শ রসোৎসবমিন্দীবর শ্যামং শ্রীগোবিন্দং প্রার্থয়িতুং (প্রণতিভিঃ য পাদস্পর্শ স্তস্মিন্ যো রস স্তসৈব উৎসবঃ আনন্দময় ব্যাপারঃ যস্য তং ইন্দীবর শ্যামং শ্রীগোবিন্দং প্রার্থয়িতুং তং স্বয়ং প্রার্থনা কথং কর্ত্তব্য তস্মান্মদ্দ্বারৈব ভবতু ইতি ভাবঃ।) চ সুমঞ্জুল রহঃ কুঞ্জান্ সম্মার্জ্জিতুং (সুন্দরান্ রহসঃ অন্যপ্রবেশানর্হান্ কুঞ্জান্ সম্মার্জ্জিতুং চ মালাচন্দনগন্ধপুররসবত্তাম্বুল সৎপানকান্যাদাতুং (পুষ্পমালিকা চন্দনঞ্চ পঞ্চবিধগন্ধপূর্ণং রত্নপাত্রং সুরসালানি তাম্বুল বীটিকানি চ স্বাদু সুগন্ধ শীতলানি পানীয় দ্রব্যানি তানি আদাতুং রহঃ কুঞ্জং প্রতি প্রাপয়িতুং তব প্রেষ্যা (প্রেরণযোগ্যা দাসী) অহং কদা স্যাম্॥৬১॥

অনুবাদ।—রসৈকদায়িনী! প্রণতি দ্বারা তোমার পাদস্পর্শ যাহার রসোৎসব, সেই ইন্দীবর শ্যাম শ্রীগোবিন্দকে প্রার্থনা করিতে, সুন্দর রহঃ কুঞ্জগুলি সম্মার্জ্জিত করিতে এবং মালা চন্দন গন্ধপত্র, সুরসাল তাম্বুল ও স্বাদু পানীয় দ্রব্যাদি বিলাসোপকরণ গুলি কেলিকুঞ্জে আনয়ন করিতে আমি কবে তোমার প্রেষ্যা (প্রেরণযোগ্যা দাসী) হইব? ॥ ৬১ ॥

নির্ম্মাল্য মাল্য বসন ভূষণাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া আপনাকে গোপকিশোরীরূপে চিন্তনই রাগানুগা সাধন প্রণালী। যদি বল--

"আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং॥

অর্থাৎ আপনাকে রূপযৌবনসম্পন্না মনোহরা কিশোরিরূপে স্মরণই সিদ্ধদেহের ভাবনা। তবে গ্রন্থকর্ত্তা এস্থলে আপনাকে কুদেহ বলিলেন কেন? কোন সুন্দরী যেমন আপনাকে প্রকাশ্যে সুন্দরী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিতা হন। সেই অভিপ্রায়েই যেন রসজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা আপনাকে 'কুদেহ' বলিয়া দীনতার পরিচয় দিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সখীভাবাবিষ্ট শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযমুনা-সলিলে স্নানান্তর নির্ম্মল হইয়া এবং স্বামিনীর কৃপা-নির্ম্মাল্যে বিভূষিতা হইয়া যথাসময়ে রহঃ-কেলীকুঞ্জে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন—শ্রীরাধা, শ্যামাভিসারে নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জে রসিকেন্দ্র শিরোমণির আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়া মিলিত হইয়াছেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কুঞ্জের সংস্কার ও সজ্জা হয় নাই। তজ্জন্যই যেন শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে রসৈকদায়িনি! তুমি একমাত্র রসদানকর্ত্রী অর্থাৎ তোমা ব্যতীত সেই রসময় আনন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দকে উন্নতোজ্জ্বল রস দান করিতে জগতে দ্বিতীয় আর কেহ নাই। এইজন্যই না শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার॥
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দরস দান করাই শ্রীরাধার কার্য্য। অথবা হে রসৈকদায়িনি! তুমি যখন সকল রসের দানকর্ত্রী, তখন সকল রসই যে তোমার অধীন তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমার অভিষ্ট যে তোমার দাস্যরস তাহা আমাকে দান করিতে হইবে, ইহাই প্রার্থনা। অথবা রস শব্দে "রসঃ বৈ সঃ" সেই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। সুতরাং হে কৃষ্ণৈকদায়িনি! তোমার কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দ সেবানন্দ কদাচ লভ্য হয় না। যথা—

বিনা রাধাপ্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে॥

এস্থলে "কৃষ্ণ" শব্দ পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম এই ত্রিধা কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণতম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, সুতরাং তুমি কৃপারস দানে আমাকে সেই কৃষ্ণসেবার যোগ্য কবে করিবে?

অনন্তর রহঃ অর্থাৎ অন্যের অপ্রবিশ্য (অনধিকার প্রযুক্ত) মনোহর কেলী কুঞ্জগুলিকে সম্মার্জ্জিত করিয়া মালা, চন্দন, গন্ধপাত্র, সুরসাল তাম্বুল ও স্বাদু শীতল পানীয়াদি বিলাসোপকরণগুলি আনয়ন পূর্ব্বক সেই কেলীকুঞ্জে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমার প্রেষ্যা—তোমার প্রেরণযোগ্যা দাসী কবে হইব। অর্থাৎ রহঃ কুঞ্জ পরিচারিকা শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যাদির অনুগতি লাভ করিয়া শ্রীললিতাদি সখিগণের অপ্রবিশ্য রহঃ কুঞ্জের সেবাধিকারিণী কবে হইব? বিশেষতঃ ঐ সকল কর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করা অনুচিত বলিয়া, তুমি আমাকে ঐ সকল কর্ম্ম সাধনের যোগ্য

লাবণ্যামৃতবার্ত্তয়া জগদিদং সংপ্লাবয়ন্তী-শর-
দ্রাকা চন্দ্র মনন্তমেব বদন-জ্যোৎস্নাভিরাতন্বতী।
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জমঞ্জুগৃহিণী কাপ্যস্তি তুচ্ছামহো
কুর্ব্বানাখিল সাধ্যসাধন কথাং দত্ত্বা স্বদাস্যোৎসবং ।৬২।।

অন্বয়ঃ।—অহো ( বিস্ময়ে ) লাবণ্যামৃতবার্ত্তয়া জগদিদং সংপ্লাবয়ন্তী ( লাবণ্য-মেবামৃতং তদ্যুক্তা যা বার্ত্তা তয়া ইদং জগৎ সংপ্লাবয়ন্তী যা সা ) বদনজ্যোৎস্নাভিঃ শরদ্রাকাচন্দ্রমনন্তমেব আতন্বতী ( স্ববদন চন্দ্রিকাভিঃ শারদীয় পূর্ণচন্দ্রং অনন্তমেব বিস্তারয়ন্তী যা সা ) কাপি ( অনির্ব্বচনীয়া ) শ্রীবৃন্দাবন মঞ্জুকুঞ্জ গৃহিণী (শ্রীবৃন্দাবনে যানি মঞ্জুকুঞ্জগৃহানি তেষাং গৃহিণী গৃহকর্ম্মকর্ত্রী অধিষ্ঠাত্রী বা ) অখিল সাধ্যসাধন কথাং তুচ্ছাং কুর্ব্বানা স্বদাস্যোৎসবং দত্ত্বা অস্তি ॥৬২॥

অনুবাদ।—অহো। লাবণ্যমৃত-বার্ত্তা দ্বারা যিনি এই জগতকে সংপ্লাবিত করিতেছেন এবং যাঁহার বদনচন্দ্রিকা অনন্ত শারদপূর্ণশশীর সুষমা বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনের মঞ্জুকুঞ্জগৃহিণী ( শ্রীরাধা ) অখিলসাধ্যসাধন কথা তুচ্ছীকৃত পূর্ব্বক স্বদাসোৎসব প্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥৬২॥

বিবেচনা করিয়া তৎসম্পাদনার্থ প্রেরণ করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য। ততঃপর রহঃকুঞ্জ সুমার্জিত ও সুসজ্জিত হইলে তুমি ইন্দীবরকান্তি-শ্যাম শ্রীগোবিন্দকে অভিসারের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে আমাকে কবে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিবেন? স্বয়ং তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, প্রণতি দ্বারা শ্রীরাধার পাদস্পর্শরসই যাঁহার পক্ষে একমাত্র আনন্দময় ব্যাপার, শ্রীরাধা স্বয়ং সেই শ্যামসুন্দরকে কেমন করিয়া প্রার্থনা করিতে যাইবেন? এজন্য তিনি এই প্রেরণযোগ্যা দাসীর দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সফল করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে আমাদের বাঞ্ছনীয়-বন্ধু শ্রীগোবিন্দ অপেক্ষা শ্রীরাধার উৎকর্ষ ধ্বনিত হইয়াছে ॥৬১॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভাগ্যবান্ গ্রন্থাকার যেন পূর্ব্বপ্রার্থিত দাস্য-সম্পদ লাভে কৃতার্থ হইয়া আনন্দাবিহ্বল হৃদয়ে এই শ্লোকে সেই নিকুঞ্জবিলাসিনী শ্রীরাধার মহিমা বর্ণন করিতেছেন;—আহা! শ্রীরাধা আজ মঞ্জুকুঞ্জ গৃহিণী। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কুঞ্জে

অভিসার করিবেন এই আশায়, তিনি আহ্লাদভরে শ্রীবৃন্দাবনে মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে গৃহকর্ত্রীর ন্যায়—

সাজল কুসুম শেষ　　পুন সাজই,
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুরে　　কপুর পুন বাসই,
ভৈগেল মদন ভরাতি॥"

সুসজ্জিত কুসুমশয্যা পুনরায় সাজাইয়াছেন, উজ্জ্বল প্রদীপকে আরও উজ্জ্বল করিতেছেন, সুগন্ধি-তাম্বুলবীটিকা কর্পূর দ্বারা আরও সুবাসিত করিতেছেন, অথচ কিছুই যেন ভালরূপে সম্পন্ন করা হইল না বলিয়া মদনাবেশে ভ্রান্তি উপস্থিত হইতেছে। শ্রীরাধাকে এইরূপ বাসকসজ্জারূপে স্বয়ং কর্ম্মকত্রি দর্শন করিয়াই যেন ভজনকলা-কুশল গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাকে মঞ্জুকুঞ্জগেহিণীরূপে অভিহিত করিয়াছেন। মরি! মরি!! এই নাগরীমণির বদন-বিধুর কিরণ-কণা যেন আজ অনন্ত শারদপূর্ণশশীর সুষমা বিস্তার করিতেছে। এইজন্যই না নবকুঙ্কুমারুণ শারদবিধুদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-মুখ-চন্দ্র মনে পড়ে! শারদশশীর অমৃতময়ী জ্যোৎস্নায় যেমন পৃথিবীকে আনন্দিত করিয়া থাকে, শ্রীরাধাও হ্লাদিনী শক্তি; সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখদর্শনে নিখিল জগতের উল্লাস-সাধন স্বতঃই ঘটে। এই সমগুণ বিশিষ্টতা বশতই একের দর্শনে অন্যের উদ্দীপন হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীমুখচন্দ্রিকারই যখন এরূপ মাধুরী, তখন শ্রীমুখচন্দ্র কিরূপ অপূর্ব্ব মাধুরীবিশিষ্ট তাহা কে বলিতে পারে? আবার তিনি লাবণ্যামৃত বার্ত্তা দ্বারা জগৎ সংপ্লাবিত করিতেছেন অর্থাৎ তাহার নিরুপম রূপ-লাবণ্যের কথা জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে। হইবার তো কথা; জগতে তাঁহার সে অসামান্য রূপলাবণ্যের কি তুলনা আছে? কন্দর্পকোটীমোহন শ্রীকৃষ্ণ একদিন শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

জগদমলরুচী বিচিত্য রাধে ব্যধিত বিধি স্তব নূন মণিকনি।
মণিময় মুকুরং কুরঙ্গনেত্রে কিরণগণেন বিড়ম্বয়ন্তি যানি॥—উজ্জ্বলে।

অর্থাৎ হে রাধে! বিধাতা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যেহেতু তোমার অঙ্গ সকল স্বীয় কান্তিতে মণিময় মুকুরকেও বিড়ম্বিত করিতেছে। অতএব হে কুরঙ্গনয়নে! জগতে তোমার অঙ্গের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

অহো! আজ কেলিকুঞ্জভবনে ভুবনমোহন মনোমোহিনী শ্রীরাধা এইরূপ

দৃষ্ট্যা যত্র ক্বচন বিহিতা স্রেড়নে নন্দসূনোঃ
প্রত্যাখ্যানচ্ছলত উদিতোদার সঙ্কেতদেশা।
ধূর্ত্তেন্দ্র ত্বদ্ভয়মুপগতা সা রহো নীপবাট্যাং
নৈকা গচ্ছেৎ কিতব কৃতমিত্যাদিশেৎ কর্হি রাধা ॥৬৩॥

অন্বয়।—হে কিতব! হে ধূর্ত্তেন্দ্র! (হে বঞ্চক! হে ধূর্ত্তশিরোমণে!) নন্দসূনোঃ দৃষ্ট্যা (ত্বমেব নন্দনন্দন স্তস্যাপাঙ্গ-দৃষ্ট্যা) যত্র ক্বচন বিহিতা স্রেড়নে প্রত্যাখ্যান চ্ছলতঃ উদিতোদার সঙ্কেত দেশা (যত্র কাপি রচিতং যৎপ্রার্থনং দ্বিত্রিবারং তস্য প্রত্যাখ্যান ছলতঃ সূচিতোদার সঙ্কেতস্য দেশো যয়া) সা রাধা রহো নীপবাট্যাং (নিভৃত কদম্বকুঞ্জবাটিকায়াং) ত্বদ্ ভয়মুপগতা (ত্বদীয় বঞ্চন-ভয়প্রাপ্তা) একা নৈব গচ্ছেৎ ইতি কৃতং কর্হি মাং আদিশেৎ? ॥৬৩॥

অনুবাদ।—হে কিতব! হে ধূর্ত্তশিরোমণি! নন্দনন্দন তুমি কোন এক-স্থানে স্বীয় অপাঙ্গদৃষ্টিদ্বারা দুই-তিনবার প্রার্থনা করিলে তাহার প্রত্যাখ্যান ছলে যিনি উদার সঙ্কেতস্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রীরাধা নিভৃত কদম্ববাটিকায় ত্বদীয় বঞ্চনাশঙ্কা বশতঃ একাকিনী যাইতে পারিবেন না। অতএব অনুচরীরূপে কবে আমাকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিবেন? ॥৬৩॥

কেবল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পরামূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি নিখিল সাধ্য সাধন কথাকে তুচ্ছীকৃত করিয়া স্বদাস্যোৎসব প্রদান করিয়াছেন। তপ জপ যোগ যজ্ঞাদি জগতে যতপ্রকার সাধ্য সাধন তত্ব আছে, তাহার কোনটিই শ্রীরাধার দাস্যানন্দ প্রদানে সমর্থ নহে। ইহার প্রাপ্তি একমাত্র শ্রীমতির কৃপা সাপেক্ষ। সুতরাং শ্রীরাধা দাস্যের নিকট নিখিল সাধ্য সাধনের কথা অতীব অকিঞ্চিৎকর। যিনি এই দাস্য-সম্পদ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, ব্রহ্মানন্দাধিক তাঁহার এক নিত্য রমণীয় পরমোৎসব লাভ হয়। এমন সুদুর্লভ স্বদাস্যামৃত যিনি আমার ন্যায় অযোগ্য জনকেও অনায়াসে প্রদান করিলেন, তখন তাঁহার ন্যায় কৃপা-কারুণ্যের পরাবধি জগতে আর কে আছে? ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে শ্রীরাধার কৃপা বাহুল্য বর্ণিত হইয়াছে ॥৬২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সিদ্ধ দেহাভিমানে শ্রীরাধা-প্রেরিতা সখীর-ভাববেশে শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা যেন শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইয়া সাক্ষাৎভাবে নিবেদন করিতেছেন—

হে ধূর্ত্তেন্দ্র! হে ধূর্ত্তশিরোমণি! তুমি কোন স্থলে স্বীয় অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা শ্রীরাধার নিকট অভিলষিত প্রার্থনা করিলে শ্রীরাধা তাহার প্রত্যাখ্যান ছলে উদার সঙ্কেত স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কই, এপর্য্যন্ত তথায় মিলিত হইলে না তো? শ্রীরাধার উদারসঙ্কেত বুঝিতে পার নাই কি? অবশ্য বুঝিয়া থাকিবে। কেন না, ধূর্ত্তব্যক্তিদের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তুমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বকই অভিসারে বিলম্ব করিতেছ। অতএব হে কিতব! হে বঞ্চক! এইরূপ পর-প্রতারণাই কি তোমার ব্যবসা? তোমার এই বঞ্চনার ভয়ে শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে—সেই নিভৃত কদম্বকুঞ্জ-বাটিকায় একাকিনী গমন করেন নাই। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় ধূর্ত্তেন্দ্রের * কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একা নির্জ্জন প্রদেশে যাওয়া কুলাঙ্গনার পক্ষে উচিত নহে। এজন্য তিনি দাসী অঙ্গীকার করিয়া আমাকে সঙ্গে আনিয়াছেন। কিন্তু সঙ্কেত কুঞ্জে উপনীত হইয়া যখন তোমার আগমন বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিল, তখন শ্রীরাধা তোমাকে অভিসার করাইবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়াছেন। অতএব হে বিদগ্ধরাজ! আর অনুমাত্র বিলম্ব করিও না, অভিসারে সত্বর হও; ইহাই তাৎপর্য্য।

এস্থলে ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধ দেহাভিমানেও সিদ্ধের ভাব সঙ্গোপন করিয়া সঙ্কোচিত লৌল্যে প্রার্থনা করিতেছেন—এইরূপ করিয়া শ্রীরাধা কবে আমাকে (তোমার অভিসার করাইবার নিমিত্ত) আদেশ করিবেন? অথবা শ্রীরাধা একাকিনী যাইতে পারিবেন না, সুতরাং কবে আমাকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিবেন, এরূপ তাৎপর্য্যও প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥৬৩॥

---

* রসশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নায়ক প্রকরণে ধৃষ্ঠ শঠাদি ভেদই পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অপর যে সকল ধূর্ত্তাদি অর্থাৎ পরার্থগ্রাহক, বঞ্চনাদক্ষ বচনাদি ভেদ আছে তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে; যে হেতু ঐ সকল প্রকাশে মহামুনি ভরতের সম্মতি নাই। যথা উজ্জ্বলে, নায়ক ভেদ প্রকরণে—

"নোক্ত ধূর্ত্তাদিভেদস্তু মুনেঃ সম্মতভাবতঃ।"

তথাপি গ্রন্থকার এস্থলে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব নায়কত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সা ভ্রূনর্ত্তনচাতুরী নিরুপমা সা চারুনেত্রাঞ্চলে
লীলাখেলন চাতুরী বরতনোস্তাদৃগ্বচশ্চাতুরী।
সঙ্কেতাগমচাতুরী নবনব ক্রীড়াকলা চাতুরী
রাধায়া জয়তাৎ সখীজন পরীহাসোৎসবে চাতুরী ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ।—রাধায়াঃ সা নিরুপমা ভ্রূনর্ত্তন চাতুরী (ভ্রূধুননচাতুরী) সা চারু নেত্রাঞ্চলে লীলাখেলন চাতুরী (চারু অপাঙ্গদর্শন চাতুরী) বরতনো স্তাদৃগ্বচশ্চাতুরী (বরতনোঃ বরা শ্রেষ্ঠা তনুর্যস্য স নাগরবরঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য যদ্বাগ্বৈদগ্ধ্যং তাদৃগ বচন চাতুরী) সঙ্কেতাগম চাতুরী (সঙ্কেতেনৈব স্বস্য তস্য চ অভিসারে যা চাতুরী সা) নব নব ক্রীড়াকলা চাতুরী (নিত্যাভিনবা যা কেলি স্তস্যাঃ কলাবৎ বর্দ্ধনশীলা যচ্চাতুরী সা ক্রীড়া-কলায়াঃ চাতুরী বা) চ সখীজন-পরীহাসোৎসবে চাতুরী (সখীজনেন সহ যৎ পরীহাসোৎসব স্তস্মিন্ যচ্চাতুরী সা) জয়তাৎ (সর্ব্বোৎকর্ষেণ সর্ব্বোপরি বর্ত্ততু ইত্যর্থঃ) ॥৬৪॥

অনুবাদ।—আহা! শ্রীরাধার সেই নিরুপমা ভ্রূনর্ত্তন চাতুরী, সেই চারু অপাঙ্গদর্শন চাতুরী, বরতনু শ্রীকৃষ্ণের বাগ্বৈদগ্ধীর ন্যায় বচনচাতুরী, সঙ্কেতাগম চাতুরী, নব নব কেলি-কলা চাতুরী এবং সখীগণের সহিত পরীহাসোৎসবে যে চাতুরী তাহা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত সর্ব্বোপরি বিরাজ করুক ॥৬৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সখী সমভিব্যাহারে নাগরবর শ্যামসুন্দর সঙ্কেতকুঞ্জে আসিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইলেন। গ্রন্থকর্ত্তা এই পরাবধিপ্রাপ্ত যুগলমিলনোৎসব দর্শনে বিভোর হইয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার জয়ঘোষণা করিতেছেন—কান্ত-সমাগমে কেলিবিলাসিনীর বাম্যভাব বিদূরিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি তিনি ফুল-শরাসন তুল্য ভ্রূনর্ত্তন চাতুর্য্যে নাগরেন্দ্রের হৃদয়ে যেন শাণিত কন্দর্প শর বিদ্ধ করিতেছেন; ইহা অভিসার বিলম্বনের উপযুক্ত দণ্ড বটে। এই ভ্রূ-নর্ত্তন চাতুরী বাস্তবিকই ভুবনে অতুলনীয়া। ইহা জয়যুক্ত হউক।

এতদপেক্ষা চারু নেত্রাঞ্চল লীলাখেলন চাতুরী অতীব আশ্চর্য্য। যে হেতু, তিনি ভ্রূভঙ্গে বাম্যভাব প্রকাশ করিতেছেন, আবার চারু নয়নাপাঙ্গের লীলারঙ্গ চাতুর্য্যে দাক্ষিণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। রসিকামণির এই অপাঙ্গেক্ষণ চাতুরী ধন্য! ইহা জয়যুক্ত হউক!

উন্মীলন্মিথুনানুরাগ গরিমোদার স্ফুরন্মাধুরী
ধারাসারধুরীণ দিব্য ললিতানঙ্গোৎসবৈঃ খেলতোঃ।
রাধামাধবয়োঃ পরং ভবতু নশ্চিত্তে চিরার্ত্তিস্পৃশোঃ
কৌমারে নবকেলিশিল্পলহরী শিক্ষাদি দীক্ষারসঃ ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ।—উন্মীলন মিথুনানুরাগ গরিমোদার স্ফুরন্মাধুরী ধারাসারধুরীণ দিব্য ললিতানঙ্গোৎসবৈঃ খেলতোঃ (প্রফুল্লন্ যুগলানুরাগস্য যদ্গৌরবং তস্য উদার স্ফুরন্মাধুরী দেদীপ্যমানা যন্মাধুরী তস্যাঃ ধারাসারঃ ধারা সম্পাতঃ তস্য যঃ ধুরীণঃ ধুরন্ধরঃ স এব দিব্য ললিতানঙ্গঃ অপ্রাকৃতঃ ললিতকন্দর্পঃ তস্য যে উৎসবা স্তৈঃ ক্রীড়তোঃ) চিত্তে চিরার্ত্তিস্পৃশোশ্চ (চিত্তে দীর্ঘকালার্থমার্ত্তৌ স্পর্শঃ যয়োঃ তয়োঃ) রাধামাধবয়োঃ নবকেলিশিল্পলহরী শিক্ষাদি দীক্ষারসঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ যা নিত্যাভিনব কেলিকলা চাতুর্য্যলহরী তস্যাঃ যা শিক্ষাদি পরস্পরমুপদেশাদি তত্র যা দীক্ষা তনুষ্ঠানঃ তত্র যো রসঃ উন্নতোজ্জ্বলঃ রসঃ) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে পরং (শ্রেষ্ঠঃ) ভবতু ॥৬৫॥

অনুবাদ।—যাঁহারা উন্মালিত যুগলানুরাগ গরিমার দেদীপ্যমানা মাধুরী-ধারাসারধুরন্ধর দিব্য ললিতকন্দর্পের উৎসবের সহিত নিত্য ক্রীড়াশীল অথচ চিত্তে চিরখেদান্বিত, সেই শ্রীরাধামাধবের কৌমারকালেও যে নিত্যাভিনব কেলি কলা চাতুর্য্য লহরীর শিক্ষাদি দীক্ষারস, তাহা আমাদের সম্বন্ধে পরাবধি স্বরূপ হউক ॥৬৫॥

ইহা অপেক্ষা তাঁহার বাক্‌চাতুরী আরও অদ্ভুত। কেন না, একেই তো নবঘনরুচিশ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ শিরোমণি, শ্রীরাধা তাঁহাকেও যখন বাক্‌চাতুর্য্যে বশীভূত করিতেছেন, তখন এই বচন-চাতুরীর কি উপমা আছে? ইহা জয়যুক্ত হউক।

তদপেক্ষা সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীরাধাশ্যামের অভিসার চাতুর্য্য আরও বিস্ময়াবহ। বিশেষতঃ পরকীয়ারসে কুলাঙ্গনার পক্ষে এইরূপ অভিসার বাস্তবিকই বহুবাধা-বিঘ্নসঙ্কুল। শ্রীরাধা এই সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যখন কদম্বকুঞ্জে সম্মিলিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার এই সঙ্কেতাগম চাতুরী বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ইহা জয়যুক্ত হউক।

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম কেলিবিলাসের অমৃততরঙ্গে নিমগ্ন হইলে শ্রীরাধার কেলিকলার নৈপুণ্য দর্শনে সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা উল্লসিত হইয়া যেন বলিতেছেন, "শ্রীরাধার নবনব ক্রীড়াকলাচাতুরী জয়যুক্ত হউক। আহা! শ্রীরাধার অপূর্ব্ব কেলিকলা একেই তো নব শশীকলার ন্যায় নিত্য নূতনরূপে বৃদ্ধিশীলা, তাহাতে আজিকার এই কেলিকলার-চাতুর্য্য অতীব নয়নানন্দকর। ইহা জয়যুক্ত হউক।

আবার বিহারন্তে সখাগণের সহিত পরিহাসোৎসবে তাঁহার যে চাতুর্য্য তাহা যেমন সরস, তেমনই প্রীতিপদ। ইহা জয়যুক্ত হউক। ফলতঃ বিলাস-রঙ্গিনী শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গ চাতুর্য্য, অপাঙ্গ চাতুর্য্য, বচন চাতুর্য্য, সঙ্কেতাভিসার চাতুর্য্য, কেলিকলা চাতুর্য্য এবং পরিহাস চাতুর্য্য এই ষড়্‌বিধ বিলাস চাতুর্য্য জয়যুক্ত হউক অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষরূপে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুক। এই শ্লোকে শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রীরাধার ষড়চাতুর্য্য মহিমার উৎকর্ষ ধ্বনিত হইয়াছে ॥৬৪।

## তাৎপর্য্যার্থ।

ভজনান্দ গ্রন্থকার শ্রীরাধামাধবের নিভৃত লীলাবিলাসের পরাবধি দর্শন করিয়া সাধকোচিত ভাবে সশিষ্য সেই মধুর রসকেই পরতত্ত্ব স্বরূপে আশ্রয়ের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। আহা! শ্রীরাধামাধব দিব্য ললিত কন্দর্পের উৎসবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন অথচ চিত্তে চিরখেদান্বিত। যেস্থলে প্রচুর রূপে শৃঙ্গারের চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলিয়া জানিবে। যথা—"শৃঙ্গার প্রচুর চেষ্টা যত্র তং ললিতং বিদুঃ।" এস্থলে ললিত শব্দ ধীর ললিতকে নির্দ্দেশ করিতেছে। যে হেতু নাট্যজ্ঞেরা ধীর ললিতত্ব বিষয়ে সাধারণত কন্দর্পকেই উদাহরণ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধামাধব এই ললিত কন্দর্পের উৎসব অর্থাৎ প্রচুর শৃঙ্গার চেষ্টাময় মদনোৎসবের সহিত কেলিবিলাসপরায়ণ হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে প্রাকৃত অনঙ্গের প্রবেশাধিকার না থাকায় দিব্য শব্দে তাহার অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এই ললিত কন্দর্প কিরূপ?—উদ্দীপ্ত মিথুনানুরাগ-গরিমাস্ফুরিত-মাধুরী-ধারাসার-ধুরীণ অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ উন্মীলিত সেই অনুরাগের উন্নত গৌরব দীপ্ত মাধুরীধার সম্পাত বহনকারী। ফলতঃ পরস্পরের প্রতি উদ্দীপ্ত অনুরাগের গৌরবমাধুর্য্য বিশেষরূপে প্রকটিত বলিয়াই শ্রীরাধামাধব আজ দিব্য ললিত কন্দর্পোৎসবে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে ক্রীড়াশীল। আবার এই কেলিবিলাস উত্তরোত্তর অতৃপ্ত

কদা বা খেলন্তৌ ব্রজনগরবীথিষু হৃদয়ং
হরন্তৌ শ্রীরাধা ব্রজপতিকুমারৌ সুকৃতিনঃ।
অকস্মাৎ কৌমারে প্রকট নবকৈশোর বিভবৌ
প্রপশ্যন্ পূর্ণঃ স্যাম্ রহসি পরিহাসাদি নিরতৌ ॥৬৮॥

লালসাবর্দ্ধক। সুতরাং এই অতৃপ্ত লালসাই চির খেদের কারণ। অথবা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নবকৈশোর বিগ্রহ হইলেও ব্রজধামে তাঁহার কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই ত্রিবিধ বয়স শাস্ত্রসম্মত। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, তাহার পর যৌবন। কৌমার ও পৌগণ্ড ব্রজভিন্ন অন্য ধামে নাই। কৈশোর, ব্রজ ও মথুরা উভয় ধামেই প্রকাশিত হয়; সুতরাং বালগোপাল ও মদনগোপাল উভয় রূপই নিত্য ও পূর্ণ, উভয় রূপেই তিনি গোপীজনবল্লভ; কেবল সাধকের রুচিভেদে একই বিভু পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হন। যথা—

বালগোপালরূপঞ্চ স্মরগোপাল রূপিণং।
এবঞ্চ অব্যয়ং পূর্ণং বল্লবীবৃন্দ বল্লভং॥
ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথক্ বিভুঃ॥—পাদ্মে।

তাই ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা কৌমারেও শ্রীরাধামাধবের কেলিবিলাসের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এস্থলে কৌমার শব্দে কৌমারান্ত পৌগণ্ডের আরম্ভ বুঝিতে হইবে। অতএব কৌমারান্তে শ্রীরাধামাধব কেলিবিলাসানন্দে অতিমাত্র প্রীত হইয়াই যেন—"পঞ্চম বর্ষাবধি কৌমার কাল আমাদের বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে"—এইরূপ মনে মনে আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় সর্ব্বার্থপূর্ণ ও প্রেমসুখরসিক। সুতরাং সেই নিত্য নূতন বিগ্রহে সকলি সম্ভব হয়। অতএব শ্রীরাধাশ্যামের কৌমারেই এইরূপ নবকেলি শিল্পলহরী শিক্ষাদিদীক্ষারস আমাদের সম্বন্ধে পর অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে আস্বাদ্য হউক, ইহাই আমাদের (সশিষ্যাভিপ্রায়ে বা জগতের আশীর্ব্বাদরূপে অভিলাষ। কৌমারেই নব নব কেলীবিলাস-চাতুর্য্য-লহরী সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে উপদেশাদি এবং তাহার যে দীক্ষা অর্থাৎ সেই উপদেশানুসারে কার্য্যকরণ, এই শিক্ষা দীক্ষা সমন্বিত যে রস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস আমাদের পরতত্ত্ব স্বরূপে আশ্রয়নীয় হউক। এই উন্নত উজ্জ্বল রসই সকল রসের সার। যথা

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং ধ্যেয়ং বৃন্দাবন বনং।
শ্যামমেব পরং রূপমাদিরেব পরো রসঃ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ।—ব্রজনগরবীথিষু খেলন্তৌ ( বৃষভানু-পুরঃ নন্দবসতিশ্চ তয়োঃ নগরয়োঃ বর্ত্মসু ক্রীড়ন্তৌ ) সুকৃতিনঃ হৃদয়ং হরন্তৌ ( বহু সৌভাগ্যবতঃ জনস্য হৃদয়ং বশীকুর্ব্বন্তৌ ) অকস্মাৎ কৌমারে প্রকটনবকৈশোর বিভবৌ ( কৌমারে সহসৈব প্রকটো নবকৈশরস্য বিভবো যয়োস্তৌ ) রহসি পরিহাসাদি নিরতৌ ( রহঃস্থানে পরস্পর পরিহাসাদি লীলাবিহারে নিরতৌ ) শ্রীরাধা ব্রজপতিকুমারৌ ( শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ ) অহং কদা বা প্রপশ্যন্ পূর্ণঃ ( সফলকামঃ ) স্যাম্ ॥৬৬॥

অনুবাদ।—যাঁহারা সুকৃতি জনের হৃদয় হরণ করিয়া ব্রজনগরের পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং অকস্মাৎ সেই কৌমারকালেই যাহাদের নব কৈশোর বিভব প্রকটিত হওয়ায় রহঃ প্রদেশে যাইয়া পরস্পর পরিহাসাদি লীলাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই শ্রীরাধাব্রজেন্দ্রনন্দকে আমি কবে বা দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইব ? ॥৬৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধাগোবিন্দের কৌমারেই কেলীবিলাস নৈপুণ্যের যে উৎকর্ষ সূচিত করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই অপূর্ব্ব কেলীবিলাসের বিষয় বর্ণন করিতেছেন—

শ্রীরাধা মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র,এই তিনমাস পিত্রালয় বর্ষাণ অর্থাৎ বৃষভানুপুরে অবস্থান করেন। এই স্থান হইতেই খেলাছলে সর্ব্বানন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হয়। এই খেলাছলেই শ্রীরাধা, কখন বর্ষাণ হইতে নন্দ গোকুলে আসেন, কখন বা নাগর-সুন্দর নন্দনন্দন বর্ষাণে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপে একদিন শ্রীরাধা ও শ্রীব্রজপতিনন্দন পরস্পর সম্মিলনানন্দে ব্রজনগরের পথে পথে খেলা করিতেছেন। কৌমার কালহেতু তাঁহাদের সেই ক্রীড়ায় কেহ অসূয়া প্রকাশ করিতেছেন না। পরন্তু সুকৃতিজনের হৃদয় হরণ করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহারা ভাগ্যবান—যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ-প্রভাব আছে, তাঁহারা শ্রীরাধাশ্যামের সেই কৌমারসুলভ মনোহর ক্রীড়ারঙ্গ দর্শনে বিমোহিত হইতেছেন। পরম সুকৃতী না হইলে, সেরূপ ক্রীড়াদর্শন করিতে বা সে ক্রীড়ার ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে অন্যে অধিকারী হইতে পারে না। এই জন্যই সুকৃতীজনের হৃদয় হরণ করিয়া ব্রজের পথে পথে খেলা করিতেছেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ খেলা করিতে করিতে তাঁহারা সেই কৌমারেই অকস্মাৎ নবকৈশোর বিভব প্রকটিত করিলেন।

ক্রীড়াভেদে বৎসলরসে কৌমার বয়স, সখ্যরসে পৌগণ্ড উচিত হয়;

কিন্তু মধুর রসে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য রসিক-রসিকা আজ রস-কেলি বৈদগ্ধীর অবধি প্রদর্শনের নিমিত্ত কৌমারেই সহসা নবকৈশোর বিভব প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যকিশোরত্ব হেতু এবং রসপ্রধান শৃঙ্গার রসে তাহার শ্রেষ্ঠত্বপ্রযুক্ত বাল্য পৌগণ্ডভাব কেবল আবেশ মাত্র। ভক্ত-গণের নিষ্ঠাভেদেই এইরূপ বয়োভেদ প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ নিখিল নায়কাবস্থা প্রকাশিত হয়, শ্রীরাধিকাতেও প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে।

যথা স্যু নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতা ॥

অতএব নিত্য নূতন বিগ্রহে সকলই সম্ভব। মধুর রসে এই নবকৈশোরকে বয়ঃসন্ধি কহে। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধিবৈভব এইরূপ। যথা—

যান্তী শ্যামলতাং বিমুচ্য কপিশচ্ছায়াং স্মরক্ষ্মাপতে
র্দ্যাজ্ঞা লিপিবর্ণপঙ্‌ক্তি পদবীমাপ্নোতি লোমাবলী
বাঞ্ছত্যুচ্ছলিতু মানগভিনবাং তারুণ্যনীরচ্ছটাং
লব্ধা কিঞ্চিদধীর মক্ষিশফরদ্বন্দ্বঞ্চ কংসদ্বিষঃ ॥—উজ্জ্বলে।

তরুমূলস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—"প্রিয়সখি! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের লোমাবলী ধূসরকান্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্যামলতা লাভ করি-য়াছে। বোধ হয়, মদন রাজার আজ্ঞালিপি অর্থাৎ কুলাঙ্গনাগণের লজ্জাধৃতি পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্ম ধ্বংসন এবং গুরুপত্যাদি বঞ্চন, আর্য্যপথ ত্যাগ, বলাভিসার, চাপল্য-অধৃতি-উন্মাদাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত রাজানুশাসন পত্রের বর্ণপংক্তির সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আর উঁহার অভিনব তারুণ্যের কিঞ্চিৎ ছটা লাভ করিয়া তদীয় চঞ্চল নয়ন-শফরী-যুগল উচ্ছলিত হইতে বাঞ্ছা করি-তেছে। অতএব কংসারির মনোহর মধুররূপ দর্শন কর।

আবার শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিবৈভব কথিত হইয়াছে। যথা—

বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরত্যুচপয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বগুণী
স্বস্য ধ্বংসমবেত্যবৃষ্টি বিলিভিযোগং হ্রসন্মধ্যমং।
সাধুফলদ্বয়ং বিচিন্ময়তে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়া স্তনুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥

দূর হইতে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিতেছেন,—"বন্ধো! দেখ, দেখ, নবযৌবন ভূপতি শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করাতে গুণী নিতম্ব স্বীয় উন্নতি জানিয়া উল্লাস কিঙ্কিণিবাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। বক্ষদেশ

ধম্মিল্লং তে নবপরিমলৈরুল্লসৎফুল্লমল্লী-
মালং ভাল স্থলমপি লসৎ সান্দ্রসিন্দুরবিন্দু।
দীর্ঘাপাঙ্গচ্ছবিমনুপমাং চারুচন্দ্রাংশুহাসং
প্রেমোল্লাসং তব তু কুচয়োর্দ্বন্দ্বমন্তঃ স্মরামি ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! অহং তে (তব) নবপরিমলৈঃ উল্লসৎ ফুল্লমল্লামালং ধম্মিল্লং (নবঃ সদ্যোজাতঃ পরিমলৈঃ হৃদ্যাসুগন্ধৈঃ উল্লসৎ ফুল্লা যা মল্লী মল্লিকা তন্মালিকা বিদ্যতে যস্মিন্ তং ধম্মিলং কুসুমগর্ভো-মৌক্তিক-পদ্মরাগনাতকাদিনা বহিঃ সংযতং বদ্ধং কেশ-কলাপং) স্মরামি, 'ক্রমারোহেণ' পুনরহং তব লসৎ সান্দ্র সিন্দুরবিন্দু ভালচ্ছলমপি (নিবিড় সিন্দুরবিন্দু বিদ্যতে যস্মিং স্তং ললাটদেশমপি) স্মরামি, পুনরনুপমাং দীর্ঘাপাঙ্গচ্ছবিং স্মরামি, প্রেমোল্লাসং চারুচন্দ্রাংশুহাসং (প্রেম্নঃ উল্লসনং যস্মাত্তং চারুচন্দ্রকিরণতুল্যং হাস্তং) তু তব কুচয়োর্দ্বন্দ্বমন্তঃ স্মরামি ॥৬৭॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! তোমার নব পরিমল-সমন্বিত প্রফুল্ল মল্লিকামালা-বেষ্টিত ধম্মিল্ল (খোঁপা) নিবিড় সিন্দুরবিন্দু পরিশোভিত ললাটদেশ, অনুপমা-দীর্ঘাপাঙ্গছবি, প্রেমোল্লাসপূর্ণ চারুচন্দ্রাংশু হাস্ত এবং তোমার বক্ষদ্বয়ের রহস্য-, তাকে স্মরণ করি ॥৬৭॥

যৌবনরাজকে উপহার দিবার জন্ত দুইটী সৎফল সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং ক্ষীণ মধ্যদেশ স্বীয় ধ্বংস সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া অর্থাৎ নিতম্বের ন্যায় গুণ না থাকায় এবং বক্ষের ন্তায় উপহারযোগ্য দ্রব্য না থাকায় রাজকর প্রদানে অক্ষম হেতু এই রাজা হইতেই আমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, বিশেষতঃ আমি মধ্যম, উত্তম নহি; সুতরাং আমার বলীর সাহায্যগ্রহণ কর্ত্তব্য—যদি কোন গতিকে জীবিত থাকিতে পারি—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ত্রিবলীর সাহায্যগ্রহণ করিল।

এইরূপ সহসা নবকৈশোর বিভই প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরাধাশ্যাম কেলীবিলাসাভি-লাষে রহঃ অর্থাৎ অন্যের অপ্রবিশ্য নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া পরস্পর পরি-হাসাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে "আদি"পদে বিহার পর্য্যন্ত সূচিত হইয়াছে। সে কেলিবিলাস দর্শনে বা পরিহাসাদি বাক্য শ্রবণে মঞ্জরীগণ ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই বলিয়াই 'রহঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই, গ্রন্থকর্ত্তা সেই অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—হায়!

আমি উক্তরূপ লীলাবিলাসনিমগ্ন শ্রীরাধামাধবকে কবে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিবার পূর্ণাধিকারিণী হইব? অথবা কবে তাঁহাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইব? ইহাই তাৎপর্য্য ॥৬৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

স্মরণই রাগানুগা ভক্তির সাধন। এজন্য শ্রীরাধার সেই নবকৈশোর বৈভব দর্শনে কৃতার্থ হইয়াও ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা তাহা পুনরায় সাক্ষাৎভাবে স্মরণ করিতেছেন,—"হে শ্রীরাধে! তুমি শ্যাম-বিলাসের উপযোগী নবকৈশোর বিভবশালিনী হইয়া যেন কেলি-কুঞ্জে কান্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলে, তখন তোমার ধম্মিল্ল ( খোঁপা ) নব-পরিমল সমন্বিত প্রফুল্ল মল্লিকামালায় চমৎকার শোভিত হইয়াছিল। আহা! সে সম্বদ্ধ-সংযত কেশ-কলাপের শোভা আমার পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতেছে। তারপর তোমার সেই নিবিড় রক্তবর্ণ সিন্দুরবিন্দু পরিশোভিত ললাটদেশ,—যাহা উজ্জ্বল সান্ধ্যতারকাশোভিত গোধূলীগগনের শোভাকেও পরাস্ত করিয়াছিল; মরি! মরি! তাহা এখনও আমার স্মরণপটে দীপ্তি পাইতেছে। আবার প্রিয়তমের প্রতি তোমার সেই আয়তাপাঙ্গের অনুপমা দৃষ্টিছবি যাহা পূর্ণানুরাগের অপূর্ব্বতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা এখনও আমার স্মরণপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। আর কান্তের পরিহাস রঙ্গময়ী কথা শুনিয়া তোমার বদনকমলে চন্দ্র-কিরণতুল্য যে হাস্য-কৌমুদী বিভাসিত হইয়া উঠে, তাহা রসিকেন্দ্রের বিশেষ প্রেমোল্লাসপ্রদ হইয়াছিল। আহা! সেই হাস্যমাধুরী আমার স্মরণপথে উদিত হইয়া প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতা বিস্তার করিতেছে। অনন্তর রসিকেন্দ্র প্রেম-পুলকভরে তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলে, তোমার উন্নত বক্ষোজদ্বয়ের যে রহস্য ( বন্দ্বতা ) সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা অতীব অদ্ভুত।

"উরজ উতুঙ্গ, কুম্ভপর হরি উর,
রাজত অদভুত রীত।
বিনহি ধরা, কিয়ে কনক ধরাধর,
নমিত জলদভরে ভীত॥"

অর্থাৎ উন্নত উরজ কুম্ভের উপরে আজ অদ্ভুতরীতিতে হরির বক্ষদেশ সংস্থিত। বোধ হইতেছে, যেন ধরা স্পর্শ না করিয়াই কনকাচল অবস্থিত রহিয়াছে অথবা জলদভারে ভীত হইয়া যেন অবনমিত হইয়া পড়িয়াছে। আহা, এ বিলাস-রহস্য আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। এজন্য আমি বারম্বার স্মরণ করিতেছি।

লক্ষ্মী কোটি বিলক্ষ্যলক্ষণ লসল্লীলাকিশোরীশতৈ-
রারাধ্যং ব্রজমণ্ডলেঽতি মধুরং রাধাভিধানং পরং।
জ্যোতিঃ কিঞ্চন পিঞ্চদুজ্জ্বলরসপ্রাগ্ভাবমাবির্ভব-
দ্রাধে চেতসি ভূরিভাগ্যবিভবৈঃ কস্যাপ্যহোজৃম্ভতে ।।৬৮।।

অন্বয়ঃ।—অহো (আশ্চর্য্যে) ব্রজমণ্ডলে লক্ষ্মীকোটীবিলক্ষ্যলক্ষণলসল্লীলা-কিশোরীশতৈরারাধ্যং (ব্রজমণ্ডলে কোটী লক্ষ্মীণাং বিশেষণে লক্ষণীয়ং যল্লক্ষণং তল্লসৎ শোভায়মানং লীলায়ং যাসু; তাভিঃ কিশোরীশতৈঃ শতশতব্রজ-রামাভিঃ আরাধ্যং) কিঞ্চন জ্যোতিঃ সিঞ্চদুজ্জ্বল রস প্রাগ্ভাবং (শ্যাম-জ্যোতিঃ সিঞ্চৎ য উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্মিন্ রসে প্রাগ্ভাবং প্রাকৃসত্তা যস্য তং) অতি মধুরং 'তস্মাৎ' পরং (শ্রেষ্ঠতমং) রাধাভিধানং (রাধেতি নামধেয়ং) কস্যাপি (অনির্ব্বচনীয়স্যাপি) আবির্ভবদ্রাধে চেতসি (ধ্যানেন আবির্ভবতি রাধা যস্মিং স্তস্মিন্ চিত্তে) ভূরিভাগ্য বিভবৈঃ (বহু-সৌভাগ্য সম্পাদ্ভিঃ) জৃম্ভতে (বিস্তারং প্রাপ্নোতি) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ।—লীলায় যাঁহাদের কোটী লক্ষ্মীর লক্ষণীয় লক্ষণনিচয় শোভা পায়, সেই শতশত ব্রজকিশোরীগণের দ্বারা সেবনীয় এবং কি এক জ্যোতিসিঞ্চনকারী উজ্জ্বলরসে প্রাগ্ভাব স্বরূপ, অতি মধুর শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধানাম, ব্রজমণ্ডলে কোন এক ভাগ্যবানের শ্রীরাধা-ধ্যানবিভাবিত চিত্তে বহু সৌভাগ্যসম্পদ দ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন ॥৬৮॥

সংক্ষেপে পঞ্চোপচারে পূজার ন্যায় নবকৈশোর বিভবের এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা যেন অষ্টকার বিলাস-লীলা সংক্ষেপে সম্পাদিত হইয়াছে। খেলা ছলে অকস্মাৎ নবকৈশোর বিভব প্রকটনই এরূপ সংক্ষেপের কারণ বুঝিতে হইবে, তথাপি ইহার এমনই মাধুর্য্য, আমি ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাই তাৎপর্য্য ॥৬৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

স্মরণাঙ্গ ভক্তিসাধন প্রভাবে অভীষ্টের ধ্যানমূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে নামনামী স্বরূপতঃ অভেদ হেতু অভীষ্টের মঙ্গল-মধুর নামও হৃদয়ে স্বতঃ স্ফুরিত হইয়া থাকেন। আবার নামের স্ফুর্ত্তি হইলে সেই নামীর পরমানন্দ স্বরূপও হৃদয় প্রেতিভাত হইয়া থাকেন। যথা ভগবৎসন্দর্ভে—

যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে
তদেব নামরূপেণ রাগাদিবিতি স্থিতং।
তস্মান্নাম নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎ
সাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব॥

তাই, পূর্ব্বোক্ত স্মরণ-প্রভাবে শ্রীরাধার ধ্যানমূর্ত্তি শ্রীপাদ্ গ্রন্থকারের হৃদয়ে প্রতিভাত হওয়ায় নামনামী স্বরূপতঃ অভেদ হেতু শ্রীরাধানামের স্ফূর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন—"আহা! ব্রজমণ্ডলে কোন এক ব্যক্তির শ্রীরাধা-ধ্যান-মূর্ত্তি-বিভাবিত হৃদয়ে সেই অতি মধুর শ্রীরাধা নাম বহুসৌভাগ্যসম্পদ দ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন। জীব পুণ্যপুঞ্জ-প্রভাবে সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত না হইলে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধা নাম স্ফুরিত হন না বা শ্রীরাধা ধ্যানমূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হন না। শ্রীকৃষ্ণ বহিয়াছেন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা হত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥

অর্থাৎ হে পার্থ! ত্রিভুবনের মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা যেহেতু তথায় বৃন্দাবন নামক পুরী বিরাজ করিতেছেন, আবার এই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপিকাই ধন্যা, যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে আমার রাধিকা নাম্নী গোপী রহিয়াছেন।

অতএব যে শ্রীরাধা সম্বন্ধে গোপিকাগণ ধন্যা হইয়াছেন; সেই শ্রীরাধামূর্ত্তিও শ্রীরাধানাম যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর আবির্ভূত, তিনি যে ভূরিভাগ্যবান্ তাহাতে সন্দেহ কি? আবার ব্রজবিপিনের তৃণ ভস্মাদির যে সৌভাগ্য জগৎপূজ্য জগৎ-স্রষ্টা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মারও সে সৌভাগ্য প্রার্থনীয়। যথা—

"তদ্ভূরিভাগ্যেমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং॥"—শ্রীভাঃ

হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীবৃন্দাবনে কোন কোমল তৃণ দুর্ব্বাদিরূপে জন্মলাভ করাও মহদ্ভাগ্য, কেন না, তাহাতে তোমার প্রিয়সখাদি ব্রজবাসিগণের চরণ বিন্যাস-রূপ সৌভাগ্যলাভ হয় কিন্তু মাদৃশ অযোগ্যের পক্ষে ইহা অতি দুর্লভ। সুতরাং গোকুলনগরপ্রান্তে কোন নীচজাতির পাদপীঠ শিলাপট্টরূপে জন্মলাভ হইলেও পরম সৌভাগ্য, যেহেতু তাঁহাদের চরণরেণুতে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মা এই আনন্দ-লীলারস বিগ্রহের যে লীলা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন, উহা তাঁহার বাৎসল্যলীলা। ব্রজের উজ্জ্বল মধুর লীলায় ব্রহ্মার প্রবেশাধিকার নাই।

অতএব এতাদৃশ দুর্ল্লভ শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া যাঁহারা হৃদয়ে শ্রীমূর্ত্তি-

ধারণ ও বদনে শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য মহিমা কে বর্ণন করিতে সক্ষম ?

ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার আপনাকে এরূপ পরম সৌভাগ্যবান্ প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই যেন "কস্যাপি" ( কোন এক ব্যক্তির ) বলিয়া আত্ম-সঙ্গোপন করিয়াছেন।

এই শ্রীরাধাভিধান কিরূপ ?—লীলায় যাঁহাদের কোটি লক্ষ্মীর লক্ষণীয় লক্ষণ-নিচয় শোভা পায়, সেই শতশত ব্রজকিশোরীগণের দ্বারা সেবনীয়। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় ব্রজগোপীদের যে সৌভাগ্য সম্পদ,তাহা বৈকুণ্ঠবিলাসিনী মহালক্ষ্মীরও স্পৃহ-নীয়। যেহেতু তিনি ব্রজগোপীদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই। যথা-

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ.উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥—শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ও তদ্দ্বারা পূর্ণ মনো-রথ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য কামিনীগণের কথা দূরে থাকুক, পদ্মগন্ধা ও পদ্মকান্তি স্বর্গ-কামিনীগণও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই ; এমন কি, একান্ত রতিমতী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।

এই জন্যই গোপিকাগণকে কোটি লক্ষ্মীর লক্ষণে বিভূষিতা বলা হইয়াছে। এস্থলে কোটি লক্ষ্মী শব্দে অসংখ্যত্ব হেতু গোপিকাদের সহিত লক্ষ্মীর উপমা-রাহিত্য সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধানাম এ হেন শতশত ব্রজসুন্দরীগণের দ্বারাও আরাধনীয়। আবার ইহা কোন এক জ্যোতিসিঞ্চনকারী উজ্জ্বলরসে প্রাগ্ভাব স্বরূপ। উজ্জ্বলরসকেই শৃঙ্গার রস কহে। "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বল ইত্যমরঃ"। শ্রীনন্দনন্দনই এই শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি। "শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব" ইত্যাদি শ্লোকই প্রমাণ। এই উজ্জ্বলরসে "শ্যাম" রূপই শ্রেষ্ঠ। "কিঞ্চন জ্যোতি" বাক্য সেই শ্যামরূপই নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রীরাধানাম এই শ্যামজ্যোতি সর্ব্বদা ভক্তগণের হৃদয়ে সেচন করিয়া থাকেন অথবা শ্যামজ্যোতিসিঞ্চনকারী শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রসে ( উজ্জ্বলরসে ) প্রাগ্ভাব অর্থাৎ আদি মূল সত্ত্বাস্বরূপ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণনামের পূর্ব্বে শ্রীরাধানামের উল্লেখ করিতে হয়। এই শ্রীরাধানাম অতি মধুর, অতি মিষ্টতর বা ইষ্টতর। যথা রাস সাগরে—

তজ্জীয়ান্নবযৌবনোদয় মহালাবণ্যলীলাময়ং
সান্দ্রানন্দঘনানুরাগঘটিত শ্রীমূর্ত্তি সম্মোহনম্।
বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জকেলিললিতং কাশ্মীর গৌরচ্ছবিং
শ্রীগোবিন্দ ইব ব্রজেন্দ্রগৃহিণী প্রেমৈকপাত্রং মহঃ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ। – নবযৌবনোদয়মহালাবণ্যলীলাময়ং (নবযৌবনস্য উদয়ে যন্মহালাবণ্যং তল্লীলাময়ং যৎ) সান্দ্রানন্দঘনানুরাগ-ঘটিত শ্রীমূর্ত্তিসম্মোহনং (সান্দ্রানন্দঘনঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য অনুরাগ রচিতা যা শোভনামূর্ত্তি স্তাং সম্মোহয়তি যৎ) বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জ-কেলিললিতং (বৃন্দাবনে যানি নিকুঞ্জানি তেষু কেলিকরণে ললিতং সুন্দরং যৎ) কাশ্মীর গৌরচ্ছবিং (কুঙ্কুমবদ্গৌরচ্ছবিদীপ্তির্যস্য) শ্রীগোবিন্দইব ব্রজেন্দ্রগৃহিণী প্রেমৈকপাত্রং (ব্রজেন্দ্রঃ নন্দ স্তদ্গৃহিণী যশোদা চ ব্রজেন্দ্রো বৃষভানু স্তদ্গৃহিণী কীর্ত্তিদা তয়োঃ শ্রীগোবিন্দইব প্রীতের্বিষয়ং যৎ) তন্মহঃ (রূপ-মাধুর্য্যং) জীয়াৎ (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততু) ॥৬৯॥

অনুবাদ।—যাহা নবযৌবনোদয়ে মহালাবণ্যলীলাময়, যাহা সান্দ্রানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগঘটিত শ্রীমূর্ত্তিরও সম্মোহনকারী, যাহা শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জকেলি বিষয়ে সুন্দর এবং শ্রীগোবিন্দের ন্যায় ব্রজেন্দ্রগৃহিণীর একমাত্র প্রীতির বিষয়, সেই কুঙ্কুম-গৌরচ্ছবি শ্রীরাধারূপমাধুর্য্য জয়যুক্ত হউক ॥৬৯॥

মৃদ্বীকা রসিতা সিতা সমসিতা স্ফীতং নিপীতং পয়ঃ
স্বর্যাতেন সুধাপ্যপায়ি কতিধা রম্ভাধর খণ্ডিতঃ।
সত্যং ব্রূহি মদীয়জীব ভবতা ভূয়ো ভবে ভ্রাম্যতা
রাধেত্যক্ষরযোরয়ং মধুরিমোদ্গারঃ কচিল্লক্ষিতঃ ॥

অর্থাৎ হে জীব! তুমি সংসারে বহুতর ভ্রমণ করিতে করিতে কখন দ্রাক্ষা-রসরসিত শর্করা আস্বাদন করিয়া থাকিবে, কিম্বা সমশর্কর দুগ্ধও পান করিয়া থাকিবে অথবা কখন স্বর্গে যাইয়া রম্ভাধরখণ্ডিত সুধারও কতবার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি,'রাধা' এই অক্ষরদ্বয়ে যে মধুরিমো-দ্গার তাহা কোথাও দেখিয়াছ কি?

অতএব শ্রীরাধানামে যে মধুরতা তাহা কি পার্থিব কি অপার্থিব কোন পদার্থেই নাই; সুতরাং অতুলনীয়। এইরূপ অতুলনীয় বলিয়াই 'পর' অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠতম। ব্রহ্মাদি অপেক্ষা ভাগ্যবান না হইলে এ হেন শ্রীরাধা নাম কাহারও হৃদয়ে বিস্তার প্রাপ্ত হন না। ইহাই তাৎপর্য্য. ॥৬৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীরাধার নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ভজনানন্দ গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন—"আহা! সেই কুঙ্কুম গৌরচ্ছবি শ্রীরাধার মহঃ অর্থাৎ রূপমাধুর্য্য জয়যুক্ত হউক। মহঃ শব্দের অর্থে—উৎসব, দীপ্তি, চন্দ্র, তেজ ও শ্রেষ্ঠ যশ। শ্রীরাধার এই রূপমাধুর্য্য নবযৌবনোদয়ে মহা-লাবণ্য লীলাময়। সহসা বয়ঃসন্ধির উদয় হওয়ায় শ্রীরাধার কনকাঙ্গে যে মহা-লাবণ্য বিকশিত হইয়াছে,শ্রীরাধারূপমাধুর্য্য, সেই চাকচিক্য শোভাসম্ভারে উদ্ভা-সিত অর্থাৎ শ্রীরাধারূপ, নবযৌবনের কমনীয় কান্তিতে অতীব মনোহর। এই জন্য ইহা সান্দ্রানন্দ ঘনানুরাগ ঘটিত শ্রীমূর্ত্তিরও সম্মোহন। শ্রীরাধার রূপ, নবযৌব-নের লাবণ্যলীলাময় হেতু ঔজ্জ্বল্যের পরাবধি হইয়াও এমনই স্নিগ্ধ মধুর, এমনই মনোহর; তাহা সান্দ্রানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগরচিত শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ শৃঙ্গার রস-রাজমূর্ত্তিরও মন হরণ করে। শ্রুতি যাহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন, তিনিই আনন্দস্বরূপ, তিনিই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। এই আনন্দ হইতে নিখিল জীবের উৎপত্তি হইতেছে, আনন্দ দ্বারাই সেই জীবনিচয় জীবিত হইতেছে, আনন্দকে জানিতেছে এবং অন্তে আনন্দতেই প্রবেশ করিতেছে। যথা—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে, আনন্দেনৈব
জাতাদি জীবন্তি আনন্দং প্রত্যয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি ॥—শ্রুতি।

এই শ্রুতিতে অপাদান, করণ, কর্ম্মাদি কারকের নির্দ্দেশ হেতু স্পষ্টতঃই পরমতত্ত্বের সাকারত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। শ্রীভগবানের এই আকার অপ্রাকৃত। তবে শ্রুতি যে নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা সবিশেষ আনন্দেরই আশ্রয়ীভূত। যথা—

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোহচ্যুতেমতঃ॥ —হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্।

অর্থাৎ আনন্দ দুইপ্রকার, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। অমূর্ত্তের আশ্রয় মূর্ত্তানন্দ, সেই মূর্ত্তানন্দই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দঘনমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপিণী ভক্তিতেই অবস্থিত। যথা—

ভক্তিরেব ভূয়সীতি বিজ্ঞানানন্দং ঘনঃ
সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।—শ্রুতি।

এস্থলে ঘন শব্দের অর্থ মূর্ত্ত। যথা—বিজ্ঞান ঘনা অর্থাৎ মূর্ত্তবিজ্ঞানরূপা, আনন্দঘনা অর্থাৎ মূর্ত্তানন্দরূপা। মূর্ত্তৌ ঘন ইতি পাণিনি সূত্রম্। মূর্ত্তৌ কাঠিন্যেঽর্থে অন্তেস্থাৎ ঘনশ্চাদেশ ইতি সূত্রার্থঃ॥

অতএব অনুরাগ প্রভাবে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে নিবিড় আনন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণের যে সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তির বিকাশ হয়, সে আনন্দময় স্বরূপের মহিমা কে বলিতে পারে? সে শ্রীমূর্ত্তির মোহন-মাধুর্য্যে নিখিল চরাচর বিমোহিত হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরাধাররূপমাধুর্য্য সেই আনন্দ ঘন শ্রীমূর্ত্তিকেও সম্মোহিত করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রীরাধারূপমাধুর্য্যে যে অধিক মোহনত্ব বিদ্যমান তাহা এতদ্দ্বারা সূচিত হইল। শ্রীরাধা-কান্তির মাধুরী মাহাত্ম্যেই না আমাদের আনন্দমূর্ত্তি শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ধারণ! ধন্য!!

আবার "সান্দ্রানন্দঘনানুরাগ ঘটিত শ্রীমূর্ত্তি" এই বাক্যে আর একটী তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ, সেই কৃষ্ণানুরাগযুক্ত "শ্রী" অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্বরূপকেও যাহা বিমুগ্ধ করে। যে কমলার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য সুরগণও তপস্যা করেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের রজোরাশি কামনা করিয়া থাকেন। যথা—"শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে" ইত্যাদি। শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্য সেই কৃষ্ণানুরাগবতী লক্ষ্মীর স্বরূপকেও বিমোহিত করেন। "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা" এই শ্লোকই উহার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বসয়ে তাঁহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥"

শ্রীরাধারূপের এরূপ মনোহারিতার কারণ এই যে, ইহা শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ কেলিললিত অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের নিধুনিকুঞ্জে উজ্জ্বল রসক্রীড়ার ললিতত্বে সুন্দর। শৃঙ্গার ভাবজ ক্রিয়া বিশেষের নাম ললিত। যথা—

বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরাঃ।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদীরিতং॥—উজ্জ্বলে।

অর্থাৎ যাহাতে অঙ্গ সমূহের বিন্যাস ভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত কহে।

আবার শ্রীরাধার এই রূপ-মাধুর্য্য শ্রীগোবিন্দের ঘনশ্যাম কান্তির ন্যায় ব্রজেন্দ্র-গৃহিণীদ্বয়ের অর্থাৎ বৃষভানুগৃহিণী কীর্ত্তিদা এবং নন্দগৃহিণী যশোদা উভয়েরই প্রীতির বিষয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মধুর শ্যামরূপ দর্শন করিলে কি মনে মনে চিন্তা করিলে বা কাহারও মুখে সে রূপের কথা শুনিলে যেমন হৃদয়ে বিমল স্নেহের অনন্ত প্রবাহ উথলিয়া উঠে, সেইরূপ শ্রীরাধার গৌরকান্তি দর্শনে উভয়ে স্নেহাপ্লুত হইয়া থাকেন।

যথা।—উজ্জ্বলে—

প্রেমমূর্ত্তিভিরেব নির্ম্মলে বেধসানু বৃষভানুনন্দিনী।

যাদৃশাং পদমিতা মনাংসি নঃ স্নেহয়ত্যখিল গোষ্ঠবাসিনাং॥

একদা প্রাতঃকালে শ্রীরাধাকে পাককরণার্থ নিজগৃহে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী কহিলেন,—সখি! বিধাতা কি শ্রীরাধার অঙ্গ প্রেমসমূহ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কেন না, উহাকে অবলোকন করিলে আমার ও অন্যান্য সমস্ত গোষ্ঠ-বাসীর মন স্নেহরসে পরিপ্লুত হয়।

আর একদিবস শ্রীমতি, যশোদার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া লজ্জায় বদন আবরণ করত তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী কহিলেন—

ন সুতাসি কীর্ত্তিদায়াঃ কিন্তু মমৈবেতি ভধ্যমাখ্যামি।

প্রাণিমি বীক্ষ মুখস্তে কৃষ্ণস্তেবেতি কিং ত্রপসে॥

বৎসে! লজ্জা কি? তুমি ত কীর্ত্তিদার কন্যা নও, সত্য বলিতেছি, তুমি আমারই কন্যা। যেরূপ কৃষ্ণের মুখকমল অবলোকন করিয়া স্নিগ্ধনেত্র হই, সেইরূপ তোমার বদনবিধু সন্দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হই।

বিশেষতঃ—

"গৌর তেজো বিনাযস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।

জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে॥"

এই চমৎকার সর্ব্বজনমনোহর শ্রীরাধারূপ-মাধুর্য্য কিরূপ বর্ণবিশিষ্ট?—কাশ্মীর গৌরচ্ছবি অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কাশ্মীর দেশোৎপন্ন কুঙ্কুমের ন্যায় গৌরপ্রভা-বিশিষ্ট।

সিদ্ধভক্ত গ্রন্থকারের হৃদয়ে শ্রীরাধার ধ্যানমূর্ত্তি আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহার মধুররূপমাধুর্য্যে হৃদয় উল্লাসিত হইয়াছে; এই সৌভাগ্যগর্ব্বে বিমুগ্ধ হইয়াই যেন গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীরাধার অতুলনীয় রূপমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন॥৬৯॥

প্রেমানন্দরসৈকবারিধি মহাকল্লোলমালাকুলা
ব্যালোলারুণ-লোচনাঞ্চল চমৎকারেণ সঞ্চিন্বতী।
কিঞ্চিৎ কেলিকলামহোৎসবমহো বৃন্দাটবীমন্দিরে
নন্দত্যদ্ভুতকামবৈভবময়ীরাধা জগন্মোহিনী ॥৭০॥

অন্বয়ঃ। অহো! (আশ্চর্য্য) প্রেমানন্দরসৈকবারিধি মহাকল্লোল মালাকুলা (শ্রীকৃষ্ণ এব প্রেমানন্দরসৈক সমুদ্র স্তস্য যো মহাকল্লোলঃ ক্রীড়ণ স্তস্য যা মালাশ্রেণী তয়া আকুলা বিহ্বলা যা সা) ব্যালোলারুণ লোচনাঞ্চল চমৎকারেণ কিঞ্চিৎ কেলিকলা মহোৎসবং সঞ্চিন্বতী (চঞ্চলারুণ নয়নাপাঙ্গয়ক্ষপণ চাতুর্য্যেন কিঞ্চিৎ কেলিকলায়াঃ কৌশলস্য মহোৎসবং আনন্দময় ব্যাপারং বিচিন্বতী বিচারয়তী যা সা) অদ্ভুতকামবৈভবময়ী (অদ্ভুতো যঃ কামঃ প্রেমা তস্য যদ্বৈভবং তন্ময়ী যা সা) চ জগন্মোহিনী রাধা বৃন্দাটবী মন্দিরে (বৃন্দাবন-নিকুঞ্জ মন্দিরে) নন্দতি (আনন্দং প্রাপ্নোতি) ॥৭০॥

অনুবাদ। আহা! যিনি প্রেমানন্দরসবারিধির (শ্রীকৃষ্ণের) মহাকল্লোল মালায় আকুলিতা হইয়া চঞ্চলারুণ নয়নাপাঙ্গ চাতুরী দ্বারা কেলিকলা মহোৎসবের কিছু বিচার করিতেছে, সেই অদ্ভুত কামবৈভবময়ী জগন্মোহিনী শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরে আনন্দিত হইতেছেন ॥৭০॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরাধার যে রূপমাধুর্য্য শ্রীবৃন্দাবনের নিধু-নিকুঞ্জে উজ্জ্বলরস-ক্রীড়ার ললিতত্বে সুন্দর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, ভাগ্যবান গ্রন্থকার স্বীয় ভাবনা পদবীতে সেই অপূর্ব্ব রাধারূপ মাধুর্য্যের রসাস্বাদন করিতে করিতে সিদ্ধ ভাবের উদয়ে শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জমন্দিরে উপনীত হইয়া যেন সাক্ষাৎভাবে সেই কুঞ্জক্রীড়া সন্দর্শন পূর্ব্বক বর্ণনা করিতেছেন,—"আহা! আজ জগন্মোহিনী শ্রীরাধা অদ্ভুত কামবৈভবময়ীরূপে শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরে আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন। ভুবনমোহন যে শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীরাধা তাঁহারও মনোমোহিনী। অথবা সখীগণ কি তদ্ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ ব্যতীত জগতের কেহই, এমন কি, ব্রহ্মাদি দেবতা ও পবন পর্য্যন্ত তাঁহার সে নিভৃত নিকুঞ্জ লীলার বিষয় জানিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদিগকে এরূপ মুগ্ধকরণের নিমিত্তই তিনি জগন্মোহিনী। আবার তিনি

বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জ সীমনিনবপ্রেমানুভাবভ্রমদ্
ভ্রুভঙ্গীলবমোহিত ব্রজমণি র্ভক্তৈক চিন্তামণিঃ।
সান্দ্রানন্দ রসামৃতশ্রবমণিঃ প্রোদ্দামবিদ্যুল্লতা-
কোটিজ্যোতি রুদেতি কাপি রমণীচূড়ামণির্মোহিনী ॥৭১॥

অন্বয়ঃ।—কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) নবপ্রেমানুভাব ভ্রমদ্ভ্রূভঙ্গী লবমোহিত ব্রজমণিঃ (নবপ্রেমানুভাবেন ভ্রমদ্ যো ভ্রূভঙ্গী তস্য যো লবঃ কণা তয়া মোহিতঃ ব্রজমণিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যয়া সা) সান্দ্রানন্দরসামৃতশ্রবমণিঃ (নিবিড়ং যদানন্দ রসামৃতং তস্য শ্রবন্মণিঃ নির্ঝররূপেতিভাবঃ) ভক্তৈক চিন্তামণিঃ (ভক্তানাং সর্ব্বাভীষ্ট সাধক মণিস্বরূপা) প্রোদ্দাম বিদ্যুল্লতা কোটিজ্যোতিঃ (প্রদীপ্তবিদ্যুল্লতাকোটীনাং দীপ্তি র্যস্যাং সা) মোহিনী (জগন্মোহিনী) রমণী চূড়ামণিঃ (ব্রজরমণীনাং চূড়ামণিঃ শ্রীরাধেত্যর্থ) বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জসীমনি (বৃন্দাবনস্থ-নিকুঞ্জস্য সীম্নি) উদেতি (আবির্ভবতি) ॥৭১॥

অনুবাদ।—ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নবপ্রেমানুভাব চঞ্চল ভ্রূভঙ্গ লবদ্বারা বিমোহিত, যিনি ভক্তৈক চিন্তামণি ও নিবিড় আনন্দরসামৃতের নির্ঝরমণিস্বরূপা এবং উদ্দীপ্ত কোটি বিদ্যুল্লতার ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই ভুবনমোহিনী কোন এক রমণীচূড়ামণি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জসীমায় আবির্ভূতা হইতেছেন ॥৭১॥

অদ্ভুত কামবৈভবময়ী বলিয়াই এরূপ ভুবনমোহিনী শিরোমণি। এস্থলে "কাম" শব্দে "প্রেম" বুঝিতে হইবে। যেহেতু, ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে যে কাম তাহা প্রেমের অবান্তর মাত্র। যথা—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাং।" সুতরাং শ্রীরাধা অদ্ভুত প্রেম বৈভবময়ীরূপে বিরাজ করিতেছেন। অদ্ভুত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধা স্বীয় লোলারুণ-লোচনাঞ্চল-চারুতা দ্বারা যেন আজ শ্রীযুগল-প্রেম-সম্মিলন রূপ কেলি-কৌশল মহোৎসবের কিছু বিচার করিতেছেন। এ বিচার শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-বিলাসে পরস্পরের জয় পরাজয়ের বিচার বুঝিতে হইবে। সুতরাং যিনি পরাবধি-প্রেম লীলার বিচারক্ষমা, তিনি যে অদ্ভুত প্রেম-বৈভবময়ী তাহাতে সন্দেহ কি? অহো! কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশী বিভবশালিনী হইয়াও আজ তিনি প্রেমানন্দ-রসবারিধির মহাকল্লোলমালা দ্বারা আকুলা হইয়া আনন্দপ্রাপ্ত হইতেছেন। এস্থলে প্রেমানন্দ-রসবারিধি বাক্যে সেই রসিকশেখর নন্দ-নন্দনকে বুঝাইতেছে। তাঁহার যে

কল্লোলমালা অর্থাৎ প্রেমরসক্রীড়া তাহাতে বিহ্বল হইয়া যেন অনান্দিত হইতেছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করাইয়া আপনিও আনন্দাস্বাদন করেন বলিয়া শ্রীরাধার নাম হ্লাদিনী। "কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী" শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার সহিত যুগলরূপে বিরাজ করেন, তখন তিনি ভক্তের প্রাণারাম আনন্দ চিন্ময় বিগ্রহ কি শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি, নতুবা রাধা সঙ্গবিহীন অর্থাৎ শক্তির বিকাশহীন কৃষ্ণ "তুরীয়" সুতরাং বাক্য ও মনের অগোচর। আবার ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।" — শ্রীচৈঃ চঃ অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিই ভক্তের আনন্দ বিধানের কারণ বলিয়া, এবং মূল বৃক্ষের সন্তোষ হইলে তৎপত্র পল্লবেরও সন্তোষ সাধিত হয় বলিয়া, তৎসখীভাবাবিষ্ট ভক্তগ্রন্থকারও যেন আনন্দিত হইতেছেন। ইহাই তাৎপর্য্য ॥৭০॥

নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত অনুসারে নবানুরাগবতী শ্রীরাধা আজ কুঞ্জাভিসারিণী। তাই, তিনি ভুবনমোহিনী রমণী-চূড়ামণিরূপে ধীরে ধীরে নিকুঞ্জ সীমায় আসিয়া উদিত হইলেন। উদ্দীপ্ত কোটি-বিদ্যুল্লতার ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি, এজন্য তাঁহাকে ভুবনমোহিনী বলা হইয়াছে। যদি বল, বিদ্যুতের জ্যোতি অতি তীক্ষ্ণ, তাহাতে দৃষ্টি-বৈকল্য উপস্থিত হয়, সুতরাং কোটিবিদ্যুৎপ্রতিম শ্রীরাধাজ্যোতির মোহন-মধুরতা ও স্নিগ্ধতা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? এই সংশয় নিরসনার্থই যেন বলা হইয়াছে, তিনি সান্দ্রানন্দরসামৃতস্রবমণি অর্থাৎ তিনি নিবিড় আনন্দরূপ রসামৃতের নির্ঝর স্বরূপা অথবা সান্দ্রানন্দরস স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমামৃতের নির্ঝরমণি স্বরূপা অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণিস্বরূপা। যেহেতু শ্রীরাধাই নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের খনি॥ যথা—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা। শ্রীগোঃ লীঃ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজন্মভূমি কে?—একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা। অতএব শ্রীরাধা এই কৃষ্ণ প্রেমামৃতের নির্ঝর স্বরূপা বলিয়াই তাঁহার কোটিবিদ্যুদ্বিড়ম্বি অঙ্গকান্তি নির্ম্মল সুধাংশু কিরণ অপেক্ষাও এত স্নিগ্ধ, এত মধুর।

আবার তাঁহাকে রমণীচূড়ামণি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—"শ্রুতমাত্রেঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যকর্ষতে মনঃ (শ্রীভাঃ) অর্থাৎ নাম শ্রবণমাত্র যিনি নিখিল নারীগণের সহসা মন হরণ করেন সেই ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার নবপ্রেমানুভাব চঞ্চল ভ্রূভঙ্গলবদ্বারা বিমোহিত, তিনি যে রমণীগণের চূড়ামণি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লোচন-চাতুর্য্য, ভ্রূক্ষেপ, মুখরাগাদি রূপ রত্যাদিসূচক গুণক্রিয়াদির নাম অনুভাব। ইহা কামিনীগণের ভাবালঙ্কার স্বরূপ।

লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতৈ রুদভবন্নেকৈকশঃ কোটিশঃ
কন্দর্পাঃ পুরুদর্পটঙ্কৃত মহাকোদণ্ডবিস্ফারিণঃ।
তারুণ্য প্রথম-প্রবেশ-সময়ে যস্যা মহামাধুরী
ধারানন্তচমৎকৃতা ভবতু নঃ শ্রীরাধিকা স্বামিনী ॥৭২॥

অন্বয়ঃ।—যস্যাঃ তারুণ্য প্রথম প্রবেশ সময়ে (যস্যাঃ বয়ঃসন্ধি সময়ে) লীলাপাঙ্গ তরঙ্গিতৈঃ পুরুদর্পটঙ্কৃত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিণঃ একৈকশঃ কোটিশঃ কন্দর্পাঃ উদ্‌ভবন (লীলয়া অপাঙ্গানাং তরঙ্গিতৈঃ নর্ত্তনৈঃ একৈকশঃ পুরু প্রচুর দর্পেণ টঙ্কৃত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিণঃ কোটি কোটি কন্দর্পাঃ উৎপন্না অভবন্) সা মহামাধুরী ধারানন্ত চমৎকৃতা (মহামাধুর্য্য-ধারাণামনন্তত্বেন চমৎকৃতা) শ্রীরাধিকা নঃ (অস্মাকং) স্বামিনী ভবতু ॥৭২॥

অনুবাদ—যাঁহার বয়ঃসন্ধি সময়ে লীলাপাঙ্গনর্ত্তনমাত্র এক একটী করিয়া প্রচুর দর্প সহকারে টঙ্কৃত মহাকোদণ্ডবিস্ফারী কোটি কোটি কন্দর্পের সৃষ্টি হয়, সেই মহামাধুরী ধারানন্ত চমৎকৃতা শ্রীরাধিকা আমাদের স্বামিনী হউন ॥৭২॥

অনুভাব তিন প্রকার,—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক। তন্মধ্যে কামিনীগণের যৌবনাবস্থায় কান্তের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে অভিনিবেশ জন্য সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কারের উদয় হয়। ইহা বিংশতি প্রকার। (বিস্তারিত বিবরণ উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। এস্থলে যে ভ্রূভঙ্গলবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীরাধার হাব নামক ভাবালঙ্কার বুঝিতে হইবে। কেন না—

গ্রীবা রেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদি বিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ হাব ইতি কথ্যতে।

অর্থাৎ যাহা গ্রীবাতীর্য্যক্‌করণ ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী এবং ভাব হইতে ঈষৎ প্রকাশক, তাহাকে হাব কহা যায়।

শ্রীরাধাকে রমণী-চূড়ামণি বলিবার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ভক্তৈক চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্তামণি যেমন প্রার্থিতের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীরাধা ভক্তগণের চিন্তামাত্র সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রাকৃত চিন্তামণি অপেক্ষা শ্রীরাধা চিন্তামণি শ্রেষ্ঠতম।

অথবা ভ্রূভঙ্গলবমোহিত ব্রজমণি ভক্তৈক চিন্তামণি অর্থাৎ শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গ-

যৎ পাদাম্বুরুহৈকরেণুকণিকাং মূর্দ্ধা নিধাতুং নহি
প্রাপু ব্রহ্মশিবাদয়োপ্যধিকৃতিং গোপ্যৈকভাবাশ্রয়াঃ।
সাপি প্রেমসুধারসাম্বুনিধি রাধাপি সাধারণী-
ভূতা কালগতিক্রমেণ বলিনা হে দৈব তুভ্যং নমঃ॥৭৩॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মাশিবাদয়োঽপি (আদিপদেন সনকাদয়ঃ) যৎপদাম্বুরুহৈক রেণুকণিকাং (যস্যাঃ চরণকমলরেণোঃ কণিকামাত্রং) মূর্দ্ধা (শিরসা) নিধাতুং (নিতরাং ধারয়িতুং) অধিকৃতিং (অধিকারং) নহি প্রাপুঃ (নে প্রাপ্তার্বভূবঃ) 'কিন্তু' গোপ্যৈকভাবাশ্রয়াঃ (যে গোপীভাবাশ্রিতাঃ সাধকাঃ তেষাং) সাপি

লবমোহিত ব্রজমণি-শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের চিন্তামণি স্বরূপা, এইরূপ অন্বয় করিলে তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণভক্তের অভীষ্টপূরণে শ্রীরাধাই একমাত্র চিন্তামণি স্বরূপা। যথা—

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়তমো মম।
বিনা রাধা প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি ন জায়তে॥

ভজনানন্দ গ্রন্থকার সিদ্ধদেহাভিমানে ব্রজ-নিকুঞ্জের অনতিদূর হইতে এক শ্রীরাধাকে এইভাবে কুঞ্জাভিসারে আগমন করিতে দেখিয়াই যেন এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন॥৭১॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাকে ভক্তৈক-চিন্তামণিরূপে বর্ণনা পূর্ব্বক সশিষ্য ভজনানন্দ গ্রন্থকর্ত্তা সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—সেই শ্রীরাধিকা আমাদের স্বামিনী হউন,—আমাদের পরমাভীষ্ট অধীশ্বরী হউন অর্থাৎ আমাদিগকে দাসীর অনুদাসীরূপে অঙ্গীকার করুন, আমরাও তাঁহার চির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া দাস্যানন্দে নিমগ্ন থাকি, ইহাই প্রার্থনা।

আহা! তাঁহার এই তারুণ্যের প্রথম-প্রবেশ-সময়ে অতুলনীয়-রূপলাবণ্যাদির মহামাধুরী অনন্তধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ যেন সৌন্দর্য্যদর্পী কোটি কন্দর্পকেও চমকিত করিতেছে। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সম্ভোগলীলায় তাঁহার অপাঙ্গনর্ত্তন দ্বারা যে এক একটী করিয়া প্রচুর দর্প সহকারে টঙ্কৃত মহাকোদণ্ডবিস্ফারী কোটী কোটী কন্দর্পের সৃষ্টি হয়! শ্রীবৃন্দাবনলীলায় এই যে কন্দর্প, ইহা অপ্রাকৃত অভিনব কন্দর্প। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরাধাকে যে অদ্ভুত কামবৈভবময়ী বলা হইয়াছে, এস্থলে যেন তাহারই কারণ নির্দ্দেশিত হইল॥৭২॥

প্রেম সুধারসাম্বুধিনিধি রাধাপি (সা প্রেমসুটারসাম্বুধিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য হৃদয়রত্নস্বরূপা রাধাপি) বলিনা কালগতিক্রমেণ সাধারণীভূতা (সহজেন লভ্যা) 'অতএব' হে দৈব (বৃন্দাবনবাসিনা মস্মাকং ভাগ্য, দৈবং ভাগধেয়মিতামরঃ) তুভ্যং নমঃ (ব্রহ্মাশিবাদের-পেক্ষয়াপি সৌভাগ্যাধিকত্বাদস্মাকং ভাগ্যং নমস্কারযোগ্যমিতিভাবঃ) ॥৭৩॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মা শিব-সনকাদিও যাঁহার চরণাম্বুজের রেণু-কণামাত্র শিরে ধারণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন না কিন্তু কি আশ্চর্য্য বলবান কালগতিক্রমে সেই প্রেমামৃত রসাম্বুধিনিধি শ্রীরাধা, গোপীভাবাশ্রিত সাধকগণের সাধারণীভূতা হইয়াছেন, অতএব হে দৈব তোমাকে নমস্কার ॥৭৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গোপীভাবাশ্রয় ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকে স্বামিনীরূপে পাইবার আর অন্যোপায় নাই। ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহাই সূচিত করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন—"ব্রহ্মা শিব সনকাদিও যাঁহার চরণাম্বুজের রেণুকণা শিরে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবার অধিকারী হন না। কিন্তু কালের এমনই বিচিত্রগতি, সেই প্রেমসুধারসাম্বুধি-নিধি অর্থাৎ প্রেমামৃতরসের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনিধান স্বরূপ শ্রীরাধা, গোপীভাবাশ্রিত সাধকগণের পক্ষে অতি সুলভ হইয়াছেন। এইজন্যই অখিলরসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥"

সাধনে গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া ভাবনা করিতে করিতে সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তে কালের নিয়মিত পরিবর্ত্তনে জড়ীয় দেহ বিনষ্ট হইলে জীব, অপ্রাকৃত নিত্যচিন্ময় দেহে অনন্তকালের জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার কিঙ্করীত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা হইয়াও শ্রীরাধা পদাম্বুজের রেণুকণা মস্তকে ধারণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন না। ইহা অপেক্ষা অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দের কথা আর কি আছে? সুতরাং গোপীভাবাশ্রিত ভক্তগণের দৈব অর্থাৎ ভাগ্য ব্রহ্মা শিবাদি অপেক্ষাও অধিক বুঝিতে হইবে। অতএব হে দৈব! তোমাকে নমস্কার! অর্থাৎ

দূরে স্নিগ্ধ পরম্পরা বিজয়তাং দূরে সুহৃন্মণ্ডলী
ভৃত্যাঃ সন্তু বিদূরতো ব্রজপতে রন্যঃ প্রসঙ্গঃ কুতঃ ।
যত্র শ্রীবৃষভানুজা কৃতরতিঃ কুঞ্জোদরে কামিনা
দ্বারস্থা প্রিয়কিঙ্করী পরমহং শ্রোষ্যামি কাঞ্চীধ্বনিম্ ॥৭৪॥

অন্বয়ঃ ।—ব্রজপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্নিগ্ধ পরম্পরা (তারতম্যেন স্নেহপাত্রাণি) চ সুহৃন্মণ্ডলী দূরে দূরে বিজয়তাং (বিজয়ং কুর্ব্বন্তু) ভৃত্যাঃ অপি বিদূরতঃ (বিশেষেণ দূরে) সন্তু (তিষ্ঠন্তু) অন্যঃ প্রসঙ্গঃ কুতঃ (অন্যেষাং কা গণনেতি ভাবঃ) । যত্র কুঞ্জোদরে (কুঞ্জভবনাভ্যন্তরে) কামিনা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) শ্রীবৃষভানুজা (শ্রীরাধা) কৃতরতিঃ (কৃতা রতির্যস্যাঃ) প্রিয়কিঙ্করী অহং তত্র দ্বারস্থা (কুঞ্জদ্বারে স্থিতা সতী) পরং কাঞ্চীধ্বনিং শ্রোষ্যামি (শ্রবণং করিষ্যামি) ॥৭৪॥

অনুবাদ ।—অন্যের কথা কি, যে স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপাত্রগণ এবং তদীয় সুহৃদ্‌গণ দূরে দূরে গমন করিয়া থাকেন, এমন কি, তদীয় ভৃত্যগণ পর্যন্ত অতি দূরে অবস্থিতি করেন, সেই কুঞ্জাভ্যন্তরে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা কামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলিবিলাসে প্রবৃত্ত হইলে প্রিয়কিঙ্করী আমি কুঞ্জদ্বারে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ কাঞ্চীধ্বনি শ্রবণ করিব ॥৭৪॥

বৃন্দাবনবাসী গোপীভাবাশ্রিত আমরা, আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই, হে ভাগ্য ! তুমি আমাদের নমস্কারযোগ্য ।

অথবা গোপীভাবাশ্রিত সাধকগণের সৌভাগ্য তাহা জগতের সৃষ্টি ও নাশকর্ত্তা ব্রহ্মা শিবাদির পক্ষেও যখন অতি দুর্ল্লভ, তখন তাঁহাদের সে দেবত্ব তো অতি তুচ্ছ এই তাৎপর্য্যেই যেন "হে দৈব ! তোমাকে নমস্কার" এই বাক্য শ্লেষব্যঞ্জকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ॥৭৩॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

ব্রহ্মা শিবাদি ত দূরের কথা শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপাত্র সুহৃদ্ ও ভৃত্যগণ পর্য্যন্তও নিভৃত নিকুঞ্জ-কেলিবিলাস দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হন না । শ্রীরাধাগোবিন্দের উজ্জ্বল রসবিলাস আরম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহারা নিকুঞ্জ সীমা হইতে দূরে দূরে অবস্থান করেন কিন্তু গোপীভাবাশ্রিত সাধকগণ তাহা অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপাত্র সুহৃদ্ ও ভৃত্যগণ অপেক্ষাও গোপীভাবাশ্রিত সাধক-

গৌরাঙ্গে ম্রদিমা স্মিতে মধুরিমা নেত্রাঞ্চলে দ্রাঘিমা
বক্ষোজে গরিমা তথৈব তনিমা মধ্যে গতৌ মন্দিমা।
শ্রোণ্যাং চ প্রথিমা ভ্রুবোঃ কুটিলিমা বিম্বাধরে শোণিমা
শ্রীরাধে হৃদি তে রসেন জড়িমা ধ্যানেঽস্তু মে গোচরঃ ॥৭৫॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! তে (তব) গৌরাঙ্গে ম্রদিমা (যো মৃদোর্ভাবঃ কোমলতা) স মে (মম) ধ্যানে গোচরঃ অস্তু (ধ্যানগোচরী ভবতু); স্মিতে মধুরিমা (মৃদুহাস্যে যন্মধুরিমা সোঽপি) নেত্রাঞ্চলে দ্রাঘিমা (নেত্রান্তভাগে যদ্দীর্ঘতা সাপি) বক্ষোজে গরিমা (স্তনয়োঃ যৎ স্থূলতা সাপি) তথৈব মধ্যে তনিমা (তথৈব মধ্যে কটিদেশে যৎ কৃশতা) গতৌ মন্দিমা (পাদন্যাসে যদ্ধীরতা সাপি) চ পুনঃ শ্রোণ্যাং প্রথিমা (নিতম্বে যৎ পৃথুলতা সাপি) ভ্রুবোঃ কুটিলিমা (যৎ কুটিলতা সাপি) বিম্বাধরে শোণিমা (পক্ব-বিম্ববদধরে যো রক্তিমা সোঽপি) হৃদি রসেন (শ্রীকৃষ্ণেন) কৃতঃ যো জড়িমা সোঽপি মম ধ্যানগোচরো ভবতু ইতি প্রার্থনা) ॥৭৫॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! তোমার গৌরাঙ্গে যে কোমলতা, মৃদুহাস্যে যে মধুরিমা, নেত্রাঞ্চলে যে দীর্ঘতা, বক্ষোজে যে স্থূলতা, তথা কটিদেশে যে কৃশতা, পাদন্যাসে যে ধীরতা, নিতম্বে যে পৃথুলতা, ভ্রূদ্বয়ে যে কুটিলতা, বিম্বাধরে যে রক্তিমা এবং তোমার হৃদয়ে রসের (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বারা যে জড়িমা তাহা আমার ধ্যানগোচর হউক ॥৭৫॥

গণের সৌভাগ্যাধিক্য সূচিত হইল। রস-তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সেই সৌভাগ্যগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—"নিকুঞ্জ মন্দিরাভ্যন্তরে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা কামী (এস্থলে কাম শব্দে প্রেম বুঝিতে হইবে) অর্থাৎ প্রেমিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলিবিলাসে নিমগ্ন হইলে প্রিয়কিঙ্করী আমি কুঞ্জদ্বারে থাকিয়া সেই সময়ে তাঁহার নিতম্বশোভা কাঞ্চীর মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিত্র করিব। তাই পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"দৃঢ়পরিরম্ভণ করু কতবার।
বিগলিত কুণ্ডল টুটল হার॥
ঝন ঝন কিঙ্কিণী নূপুর স্বান।
আনন্দে পূরল সহচরী কান। শ্রীক্ষণদা ॥৭৪॥

প্রাতঃ পীতপটং কদা ব্যপনয়াম্যন্যাং শুকস্যার্পণাৎ
কুঞ্জে বিস্মৃত কঞ্চুকীমপি সমানেতুং প্রধাবামি বা।
বধ্নীয়াং কবরীং যুনজ্মি গলিতাং* মুক্তাবলী মঞ্জয়ে
নেত্রে নাগরি রঙ্গকৈশ্চ পিদধাম্যঙ্গব্রণং বা কদা।। ৭৬ ।।

তাৎপর্য্যার্থ।

লীলাবসানে বিলাসিনীমণি শ্রীরাধার কর্ণরসায়ন কাঞ্চীধ্বনি আর শ্রুত না হওয়ায় সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! তোমার এই অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্য আমার ধ্যানগোচর হউক অর্থাৎ তোমার এই বিলাসভাব-ব্যঞ্জক মধুর কাঞ্চীধ্বনি যখন সর্ব্বদা শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা নাই, তখন এই কাঞ্চী 'নর বিরাম সময়ে অর্থাৎ কেলিবিলাসাবসানে তোমার অদ্ভুত শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্য আমার হৃদয়পটে প্রতিভাত হউক। যেহেতু তোমার সম্বন্ধবিহীন হইয়া আমি ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারিব না, ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে তোমার কোন্ কোন্ শ্রীঅঙ্গের মাধুরী আমার ধ্যানগোচর হইবে, নিবেদন করিতেছি,—তোমার কাঞ্চন-গৌর শ্রীঅঙ্গে যে কোমলতা, মৃদুহাস্যে যে মাধুরিমা, নেত্রাঞ্চলে যে দীর্ঘতা, বক্ষোজে যে স্থূলতা, কটিদেশে যে কৃশতা, পাদন্যাসে যে মন্দতা, নিতম্বে যে পৃথুলতা, ভ্রূদ্বয়ে যে কুটিলতা, বিম্বাধরে যে রক্তিমা এবং তোমার হৃদয়ে রসের দ্বারা যে জড়িমা তাহা আমার ধ্যানগোচর হউক।

আবার "রস" শব্দ শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ কেলি-কুতুকিনী শ্রীরাধাকে নিবিড় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া কেলি-শয্যায় শায়িত—তাহাতে উভয় তনু যেন এক হইয়াছে—শ্যাম-গৌরকান্তির ভেদ যেন বিলুপ্ত হইয়াছে, এই মাধুর্য্য-রঙ্গ দর্শন করিয়াই যেন রসজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন, "শ্রীরাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা জড়িমা অর্থাৎ এই নিবিড় প্রেমালিঙ্গন বন্ধন আমার ধ্যানের বিষয় হউক।

এস্থলে শ্রীরাধার বয়োমাধুর্য্যে পূর্ণ যৌবন সূচিত হইয়াছে। যথা—

নিতম্বো বিপুলোমধ্য কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি।
পিনৌ কুচাবুরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে। উজ্জ্বলে ॥ ৭৫ ॥

* "আবধ্যাং কবরীং গ্রথেয় গলিতাং।" ইতি পাঠান্তরম্।

অন্বয়ঃ।—হে নাগরি! অন্যাংশুকস্যার্পণাৎ প্রাতঃ পীতপটং কদা ব্যপনয়ামি (ভ্রমাৎ অন্যাস্য অংশুকস্য শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরীয়স্যার্পণাৎ প্রাতঃ তৎ পীতবসনং) অহং কদা ব্যপনয়ামি (বিশেষেণ অপনয়নং করিষ্যে) বা কুঞ্জে বিস্মৃত কঞ্চুকীমপি সমানেতুং প্রধাবামি (বিহারকুঞ্জে ভ্রমাত্ত্যক্তা বা কঞ্চুকী তদানয়নার্থং অহং) কদা প্রধাবামি) অহং তব কবরীং কদা বধ্নীয়াং (বন্ধনং করিষ্যামি) গলিতাং মুক্তাবলী যুনজ্মি (গ্রথীয়াম্) নেত্রে কদা অঞ্জয়ে (অঞ্জনং দাস্যামি) বা তব অঙ্গব্রণং (কান্ত-কৃতং নখদশনাদেশ্চিহ্নং) কদা রঙ্গকৈশ্চ (কস্তূরী সিন্দূরাদিভিঃ) পিদধামি আচ্ছাদয়ামি, যেন গুরুজনৈর্ন বিধেয়মিত্যর্থঃ)॥ ৭৬॥

অনুবাদ।—হে নাগরি! তুমি ভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় গ্রহণ করিলে আমি নিশাবসানে সেই পীতবসনকে কবে অপসারিত করিব? কুঞ্জে ভুলিয়া কঞ্চুলিকা ফেলিয়া আসিলে, আমি কবে তাহা আনয়নার্থ ছুটিয়া যাইব? কবে বা তোমার কবরী বাঁধিয়া দিব, ছিন্ন মুক্তামালা পুনরায় গাঁথিয়া দিব, নয়নে অঞ্জন লেপন করিয়া দিব এবং কবে বা অঙ্গে কান্ত-কৃত নখদশনাঘাতের চিহ্নকে কস্তূরী সিন্দূরাদি রঙ্গক দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদিত করিব?॥ ৭৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

নিশাবসানের সূচনা দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের কলকণ্ঠ বিহগকুল শ্রীবৃন্দাদেবীর আদেশে কলরব করিয়া উঠিল। পুষ্পিত বৃক্ষ-বল্লরির পত্রপল্লব আন্দোলিত করিয়া বসন্তানিল স-স্বনে প্রবাহিত হইল। শারীশুক কুঞ্জদ্বারে বসিয়া "রাই জাগ শ্যাম জাগ" বলিয়া কেলিবিলাস-শ্রান্ত শ্রীরাধাশ্যামের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মঞ্জরী ও সখীগণ জাগরিত হইয়া নিশান্তকালোচিত সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিছু পরে (সূর্য্যোদয়ের ৪ দণ্ড পূর্ব্বে) শ্রীরাধাগোবিন্দ জাগরিত হইলেন। বিলাস বিভ্রমে তাঁহাদের বেশভূষা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এমন কি, শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের পীত-উত্তরীয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার নীলাম্বরে অঙ্গাবৃত করিয়াছেন, অথচ তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। বিপ্রলম্ভের গভীর বেদনায় চিত্ত অতিশয় অধীর হইয়াছে।

এজন্য তৎকালোচিত সেবা-প্রাণা মঞ্জরীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎ ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে নাগরি! তুমি বিলাস-বিহ্বলতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় বাসে অঙ্গাবৃত করিলে পাছে তাহা গুরুজনের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় আমি কবে সেই পীতবাস তোমার শ্রীঅঙ্গ হইতে অপসারিত করিব?

যদ্বৃন্দাবনমাত্রগোচরমহোযন্নশ্রুতিকং শিরোপ্য।-
বোঢ়ূং ক্ষমতে ন যচ্ছিবশুকাদীনান্তু যদ্ধ্যানগং।
যৎ প্রেমামৃতমাধুরীরসময়ং যং নিত্যকৈশোরকং
তদ্রূপং পরিবেষ্টুমেবনয়নং লোলায়মানং মম।। ৭৭ ।।

অন্বয়ঃ ।—অহো (আশ্চর্য্যে) যদ্বৃন্দাবনমাত্র গোচরং ( যদ্বৃন্দাবনমাত্র সহজেনৈব দর্শনীয়ম্ নান্যত্র বৈকুণ্ঠাদিথেতি ভাবঃ ) শ্রুতীকং যৎশিরোপি আরোঢ়ুং ন ক্ষমতে ( শ্রুতিরপি যৎ বর্ণয়িতুং ন শক্যাং ভবতীতি ভাবঃ ) যচ্ছিব শুকাদীনাং তু ন ধ্যানগং ( যৎ শিবশুকাদীনাং সংযতচিত্তামপি ধ্যানগম্যং ন ভবতি ) যৎ প্রেমামৃত মাধুরীরসময়ং 'পুনঃ' নিত্যকৈশোরকং তদ্রূপং (শ্রীরাধায়াঃ রূপমাধুর্য্যং) পরিবেষ্টুমেব ( অন্বেষ্টুমেব ) মম নয়ং লোলায়মানং ( চঞ্চলং ভবতি ) ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ ।—অহো ! যাহা কেবল শ্রীবৃন্দাবনেই দর্শনীয়, বেদও যাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে, যাহা শিবশুকাদি সংযতচিত্তগণেরও ধ্যানগম্য নহে এবং যাহা প্রেমামৃত মাধুরীরসময়, সেই নিত্যকৈশোর-রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার নয়ন চঞ্চল হইতেছে ॥ ৭৭ ॥

এবং অভিসারের সময়ে তোমার যেমন বেশভূষা ছিল, ঠিক তদনুরূপ করিয়া সাজাইয়া দিব। বিস্রস্ত কেশকলাপের কবরী বাঁধিয়া দিব, ছিন্নমুক্তামালাগুলি কেলি তল্প হইতে সংগ্রহ করিয়া পুনরায় গাঁথিয়া তোমার কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিব। নয়ন-খঞ্জন দুটীকে অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দিব এবং হৃদয় ও বদন-কমলে কান্তকৃত নখদশনাঘাতের চিহ্ন দেখিলে পাছে সখীগণের নিকট লজ্জিত হইতে হয় বা গুরুজন জানিতে পারেন, এই কারণে আমি তোমার সেই সম্ভোগ চিহ্নাদি কস্তুরী-চন্দন-সিন্দুরাদি রঞ্জক দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিব। এইরূপে অভিসারের অনুরূপ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া তুমি প্রাণকান্তের স্কন্ধে বাহু অর্পণ পূর্ব্বক ব্রজসীমা পর্য্যন্ত একসঙ্গে গমন করিয়া যখন দেখিবে, শ্রীঅঙ্গে কঞ্চুলিকা নাই, ভুলিয়া কুঞ্জে ফেলিয়া আসিয়াছ, হায় ! কবে আমি সে সময় তোমার কৃপা-নির্দ্দেশ পাইয়া সে কঞ্চুলিকা আনিবার নিমিত্ত কুঞ্জভবনের অভিমুখে প্রধাবিত হইব ?—হে বিলাসিনি ! তুমি তখন সখিগণ সমভিব্যাহারে নিজ মন্দিরে, গিয়া শয়ন করিবে। এই শ্লোকে মঞ্জরী ভাবাবিষ্ট সাধকের নিশান্তকালোচিত সেবা প্রণালী সূচিত হইয়াছে ।। ৭৬ ॥

ধর্ম্মাদ্যর্থচতুষ্টয়ং বিজয়তাং কিন্তদ্বৃথাবার্ত্তয়া
সৈকান্তেশ্বর ভক্তিযোগপদবীত্বারোপিতা মূর্দ্ধনি।
যো বৃন্দাবনসীম্নি কশ্চনঃ ঘনাশ্চর্য্যঃ কিশোরীমণি *
স্তৎ কৈঙ্কর্য্যরসামৃতাদিহ পরং চিত্তে ন মে রোচতে ॥৭৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সহসা বাহ্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় ভাবজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত উৎকণ্ঠা সহকারে স্বাভীষ্ট পরিব্যক্ত করিতেছেন।—"শ্রীরাধার সেই নিত্যকৈশোর রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার নয়ন অতিশয় চঞ্চল হইতেছে। প্রাণের আবেগময়ী স্পৃহাই এরূপ চাঞ্চল্যের কারণ। আহা! সে রূপ-মাধুর্য্যের অন্য কোথাও দর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, তাহা বৈকুণ্ঠাদি অপর কোন ধামেই নাই। কেবল শ্রীবৃন্দাবনেই উহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কারণ, শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধার নিত্য বিলাস-নিকেতন। বেদও শ্রীরাধার এই মাধুর্য্য তত্ত্ব-বর্ণিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, বেদে যে সকল তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরাধা-তত্ত্ব সে সকল অপেক্ষা অতি গূঢ়তম। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"বেদ বিধি অগোচর, রতন বেদীর'পর
ভজ মন কিশোর কিশোরী॥" —প্রেঃ ভঃ চঃ।

এমন কি, এই কৈশোর রূপ-মাধুর্য্যরাশি শিবশুকাদি যোগীন্দ্রগণেরও ধ্যান-গম্য নহে। কেন না, ইহা একমাত্র ব্রজবল্লবীগণের আচরিত ভাবানুসরণ দ্বারাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহাদের প্রেমরসার্দ্রচিত্ত ব্রজ-নিকুঞ্জের সেবা-প্রাণা সখীগণের ভাবপারিপাট্যে বিলসিত হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই শ্রীরাধার সেই নিত্যকৈশোর রূপ-মাধুর্য্য-দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এই জন্যই যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, এমন কি দেবেন্দ্রগণও সে রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিবার যোগ্য হন না। আহা! সেইরূপ প্রেমামৃত মাধুরী রসময় বলিয়া ক্ষণমাত্র অদর্শনেই আমার নয়ন-চকোর তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত অতিমাত্র চঞ্চল হইতেছে। এই শ্লোকে শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে॥ ৭৭॥

* "যা বৃন্দাবন সীম্নি কাচন ঘনাশ্চর্য্যা কিশোরীমণি।" ইতি পাঠান্তরম্।

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মাদ্যর্থ চতুষ্টয়ং বিজয়তাং ( ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেতি চতুর্ব্বর্গং বিজয়তাং ) তৎ বৃথা বার্ত্তয়া কিং ( তেষাং বৃথা বার্ত্তয়া কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ) সৈকান্তেশ্বর ভক্তিযোগপদবী তু মূর্দ্ধণি আরোপিতা ( একান্ত ঈশ্বর ভক্তিযোগস্ত যা পদবী পদ্ধতি যদ্বা ভক্তিযোগেন যা পদবী ভক্তরূপাধি ভবতি সা শিরসি স্থাপিতা শ্রদ্ধাবশাৎ শ্লিষ্টার্থে নতু তৎপ্রয়োজন মিতিভাবঃ ) যো বৃন্দাবন সীম্নি কশ্চন ঘনাশ্চর্য্যঃ কিশোরীমণিঃ (বৃন্দাবন সীম্নি কশ্চনঃ অনির্ব্বচনীয়ঃ নিবিড়াশ্চর্য্যরূপো যঃ কিশোরীমণিঃ) তৎ কৈঙ্কর্য্য রসামৃতাৎ মম ইহ চিত্তে পরং ন 'কিঞ্চিদপি' রোচতে ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ।—ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের জয় হউক, তাহাদের বৃথা বার্ত্তায় আমার প্রয়োজন কি? একান্ত ঈশ্বর-ভক্তিযোগের যে পদ্ধতি অথবা ঈশ্বর ভক্তি যোগ দ্বারা যে ভক্তোপাধি লাভ হয়, তাহা আমার মাথায় থাকুক। বৃন্দাবনসীমায় যে এক অনির্ব্বচনীয় ঘনাশ্চর্য্যরূপ কিশোরীমণি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার কিঙ্করীত্বরূপ রসামৃত ভিন্ন আমার এই চিত্তে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৭৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সিদ্ধদেহের স্ফূর্ত্তিতে শ্রীপাদগ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ সীমায় উপনীত হইয়া এবং শ্রীরাধাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই যেন সৌভাগ্যগর্ব্বে ও আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া প্রকাশ করিতেছেন—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের জয় হউক। ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গকে অতি নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়াই যেন বিজ্ঞবর গ্রন্থকর্ত্তা 'চতুর্ব্বর্গের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কেন না,—

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বার স্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ ॥

যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্বিষয়িনী রতি কিঞ্চিন্মাত্রও উদিত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। এজন্য ঐ পুরুষার্থ তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে যেন লজ্জিত হইয়া থাকে।

এমন কি, ভগবান স্বয়ং পঞ্চবিধা মুক্তি যাচিয়া দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা সহাস্য বদনে প্রত্যাখ্যান করেন। যথা—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্ব মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ ॥

অর্থাৎ ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্য ( আমার সহিত এক লোকে বাস ) সাষ্টি ( সমান ঐশ্বর্য্য ) সারূপ্য ( সমান রূপতা ) সামীপ্য ( পার্ষদাদিরূপে নিকটে অবস্থান ) এবং ঐক্য ( ব্রহ্ম-সাযুজ্য ) প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।

ব্রহ্মধাম অতিক্রম করিয়া ভক্ত ভগবদ্ধামে গমন করেন। সুতরাং ভক্তের ব্রহ্মৈক্যরূপ সাযুজ্য মুক্তি নাই। যথা—"সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য।" চঃ চঃ। অন্য সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয়ও স্বসুখার্থ গ্রহণ করেন না।

অতএব পূর্ব্বোক্ত পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বৃথা আলোচনায় আমার প্রয়োজন কি? তাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির তো সম্ভাবনা নাই? কারণ, ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ হয়, অর্থ দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটে, এবং কমদ্বারা ভোগসুখের পর্য্যাপ্তি হইয়া থাকে কিন্তু সে সকলও আবার কালপ্রভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব সেরূপ তুচ্ছ বিষয়ে আমার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভার্থ যে সকল সাধন পদ্ধতি আছে তাহার অনুসরণ করিবার আমার আবশ্যকতা নাই। কেন না, তাহাতে আমার স্বাভীষ্ট শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জের কিঙ্করীত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই।

আবার একান্ত ঈশ্বরভক্তিযোগের যে পদবী অর্থাৎ পদ্ধতি তাহাও আমার মাথায় থাকুক। কারণ তাহাতেও আমার অভিষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। এই ভক্তিযোগ সাধনায় যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমলাভ হয়, যদিও তাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক, তথাপি তাহাতে নিজ প্রেমানন্দ হেতু সময়ে সময়ে কৃষ্ণসেবার বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া সেই প্রেমানন্দের উপরেও ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হয়। যথা:—

"নিজ প্রেমানন্দে যবে কৃষ্ণ সেবা বাধে।
সে আনন্দোপরে ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥" চৈঃ চঃ।

তাই, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে কথিত আছে—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকোনাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতে বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥

শ্রীকৃষ্ণ-সারথি দারুক একদিন শ্রীকৃষ্ণের চামর বীজন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দ বশতঃ তদীয় অঙ্গ সমূহে স্তম্ভাধিক্য উপস্থিত হওয়ায় দারুক ঐ প্রেমানন্দকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অন্তরায় অবধারণ করিয়া তাহার প্রতি আদর প্রকাশ করেন নাই।

প্রেম্নঃ সন্মধুরোজ্জ্বলস্য হৃদয়ং শৃঙ্গারলীলাকলা-
বৈচিত্রীপরমাবধির্ভগবতঃ পূজ্যৈব কাপীশতা
ঈশানী চ শচী মহাসুখতনুঃ শক্তিঃ স্বতন্ত্রাপরা
শ্রীবৃন্দাবননাথ-পট্টমহিষী রাধৈব সেব্যা মম ॥ ৭৯ ॥

---

অন্বয়ঃ।—সন্মধুরোজ্জ্বলস্য প্রেম্নঃ হৃদয়ং ( সন্ অপ্রাকৃতঃ মধুরোজ্জ্বলঃ মধুরঃ পারকীয়ঃ প্রেমা তস্য প্রাণস্বরূপ যা ) শৃঙ্গারলীলাকলাবৈচিত্রীপরাবধিঃ (সম্ভোগ-লীলায়াং যা লীলাকলাবৈচিত্রী তস্যাঃ পরাবধিঃ তত্রৈব তৎপর্য্যাপ্তি রিত্যর্থঃ ) ভগবতঃ কাপি পূজ্যৈব ঈশতা ( ভগবতঃ মহাবিষ্ণো রপি কাপি অনির্ব্বচনীয়া চাসৌ পূজ্যা এব ঈশতা আজ্ঞাকর্ত্রী ) ঈশানী ( শিবশক্তি ) চ শচী ( ইন্দ্রানী ) এব মহাসুখতনুঃ শক্তিঃ(মহাসুখেন লালিতা তনু র্যস্যাঃ সা যদ্বা মহাসুখরূপাতনুঃ হ্লাদিনীশক্তিঃ তথাভূতা শক্তিরূপিণ্যপি ) স্বতন্ত্রা (স্বাধীনা) অতএব পরা (পরা-প্রকৃতিরূপিণী ) শ্রীবৃন্দাবননাথ পট্টমহিষী ( শ্রীবৃন্দাবননাথঃ শ্রীকৃষ্ণ তস্য পট্ট-মহিষী মহিষীষু মধ্যে প্রধানা মহিষী ) রাধৈব মম সেব্যা (আরাধ্যা অস্তি) ॥ ৭৯ ॥

---

অনুবাদ।—যিনি অপ্রাকৃত মধুর পারকীয় প্রেমের প্রাণস্বরূপা, সম্ভোগলীলা-কলা-বৈচিত্রীর পরাবধি, ভগবান্ মহাবিষ্ণুরও পূজনীয়া ও ঈশ্বরী এবং ঈশানী ও শচী এই মহাসুখতনু শক্তিস্বরূপিণী হইয়াও যিনি স্বতন্ত্রা, সেই পরাপ্রকৃতি শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী শ্রীরাধাই আমার একমাত্র আরাধ্যা ॥ ৭৯ ॥

---

এই প্রেমানন্দ পূর্ব্বোক্ত পুরুষার্থ চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়াই আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতেছি। অথবা একান্ত ঈশ্বরভক্তিযোগ দ্বারা যে পদবী অর্থাৎ ভক্তোপাধি লাভ হয়, আমি সেরূপ গৌরবজনক উপাধি লাভের যোগ্য নহি, উহা আমার মাথায় থাকুক। শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ সীমায় যে অনির্ব্বচনীয় চমৎকারবিশিষ্ট কিশোরিমণি অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার নিত্য কৈশোররূপ মাধুর্য্যের মাহাত্ম্য ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার কিঙ্করীস্বরূপ রসামৃত ভিন্ন আমার এই চিত্তে আর কিছুই পরতত্ত্ব বলিয়া বোধ হইতেছে না। অর্থাৎ সেই কিশোরীমণির দাস্যরসামৃত আস্বাদন ব্যতীত আর কিছুতেই আমার রুচি হইতেছে না। এই শ্লোকে শ্রীরাধার প্রতি নিরুপাধি দাস্য মহিমা প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বশ্লোকে যে কিশোরীমণির কথা বিবৃত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে তঁাহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।—সেই কিশোরীমণি শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী; শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্যা প্রেয়সী আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রধানা। যে হেতু, শ্রীরাধাই মহাভাব স্বরূপা ও গুণেও সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। এজন্য তঁাহাকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পট্টমহিষী (পাটরাণী) বলা হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত মধুরোজ্জল-প্রেমের প্রাণস্বরূপা। শ্রীবৃন্দাবনের মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গাররস সম্বন্ধীয় উজ্জল অর্থাৎ পারকীয় প্রেম নিত্য-অপ্রাকৃত। এই প্রেম এক ব্রজধাম ভিন্ন অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যথা—

পরকিয়া প্রেমে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাই বাস॥ চৈঃ চঃ।

ব্রজের এই অপ্রাকৃত মধুর পারকীয় প্রেম, শ্রীরাধা ব্যতিরেকে কদাচ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। এইজন্যই শ্রীরাধাকে এই অপ্রাকৃত প্রেমের প্রাণস্বরূপ বল হইয়াছে। আবার তিনি শৃঙ্গারকেলীকলা-বৈচিত্রীর পরাবধি অর্থাৎ সম্ভোগ-লীলায় যে কিছু ক্রীড়া কৌশলের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়, একমাত্র শ্রীরাধাতেই তাহা পরাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের অর্থাৎ মহা বিষ্ণুরও পূজনীয়া ঈশ্বরী স্বরূপা। যথা,—

রা শব্দশ্চ মহাবিষ্ণুর্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু ধা ধাত্রী মাতৃবাচকঃ।
ধাত্রী মাতাহমেতেষাং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী॥ ব্রঃ বৈঃ।

অর্থাৎ রা শব্দ মহাবিষ্ণু, ধা ধাত্রী মাতৃবাচক। অতএব কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে বিরাজমান, সেই মহাবিষ্ণুরও যিনি জননী, সেই মূলা-প্রকৃতি পরমেশ্বরীই শ্রীরাধা। অথবা শ্রীরাধিকা, পরদেবতা হেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও বিধাত্রী; সুতরাং পূজ্যা ও ঈশ্বরী। আবার ঈশানী ও শচী এই মহাসুখতত্ত্ব শক্তিস্বরূপিণী হইয়াও স্বতন্ত্রা। দেবাদিদেব মহাদেবের শক্তি ঈশানী ও দেবরাজ ইন্দ্র পত্নী শচী এই দেবাঙ্গনাদ্বয়ই মহাসুখশালিনী। ভিখারীর ঘরণী হইয়াও ঈশানীর বৈরাগ্যবলে ভোগবিলাস ত্যাগ জন্য সুখ এবং শচীর পূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকিয়া সুখ। এই মহাদেবীদ্বয়ও শ্রীরাধার অংশকলা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। যথা—

রাধাদাস্যমপাস্য যঃ প্রযততে গোবিন্দসঙ্গাশয়া
সোঽয়ং পূর্ণসুধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঙ্ক্ষতি ॥
কিঞ্চ শ্যামপ্রীতি* প্রবাহলহরী-বীজং ন যে তাং বিদুস্তে
প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্বুধি মহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ রাধা দাস্যং অপাস্য ( সন্ত্যজ্য ) গোবিন্দ সঙ্গাশয়া প্রযততে সঃ রাকাং ( পূর্ণিমাং ) বিনা পূর্ণ সুধারুচেঃ পরিচয়ং কাঙ্ক্ষতি ( পূর্ণচন্দ্রস্য পরিচয়ং বাঞ্ছতি; বিনা রাধাপ্রসাদেন কৃষ্ণঃ প্রাপ্তি ন´ জায়তে ইত্যর্থঃ।) কিঞ্চ ( অপরঞ্চ ) শ্যাম-প্রীতি-প্রবাহ লহরীবীজং (কৃষ্ণপ্রীতি প্রবাহস্য যা লহরী তস্যাঃ বীজং উৎপত্তিস্থানং যা ) তাং যে ন বিদুঃ অহো ( আশ্চর্যো) তে মহামৃতাম্বুধিং প্রাপ্যাপি পরং বিন্দুং ( বিন্দুমাত্রমপি ) প্রাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি শ্রীরাধার দাস্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভ চেষ্টা করেন, তিনি পূর্ণিমা ব্যতিরেকে যেন পূর্ণচন্দ্রের পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। পরন্তু যাহারা কৃষ্ণপ্রীতি প্রবাহের উৎপত্তিস্থান স্বরূপ তাঁহাকে ( শ্রীরাধাকে ) না জানে, অহো! তাহারা মহামৃত সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়াও কেবল বিন্দুমাত্র লাভ করে মাত্র ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণবামাংশ সম্ভূতা রাধারাসেশ্বরী পুরা।
তস্যাশ্চাংশাংশ কলায়া বভুবুর্দেবযোষিতঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ সম্ভূতা রাসেশ্বরী শ্রীরাধার অংশের অংশ কলা হইতে সমস্ত দেবাঙ্গনার উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন মৎস্য কুর্ম্মাদি অবতারগণের বিস্তার করেন,সেইরূপ শ্রীরাধাও সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী স্বরূপা হইয়া তিনগণের প্রচার করেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের প্রচার।"

তিনগণ,—যথা, -লক্ষ্মীরগণ, মহিষীরগণ ও ব্রজকান্তারগণ। শ্রীরাধা এই সমস্ত শক্তিস্বরূপিণী হইয়াও স্বতন্ত্রা অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত সংলিপ্তা নহেন।

* "কিঞ্চ শ্যামপ্রবাহবারিলহরীবীজং" ইতি পাঠান্তরম্ ॥

কৈশোরাদ্ভুতমাধুরীভরধুরীণাঙ্গচ্ছবিং রাধিকাং
প্রেমোল্লাসভরাধিকাং নিরবধি ধ্যায়ন্তি যে তদ্ধিয়ঃ।
ত্যক্তাঃ কর্ম্মভিরাত্মনৈব ভগবদ্ধর্ম্মেপ্যহো নির্ম্মমাঃ
সর্ব্বাশ্চর্য্যগতিং গতা রসময়ীং তেভ্যো মহদ্ভ্যো নমঃ॥ ৮১॥

অন্বয়ঃ।—অহো ( আশ্চর্য্যে ) আত্মনৈব কর্ম্মভিঃ ত্যক্তাঃ ( মনসৈব কর্ম্মভি মুক্তাঃ, কর্ম্ম স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি ন তু ভজনীয় পরিচর্য্যাদি তদনুশীলনরূপত্বাৎ ) ভগবদ্ধর্ম্মেঽপি নির্ম্মমাঃ ( ভগবচ্ছাস্ত্রেষু বিধিনিষেধাত্মকো যদ্ধর্ম্মঃ তস্মিন্নপি নাস্তি মমতা অনুরাগঃ যেষাং তে ) তদ্ধিয়স্য (তস্যামেব শ্রীরাধায়ামেব ধীঃ ঐকান্তিকী রতি র্যেষাং তে ) যে, কৈশোরাদ্ভুত মাধুরীভর ধুরীণাঙ্গচ্ছবিং (কৈশোরে যা অদ্ভুতা মাধুরী তদ্‌যুক্তা সর্ব্বোৎকৃষ্টা অঙ্গচ্ছবি র্যস্যাঃ তাম্ প্রেমোল্লাস ভরাধিকাং ( প্রেমোল্লাসেন সর্ব্বাধিক পরিপূর্ণাং ) রাধিকাং নিরবধি (সর্ব্বকালং ) ধ্যায়ন্তি 'তে' রসময়ীং সর্ব্বাশ্চর্য্যগতিং গতাঃ ( রসময়ীত্বাৎ সর্ব্বেষাং স্পৃহনীয়া যা অপূর্ব্বাগতি তাং প্রাপ্তাঃ ) তেভ্যো মহদ্ভ্যঃ ( ভক্তেভ্যঃ ) নমঃ॥৮১॥

অথবা শ্রীরাধাই অংশ স্বরূপে ঈশানের ঈশানী ও ইন্দ্রের শচী; আবার তিনিই মহাসুখতনু শক্তি--মহাসুখস্বরূপা হইয়াছে তনু যাহার সেই শক্তি অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি এবং পরা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ তিনি কাহারও অধীন নহেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছাময়ী। এই সর্ব্বোৎকর্ষ-পরাবধি শ্রীমতী রাধিকাই আমার একমাত্র আরাধ্যা। এইজন্যই শ্রীরাধার দাস্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই আমার রুচি নাই। এই শ্লোকে শ্রীরাধাতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে॥ ৭৯॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সেবাপ্রাণা, সখীভাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সর্ব্বপুরুষার্থ-সার শ্রীরাধার দাস্য মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন—পূর্ণিমা ব্যতিরেকে যেমন পূর্ণচন্দ্রের উদয় অসম্ভব সেইরূপ শ্রীরাধাদাস্য ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল প্রাপ্তি ও সুদূরপরাহত। যথা—

বিনা রাধা প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে।"

অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃপা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ হয় না, অতএব যাহারা কৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তি স্থানস্বরূপ শ্রীরাধাকে না জানেন; কৃষ্ণপ্রেমামৃতের সমুদ্র লাভ করিয়াও তাঁহাদের ভাগ্যে তাহার সম্যক্ আস্বাদন ঘটে না। যদিও ঘটে তাহা সমুদ্রের পরিবর্ত্তে শিশিরবিন্দু লাভের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর। শ্রীরাধাই যে কৃষ্ণপ্রেম প্রবাহের উৎপত্তি স্থান—তাহার "কা কৃষ্ণপ্রণয়-জনিভূঃ? শ্রীমতী রাধিকৈকা ন চান্যা' ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ॥ ৮০॥

অনুবাদ—অহো! মনের দ্বারাও কর্ম্ম পরিহার করিয়া, এমন কি ভগবদ্ধর্ম্মের প্রতিও মমতা প্রকাশ না করিয়া তন্মাতচিত্তে যাঁহারা কেবল অদ্ভুত কৈশোর-মাধুরী-ভূষিতাচ্ছবি প্রেমোল্লাসভরাধিকা শ্রীরাধিকাকে নিরবধি ধ্যান করেন, তাঁহারা সর্ব্বজনাশ্চর্য্য এক রসময়ীগতি প্রাপ্ত হন, সেই মহদ্ব্যক্তিগণকে নমস্কার ॥ ৮১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীরাধাভক্তগণের মহিমা-কীর্ত্তন পূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে তাঁহাদের বিশুদ্ধ রাগানুগা-ভক্তি-পরিপাটী বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন।—অহো! সেই মহদ্ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ সাধুগণকে নমস্কার। তাঁহাদিগকে সর্ব্বোত্তম ভক্তজ্ঞানে নমস্কার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা সেই অদ্ভুত কৈশোর মাধুরী ভূষিতাচ্ছবি প্রেমোল্লাস ভরাধিকা শ্রীরাধিকাকে নিরবধি ধ্যান করেন। ধ্যান কি?—

ধ্যানং রূপগুণক্রীড়া সেবাদেঃ সুষ্ঠুচিন্তনং॥"

অর্থাৎ রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তার নামই ধ্যান। অতএব যাঁহারা মধুর প্রেমভক্তির অনুশীলন ব্যতীত অন্য কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি কিছুই মনে স্থান না দেন—সর্ব্বকালই শ্রীবৃন্দাবনের নিধু নিকুঞ্জে বিলাসিনী কিশোরীমণির শ্রীচরণকমল ধ্যান করেন, সেই সখীভাবাবিষ্ট সাধকগণকে নমস্কার। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ধ্যানপরায়ণ বলিয়াই তাঁহাদের মনোমধ্যে অন্য কোন কর্ম্মের বাসনা উদ্দীপ্ত হয় না। এস্থলে কর্ম্মশব্দ কেবল স্মৃত্যাদি বর্ণিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি এই কর্ম্মের অন্তর্গত নহে। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে অভীষ্ট লাভ সুদূর পরাহত হয়। কিন্তু শরীর দ্বারা পরিচর্য্যা, বাক্য দ্বারা নামগুণকীর্ত্তন এবং মনের দ্বারা স্বাভীষ্ট ভাবানুরূপ তল্লীলারূপাদির চিন্তা ইত্যাদি অনুকূল কর্ম্মকে কর্ম্ম বলা যায় না, তাহাকে অনুশীলন কহে। অনুশীলন ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং অপ্রাকৃত। এইরূপ অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি কহে। এই ভক্তি দ্বিবিধ;—বৈধী ও রাগানুগা! প্রভেদ এই যে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যে ভজন তাহার নাম বৈধিভক্তি আর লোভপ্রযুক্ত বিধিমার্গে যে ভজন তাহার নাম রাগানুগা। এই লোভের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে। যথা,—

তত্তদ্ভাষাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং॥

অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসীজনের (নন্দযশোদাদির) ভাব ও মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া "আমার সেই ভাব কবে প্রাপ্তি হইবে?" এইরূপ যে উৎসুক হয় তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ জানিবে।

এই রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার;—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা তাহাকে কামানুগা ভক্তি কহে। ইহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দুই প্রকার। স্ব স্ব অভীষ্ট ব্রজদেবীদিগের ভাব-বিষয়িনী ইচ্ছা বলবতী হইয়া রাগানুগা ভক্তিকে প্রবর্ত্তিত করিলে তাহাকেই মুখ্য কামনুগা ভক্তি কহে। সম্ভোগ শব্দে কেলি বুঝিতে হইবে। এই কেলি তাৎপর্য্যবতী ভক্তির নাম সম্ভোগেচ্ছাময়ী; আর স্ব স্ব যুথেশ্বরীদিগের ভাব-মাধুর্য্য কামনাত্মিকা ভক্তির নামই তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। ব্রজকিশোরীগণের সহিত ব্রজকিশোরের লীলাবিষয়িনী কথা শ্রবণ করিয়া বা সেই লীলামাধুর্য্যবিশিষ্টা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহারা (স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই) এই দ্বিবিধ কামানুগা ভক্তিতে অধিকারী। তাদৃশ ভক্ত, জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদি কিছুরই অপেক্ষা করেন না। এমন কি, বিধি নিষেধাত্মক ভগবদ্ধর্ম্মের প্রতিও স্পৃহাশূন্য। বর্ষার বারিরাশিপুষ্টা সাগরাভিসারিণী স্রোতঃস্বিনী যেমন উল্লাসতরঙ্গে দুকূল প্লাবিয়া শত বাধাবিঘ্ন দূরে ঠেলিয়া স্বীয় প্রেমনিধি জলধিবক্ষে লুঠাইয়া পড়ে, এই রাগমার্গীয়া ভক্তের হৃদয়স্রাবী উদ্দাম-ভক্তি-প্রবাহও সেইরূপ শাস্ত্রাপেক্ষা, লোকাপেক্ষা, ধর্ম্মাপেক্ষা ইত্যাদি তৃণবৎ দূরে ভাসাইয়া অভীষ্টের পাদমূলে গিয়া সম্মিলিত হয়। তখন অন্য অভিলাষ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় কি? সুতরাং বিধিনিষেধাত্মক ভগবদ্ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের মমতা প্রকাশের অবসর থাকে না। তবে, নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক বৈধভক্তির অঙ্গ ত্যাগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বৈধিভক্তিতে যে সকল শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও যাঁহার যে অঙ্গে অধিকার তিনি সেই সেই অঙ্গ যাজন করিবেন। এই প্রেমভক্তির উৎকর্ষ ঘোষণা করিয়া নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায়॥

লিখন্তি ভুজমূলতো ন খলু শঙ্খচক্রাদিকং
বিচিত্র হরিমন্দিরং ন রচয়ন্তিভালস্থলে।
লসত্তুলসিমালিকাং দধতি কণ্ঠপীঠেন বা
গুরোর্ভজন-বিক্রমাৎ ক ইহ তে মহাবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়ঃ।—গুরোর্ভজন-বিক্রমাৎ (গুরুঃ অভীষ্টদেবঃ অত্র শ্রীরাধৈবেতিভাবঃ তদ্ভজনবলেন) যে খলু (নিশ্চয়েন) ভুজমূলতঃ শঙ্খচক্রাদিকং ন লিখন্তি (মুদ্রাধারণং ন কুর্ব্বন্তি) ভালস্থলে (ললাটে) বিচিত্র হরিমন্দিরং ন রচয়ন্তি (তিলকরচনাং ন কুর্ব্বন্তি) বা কণ্ঠপীঠে লসত্তুলসিমালিকাং ন দধতি (শোভায়মানা তুলসিসম্ভূতা মালিকাং কণ্ঠে ন ধারয়ন্তি) ইহলোকে তে মহাবুদ্ধয়ঃ কে? মহাবুদ্ধয়ঃ মহান্তশ্চাসৌ অবুদ্ধয়ঃ মহামূর্খাবিত্যর্থঃ। ক ইতি কথনেন তেষাং পরিচয় দানং দুষ্করমিতিভাবঃ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ। গুরুভজনবলে যাঁহারা বাহুমূলে শঙ্খচক্রাদি মুদ্রাধারণ না করে, ললাটে বিচিত্র হরিমন্দির তিলক রচনা না করে কিম্বা কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ না করে, ইহলোকে সেই মহা অবুদ্ধি কাহারা?। ৮২ ॥

যে সকল অনুরাগী ভক্ত তদ্‌গতচিত্তে অভীষ্ট মূর্ত্তিকে নিরবধি ধ্যান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, এমন কি, বিধিভক্তি পর্য্যন্তও ক্ষারনিধি তুল্য। তাঁহারা সেই মধুর প্রেমভক্তির প্রভাবে যে রসময়ী গতিলাভ করেন তাহা সর্ব্বজনাশ্চর্য্য। এমন কি, তাহা ব্রহ্মাদি-সুরসত্তমগণেরও স্পৃহনীয়। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হেতুই অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাসের সহায়রূপিণী সেবাপ্রাণা সখীর যূথে গতি লাভ হয় বলিয়াই উহাকে 'রসময়ী' বলা হইয়াছে। এতাদৃশ মহাভাগ্যবান্‌ ভক্তগণকে নমস্কার করি। সেই ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভে কৃতার্থ হইবার অভিলাষেই যেন গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন। কারণ, শ্রীভগবানের কৃপা লাভ সর্ব্বদা ভক্ত-কৃপাসাপেক্ষ ॥ ৮১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বিশুদ্ধ রাগমার্গে ভজন করিলেও সাধকগণকে বৈধিভক্তির অঙ্গসমূহ যথা-যোগ্য যাজন করিতে হইবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কথিত আছে—

"শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যাগ্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥"

অর্থাৎ বৈধিভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্তি-অঙ্গ বিহিত আছে, পণ্ডিতগণ এই রাগানুগা ভক্তিতেও স্ব স্ব অধিকার অনুসারে সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক অনধিকারী ভক্ত আপনাকে রাগমার্গের সাধকরূপে পরিচয় দিয়া বৈধিভক্তির কঠোরতা স্বীকার করিতে আদৌ সম্মত নহেন—তাঁহারা বৈধীর কোন ভক্তি অঙ্গই যাজন করেন না। (আজকাল এরূপ কপটাচারী ভক্তের সংখ্যা সমাজে বিরল নহে) তাহাদের ন্যায় অতি অভাগ্য জগতে আর কেহই নাই—তাহারা ঘোর অপরাধী।

ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার তাদৃশ ভক্তগণকে কটাক্ষ করিয়াই যেন বলিতেছেন—"গুরু-ভজনবলে যাহারা বাহুমূলে শঙ্খচক্রাদি মুদ্রা অঙ্কিত না করে, ললাটে বিচিত্র হরিমন্দির-তিলক রচনা না করে কিম্বা কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ না করে, ইহলোকে তাহাদের ন্যায় মহা অবুদ্ধি আর কাহারা? অর্থাৎ তাহাদের ন্যায় মহামূর্খ জগতে আর কেহই নাই।

গুরু—অভীষ্টদেব। এস্থলে শ্রীরাধাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং যাঁহারা সখীভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ রাগমার্গে শ্রীরাধার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ অবশ্যই করিতে হইবে।

মুদ্রা-ধারণের নিত্যতা সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে কথিত আছে—

অঙ্কিত শঙ্খচক্রাভ্যা মুভয়ো র্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥

স্মৃতিতে লিখিত আছে, বাহুযুগলের মূলে শঙ্খ ও চক্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে; তাহা না করিলে অর্চ্চনা ফলবতী হইবে না।

হরিমন্দির তিলকের লক্ষণ। যথা—

নাসাদি কেশপর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্র সমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥

অর্থাৎ যাহা নাসিকা হইতে কেশমূল পর্য্যন্ত সুশোভিত ও মধ্যছিদ্র-বিশিষ্ট সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে হরিমন্দির কহে।

এইরূপ বিচিত্র তিলক ধারণের নিত্যতা সম্বন্ধে কথিত আছে।

"মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থন্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্য মূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং॥"

শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে মদীয় অর্চ্চনা ও হোমকালে আমার প্রীতি উদ্দেশ্য কি কল্যাণার্থ কি রক্ষা বিধানার্থ ভীতি-হর উর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবেন।

অতএব সম্প্রদায়ানুসারে তিলকধারণ ভক্তজনমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

মালা-ধারণের নিত্যতা সম্বন্ধে কথিত আছে,—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥

অর্থাৎ যে সকল হেতুবাদ-নিষ্ঠ পাপবুদ্ধি মনুষ্য কণ্ঠে মালা ধারণ না করে, তাহারা নিত্য হরি-কোপানলে দগ্ধ হয় এবং নিরয় মধ্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না।

এই সকল বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে পদ্মপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

অর্থাৎ যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসী পদ্মবীজ, কি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেন, যাঁহারা বাহুমূলে শঙ্খচক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র সুশোভিত, সেই সকল বৈষ্ণবগণ আশু ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

এইরূপ বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণে শরীরগত ভগবদনুশীলন হইয়া থাকে। অতএব ইহা নিত্য ধারণ করা কর্ত্তব্য। নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি যেমন একটি অপ-রাধ—সেইরূপ শ্রীরাধার উপাসনা বলে অর্থাৎ আপনাকে রাগানুগীয় ভক্ত মনে করিয়া উক্ত বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ না করাও মহাঅপরাধজনক। কারণ, বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ স্বাভীষ্টভাবের বাধক না হইয়া বরং স্বাভীষ্টভাবেরই পুষ্টিসাধন করে; ইহাই সুধীগণের অভিমত। যাঁহারা ইহার অন্যথাচরণ করে, সেই মহা অবুদ্ধি অর্থাৎ মহামূর্খ কাহারা? জানি না, তাহাদের পরিচয় কি? ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৮২॥

কর্ম্মাণি শ্রুতিবোধিতানি নিতরাং কুর্ব্বন্তু মা
গূঢ়াশ্চর্য্যরসাঃ স্রগাদি বিষয়ান্ গৃহ্নন্তু মুঞ্চন্তু বা।
কৈর্ব্বা ভাবরহস্যপারগমতিঃ শ্রীরাধিকাপ্রেয়সঃ
কিঞ্চিজ্জ্ঞৈরনুযুজ্যতাং বহিরহো ভ্রাম্যদ্ভিরন্যৈরপি ॥৮৩॥

অন্বয়ঃ।—তে গূঢ়াশ্চর্য্যরসাঃ (গূঢ়ঃ গোপনীয়ঃ আশ্চর্য্যরূপোরসঃ যেষু তে উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিতাঃ সাধকাঃ) শ্রুতিবোধিতানি কর্ম্মাণি (বেদ প্রণিহিতানি কর্ম্মাণি) নিতরাং (সর্ব্বদা) কুর্ব্বন্তু বা মা কুর্ব্বন্তু (কুর্ব্বন্তু চেৎ কো লাভঃ অকুর্ব্বন্তু কো দোষ রিতি) স্রগাদি বিষয়ান্ (বিষয়ভোগবিলাসোপকরণাদীন্) গৃহ্নন্তু বা মুঞ্চন্তু গৃহ্নন্তু চেৎ কো দোষঃ মুঞ্চন্তু বা কো লাভরিত্যর্থঃ) অহো (আশ্চর্য্যে) এতাদৃশঃ শ্রীরাধিকা-প্রেয়সঃ ভাবরহস্যপারগমতিঃ (শ্রীরাধিকাপ্রেয়সঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবরহস্যয়োঃ সাগরস্য পারগতা মতি র্যস্য সঃ) কিঞ্চিজ্জ্ঞৈঃ (অল্পজ্ঞৈঃ) বহির্ভ্রাম্যদ্ভিঃ (বহির্ম্মুখজনৈঃ) অন্যৈরপি (অন্যৈঃ কর্ম্মীজ্ঞানী যোগীজনাদিভিরপি) কৈর্ব্বা সহ অনুযুজ্যতাং ॥৮৩॥

অনুবাদ।—সেই গূঢ়াশ্চর্য্যরসাশ্রিত সাধকগণ শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করুন বা নাই করুন অথবা স্রক্‌চন্দনাদি বিষয় সমূহ অর্থাৎ ভোগসুখের উপকরণাদি গ্রহণ করুন বা ত্যাগই করুন, তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অহো! অতএব তাদৃশ শ্রীরাধাকান্তের ভাবরহস্য-পারগমতি ব্যক্তি অল্পজ্ঞ, বহির্ম্মুখ কি অন্য কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগীজনাদি কাহার সহিতই বা মিলিত হইবেন? অন্য কাহারও সহিত সমতুল্য হইবেন না॥ ৮৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সাধকের প্রকৃত রাগানুগা ভক্তির উদয় হইলে বৈধি-ভক্তির অনুষ্ঠানে স্বভাবতই শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা ব্রজবাসীজনের সেবামাধুর্য্যের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া তত্তৎভাবে এমনই বিভোর হইয়া পড়েন, তখন শাস্ত্রে কি উপদেশ আছে বা যুক্তিই কি বলিতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবার আর অবসর বা প্রয়োজন থাকে না। তখন তাঁহারা স্বাধীন বুদ্ধির পরিচালনে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হন না। এক প্রবলা শক্তির অনিবার্য্য আকর্ষণেই তাঁহারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় সেই রাগানুগাজন-নিষ্ঠ সাধক শ্রুত্যুক্ত

অলং বিষয়বার্ত্তয়া নরককোটিবীভৎসয়া
বৃথা শ্রুতিকথাশ্রমো বত বিভেমি কৈবল্যতঃ।
পরেশভজনোন্মদা যদি শুকাদয়ঃ কিং ততঃ
পরন্তু মম রাধিকাপদরসে মনো মজ্জতু ॥ ৮৪ ॥

কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন ভালই, না করেন তাহাতেও কোন প্রত্যবায়ের আশঙ্কা নাই। যেহেতু সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য এই অবস্থায় সফলীকৃত হইয়া যায়। তাই শাস্ত্র বলেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত যাবচ্ছ্রদ্ধা ন জায়তে।"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না শ্রদ্ধার উদয় হয় তাবৎ পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আবার বৈধী ভক্তিই রাগানুগা ভক্তিলাভের সোপান স্বরূপ। অতএব বৈধীর ফলে রাগানুগা ভক্তির উদয় হইলে বৈধীর কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি দৃঢ়তার অভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাঁহারা মাল্য, চন্দন, বনিতাদি বিষয় সমূহ গ্রহণ করুন বা পরিত্যাগই করুন, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অর্থাৎ তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে ভোগবিলাসের মধ্যেই থাকুন অথবা ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণই করুন, তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কোন তারতম্যই হয় না। কারণ, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সাগরাভিসারিণী জাহ্নবীধারাবৎ অভীষ্টের প্রতি নিত্য অবিচ্ছিন্না। সুতরাং বিষয়াসক্তি দ্বারা তাঁহাদের বন্ধনের কোন সম্ভাবনাই নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া—দেহ-গেহ ধন-জনাদি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভগবদ্দাসরূপে অবস্থান করেন, তাঁহারা যে বিষয় গ্রহণ করেন, তাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে নয়, আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত ভগবৎ প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অহো! তাদৃশ ব্যক্তির মতি নিশ্চয়ই শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবরহস্যস্বরূপ পারাবারের পার প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্যভাবে যে রহস্য, তাহার পার প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অল্পজ্ঞ, বহির্ম্মুখ, কি অন্য কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগীজনাদির সহিত কি তাঁহার তুলনা হইতে পারে? কারণ, তাঁহাদের মনের সহিত তাঁহার মনের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। তাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন—

"যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্য দেব পূজক ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক, যে বা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ, গিরিবরধারী"।

অন্বয়ঃ।—নরককোটিবীভৎসয়া বিষয়বার্ত্তয়া অলং (কোটিনরকাদপি অতি ঘৃণিতয়া বিষয়বার্ত্তয়া অলং কিং প্রয়োজনং ব্যর্থমিতি ভাবঃ) শ্রুতি কথাশ্রমঃ বৃথা (বেদাভ্যাসশ্রমোঽপি ব্যর্থঃ) বত (অহো) কৈবল্যতঃ বিভেমি (মোক্ষাদ্বহুভয়ং প্রাপ্নোমি) যদি পরেশজনোন্মাদাঃ শুকাদয়ঃ তঃ কিম্ (হরিভজনোন্মত্তাঃ শুকাদয়শ্চেৎ ততঃ কিম্ তদ্বৎ জীবন্মুক্তত্বেনাপি কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) পরন্তু রাধিকাপদরসে মম মনো মজ্জতু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ।—কোটি নরক অপেক্ষা অতি ঘৃণিত বিষয়বার্ত্তাও ব্যর্থ, বেদাধ্যয়ন শ্রমও বৃথা, অহো! মোক্ষও অত্যন্ত ভয়ের বিষয়, এমন কি, হরিভজনোন্মত্ত শুকাদির ন্যায় জীবন্মুক্তাবস্থাতেও প্রয়োজন নাই; পরন্তু আমার মন কেবল শ্রীরাধিকার পদরসে নিমগ্ন হউক। ৮৪।

## তাৎপর্য্যার্থ।

এই জন্যই রাগানুগা ভজননিষ্ঠ গ্রন্থকার ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করিয়া অনন্যভাবে এই সংপ্রার্থনাত্মিকা বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন—"যে বিষয়বার্ত্তায়" "আমি আমার" সম্বন্ধাভিনিবেশ হেতু পুনঃ পুন জন্মযাতনা ভোগ করিতে হয়, সেরূপ বিষয়-বার্ত্তায় আমার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তাহা দ্বারা যখন পরমাভীষ্ট শ্রীবৃন্দা-বনের কুঞ্জ-সেবাধিকার লাভ হয় না, অধিকন্তু পুনঃ পুন সংসারে দুঃখদুর্ভোগেরই মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তখন তাহা কোটি নরক অপেক্ষাও ঘৃণিত; সুতরাং তাহা ত্যজ্য। যদি বল, বিষয়-সেবা না করিলে বেদাভ্যাসে দোষ কি? না, তাহাও পণ্ডশ্রম মাত্র। যেহেতু শ্রুতি-বিহিত জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলন করিলে স্বাভীষ্ট লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেরূপ শ্রুতি কথায় প্রয়োজন কি? আমার মোক্ষধর্ম্মও আমার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। কারণ, তাহাতে সিদ্ধ যোগীদেহে ব্রজনিকুঞ্জের সেবাবিলাসে আদৌ অধিকার জন্মে না। মোক্ষ এইরূপ সেবানন্দের পরিপন্থী বলিয়াই ভক্তসাধকগণ তাহাকে তৃণতুচ্ছ বোধে পরিহার করেন। এমন কি, শ্রীভগবান্ দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।

"সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥"

বরং কোন কোন ভক্ত সালোক্য (শ্রীভগবানের সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান রূপতা, চতুর্ভুজাদি) ও সামীপ্য (পার্শ্ব-

তৎ সৌন্দর্য্যং স চ নববয়ো যৌবন-শ্রীপ্রবেশঃ
সা দৃগ্‌ভঙ্গী স চ রসঘনাশ্চর্য্যবক্ষোজকুম্ভঃ।
সোয়ং বিম্বাধরমধুরিমা তৎস্মিতং সা চ বাণী
সেয়ং লোলাগতিরপি ন বিস্মর্য্যতে রাধিকায়াঃ ॥ ৮৫ ।

---

অন্বয়ঃ ।— রাধিকায়াঃ তৎ সৌন্দর্য্যং চ স নববয়োযৌবন-শ্রীপ্রবেশঃ (কৈশোরান্তে নবযৌবনস্য কান্তিরুদ্গমঃ) সা দৃগ্‌ভঙ্গী (নেত্রবক্রিমা) চ স রসঘনাশ্চর্য্য বক্ষোজ-কুম্ভঃ (রসঘনঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য আশ্চর্য্যরূপো স্তনকলসঃ) সোয়ং বিম্বাধর মধুরিমা চ তৎস্মিতং (মন্দহাস্যং) চ সা বাণী চ সা ইয়ং লোলা (চঞ্চলা) গতিরপি 'ময়া' ন বিস্মর্য্যতে ॥৮৫॥

অনুবাদ।— আমি শ্রীরাধিকার সেই সৌন্দর্য্য, সেই বয়োসন্ধিতে যৌবন-শ্রীর প্রবেশ, সেই নয়ন-ভঙ্গিমা রসঘন শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্যরূপ সেই স্তন-কলস, সেই বিম্বাধর মধুরিমা, সেই মৃদুহাস্য, সেই মধুর বাক্য এবং চঞ্চল পাদবিন্যাসকে ভুলিতে পারিতেছিনা ॥৮৫॥

---

দত্ব) গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-সাযুজ্য কেহই ইচ্ছা করেন না। কারণ, তাহাতে সেব্য-সেবকভাব একেবারে নিরস্ত হইয়া যায়। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা শর্করা হওয়া নয়—শর্করার আস্বাদন। তাই, মোক্ষও আমার অত্যন্ত ভয়ের বিষয়।

আবার হরিভজনোন্মত্ত শুকাদির ন্যায় মুক্তাবস্থ প্রাপ্তিতেও আমার প্রয়োজন নাই। যে হেতু তাঁহাদের ভাবের অনুসরণ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা সাধ্য-লাভ সুদূরপরাহত হইবে। গোপী-অনুগতি ভিন্ন সে মধুর সেবার উপযোগী ব্রজবধূদেহ লাভ হয় না, কুঞ্জ-সেবায় অধিকার জন্মে না। সুতরাং শুকাদির ন্যায় জীবন্মুক্ত হইবারও প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ সেরূপ মুক্তাবস্থাতেও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা থাকে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুময় রসরাজ্যে প্রবেশ ভিন্ন প্রাণের চরমা তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না ; অতএব অন্য কিছুই আমার বাঞ্ছনীয় নয় ; আমার মন কেবল শ্রীরাধার পদরসে অর্থাৎ তদীয়া দাস্যরসে নিমগ্ন হউক, ইহাই প্রার্থনা ॥৮৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার দাস্যরসে চিত্ত পরিনিষ্ঠিত হওয়ায় ভজন-নিষ্ঠ গ্রন্থকর্তার স্মরণ

যল্লক্ষ্মীশুকনারদাদি পরমাশ্চর্য্যানুরাগোৎসবৈঃ
প্রাপ্তং ত্বৎ কৃপয়ৈব হি ব্রজভৃতাং তত্তৎ কিশোরীগণৈঃ।
তৎ কৈঙ্কর্য্যমনুক্ষণাদ্ভুতরসং প্রাপ্তুং ধৃতাশে ময়ি
শ্রীরাধে নবকুঞ্জনাগরি কৃপা-দৃষ্টিং কদা দাস্যসি ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়ঃ।— হে নবকুঞ্জনাগরি শ্রীরাধে! লক্ষ্মীশুক-নারদাদি পরমাশ্চর্য্যানুরাগোৎসবৈঃ ( লক্ষ্মীশুক নারদাদীনাং পরমাশ্চর্য্যানুরাগস্য উৎসবো যেষু তৈঃ ) ব্রজভৃতাং ( মুখ্যব্রজবাসিনাং ) তত্তৎ কিশোরীগণৈঃ ( ললিতাদ্যষ্টসখীনামষ্টগণৈঃ ) হি ( নিশ্চয়েন ) ত্বৎ কৃপয়া এব যৎ প্রাপ্তং তৎ অনুক্ষণাদ্ভুত রসং ( প্রতিক্ষণং অদ্ভুতো রসো যস্মিং স্তৎ ) কৈঙ্কর্য্যং প্রাপ্তুং ধৃতাশে ( ধৃতা আশা যেন তস্মিন্ ) ময়ি কৃপাদৃষ্টিং কদা দাস্যসি ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ।— হে নবকুঞ্জনাগরি শ্রীরাধে। লক্ষ্মীশুক নারদাদির পরমাশ্চর্য্যরূপ অনুরাগোৎসবময়ী ব্রজকিশোরীগণ তোমার কৃপায় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই অনুক্ষণ অদ্ভুতরসযুক্ত তোমার কৈঙ্কর্য্য (দাস্য) লাভের নিমিত্ত আমি অভিলাষ করিতেছি, কবে তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবে? ॥৮৬॥

পদবীতে শ্রীরাধার সেই কৈশোর-মাধুর্য্যবিলাস পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই, তিনি আনন্দাতিশয্যে বিভোর হইয়া প্রকাশ করিতেছেন—"আহা! কুঞ্জাভিসারিণী শ্রীরাধার সেই সৌন্দর্য্য, সেই কৈশোরান্তে নবযৌবনারম্ভের অনিন্দ্য-সুষমা, সেই নয়ন-ভঙ্গিমা, সেই রসঘন শ্রীকৃষ্ণের চমকপ্রদ কনককুম্ভ সদৃশ পয়োধরযুগল, সেই পক্ক বিম্বারুণের ন্যায় অধর মধুরিমা, সেই কান্ত সঙ্গ-সুখাশয় উৎফুল্লতাজনিত মৃদুমধুর হাস্য, সখীগণের সহিত সেই সরহস্য-বাগ্বিলাস এবং কুঞ্জাভিমুখে সেই চঞ্চল পাদবিন্যাস আমি ভুলিতে পারিতেছি না। অভিসার-রঙ্গিনী শ্রীরাধার সেই অদ্ভুত স্বাভাবিকী মাধুরী আমার স্মরণ পথে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীমতির কিঙ্করী ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনের কুসুমিত কুঞ্জে তাঁহার মধুর বিলাস-লীলা দর্শন করিবার অন্য কাহারও অধিকার নাই। তাই শ্রীরাধার অভিসার-মাধুরী সহসা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় ভাব-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা নিকুঞ্জ-বিলাস দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া কিঙ্করীত্ব লাভের নিমিত্ত সাক্ষাৎভাবে শ্রীমতির কৃপা-

লব্ধ্বা দাস্যং তদতিকৃপয়া মোহন স্বাদিতেন
সৌন্দর্য্য শ্রীপদকমলয়ো র্লালনৈঃ স্বাপিতায়াঃ ।
শ্রীরাধায়া র্মধুরমধুরোচ্ছিষ্ট-পীযূষসারং
ভোজং ভোজন্ নবনব রসানন্দমগ্নঃ কদা স্যাম্ ॥৮৭ ॥

অন্বয়ঃ ।– অহং তৎ ( তস্যাঃ ) সৌন্দর্য্য শ্রীপদকমলয়ো র্লালনৈঃ স্বাপিতায়াঃ ( সৌন্দর্য্যশ্রিয়ঃ স্থানভূতে যে পদকমলে তয়ো র্লালনৈঃ সেবনৈঃ স্বাপিতা নিদ্রিতা যা তস্যাঃ ) শ্রীরাধায়াঃ অতি কৃপয়া দাস্যং ( কৈঙ্কর্য্যং ) লব্ধ্বা মোহনস্বাদিতেন ( মোহনেন শ্রীনন্দনন্দনেন আস্বাদিতেন মধুর মধুরোচ্ছিষ্ট পীযূষসারং ( মধুরাদপি মধুরং যদুচ্ছিষ্টং তদেব পীযূষসারং অমৃতস্য সারভূতং ) ভোজং ভোজন্ ( পুনঃ পুনঃ ভোজনং কুর্ব্বন্ সন্ ) নবনব রসানন্দমগ্নঃ কদা স্যাম্ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ ।—সৌন্দর্য্য-শ্রীযুক্ত পদকমলদ্বয়ের সম্বাহন দ্বারা নিদ্রিতা শ্রীরাধিকার অতি কৃপাবশতঃ দাস্যলাভ করিয়া আমি শ্রীনন্দনন্দনের আস্বাদনে মধুরাদপি মধুর যে শ্রীরাধার উচ্ছিষ্ট-পীযূষসার তাহা ভোজন করিতে করিতে কবে নবনব রসানন্দে নিমগ্ন হইব ? ॥ ৮৭ ॥

প্রার্থনা করিতেছেন—"হে নবকুঞ্জনাগরি শ্রীরাধে ! ( এস্থলে 'নবকুঞ্জনাগরী' সম্বোধনে অভিসারিকা শ্রীরাধা যে সঙ্কেতকুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না ) তোমার সহচরী ব্রজকিশোরীগণের যে অনুরাগোৎসব তাহা শ্রী-লক্ষ্মী-শুক-নারদাদিরও পরমাশ্চর্য্যজনক । শুকনারদাদি ভাগবতোত্তমগণ ঐশ্বর্য্যভাব-নিষ্ঠ, তাঁহাদের ভজনায় ব্রজের মাধুর্য্যরসের আভাস মাত্রও অধিগম্য হয় না । সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ব্রজরামাগণের অনুরাগের ঘটা আশ্চর্য্যবোধ বিচিত্র নহে । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে ।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন ।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

সুতরাং শুকনারদাদির কথা দূরে যাউক স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী হইয়াও ব্রজ-সীমন্তিনীদের ন্যায় সৌভাগ্যলাভের জন্য দুষ্কর তপশ্চারণ

যদি স্নেহাদ্রাধে দিশসি রতিলাম্পট্যপদবীং
গতং মে স্বপ্রেষ্ঠং * তদপি মমনিষ্ঠাং শৃণু যথা।
কটাক্ষৈরালোকে স্মিতসহচরৈর্জাত পুলকং
সমাশ্লিষ্যাম্যুচ্চৈরথ চ রসয়ে ত্বৎপদরসম্ ॥ ৮৮ ॥

**অন্বয়ঃ।**—হে শ্রীরাধে! ত্বং রতিলাম্পট্যপদবীং গতং ( রতৌ আসক্তত্বং প্রাপ্তং ) মে ( মম ) স্বপ্রেষ্ঠং ( অতিশয় প্রিয়ং গুরুরূপা সখামিতি ভাবঃ ) যদি স্নেহাৎ দিশসি ( পাদ সম্বাহনে আজ্ঞাং করোষি ) তদপি মম নিষ্ঠাং শৃণু, যথা,—স্মিতসহচরৈঃ ( স্মিতং মন্দহাস্যং তেনৈব সহ চরন্তি তৈঃ ) কটাক্ষৈঃ আলোকে জাত-পুলকং ( পাদস্পর্শমাত্রেণ পুলকাঞ্চিত দেহং যস্য তমেব প্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা অহং তং ) উচ্চৈঃ সমাশ্লিষ্যামি অথ চ ত্বং পদরসং রসয়ে ( বহুধাষ্টের্যন তং গাঢ়ং সমাশ্লিষ্য ত্বৎ পাদরসং গ্রহীষ্যামীত্যর্থঃ ) ॥ ৮৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে শ্রীরাধে! তুমি রতিলাম্পট্য পদবীপ্রাপ্ত আমার প্রিয়তম-জনকে স্নেহবশে ( পাদ সম্বাহন করিতে ) আদেশ করিলে সে সময়ে আমার যে প্রকার নিষ্ঠা তাহা শ্রবণ কর। যথা—আমি তোমার মৃদুহাস্যযুক্ত কটাক্ষের আলোকে সেই প্রিয়জনকে ( তোমার পাদস্পর্শমাত্র ) রোমাঞ্চিতকলেবর দর্শন করিয়া তখন তাহাকে গাঢ়ালিঙ্গন করত তোমার পাদপদ্মরসের আস্বাদ গ্রহণ করিব ॥ ৮৮ ॥

করিলেন। অথচ সে রসমাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হইলেন না। অতএব তাদৃশ অনুরাগোৎসবময়ী ব্রজকিশোরীগণ অর্থাৎ ললিতাদি অষ্ট যুথেশ্বরী এবং তৎসঙ্গিনী ও অনুসঙ্গিনীগণ তোমার কৃপায় যে কিঙ্করীত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা অনুক্ষণ অদ্ভুত রসযুক্ত অর্থাৎ সেই দাস্যরসে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্বতা প্রকাশ পায়। আমি তোমার সেই কৈঙ্কর্য্যলাভের অভিলাষ করিতেছি, কবে তুমি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিবে অর্থাৎ তুমি কৃপা পূর্ব্বক দাসী অঙ্গীকার করিয়া কবে সঙ্গে লইবে? ॥ ৮৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর বিজ্ঞবর গ্রন্থকর্ত্তা ভাবময়ী শ্রীরাধার কৃপাকণালাভে ধন্য হইয়া যেন

* "তে স্বপ্রেষ্ঠং" ইতি পাঠান্তরম্।

পরমোল্লাসিত চিত্তে স্বীয় সেবানন্দের বিষয় সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের ভোজনান্তে শ্রীরাধা সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সুকোমল কেলিতল্পে শয়ন করিলে নিদ্রাকর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সৌন্দর্য্য শ্রীযুক্ত পদকমলদ্বয়ের সম্বাহন করা হইয়া থাকে। আমি শ্রীরাধিকার অতি কৃপাবশতঃ দাস্যলাভ করিয়া সে সময় তাঁহার সেই উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট যাহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদনে মধুরাদপি মধুর, অনন্তর শ্রীরাধার আস্বাদনে পীযূষসার তাহা ভোজন করিতে কবে নব নব রসানন্দে নিমগ্ন হইব? অর্থাৎ সেই ভুক্তাবশেষে নিত্য নূতন রসের আস্বাদন লাভ করিয়া নিত্য নূতন নূতন আনন্দে নিমগ্ন হইব। অর্থাৎ সে আনন্দ সামান্য নহে, সিন্ধূপম গভীর; নতুব; তাহাতে নিমগ্ন হওয়া যায় কি? ইহাই তাৎপর্য্য। ৮৭॥

শ্রীরাধা শয়ন করিলে পাদ সম্বাহন দ্বারা তাঁহাকে নিদ্রিতা করা হয়, পূর্ব্ব-শ্লোকে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা তাহা এই শ্লোকে বিবৃত করিয়া স্বীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন— "হে শ্রীরাধে! আমার যে স্বপ্রেষ্ঠ তিনি রতি-লাম্পট্যপদবীপ্রাপ্ত অর্থাৎ রতিতে অতিশয় আসক্ত-চিত্ত। এস্থলে "আমার স্বপ্রেষ্ঠ" বাক্য গ্রন্থকারের গুরুরূপা সখীকে নির্দ্দেশ করিতেছে। যদি শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিত, তাহা হইলে গ্রন্থকার "আমার স্বপ্রেষ্ঠ" কখনই বলিতেন না। রতির লক্ষণ। যথা—

"ব্যক্তং মসৃণতে বান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণং।
মুমুক্ষু প্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্নহি॥
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপিবিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তি কামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥"

শ্রীভঃ রঃ সিঃ।

অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ বটে, কিন্তু তদেকস্পৃহত্বকেই রতির মুখ্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অন্যের প্রতি স্পৃহা থাকিলে তল্লক্ষণের ব্যতিক্রম হেতু সাত্ত্বিকাদির সদ্ভাব সত্ত্বেও তাহাকে প্রকৃত রতি বলা যায় না। এমন কি সেই রতি যদি মুমুক্ষু প্রভৃতিতেও লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তাহা রতিপদবাচ্য হইবে না। মুক্তপুরুষগণ নিখিল কামনা বিসর্জ্জন করিয়া, যে রতিকে অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় গোপ্য এবং যাহা ভক্তগণকেও সহসা দেওয়া যায়

কৃষ্ণপক্ষো নবকুবলয়ং কৃষ্ণসারস্তমালো
নীলাম্ভোদ স্তব রুচিপদং নামরূপৈশ্চ কৃষ্ণা।
কৃষ্ণে কস্মাত্তব বিমুখতা মোহন শ্যামমূর্ত্তা
বিত্যুক্ত্বা ত্বাং প্রহসিতমুখীং কিন্নু পশ্যামি রাধে ॥ ৮৯॥

---

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! কৃষ্ণপক্ষঃ (অভিসারানুকুলত্বাৎ) নবকুবলয়ং (নীলকমলং কৃষ্ণবর্ণসাদৃশ্যাৎ) কৃষ্ণসারঃ (মৃগবিশেষস্তৎ সম্বন্ধাৎ) তমালঃ (তদ্বর্ণত্বাৎ) নীলাম্ভোদঃ (নবীনমেঘ স্তৎ সমশীলত্বাৎ) নামরূপৈশ্চ কৃষ্ণা (নাম্না রূপেণচ কৃষ্ণৈব যমুনা) তব রুচিপদং ভবতি। তস্মাৎ মোহন শ্যামমূর্ত্তৌ কৃষ্ণে কস্মাৎ তব বিমুখতা? ইতি উক্ত্বা অহং ত্বাং প্রহসিতমুখীং (প্রফুল্ল-মুখীং) কিং নু পশ্যামি? ॥ ৮৯॥

---

অনুবাদ।—"কৃষ্ণপক্ষ, নীলকমল, কৃষ্ণসার, তমাল, নবীনমেঘ ও কৃষ্ণা (যমুনা) যাঁহার নামরূপের সাদৃশ্য হেতু তোমার রুচিপ্রদ হইয়া থাকে, সেই মোহন শ্যামমূর্ত্তি কৃষ্ণে কিসের নিমিত্ত তোমার এরূপ বিমুখতা?"—হে শ্রীরাধে! এই কথা বলিয়া আমি তোমাকে কি প্রফুল্লমুখী দর্শন করিব না? ॥ ৮৯॥

---

না, ভুক্তিমুক্তিকামী শুদ্ধা ভক্তির অনধিকারী কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে সেই ভাগবতী রতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে?

এতাদৃশী ভাগবতী রতিতে যিনি লাম্পট্য প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরাধৈক-স্পৃহান্বিত হইয়াছেন, হে শ্রীরাধে! তাঁহার প্রতি তোমার স্নেহদৃষ্টি বিচিত্র নহে। তুমি আদর করিয়া তাঁহাকে পাদ-সম্বাহনে আদেশ করিলে তিনি তোমার পাদ-স্পর্শ মাত্র সাত্বিক বিকারে পুলকিতাঙ্গ হইবেন। আমি সে সময়ে তোমার মৃদুহাস্যযুক্ত কটাক্ষের আলোকে আমার সেই প্রিয়জনকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া এবং তজ্জন্য তোমার পাদ-সম্বাহনের বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া, আমি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিব। যদিও এরূপ আলিঙ্গন অত্যন্ত ধৃষ্টতার বিষয়, কিন্তু পাছে তিনি সেই সাত্বিক ভাবাবেশে বিমুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় আলিঙ্গন করিয়া—বিশেষতঃ সাক্ষাৎভাবে আমি তোমার পাদ-সেবার অযোগ্য বলিয়া এইরূপে তাঁহাকে অবলম্বন করত তোমার পাদ রসের আস্বাদন করিব। তোমার মৃদুহাস্যযুক্ত অপাঙ্গ-ইঙ্গিতই তখন আমাকে এই

কার্য্যে সাহস প্রদান করিবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও প্রিয়সঙ্গীসঙ্গে এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ সেবার প্রার্থনা গাহিয়াছেন—

"ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
তুঁহু দাতা শিরোমণি, অতিদীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ধাঁ,
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল॥"

আবার "মে স্বপ্রেষ্ঠং" স্থলে "তে স্বপ্রেষ্ঠং" এইরূপ পাঠান্তর সূচিত হইলে "হে শ্রীরাধে! তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পাদ-সম্বাহন করিতে আদেশ করিবে" এইরূপ অর্থান্তর পরিব্যক্ত হইয়া থাকে ॥৮৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর হে শ্রীরাধে! কান্তের প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক বাম্যভাব পরিব্যক্ত করিয়া এইরূপে তুমি যখন কেলিতল্পে কপট-নিদ্রায় অভিভূত হইবে, তখন নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে প্রবোধিত করিবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিলে আমি নিকটে গিয়া তোমাকে সম্বোধন করিয়া কহিব—"হে শ্রীরাধে! কৃষ্ণাভিসারের অনুকূল হেতু কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণরূপের সাদৃশ্য হেতু নীলকমল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হেতু কৃষ্ণসার মৃগ, কৃষ্ণবর্ণের উপমাস্থল বলিয়া তমাল, কৃষ্ণের সমশীলত্ব হেতু নবীনমেঘ এবং কৃষ্ণের নামরূপের সহিত সাদৃশ্য বিশিষ্টা বলিয়া কৃষ্ণা (যমুনা) তোমার অতিশয় রুচিপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ মোহন শ্যামমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমার অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, হে শ্রীরাধে। কি নিমিত্ত তাঁহার প্রতি তোমার এরূপ বিমুখতা?" —এই কথা শুনিয়া তুমি অতিশয় প্রফুল্লমুখী হইবে—আমি তোমার সে প্রফুল্লভাব দর্শন করিব না কি? অর্থাৎ আমার কথা শুনিয়া তুমি সেই কপট বাম্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লমুখী হইয়া কান্তের সহিত মধুর রসবিলাসে নিমগ্ন হইবে। আমি কি তাহা দর্শন করিবার অধিকার পাইব না? ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৮৯ ॥

লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতৈরিব দিশো নীলোৎপল শ্যামলা
দোলায়ৎ কনকাদ্রিমণ্ডলমিব ব্যোমস্তনৈস্তন্বতীম্।
উৎফুল্ল স্থলপঙ্কজামিব ভুবং রাসে পদন্যাসতঃ
শ্রীরাধা মনুধাবন্তীং ব্রজকিশোরীণাং ঘটাং ভাবয়ে ॥৯০॥

অন্বয়ঃ। লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতৈঃ দিশঃ নীলোৎপল শ্যামলামিব (লীলয়া যে অপাঙ্গা স্তেষাং তরঙ্গিতৈঃ দিশঃ নীলোৎপল সদৃশ শ্যামা ইব, যত্র যত্র তৎ কটাক্ষ দৃষ্টি পততি তত্র তত্র শ্যামতৈব ভবতীতি ভাবঃ) স্তনৈঃ ব্যোমং আকাশং দোলায়াৎ কনকাদ্রিমণ্ডলমিব (দোলায়মানঃ কনকাচল মণ্ডলং সুমেরুমণ্ডলমিব) চ পদন্যাসতঃ রাসে ভুবং (যত্র যা ভূমিং) উৎফুল্ল স্থল-পঙ্কজামিব তন্বতীং (প্রফুল্ল স্থলপঙ্কজ মিব বিস্তারয়ন্তীং) শ্রীরাধা মনুধাবন্তীং ব্রজকিশোরিণাং ঘটাং অহং ভাবয়ে (ভাবয়ামি) ॥৯০॥

অনুবাদ।—যাঁহারা লীলাপাঙ্গতরঙ্গ দ্বারা দিক্‌সমূহকে নীলোৎপল সদৃশ শ্যামল, স্তন দ্বারা আকাশকে দোলায়মান কনকাচলের (সুমেরুমণ্ডলের) ন্যায় সুন্দর এবং পদবিন্যাস দ্বারা শ্রীরাস মণ্ডল ভূমিকে উৎফুল্ল স্থলপঙ্কজের ন্যায় সুশোভিত করিতেছেন সেই শ্রীরাধার অনুগামিনী ব্রজকিশোরীগণের ঘটাকে আমি ভাবনা করিতেছি ॥ ৯০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অতঃপর সহসা বাহ্যস্ফুর্ত্তি হওয়ায় গ্রন্থকার পুনরায় সাধকোচিতভাবে শ্রীরাধার অনুসঙ্গিনী ব্রজরামাদের শ্রীরাসমণ্ডলে অভিসার-মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছেন "আহা! শ্রীকৃষ্ণের কলপদায়ত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা শ্রীরাসমণ্ডলে শ্যাম-সাগর-সাগর-সঙ্গমে সম্মিলিতা হইবার জন্য সাগরাভিসারিণী জাহ্নবীর ন্যায় উধাও অগ্রে অগ্রে ছুটিয়াছেন, আর সঙ্গিনী ব্রজকিশোরীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইতেছেন। সে সময়ে তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠাজনিত চঞ্চল নয়নের অপাঙ্গ তরঙ্গ যে যে দিকে পতিত হইতেছে, সেই সেই দিকেই যেন প্রফুল্ল নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যাম-শোভা বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে। দ্রুত গমন জন্য তাহাদের যৌবনকুসুমিতা দেহলতা ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে তাহাতে তাঁহাদের পীনস্তনসকল যেন আকাশে দোলায়মান কনকাচল অর্থাৎ সুমেরুমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং প্রতি পাদবিক্ষেপে শ্রীরাসমণ্ডল

দৃশৌ ত্বয়ি রসাম্বুধৌ মধুর মীনবদ্ভ্রাম্যতঃ
স্তনৌ ত্বয়ি সুধাসরস্যহহ চক্রবাকাবিব।
মুখং সুর-তরঙ্গিণি ত্বয়ি বিকাসি-হেমাম্বুজং
মিলন্তু ময়ি রাধিকে তব কৃপাতরঙ্গচ্ছটাঃ॥ ৯১॥

অন্বয়ঃ।—অহহ! (অত্যাশ্চর্য্যে) হে শ্রীরাধিকে! ত্বয়ি দৃশৌ (লোচনে) রসাম্বুধৌ (রসসাগরে শ্রীকৃষ্ণে) মধুর মীনবৎ ভ্রাম্যতঃ ত্বয়ি স্তনৌ সুধাসরসি (অমৃত সরোবরে) চক্রবাকৌ ইব "ভবতঃ", হে সুর-তরঙ্গিণি! (সুরত-রঙ্গিণি বা ইত্যক্ষরবিশ্লেষণাৎ) ত্বয়ি মুখং বিকাসি হেমাম্বুজং (প্রফুল্লস্বর্ণকমলবৎ ভবতীত্যর্থঃ) তব কৃপাতরঙ্গচ্ছটাঃ ময়ি মিলন্তু॥ ৯১॥

অনুবাদ।—অহো! হে শ্রীরাধে! তোমার নয়নদ্বয় রসসাগরে মধুর মীনের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। তোমার স্তনযুগল সুধাসরোবরে যেন চক্রবাক-মিথুন, এবং হে সুরতরঙ্গিণি! তোমার বদন যেন প্রফুল্লস্বর্ণকমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তোমার কৃপা-তরঙ্গচ্ছটা আমাতে মিলিত হউক॥৯১॥

তুমি যেন প্রফুল্ল স্থলপঙ্কজের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আহা! আমি অভিসারিণী ব্রজকিশোরীগণের সেই ঘটাকে ভাবনা করিতেছি। ঘটা শব্দের অর্থ—সভা সমূহ ও সমারোহ। এইরূপ ব্রজকিশোরীগণের ভাব-মাধুর্য্য ভাবনাই রাগানুগীয় সাধন অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ॥ ৯০॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত ভাবনার ফলে গ্রন্থকারের যেন পুনরায় সিদ্ধভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবসিদ্ধ দেহে সেই রাসরঙ্গিণী শ্রীরাধার সমীপস্থ হইয়াই যেন সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সেই মাধুর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন।—"হে শ্রীরাধে! কি আশ্চর্য্য! তোমার নয়নদ্বয় রস-সাগরে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে মধুর মীনের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, অর্থাৎ তোমার মনোহর নয়ন-শফরীদ্বয় যেন শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া চঞ্চলভাবে ক্রীড়া করিতেছে। এই চঞ্চলতা আনন্দাতিশয্য বশতঃ বুঝিতে হইবে। আবার কৃষ্ণপ্রেম-সুধার সরোবর সদৃশ বক্ষোদেশে তোমার স্তনযুগল যেন চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায় (সরসীর দুইপারে দুইজন) শোভা পাইতেছে। হে সুর-তরঙ্গিণি! জাহ্নবীরূপিণি! অর্থাৎ জাহ্নবী যেমন সাগর

কান্তাঢ্যাশ্চর্য্য কান্তাকুলমণি কমলাকোটিকাম্যৈকপাদা-
ম্ভোজ ভ্রাজন্নখেন্দুচ্ছবিলববিভবা কাপ্যগম্যা কিশোরী।
উন্মর্য্যাদ প্রবৃদ্ধ প্রণয়রস-মহাম্বোধি গম্ভীরলীলা-
মাধুর্য্যো জৃম্ভিতাঙ্গী ময়ী কিমপি কৃপারঙ্গমঙ্গীকরোতু ॥৯২॥

অন্বয়ঃ।—উন্মর্য্যাদ প্রবৃদ্ধ প্রণয়রসমহাম্বোধি গম্ভীর লীলামাধুর্য্যো জৃম্ভিতাঙ্গী (উন্মর্য্যাদঃ অত্যন্ত মর্য্যাদা বিশিষ্টশ্চ প্রবৃদ্ধঃ সদাভিবৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ যঃ প্রণয়রসঃ অনুরাগঃ স এব মহাসমুদ্র স্তস্মিন্ যা গম্ভীরা লীলা তস্যাং যন্মাধুর্য্যং তেন উজ্জৃম্ভিতানি উল্লাসিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা) কমলাকোটিকাম্যৈক পাদাম্ভোজ ভ্রাজন্নখেন্দুচ্ছবিলব-বিভবা (কোটিকমলানাং যৎ কাম্যবস্তঃ তদেবৈক পদকমলে দীব্যৎ নখচন্দ্রস্য কান্তিকণা তদ্বৈভবং যস্যাঃ সা) কান্তাঢ্যাশ্চর্য্য কান্তা কুলমণি (কান্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলিতা যদাশ্চর্য্যরূপঃ কান্তাকুলঃ ব্রজকিশোরীণাং সমূহঃ তচ্ছিরোমণিস্বরূপা যা সা) কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) অগম্যা (ব্রহ্মাদীনামপি মনোবচোভ্যামগোচরা) কিশোরী (শ্রীরাধা) ময়ি কিমপি কৃপারঙ্গমঙ্গী করোতু (কৃপায়াঃ রঙ্গং দাতুং স্বীকরোতু) ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ।—উন্মর্য্যাদ ও প্রবৃদ্ধ প্রণয়রসরূপ মহাম্বুধির গম্ভীর লীলা মাধুর্য্যে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ উল্লাসিত, যাহার পদকমলশোভী একটীমাত্র নখচন্দ্রের কান্তিকণা কোটিকমলার কাম্যবিভব এবং যিনি কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিতা আশ্চর্য্যরূপা ব্রজকিশোরীগণের শিরোমণি স্বরূপা সেই ব্রহ্মাদিরও বাক্যমনের অগোচরা কোন এক কিশোরী আমাকে কৃপা-রঙ্গ দান করিতে অঙ্গীকার করুন ॥৯২॥

সঙ্গমে তরঙ্গভঙ্গে আপনভাবে বিভোর হইয়া উধাও ছুটিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কৃষ্ণ-সাগরসঙ্গমে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রবল অনুরাগভরে গমন করিতেছ। স্রোতঃস্বিনীতে কমল বিকশিত হয়। এস্থলে তোমার শ্রীবদনই প্রফুল্ল কনকাম্বুজের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নদীতে তরঙ্গ আছে, এস্থলে তোমার অসীম কৃপাই অনন্ত তরঙ্গস্বরূপ। অতএব হে শ্রীরাধে! তোমার সেই কৃপাতরঙ্গের ছটামাত্র আমাতে মিলিত হউক অর্থাৎ তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দাসীর অনুদাসীরূপে সঙ্গিনী করিয়া লও, ইহাই প্রার্থনা ॥৯১॥

কলিন্দগিরি নন্দিনী-পুলিনমালতী-মন্দিরে
প্রবিষ্ট-বনমালীনা ললিত-কেলি-লোলীকৃতে।
প্রতিক্ষণ-চমৎকৃতাদ্ভুত-রসৈক লীলানিধে
নিধেহি ময়ি রাধিকে নিজকৃপা তরঙ্গচ্ছটাম্ ॥৯৩॥

অন্বয়ঃ।—হে কলিন্দগিরিনন্দিনীপুলিন-মালতী-মন্দিরে প্রবিষ্ট-বনমালিনা ললিত কেলি লোলীকৃতে ( শ্রীযমুনা পুলিনে যন্মালতী-কুঞ্জ-মন্দির তস্মিনভ্যন্তরে প্রবিষ্টো যো বনমালী শ্রীকৃষ্ণঃ তেন যা ললিত-কেলিঃ তয়া চঞ্চলীকৃতা যা তস্যাঃ সম্বোধনম্ ) হে প্রতিক্ষণ-চমৎকৃতাদ্ভুত-রসৈকে লীলানিধে ( প্রতিক্ষণ-মনোহরঃ আশ্চর্য্যরূপঃ যো রসঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য লীলায়াঃ নিধি স্বরূপা যা হে তথাবিধে ) হে শ্রীরাধিকে ! ময়ি নিজ কৃপা তরঙ্গচ্ছটাং নিধেহি ( ধারয় ) ॥৯৩॥

অনুবাদ।—হে শ্রীযমুনা পুলিনবর্ত্তী মালতী কুঞ্জ মন্দিরে প্রবিষ্ট বনমালীর ললিত কেলি বিলাস দ্বারা চঞ্চলীকৃতে। হে প্রতিক্ষণ মনোহর অদ্ভুত রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লীলানিধি স্বরূপে ! হে শ্রীরাধিকে ! নিজ কৃপা তরঙ্গচ্ছটা আমার প্রতি নিহিত কর ॥৯৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

"আমার সোৎকণ্ঠ প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধা নিশ্চয়ই কৃপা-দাস্য অঙ্গীকার করিবেন অর্থাৎ মধুর রাসলীলা দর্শন করাইতে স্বীকার করিবেন।"—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত হইয়াই গ্রন্থকার বর্ণনা করিতেছেন—"অনন্তর রাস-বিলাসিনী ব্রজকিশোরগণ রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস রসানন্দে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রাসরঙ্গে প্রমত্ত। সুতরাং ব্রজগোপীগণ তখন কান্তের ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠা হইয়া আশ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রগাঢ়-প্রেমবতী শ্রীরাধা তাহাদের মধ্যমণি স্বরূপে সেই শোভার গৌরবকে আরও বর্দ্ধিত করিতেছেন। কারণ, রাস বিলাসবাসনার শৃঙ্খল-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ব্যতীত রাসলীলার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সম্ভব হয় না। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ, প্রণয় রসরূপ মহাসিন্ধুর গম্ভীর লীলা মাধুর্য্যে উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধার যে প্রণয়-রস অর্থাৎ অনুরাগ তাহা উন্মর্য্যাদ অর্থাৎ অত্যন্ত মর্য্যাদা-বিশিষ্ট অথচ অহঙ্কার বিহীন। এবং প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও প্রতিক্ষণ বর্দ্ধনশীল। সুতরাং এই অনুরাগ

যস্যা স্তে বত কিঙ্করীষু বহুশশ্চাটুনি বৃন্দাটবী-
কন্দর্পঃ কুরুতে তবৈব কিমপি প্রেপ্সুঃ প্রসাদোৎসবং।
সান্দ্রানন্দঘনানুরাগলহরী-নিস্যন্দ-পাদাম্বুজ-
দ্বন্দ্বে শ্রীবৃষভানুনন্দিনি সদা বন্দে তব শ্রীপদম্ ॥৯৪॥

অন্বয়ঃ।—হে সান্দ্রানন্দ-ঘনানুরাগ-লহরী-নিস্যন্দ-পাদাম্বুজে দ্বন্দ্বে! (সান্দ্রানন্দঘনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য যা অনুরাগ-লহরী তস্যাঃ নিস্যন্দনং যস্মাৎ এতাদৃশে পদকমলদ্বন্দ্বে যস্যাঃ হে তথাবিধে) হে শ্রীবৃষভানুনন্দিনি! (হে শ্রীরাধে!) তবৈব কিমপি প্রসাদোৎসবং প্রেপ্সুঃ (তব প্রসন্নতারূপ মুৎসবং বাঞ্ছতি যঃ সঃ) বৃন্দাটবী-কন্দর্পঃ (বৃন্দাবনস্যাভিনবকন্দর্পঃ শ্রীকৃষ্ণ রিত্যর্থঃ) বত (হর্ষেণ) তে (তব) কিঙ্করীষু বহুশঃ চাটুনি (প্রার্থনানি) কুরুতে! অহং তব শ্রীপদং সদা বন্দে ॥৯৪॥

অনুবাদ। হে সান্দ্রানন্দঘন-শ্রীকৃষ্ণানুরাগলহরী-নিস্যন্দি পদাম্বুজ দ্বন্দ্বে! হে বৃষভানুনন্দিনি শ্রীরাধে! তোমার প্রসাদোৎসব-লাভেচ্ছু কোনও এক বৃন্দাবন কন্দর্প (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার কিঙ্করীগণকে হর্ষভরে বহুশঃ প্রার্থনা করেন। আমি তোমার সেই শ্রীচরণ-কমলকে সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ৯৪ ॥

মহাসিন্ধু স্বরূপঃ। তাহাতে যে গম্ভীর লীলা-মাধুর্য্য অর্থাৎ পরস্পর বশীভাব, প্রেম-বৈচিত্ত্যাদি অনুভাব—তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; আবার তাঁহার শ্রীচরণ কমলের এক একটী নখচন্দ্রের যে কান্তি কণা তাহা কোটি কমলার কাম্য-বিভব অর্থাৎ কোটী কোটী লক্ষ্মীও তাঁহার সেই নখচন্দ্রের কান্তিকণা-লাভের জন্য কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই অগম্যা অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও বাক্যমনের অগোচর কিশোরমণি আমাকে স্বকৃপারঙ্গ দান করিতে অঙ্গীকার করুণ। ইহাই আমার অভিলাষ। ॥৯২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

হে শ্রীরাধে। রাস-রসানন্দের সময় বনমালী শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপিকাগণকে পরিহার পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যখন শ্রীযমুনা-পুলিনবর্ত্তী মালতী-কুঞ্জ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তুমি সেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবশ্যই ললিত কেলি অর্থাৎ প্রচুর শৃঙ্গার-চেষ্টাময় ক্রীড়া-বিলাস দ্বারা চঞ্চলীকৃতা হইয়া উঠিয়াছ। অতএব তুমি অন্যান্য ব্রজগোপীগণাপেক্ষা যে অধিক গরীয়সী এবং সেই ক্ষণে ক্ষণে—

যজ্জাপঃ সকৃদেব গোকুলপতেরাকর্ষকস্তৎক্ষণাদ্
যত্র প্রেমবতাং সমস্ত পুরুষার্থেষু স্ফুরেত্তুচ্ছতা।
যন্নামাঙ্কিত-মন্ত্রজাপনপরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽপি তদদ্ভুতং স্ফুরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্ ॥৯৫॥

অন্বয়।—সকৃদেব যজ্জাপঃ তৎক্ষণাৎ গোকুলপতেঃ আকর্ষকো ভবতি (যং বারমেকমুচ্চারণমাত্রেণৈব গোকুলপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আকর্ষিতো ভবতি তদ্রসিকত্বাবশীভূত রিতিভাবঃ) যত্র প্রেমবতাং সমস্ত পুরুষার্থেষু (ধর্মার্থ, কাম মোক্ষেষু) তুচ্ছতা স্ফুরেৎ; স্বয়ং মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি প্রীত্যা যন্নামাঙ্কিতঃ (যন্নাম সংযুক্তঃ) মন্ত্রজাপনপরঃ ভবতি তদদ্ভুতং (আশ্চর্য্যরূপং) রাধেতি বর্ণদ্বয়ং মে (মম রসনায়াং) স্ফুরতু (আবির্ভবতু)। ৯৫ ॥

অনুবাদ।—যাহা একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রীতি সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা উপস্থিত হয়, স্বয়ং মাধব এমন কি শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতি পূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত "রাধা" এই বর্ণদ্বয় আমার রসনায় স্ফুরিত হউক। ৯৫ ॥

মনোহর ও অদ্ভুত রসময় শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লীলানিধি-স্বরূপা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তুমি নিখিল ব্রজকিশোরীদের মধ্যে অত্যন্ত গরীয়সী। অতএব হে শ্রীরাধে! তোমার নিজ কৃপাতরঙ্গচ্ছটা আমার প্রতি নিহিত কর। মালতী কুঞ্জে তোমরা উভয়েই আছ, কিন্তু তন্মধ্যে তোমার কৃপা তরঙ্গচ্ছটাই আমার প্রার্থনীয়। (এই উদ্দেশ্যেই যেন "নিজ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে) কারণ তোমার কৃপা ব্যতীত নিভৃত-কেলিবিলাস দর্শনের আর কোন সম্ভাবনা নাই; ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৯৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে কেবল শ্রীরাধার কৃপা প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগও শ্রীরাধার কৃপা সাপেক্ষ। গ্রন্থকার সাক্ষাৎভাবে এই শ্লোকে তাহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—"হে বৃষভানুনন্দিনি! হে শ্রীরাধে! কৃষ্ণানুরাগ-লহরীও তোমার শ্রীচরণ কমল যুগল হইতে নিস্যন্দিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণ-কমল আশ্রয় করিলে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বা শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি অনুরাগ উভয়ই লাভ হয়। কারণ বৃন্দাবনের অভিনব-কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রসাদোৎসব লাভের অভিলাষে অর্থাৎ তোমার বামাভাব নিরসন পূর্ব্বক প্রসন্নতা বিধান করিবার নিমিত্ত তোমার কিঙ্করীগণকে আনন্দ ভরে বহুবার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিঙ্করী ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ হইতে এইরূপ প্রার্থনালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন (৮৯ সংখ্যক শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের বিষয় সূচিত হইল। আবার—"বিনা রাধা প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে।" এই শ্লোকের কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ প্রাপ্তির প্রমাণ।

অতএব এতাদৃশ মহিমাবিশিষ্ট তোমার শ্রীচরণ কমলই আমার একমাত্র আশ্রয়নীয়। আমি উহাকে সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ৯৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর গ্রন্থকার সাধকোচিত-ভাবে শ্রীরাধার নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—আহা! 'রাধা" এই বর্ণদ্বয়ের মহিমা কি অনির্ব্বচনীয় ইহা একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যথা—

রা শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
ধা শব্দোচ্চারাত পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ ব্রঃ বৈং পুঃ।

অর্থাৎ রা শব্দ উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-প্রফুল্ল হন এবং ধা শব্দ উচ্চারণে সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ অনুসরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীরাধানাম-রসিক বলিয়াই তাঁহার প্রতি নামের এইরূপ প্রভাব লক্ষিত হয়। লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিরন্তর এই রাধানাম-মন্ত্র প্রীতি পূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা এই শ্রীনামে প্রীতি সম্পন্ন হন অর্থাৎ সর্ব্বদা এই নাম শ্রবণ কীর্ত্তন বা জপ করেন তাঁহাদের নিকট মুক্তিও অতি তুচ্ছ। কারণ, ইচ্ছা না করিলেও তাঁহাদের মুক্তি বা শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম লাভ অনায়াসে ঘটিয়া থাকে। যথা—

রা শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্ল্লভাং।
ধা শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদং ॥

অর্থাৎ হে দুর্গে! রা শব্দ উচ্চারণমাত্র ভক্ত সুদুর্ল্লভা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং ধা শব্দ উচ্চারণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রধাবিত হন।

এই জন্য শ্রীরাধা-ভক্তগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে অতি

তুচ্ছবোধ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা-দাস্যই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব

রাধা রাধেতি কুর্য্যাত্ রাধা রাধেতি পূজয়েৎ।
রাধা রাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধা রাধেতি জল্পতি ॥
বৃন্দারণ্যে মহাভাগা রাধা সহচরী ভবেৎ ॥

অর্থাৎ যাহার "রাধা রাধা"ই কথন, "রাধা রাধা"ই স্মরণ, "রাধা রাধা"ই কর্ম "রাধা রাধা"ই ধর্ম, "রাধা রাধা"ই নিষ্ঠা এবং রাধা রাধাই জল্পনা সেই মহা ভাগ্যবান ব্যক্তিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহচরীত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

"রাধ্" ধাতু হইতেই এই পরম মঙ্গল রাধা নামের উৎপত্তি, যিনি স্বয়ং সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ আরাধনা করেন, তিনিই রাধা। শ্রীভাগবতে শ্রীরাধানাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও এই শ্লোকে তাহার আভাস অভিব্যক্ত হইয়াছে। তদ্ যথা—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥শ্রীভাঃ॥

অর্থাৎ এই গোপী, ভগবান্ ঈশ্বর হরিকে নিশ্চয়ই বিশেষ রূপে আরাধনা করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি এই গোপীর সমীপে সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত। যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতীব প্রফুল্লচিত্ত ইহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বিহার করিতেছেন।

এস্থলে এই 'আরাধন' শব্দ হইতেই "রাধা" নামের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতং।" আবার—

গোপালোত্তর তাপন্যাং যদ্গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্ পরিশিষ্টেচ মাধবেন সহোদিতা ॥
অতস্তদীয় মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতং।

অর্থাৎ গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর ভাগে যিনি গান্ধর্ব্বী নামে বিবৃত হইয়াছেন তিনিই শ্রীরাধা এবং ঋক্ পরিশিষ্টে "রাধয়া মাধবোদেবো মাধবেনৈব। রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা"—এই প্রমাণে মাধবের সহিত শ্রীরাধার প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধানামের যে ব্যুৎপত্তি আছে তাহা ভক্তজনের একান্ত আস্বাদ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তদ্ যথা—

রেফোহি কোটী জন্মাদ্যং কর্ম্মভোগং শুভাশুভং।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
ধকারো আয়ুর্বৃদ্ধিঞ্চ আকারো ভববন্ধনং।
শ্রবণ স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ 'রাধা' নামের আদ্য অক্ষর রকার উচ্চারণে জীবের কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয়। আকার উচ্চারণে জীব গর্ভ যন্ত্রণা, মৃত্যু ও ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর ধকার উচ্চারণে জীবের আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং আকার উচ্চারণে লোক ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব শ্রীরাধানাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে জীবের অশেষ অকল্যান বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধা নামের আর একটী সুন্দর ব্যুৎপত্তি আছে। ভক্ত জনের অবগতির জন্য তাহাও এস্থলে বিবৃত হইল। যথা—

রেফো হি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্ব সিদ্ধৈক মীশ্বরং॥
ধকার সহবাসঞ্চ তত্তুল্য কালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টি সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমং।
আকারস্তেজসা রাশিং দান শক্তিং হরৌ যথা॥
যোগ শক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকাল হরিস্মৃতিং॥

অর্থাৎ জীব রাধা নামের রকার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে নিশ্চলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্ববাঞ্ছিত, সদানন্দময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের প্রীতি প্রাপ্ত হয়। এবং ধকার উচ্চারণে শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য্য ও সারূপ্যলাভ করিয়া তত্তুল্য কাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করে। আর আকার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি পায়, এবং শ্রীহরিতে দান শক্তি, যোগ শক্তি, যোগমতি ও নিরন্তর হরিস্মৃতি লাভ হয়।

রাধা নামের আর একটী ব্যুৎপত্তি আছে। তদ্ যথা—

রাধাত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দান বাচকঃ।
স্বয়ং নির্ব্বাণদাত্রী চ সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ রা দানবাচক এবং ধা নির্ব্বাণরূপ পরমানন্দ। যিনি পরমানন্দ প্রদান করেন তিনিই রাধা।

এই জন্যই শ্রীরাধা-নাম-মহামন্ত্র প্রেমিক ভক্তের প্রাণাদপি প্রিয়। তাই

কালিন্দীতটকুঞ্জমন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্ যৎপদ-
জ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুত মুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিতা
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতু মে বিদ্যা পরা দ্ব্যক্ষরা ॥৯৬॥

অন্বয়ঃ।—কালিন্দীতটকুঞ্জমন্দিরগতঃ (যমুনা তটান্তর্বর্ত্তী-কুঞ্জে যন্মন্দিরঃ তস্মিন্ প্রাপ্তরিতি ধ্যানস্থান মুক্তম্) যোগীন্দ্রবদ্ যৎপদজ্যোতির্ধ্যান পরঃ (যোগীন্দ্রঃ শিবো যথা ধ্যানপরঃ ভবতি তদ্বদ্ যস্যাঃ পদজ্যোতিঃ ধ্যান পরশ্চ) প্রেমাশ্রুপূর্ণঃ হরিঃ যাং সদা জপতি সা কেনাপাদ্ভূত মুল্লসদ্রতি-রসানন্দেন সম্মোহিতা রাধেতি দ্ব্যক্ষরা পরা বিদ্যা মে (মম) হৃদি সদা স্ফুরতু ॥৯৬॥

অনুবাদ।—যমুনাতটবর্ত্তী-কুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদ-জ্যোতি-ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা যাহা জপ করিতেছেন সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত উল্লাসকর রতিরসানন্দ-সম্মোহিতা 'রাধা' এই দুই অক্ষর যুক্তা পরাবিদ্যা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক ॥৯৬॥

ভজন-বিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্রীরাধা-নাম-মাধুর্য্যে বিভোর হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—এই অদ্ভুত শ্রীরাধানাম আমার স্ফুরিত হউক। সকল নামাপেক্ষা শ্রীরাধানামে অধিক মাধুর্য্য হেতু, অথবা মাধব শ্রীকৃষ্ণও এই নাম সর্ব্বদা জপ করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহা অদ্ভুত কথিত হইয়াছে। অথবা ইহাতে জীবের সর্ব্বার্থসার পুরুষার্থ চতুষ্টয় তুচ্ছ বোধ হয় বলিয়াই অদ্ভুত। নাম-নামী অভেদ বিচারে অক্ষরাত্মক নামও শ্রীরাধার স্বরূপ—নিত্য চিন্ময়। সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। উহা উপাসকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। যথা:—

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

অর্থাৎ ভজনোন্মুখ জীবের রসনাদিতে ইহা স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই জন্যই গ্রন্থকার শ্রীরাধা এই অক্ষরদ্বয় স্ফুরিত অর্থাৎ আবির্ভূত হউক বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন ॥৯৫॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধা বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনার তটবর্ত্তী নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধার অভিসার বিষয় ভাবনা করিতেছেন "আহা! সুকুমারী শ্রীরাধা

এই নিবিড় অন্ধকারময় বনপথে কিরূপে আগমন করিবেন?—না চিন্তা নাই; তাঁহার পদনখ-জ্যোতিই সুধাংশু-কিরণের ন্যায় তাঁহার অগ্রপথ আলোকিত করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবেন।" যোগীন্দ্র যেমন অরণ্যে কোন গুহার মধ্যে বসিয়া হৃদয়ে পরব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধ্যান করেন, উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণও আজ সেইরূপ নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধার সেই পদনখজ্যোতির বিষয় মনে মনে ভাবনা করিতেছেন। এইরূপ ভাবনাতেই প্রেমানন্দের উদয় হেতু তাহার নয়ন-কমল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে এবং শ্রীরাধানাম নিরন্তর উচ্চারণ করিতেছেন তাই, পদকর্ত্তা গাইয়াছেন—

"তুয়া পথ চাই, "রাই রাই" বলি
গদগদ বিকল পরাণ।
ক্ষণ এক কোটী— কোটী যুগ মানত
হরিবল্লভ পরমাণ॥"

দূতীর বদনে প্রাণকান্তের তাদৃশ বিরহ-বৈকল্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা এক অদ্ভুত উল্লাসকর রতিরসানন্দে সম্মোহিতা হইয়া পড়িলেন। রতিরসের অপ্রাকৃতত্ব হেতুই এস্থলে অদ্ভুত কথিত হইয়াছে।

ভজন-কুশল গ্রন্থকার ভাবসিদ্ধদেহে সেই ভাব-পরিপাট্য দর্শন করিয়াই সাধকোচিত সরস-লৌল্যে প্রার্থনা করিতেছেন—'আহা! সেই বিলাসিনী-মণির 'রাধা' নাম—এই দুই অক্ষরাযুক্তা পরাবিদ্যা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক। পূর্ব্ব শ্লোকে "আমার স্ফুরিত হউক" মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকে, কোথায় স্ফুরিত হইবে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন—আমার "হৃদয়ে"।

বিদ্যা শব্দের অর্থ মন্ত্র। অতএব পরাবিদ্যা বাক্যে 'রাধা' এই দ্ব্যক্ষরযুক্ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বুঝাইতেছে! অথবা—"বিদ্যতে সর্ব্বকামাপ্তিস্তস্মাৎ বিদ্যাপরা মতা।" অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি বিদ্যমান তাহার নামই পরাবিদ্যা অথবা শ্রীরাধা নামে সর্ব্ব বিদ্যা লাভ হয় বলিয়া বা পরমোত্তম পুরুষার্থ সাধনীভূত জ্ঞান লাভ হয় বলিয়াই ইহা পরাবিদ্যা নামে অভিহিত। তাই, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

রাধারাধেতি যো ক্রয়াৎ স্মরণং কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বতীর্থেষু সংস্কারাৎ সর্ব্ববিদ্যা প্রযত্নবান্॥

অথবা যে শ্রীরাধা নাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও জপ করিয়া থাকেন, তাহা যে পরবিদ্যা

দেবানামথ ভক্তমুক্ত সুহৃদা মত্যন্ত দূরং চ যৎ
প্রেমানন্দরসং মহাসুখকরং চোচ্চারিতং প্রেমতঃ।
প্রেম্না কর্ণয়তে জপত্যথ মুদা গায়ত্যথালিম্বয়ং
জল্পত্যশ্রুমুখো হরি স্তদমৃতং রাধেতি মে জীবনং॥১৭॥

অন্বয়ঃ। - যৎ দেবানামথ ভক্তমুক্ত সুহৃদা মত্যন্ত দূরং ( যৎ দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং অথ অনন্তরং ভক্তানাং প্রহ্লাদাম্বরীষাদীনাং মুক্তানাং সনকজনকশুকদেবাদীনাং সুহৃদাং অর্জ্জুন সুভদ্র বলভদ্র বিজয়াদীনাং অত্যন্ত দূরং ন প্রাপনীয় মিত্যর্থঃ ) যৎ প্রেমানন্দরসং তৎ প্রেমতঃ উচ্চারিতং মহাসুখকরং। অয়ং হরিঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) যৎ প্রেম্না আকর্ণয়তে ( সখীভিরুচ্চারিতং চেৎ তদভাবে ) স্বয়ং যৎ জপতি অথ আলিষু ( সখীষু ) মুদা হর্ষেণ গায়তি চ প্রেমাশ্রুমুখঃ সন্‌ জপতি তদ্‌ রাধেতি অমৃতং মে ( মম ) জীবনং ভবতি ॥১৭॥

অনুবাদ।—যাহা দেবতা কি ভক্ত, মুক্ত ও সুহৃদগণের অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, যাহা প্রেমানন্দরস স্বরূপ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন, কখন বা সখীগণের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন, কখন বা প্রেমাশ্রুমুখ হইয়া জল্পনা করেন সেই রাধানামামৃতই আমার জীবন ॥১৭॥

সন্দেহ নাই। অতএব নামনামীর অভেদত্ব হেতু এই পরমাভীষ্টসাধক শ্রীরাধানামের স্বরূপ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক ; ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সাধারণতঃ অমৃত সুরগণেরই আস্বাদ্য ; কিন্তু এই শ্রীরাধানামামৃতের এমনই অদ্ভুত মহিমা, ইহা সুরগণেরও বাঞ্ছনীয়। তাঁহারাও ইহার অনুপম আস্বাদনের যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা লালায়িত। তাই, শঙ্কর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাদীনাং মহারাধ্যাং দূরতঃ সেবতে সুরঃ।
তাং রাধিকাং যো ভজতে দেবর্ষে তং ভজেমহি ॥ পাদ্মে উত্তরখণ্ডে

অর্থাৎ হে দেবর্ষে! শ্রীরাধিকা ব্রহ্মাদিরও মহারাধ্যা, দেবগণ দূর হইতেই তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই শ্রীরাধাকে যিনি ভজনা করেন আমি তাঁহাকে ভজনা করি।

অতএব এই রাধানামামৃত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের, কি প্রহ্লাদ অম্বরীষাদি

যা যারাধয়তি প্রিয়ং ব্রজমণিং প্রৌঢ়ানুরাগোৎসবৈঃ
সংসিধ্যন্তি যদাশ্রয়েণ হি পরং গোবিন্দ সখ্যুৎসুকাঃ।
যৎ সিদ্ধিঃ পরমাপদৈক রসবত্যা রাধনাত্তে নু সা
শ্রীরাধাশ্রুতিমৌলিশেখর-লতানাম্নী মম প্রীয়তাং ॥৯৮॥

অন্বয়।—যা প্রৌঢ়ানুরাগোৎসবৈঃ (প্রকৃষ্টানুরাগানন্দব্যাপারৈঃ) প্রিয়ং ব্রজমণিং (প্রিয়তমং ব্রজকামপূরকং মণিরূপং শ্রীকৃষ্ণং) আরাধয়তি, গোবিন্দসখ্যুৎসুকাঃ (সখীষু ঔৎসুক্যং যাসাং তাঃ যয়া গোবিন্দেন সহ সখ্যে প্রিয়নর্ম্মতায়াং ঔৎসুক্যং যেষাং) তে যদাশ্রয়েণ (যস্যাঃ আশ্রয় মাত্রেণ) হি (নিশ্চয়ং) পরং সংসিধ্যন্তি (পরং কৃতার্থাভবন্তীত্যর্থঃ) যা একরসবতী (এক এব রসঃ শ্রীকৃষ্ণং তদ্বতী একরসঃ শৃঙ্গাররসঃ তদ্বতী বা) যৎ (যস্যাঃ) আরাধনাৎ পরমা পদা সিদ্ধি 'র্ভবতি' সা শ্রুতি-মৌলিশেখর লতা নাম্নী শ্রীরাধা (শ্রুতি মৌলিঃ উপনিষদ্ তচ্ছেখরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমকল্পতরু স্বরূপঃ তদালিঙ্গিতা যা লতা তন্নাম্নী শ্রীরাধা) নু (কিং) মম প্রীয়তাং ॥৯৮॥

অনুবাদ।—যিনি প্রৌঢ়ানুরাগোৎসবের দ্বারা প্রিয়তম ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন, যাঁহারা গোবিন্দসখ্যুৎসুক তাঁহারাও যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় মাত্র পরম কৃতার্থ হইতেছেন, যিনি একরসবতী এবং যাঁহার আরাধনায় পরমা পদা সিদ্ধি লাভ হয় সেই শ্রুতি-মৌলিশেখর লতা নাম্নী শ্রীরাধা কি আমার প্রীতি সম্পাদন করিবেন ॥৯৮॥

ভক্তগণের, কি সনক-জনক-শুক-দেবাদি মুক্তগণের কি ধামান্তরস্থ অর্জ্জুনাদি কৃষ্ণ-সুহৃদ্ এমন কি ব্রজস্থ সুভদ্র বলভদ্র বিজয়াদি কৃষ্ণ সুহৃদগণেরও দূরবর্ত্তী অর্থাৎ তাঁহাদের কাহারও প্রাপনীয় নহেন। ব্রজ রসানন্দী মঞ্জরীভাবাপন্ন সাধক ভিন্ন অন্যের পক্ষে যে সুদুর্ল্লভ, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ইহা প্রেমানন্দ রস স্বরূপ, সুতরাং প্রেমের সহিত উচ্চারণে মহাসুখকর। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম-সহকারে এই নাম শ্রবণ করেন, তদ্ভাবে নিজেই কখন জপ করেন, কখন বা সখীগণের মধ্যে হর্ষভরে সেই শ্রীনামের মহিমা গান করেন এবং কখন বা এইরূপ জল্পনা করেন। তদ্‌যথা—

"সখি! রাধানাম কে কহিলে।
শুনি মম প্রাণ জুড়াইলে ॥

কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিত্তে নিতি মুরতি বিকাশ।
অমিয় সায়রে যেন বাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন মন কাঁদ॥"

নিখিল মাধুর্য্য নির্যাস লইয়াই প্রাণারাম শ্রীরাধা নামের উৎপত্তি। অতএব এই শ্রীরাধানামামৃতই আমার জীবন। অমৃত যেমন মৃতকে সঞ্জীবিত করে, সেইরূপ শ্রীরাধা নামই আমার প্রাণ স্বরূপ। প্রাণহীন দেহ যেমন অপবিত্র তুচ্ছ, সেইরূপ শ্রীরাধা নাম যাঁহার হৃদয়ে বা রসনায় স্ফুরিত না হয়, সে দেহ অসার অস্পৃশ্য সন্দেহ নাই। এই তাৎপর্য্যেই যেন ভাব-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধা নামামৃত আমার জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন॥৯৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অহো! কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নামে বিহ্বল, সেই শ্রীরাধা স্বয়ং আরাধ্যতত্ত্ব হইয়াও প্রকৃষ্ট অনুরাগোৎসবের দ্বারা সেই প্রিয়তম ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।"—এই গোপী-উক্তি দ্বারাই শ্রীরাধার আরাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ব্রজমণি শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের সর্ব্বাভীষ্টপূরক চিন্তামণি স্বরূপ বলা হইয়াছে। যাঁহারা গোবিন্দ সখ্যুৎসুক অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সখীত্বলাভের নিমিত্ত উৎসুক অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখ্যে উৎসুক, তাঁহারাও শ্রীরাধার পদাশ্রয় মাত্র পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। যথা কর্ণামৃতে—

"ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধানাম মনোহর।
স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥
আগমে নিগমে যেই রাধার গুণগণ
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥
হেন রাধা পাদপদ্মে করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥

হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সেই তো কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি॥”

এই শ্রীরাধাই এক রসবতী অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণানুরাগবতী। অথবা এক রস শব্দে শৃঙ্গার রস বুঝায়। অতএব এক রসবতী বাক্যে শৃঙ্গার রসবতীও বুঝায়। এই শ্রীরাধার আরাধনাতেই পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে! যথা—

যঃ পুমানথবা নারী রাধা ভক্তি পরায়ণা।
ভূত্বা বৃন্দাবনে বাসঃ শ্রীরাধা কৃষ্ণ সঙ্গিনী॥
ব্রজবাসী ভবেৎ সোঽপি রাধাভক্তি পরায়ণঃ।
তস্যালাপ প্রয়োগাচ্চ মুক্তবন্ধো নরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ কি পুরুষ কি নারী যে কেহ রাধাভক্তি-পরায়ণ হইলে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গিনী হ'ন। এমন কি, এই ব্রজবাসী ভক্তজনের সঙ্গালাপেও মনুষ্য মুক্তবন্ধ হইয়া পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন।

অতএব রাধা-ভক্তগণের যে কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা তাহা বর্ণনা করা সহজসাধ্য নহে! তাই, মহাদেব নারদকে বলিয়াছেন—

তদালাপং কুরুষ্বৈব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমং।
অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনং॥
রাধেতি কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেন সহ যো নরঃ।
তন্মাহাত্ম্যং ন শক্যোঽহং বক্তুং শেষোঽত্র নৈব চ॥

পাদ্মে উত্তর খণ্ডে।

হে মহাভাগ! “শ্রীরাধা” এই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র অহর্নিশ আলাপ, কীর্ত্তন ও জপ কর। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নামের সহিত রাধা নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহার মহিমা আমি বলিতে সমর্থ নহি, শেষও সমর্থ নহেন।

ফলতঃ শ্রীরাধার আরাধনায় যে পরমা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শ্রীরাধার দাস্য পদ ভিন্ন আর কিছু নয়। আবার, এই শ্রীরাধা, শ্রুতিমৌলিশেখরের লতা স্বরূপ। শ্রুতি মৌলি,—উপনিষদ্গণ তাঁহাদের শিরোভূষণ যিনি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

পরোঢ়া কৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে যাঁহারা আপনগণ সহ সাধনপরা হন, তাঁহারা যৌথিকী। এই যৌথিকী মুনি ও উপনিষদ্ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মুনিগণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে,—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের রাম-সৌন্দর্য্য দর্শনে কৃষ্ণ বিষয়িনী ও সীতা সৌন্দর্য্য দর্শনে গোপী বিষয়িনী রতির

উদয় হওয়ায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সহিত ভক্তং ভাব লাভ করিয়া ব্রজে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আবার—

সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষাদাহ্খিল্যঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্য মসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ॥
তাপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে।
বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা॥

অর্থাৎ যে সকল উপনিষদ্ সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মদর্শিনী তাঁহারা গোপীদিগের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া পরম বিস্মিতা হয়েন এবং গোপীতুল্য ভাগ্য লাভার্থ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ব্রজমধ্যে প্রেমবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তাঁহারাই বল্লবী; পুরাণে ও উপনিষদ্ সকলে এইরূপ প্রথা বর্ণিত আছে। বৃহৎ বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—নিত্য শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণকে উপনিষদ্গণ এইরূপ প্রার্থনা করেন। তদ্ যথা—

কন্দর্প কোটী লাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসিনঃ।
কামিনী ভাব মাসাদ্য স্মর ক্ষুব্ধাণ্য সংশয়ঃ॥
যথা তল্লোক বাসিন্যঃ কাম তত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষা জনি ন স্তথা॥

হে প্রভো! তোমার কোটি কন্দর্প লাবণ্য দর্শন পূর্ব্বক আমাদের মন কামিনী ভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃষংশয়রূপে স্মর-ক্ষুব্ধ হইয়াছে। যেরূপ ব্রজ-বাসিনী গোপিকাগণ প্রেমতত্ত্বের সহিত তোমার ভজনা করিতেছেন, সেইরূপ ভাবনা করাই আমাদের মনের বাসনা।

উপনিষদ্গণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সু মনোরথং।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতু মর্হতি॥

অর্থাৎ তোমাদের এই মনোরথ অতিশয় দুর্ল্লভ ও দুর্ঘট হইলেও আমি অনুমোদন করিলাম। উহা সম্পূর্ণরূপে সত্য হউক।

আবার পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে গায়ত্রীও গোপীত্ব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ যথা—উজ্জ্বল নীলমণি টীকায়াং—

গোপকন্যা রূপতয়া জাতায়া স্তস্যা ব্রাহ্মণা।
পরিণয়ে তৎ পিত্রাদি গোপেষু শ্রীভগবদ্বরঃ॥
ময়া আত্বা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা বিরিঞ্চয়ে।

গাত্রে কোটিতড়িচ্ছবি প্রবিততানন্দচ্ছবি শ্রীমুখে
বিম্বৌষ্ঠে নববিদ্রুমচ্ছবি করে সৎপল্লবৈকচ্ছবি।
হেমাম্ভোরুহ কুট্মলচ্ছবি কুচদ্বন্দ্বেঽরবিন্দেক্ষণং
বন্দে তন্নবকুঞ্জকেলিমধুরং রাধাভিধানং মহঃ ॥৯৯॥

অন্বয়ঃ।—যৎ গাত্রে কোটি তড়িচ্ছবি, শ্রীমুখে প্রবিততানন্দচ্ছবি (প্রকর্ষেণ বিস্তার প্রাপ্তং যদানন্দং তস্য চ্ছবি) বিম্বৌষ্ঠ নববিদ্রুমচ্ছবি (পক্কবিম্বফল-কোমলৌষ্ঠাধরয়োঃ নব প্রবালস্য চ্ছবি) করে সৎপল্লবৈকচ্ছবি (করয়োঃ অশ্বত্থাদীনাং সৎপল্লবানামেকচ্ছবি) কুচ দ্বন্দ্বে হেমাম্ভোরুহ কুট্মলচ্ছবি (স্তনদ্বয়ে স্বর্ণ কমল কলিকাচ্ছবি) তৎ অরবিন্দেক্ষণং (ফুল্লেন্দীবরনেত্রম্) নবকুঞ্জ কেলি মধুরং (নবঃ কুঞ্জেষু যা কেলি তাসু মধুরং) রাধাভিধানং মহঃ (রাধেতি আখ্যা যস্য তন্মহঃ তেজঃ শ্রীরাধায়াঃ রূপমাধূর্য্যমিতি ভাবঃ) অহং বন্দে ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার গাত্রে কোটি বিদ্যুতের ছবি, শ্রীমুখে প্রবর্দ্ধিত আনন্দ চ্ছবি, বিম্বৌষ্ঠে নব বিদ্রুমচ্ছবি, করে অশ্বত্থাদি সৎপল্লবের ছবি, স্তনযুগলে স্বর্ণ কমল কলিকার ছবি, সেই ফুল্লেন্দীবর-নেত্রা, নবকুঞ্জ কেলিমধুরা শ্রীরাধার রূপ মধুর্য্যাকে বন্দনা করি ॥৯৯॥

যুষ্মাকন্তু কুলে চাহং দেব কার্য্যার্থ সিদ্ধয়ে ॥
অবতারং করিষ্যামি মৎ কান্তা তু ভবিষ্যতি ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া কন্যার পিতা প্রভৃতি যথন তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি ব্রহ্মার সহিত এই কন্যার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারি না। তবে দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমি যখন তোমাদের কুলে অবতার গ্রহণ করিব, তখন এই কন্যা আমার কান্তা হইবে।

এইজন্যই এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রুতিমৌলি শেখর বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাই সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্প-লতিকা-স্বরূপা। তাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

মুক্তাপংক্তিপ্রতিমদশনা চারু-বিম্বাধরৌষ্ঠ
মধ্যে ক্ষামা নবনব রসাবর্ত্ত গম্ভীর নাভিঃ।
পীনশ্রোণি স্তরুনিম সমুন্মেষ লাবণ্যসিন্ধু
বৈদগ্ধীনাং কিমপি হৃদয়ং নাগরী পাতু রাধা ॥১০০॥

**অন্বয়ঃ**।—মুক্তাপংক্তিপ্রতিমদশনা, চারু বিম্বাধরৌষ্ঠী মধ্যেক্ষামা (ক্ষীণমধ্যা) নবনব রসাবর্ত্ত গম্ভীর নাভিঃ (নবনব রসানাং আবর্ত্তরূপা গম্ভীরা নাভির্যস্যাঃ সা) পীনশ্রোণিঃ (স্থূলকটিঃ) তরুণিম সমুন্মেষ-লাবণ্য-সিন্ধুঃ (তরুনিম্না তারুণ্যেন সমাগ উন্মেসিতং যল্লাবণ্যং তস্য সিন্ধুরূপা) কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) বৈদগ্ধীনাং হৃদয়ং নাগরী রাধা নঃ পাতু ॥১০০॥

**অনুবাদ**।—মুক্তা-পংক্তি-প্রতিমদশনা, চারুবিম্বাধরৌষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, নবনব রসাবর্ত্ত গম্ভীরনাভি, স্থূলকটি, তারুণ্য-সমুন্মেষিত লাবণ্যসিন্ধু, বৈদগ্ধীর হৃদয় স্বরূপা নাগরী শ্রীরাধা আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন ॥১০০॥

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥"

অতএব এ হেন সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি-দাত্রী কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা শ্রীরাধা কি আমার প্রীতিসম্পাদন করিবেন? অর্থাৎ স্বকীয় কৃপাদাস্য দানে কি এ অধমকে আনন্দিত করিবেন? ইহাই তাৎপর্য্য ॥৯৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সুরসিক গ্রন্থকার সিদ্ধভাবের স্ফুর্ত্তিতে যেন শ্রীবৃন্দাবনের কেলি কুঞ্জের সমীপে উপনীত হইয়া দেখিতেছেন—শ্রীরাধা কৃষ্ণাভিসারে সঙ্কেতকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার কৈশোর রূপ মাধুর্য্যে সেই কুঞ্জকুটীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীঅঙ্গে কোটিবিদ্যুতের ছবি, শ্রীমুখে আনন্দের ঢলঢল ছবি, স্তনযুগলে কনক-কমল কলিকার কমনীয় কান্তি, নয়নে ফুল্লেন্দীবরের নীলিমা ছবি,—আমরি! সকলই অতুলনীয় সুন্দর, সকলই মনোহর! এই অসমোর্দ্ধ রূপ মাধুর্য্য নবকুঞ্জ কেলির উপযোগী মধুর বটে এমন রূপ মাধুর্য্য না হইলে কি নিকুঞ্জ-বিলাসের পর্য্যাপ্তি সাধিত হয়? সিদ্ধভাবাবিষ্ট গ্রন্থকার শ্রীরাধার সেই অলৌকিক কৈশোর রূপ মাধুর্য্য দূর হইতে

স্নিগ্ধাকুঞ্চিত নীলকেশি বিদলদ্বিম্বৌষ্ঠি চন্দ্রাননে
খেলৎ খঞ্জনগঞ্জনাক্ষি রুচিমন্নাসাগ্রমুক্তাফলে।
পীনশ্রোণি তনূদরি স্তনতটীবৃত্তচ্ছটাত্যদ্ভুতে
রাধে শ্রীভুজবল্লি চারুবলয়ে স্বংরূপমাবিষ্কুরু ॥১০১

অন্বয়ঃ।—হে স্নিগ্ধাকুঞ্চিত নীলকেশি! হে বিদলদ্বিম্বৌষ্ঠী! হে চন্দ্রাননে! হে খেলৎ খঞ্জন গঞ্জনাক্ষি! হে রুচিমন্নাসাগ্রমুক্তা ফলে! (নাসাগ্রে দেদীপ্যমানং মুক্তা ফলং যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে পীন-শ্রোণি! হে তনূদরি! (ক্ষীণমুদরং যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে স্তনতটীবৃত্তচ্ছটাত্যদ্ভুতে! (স্তনয়োস্তটী প্রান্তভাগঃ তত্র যৎ বর্ত্তুলতা তস্য যা ছটা তয়া অত্যদ্ভুতা যা, হে তথাভূতে!) হে শ্রীভুজবল্লিচারুবলয়ে! (শ্রীভুজবল্যোশ্চারুবলয়ানি যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে রাধে! ত্বং স্বং (স্বকীয়ং) রূপং আবিষ্কুরু ॥১০১॥

অনুবাদ।—হে স্নিগ্ধাকুঞ্চিত নীলকেশি! হে বিদলিত বিম্বাধরৌষ্ঠী! হে চন্দ্রবদনে! হে ক্রীড়াশীল খঞ্জন-গঞ্জনাক্ষি! হে দেদীপ্যমান-নাসাগ্রমুক্তা ফলে! হে পীনশ্রোণি! হে ক্ষীণোদরি! হে স্তনতটীবৃত্তছটাদ্ভুতে! হে শ্রীভুজবল্লি চারুবলয়ে! হে রাধে! তুমি স্বরূপ প্রকটিত কর ॥১০১॥

দর্শন করিয়াই যেন পরমানন্দে তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন—"এইরূপ মাধুর্য্যসুধা আমার নয়ন-চকোরের নিত্য আস্বাদ্য হউক"—ইহাই যেন তাঁহার মনের আকাঙ্খা ॥৯৯॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকার পূর্ব্বশ্লোক বর্ণিত নমস্কারের উদ্দেশ্য যেন এই শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন—আহা! সেই নাগরী শ্রীরাধা, নিখিল বৈদগ্ধীর প্রাণ এবং নবযৌবনোদ্ভিন্ন লাবণ্যের সিন্ধু স্বরূপা। তাঁহার সুগঠিত দশনাবলী মুক্তা পংক্তি-প্রতিম, অধরপুট বিম্বারুণ, মধ্যদেশ ক্ষীণ, নাভি নবরসাবর্ত্ত গম্ভীর, এবং নিতম্ব প্রদেশ স্থূল। তিনি আমাদের রক্ষা বিধান করুন!—আমরা তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-হারা হইয়া বহু দুঃখ-দুর্ভোগপূর্ণ সংসার-কূপে পতিত হইয়াছি; তিনি কৃপা-রজ্জুদানে এই ভবকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় অভয় পদারবিন্দের ছায়াতলে রক্ষা করুন,—ইহাই তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ॥১০০॥

লজ্জান্তঃপটমারচয্য রচিত স্বায় প্রসূনাঞ্জলৌ
রাধাঙ্গে নবরঙ্গধাম্নি ললিতপ্রস্তাবনেযৌবনে।
শ্রোণী-হেমবরাসনে স্মরনৃপেণাধ্যাসিতে মোহনং
লীলাপাঙ্গবিচিত্রতাণ্ডবকলাপাণ্ডিত্যমুন্মীলতি ॥১০২॥

অন্বয়ঃ।— মোহনং (সর্ব্বচিত্ত-বিস্মাপনং) লীলাপাঙ্গ বিচিত্রতাণ্ডবকলাপাণ্ডিত্যং (লীলয়া যে অপাঙ্গা স্তেষু যৎ বিচিত্র তাণ্ডব-কলা তৎ পাণ্ডিত্যং) লজ্জান্তঃপট মারচয্য (লজ্জা এব অন্তঃপটং যবনিকাং আরচয্য পুনঃ পুনঃ রচয়িত্বা) রচিত স্বায়-প্রসূনাঞ্জলৌ (রচিত স্বায়ঃ অদ্ভুতঃ প্রসূনস্য অঞ্জলিঃ যত্র তস্মিন্) ললিত প্রস্তাবনে যৌবনে (লালিত্যেন সহ যৌবনস্য প্রস্তাবনং আরম্ভং যত্র তস্মিন্) স্মরনৃপেণাধ্যাসিতে শ্রোণী-হেম বরাসনে (কন্দর্পনৃপেণাধিষ্ঠিতে শ্রোণ্যেব হেম্নঃ বরাসনং যত্র তস্মিন্) নবরঙ্গ ধাম্নি (নবীনাঃ যে রঙ্গা স্তেষাং নিবাসস্থানে) রাধাঙ্গে (স্থলং প্রাপ্য) উন্মীলতি ॥১০২॥

অনুবাদ।—যাহাতে কন্দর্পরাজাধিষ্ঠিত শ্রোণীরূপ হেম-বরাসন ও ললিত নব-যৌবন শোভা পাইতেছে, এবং যাহা অদ্ভুত প্রসূনাঞ্জলি বিরচিত ও নবরসের লীলাভূমি শ্রীরাধার সেই শ্রীঅঙ্গে সুমোহন লীলাপাঙ্গ বিচিত্র তাণ্ডব-কলা পাণ্ডিত্য, লজ্জা যবনিকার পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া উন্মীলিত হইতেছে ॥১০২॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সেই কেলি-কুঞ্জনাগরীর সহিত আমাদের শ্যাম-নাগর আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। যুগল মিলনে অনাবিল প্রেমানন্দের অবাধ তরঙ্গ খেলিল। সেই অপূর্ব্ব মধুর মিলনানন্দ দর্শন করিয়াই যেন সিদ্ধভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে। তোমার নীলকেশপাশ ঈষৎ কুঞ্চিত ও স্নেহযুক্ত, অধরোষ্ঠ বিদলিত বিম্বফলের ন্যায় কান্তিযুক্ত, তোমার চটুলনয়ন ক্রীড়াশীল খঞ্জনকেও ধিক্কার দিতেছে, নাসাগ্রে মুক্তাফল ঝলমল করিতেছে, ভুজবল্লীতে কনক-বলয় শোভা পাইতেছে, স্তন-তটে অদ্ভুত বর্ত্তলতা-ছটা স্ফুরিত হইতেছে। হে পীনশ্রোণি! হে ক্ষীণোদরি! আর বিলম্ব কেন; শ্যামবঁধুয়া তো সমুপস্থিত, এই বার স্বরূপ প্রকটিত কর। অর্থাৎ সেই বিলাসসাধক অপূর্ব্ব রূপ মাধুর্য্য প্রকাশ কর; ইহাই আমার প্রাণের অভিলাষ ॥১০১॥

সা লাবণ্যচমৎকৃতির্নববয়োরূপং চ তন্মোহনং
তত্তৎ কেলিকলাবিলাসলহরী চাতুর্য্যমাশ্চর্য্যভূঃ।
নো কিঞ্চিৎ কৃতমেব যত্র ন স্তুতির্নাগো ন বা সম্ভ্রমো
রাধামাধবয়োঃ স কোপি সহজঃ প্রেমোৎসবঃ পাতু বঃ॥১০৩॥

অন্বয়ঃ। – যত্র সা লাবণ্যচমৎকৃতিশ্চ তন্মোহনং নববয়োরূপং (যত্র তৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মোহনং নববয়ো রূপং) তত্তৎ কেলিকলাবিলাস লহরীচাতুর্য্যং (যত্র তত্তৎ শ্রীরাধামাধবয়ো র্যৎ কেলি কলাবিলাসঃ তল্লহরীষু যৎ চাতুর্য্যং তৎ) আশ্চর্য্যভূঃ (যত্র সর্ব্বাশ্চর্য্যত্বং দ্যোতিতমিত্যর্থঃ) যত্র ন কিঞ্চিৎ কৃত মেব (যত্র কিঞ্চিদপি ন কৃতং ছিন্নমেব, "কৃতং তু বেষ্টিতে ছিন্নে" ইতি মেদিনী) যত্র ন স্তুতিঃ (স্তুতিঃ) যত্র ন আগঃ (অপরাধঃ) বা ন সম্ভ্রমঃ (ভয়াদিজনিতত্বরা, আবেগঃ) সঃ কোঽপি (অনির্ব্বচনীয়ঃ) শ্রীরাধামাধবয়োঃ সহজঃ (স্বাভাবিকঃ নতু বৈকৃতঃ) প্রেমোৎসবঃ বঃ যুষ্মান্) পাতু॥১০৩॥

অনুবাদ। – যাহাতে সেই লাবণ্যের চমৎকৃতি ও কৃষ্ণ মনোহর নববয়ঃসন্ধির মাধুর্য্য শোভমান যাহাতে শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-কলা-বিলাস লহরী চাতুর্য্য বিদ্যমান, যাহাতে সর্ব্বাশ্চর্য্যত্ব পরিস্ফুট, যাহাতে কিঞ্চিম্মাত্রও অবচ্ছিন্নতা নাই, গুরু গৌরবে স্তুতি নাই, অপরাধ নাই, কি সম্ভ্রমও নাই শ্রীরাধামাধবের সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ প্রেমোৎসব তোমাদের রক্ষা বিধান করুন॥১০৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার সেই বিলাস-সাধক রূপমাধুরী কিরূপ? গ্রন্থকার এই আলোচ্য শ্লোকে তাহা অভিব্যক্ত করিতেছেন—আহা! বিচিত্র কুসুমাঞ্জলি-বিরচিত শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে কন্দর্পরাজের প্রতিষ্ঠিত নিতম্বরূপ হৈম-সিংহাসন ও ললিত নবযৌবন শোভা পাইতেছে। সুতরাং শ্রীরাধাঙ্গ বাস্তবিকই নিত্য নবরঙ্গের লীলাভূমি। এই জন্যই তাহাতে মনোহর লীলাপাঙ্গের বিচিত্র নৃত্যকলার বিচক্ষণতা লজ্জা যবনিকার পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া উন্মীলিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীরাধা কান্ত সমাগমে ব্রীড়াবনতা হইলেও কান্তের প্রতি লীলাভঙ্গীতে বিচিত্র অপাঙ্গ-নৃত্য-কলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। এই বিলাসভাবদ্যোতক অভিনব মাধুর্য্য প্রকটন জগতে প্রকৃতই অতুলনীয়॥১০২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত রূপ-মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি কোথায়? গ্রন্থকার যেন এই শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীরাধামাধবের প্রেমোৎসব সহজ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক ইহাতে প্রাকৃতভাবের লেশাভাসও নাই। এই প্রেমোৎসবেই পূর্ব্বোক্ত রূপ-লাবণ্যের চমৎকৃতি, কৃষ্ণ-মনোহর নব-বর্ষের অর্থাৎ কৈশোরান্ত-নবযৌবনের মোহন মাধুর্য্য এবং পরস্পর কেলি-কলা-বিলাস-লহরী-চাতুর্য্য পর্য্যবসিত। এই সকল অলৌকিক রূপ, লাবণ্য ও কেলি-বিলাসাদি সেই অপ্রাকৃত প্রেমোৎসবের অঙ্গ। সুতরাং এই সকল প্রেমাঙ্গ ব্যতিরেকে সেই প্রেমোৎসবের যেন পূর্ণতা সাধিত হয় না। এই প্রেমোৎসব সাধারণ যুবকযুবতীর ন্যায় কামভাবদ্যোতক নহে। ইহা অনন্যসাপেক্ষ ও স্বতঃশুদ্ধ অর্থাৎ এই প্রেমোৎপত্তির জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই, আবার অবধিও নাই। অনুদিনই বৃদ্ধিশীল। এমন কি ইহাতে স্ত্রী পুরুষভেদ ভাব একেবারে নিরস্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব পরৈক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এই পরৈক্য-সূচক প্রেমবিলাস বিবর্ত্তরূপ মহত্ত্বই সাধ্যবস্তুর অবধি। ইহাই শ্রীল রামরায়ের "পহিলহি"—গান। অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের যে প্রেমবিলাস এক হইয়া ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয় এবং ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও এক হয়,—এই অচিন্ত্য তত্ত্বই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত—এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। এই জন্যই এই প্রেমোৎসবে সর্ব্বাশ্চর্য্যত্ব পরিস্ফুট উল্লিখিত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কারণ যে, এই প্রেমোৎসবে কোন অবচ্ছেদ নাই। অর্থাৎ নিত্য নূতনরূপে নিরন্তরই এই প্রেমের অবাধ উৎসব চলিতেছে। ইহাতে স্তুতি নাই, অর্থাৎ গুরু গৌরবাদি বিধি অপেক্ষা নাই, সুতরাং বিধির শৃঙ্খলা ভঙ্গ জন্য অপরাধের আশঙ্কাও নাই। অথবা সম্ভ্রমও নাই, অর্থাৎ ভয়াদি জনিত ত্বরা অর্থাৎ আবেগও নাই। যথা—

ধত্তে দ্রাগনুপাধি জন্ম বিধিনা কেনাপি নাকম্পতে
সূতে ত্যাহিত সঞ্চয়ৈরপি রসং তে চেন্মিথোবর্দ্ধনে।
ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে চমৎকৃতি করোদ্দাম প্রমোদোত্তরাং
রাধা মাধবয়োরয়ং নিরুপমঃ প্রেমানুবন্ধোৎসবঃ॥ উজ্জ্বলে॥

অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের এই নিরুপম প্রেমানুবন্ধোৎসব উপাধি ব্যতিরেকেও (অনন্যসাপেক্ষ রূপে অতিদ্রুত উৎপন্ন হয়। কোন বিধি

যেষাং প্রেক্ষাং বিতরতি নবোদার গাঢ়ানুরাগা-
ন্মেঘশ্যামো মধুর মধুরানন্দ মূর্ত্তি র্মুকুন্দঃ ।
বৃন্দাটব্যাং সুমহিম চমৎকারীণ্যহো কিং
তানি প্রেক্ষেঽদ্ভুত রসনিধানানি রাধা পদানি ॥১০৪॥

অন্বয়ঃ ।—অহো ( আশ্চর্য্যে ) মেঘশ্যামঃ মধুর মধুরানন্দ মূর্ত্তির্মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নবোদার গাঢ়ানুরাগাৎ ( নবশ্চাসৌ উদারস্থ হো গাঢ়ানুরাগ স্তস্মাৎ ) যেষাং প্রেক্ষাং (যেষাং পদানাং দর্শনেচ্ছাং) বিতরতি (বিস্তারয়তি বা বার্ত্তামন্বেষামিতি ভাবঃ) অহং তানি বৃন্দাটব্যাং সুমহিমচমৎকারীণি (বৃন্দাবনে সুষ্ঠু মহিমা যস্য তস্য চমৎকারকারীণি) অদ্ভুতরস নিধানানি রাধাপদানি (রাধাপদ-চিহ্নানি, রাধাপদ বিক্ষেপানি বা) কিং প্রেক্ষে ॥১০৪॥

অনুবাদ—অহো ! মধুর হইতেও মধুরানন্দ-মূর্ত্তি মেঘশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ নবোদার গাঢ়ানুরাগবশে যাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন সেই শ্রীবৃন্দাবনে সুমহিম চমৎকারকারী ও অদ্ভুত রসের নিধান শ্রীরাধার পদাঙ্ক সকল কি আমার নয়ন গোচর হইবে ? ॥১০৪॥

দ্বারা বিচলিত হয় না, বিজাতীয় ভাবের সহিত মিলিত হইলেও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না এবং গুরুজনাদি নিবন্ধন ভয় ও কষ্ট পরম্পরা উপস্থিত হইলেও তদ্দ্বারা রসের আস্বাদ বিশেষ হয়। কোনও উদ্বেগ জন্মে না, আর ঐ ভয় ক্লেশাদি যদি পরস্পরের বর্ত্মলাভ নিমিত্ত হয়, তবে তদ্দ্বারাও রাগ সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এরূপ সমৃদ্ধি সঞ্চয় করে যে, তদ্দ্বারা চমৎকারজনক উদ্দাম প্রমোদের উদয় হয়।

এই অনির্ব্বচনীয় প্রেমোৎসব তোমাদের রক্ষা বিধান করুন। অর্থাৎ হে মায়িক জীব! তোমরা কাম-কবলিত হইয়া সংসারে যে দারুণ দুঃখ দুর্ভোগ সহ করিতেছ, এই প্রেমোৎসব তোমাদিগকে সেই কামের কবল হইতে রক্ষা করুন। —ইহাই আশীর্ব্বাদ। যে হেতু, এই প্রেমোৎসব দর্শন দূরে থাক, ইহার বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তনেই কামের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়॥১০৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত আশীর্ব্বাদ বাক্যে গ্রন্থকার যেন কৃতার্থ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাশ্যামের সেই প্রেমোৎসব দর্শনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। তাই,

রহোগোষ্ঠীং শ্রোতুং নিজবিটেন্দ্রেণ ললিতাং
করে ধৃত্বা ত্বাং বা নবরমণতল্পে ঘটায়িতুম্।
রতামর্দ্দস্রস্তং কচভরমথো সংযমায়িতুং
বিদধ্যাঃ শ্রীরাধে মম কিমধিকারো সবরসম্ ॥১০৭॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! নিজ বিটেন্দ্রেন সহ ললিতাং রহঃ গোষ্ঠীং শ্রোতুং (শ্রীকৃষ্ণেন সহ তব মধুরং রহস্যালাপং শ্রোতুং) বা ত্বাং করে ধৃত্বা নবরমণতল্পে ঘটয়িতুং অথঃ রতামর্দ্দস্রস্তং কচভরং সংযময়িতুং ত্বং মম অধিকারোৎসবরসং কিং বিদধ্যাঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! নিজ বিটেন্দ্রের সহিত ললিত রহঃ গোষ্ঠী শ্রবণের নিমিত্ত, তোমাকে করে ধারণপূর্ব্বক নবমরণতল্পে মিলিত করিবার নিমিত্ত এবং কেলিসংমর্দ্দে বিগলিত কেশপাশকে সংযত করিবার নিমিত্ত আমাকে অধিকারোৎসব রস প্রদান করিবে কি? ॥ ১০৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকার পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত-ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন - হে শ্রীরাধে! নিভৃত লীলাবিলাসান্তে কেলিতল্পে উপবেশন করিয়া নিজ বিটেন্দ্রের সহিত যখন রহঃগোষ্ঠী অর্থাৎ মধুর রহস্যালাপ করিবে, তখন আমি কি তাহা শ্রবণ করিবার অধিকার লাভ করিব? এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বিটেন্দ্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বেশোপচার ও শুশ্রূষা করণে পটু এবং যিনি কামতন্ত্র-কলা-বিশারদ তাহাকে বিট কহে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিটগণের শিরোমণি স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, অভিসার কালে যেরূপ বসন ভূষণের বিন্যাস ছিল, লীলাবিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ভাবে শ্রীরাধাকে সাজাইয়া দিতেছেন এবং সেই সঙ্গে মধুর রহস্যালাপ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করিবার অধিকারোৎসব রস অর্থাৎ দাসী অঙ্গীকার করিয়া তাহা শ্রবণের অধিকার দান করিবে। তাহার পর কেলিতল্প হইতে নব কেলিতল্পে বিদগ্ধবরের সহিত মিলিত করিবার নিমিত্ত তোমার কর ধারণ করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার দান করিবে। অনন্তর তোমার বিগলিত কেশপাশকে সংযত করিয়া কবরী বন্ধন করিবার নিমিত্ত অধিকার দান করিবে কি? অবশ্যই অধিকার দান করিবে; ইহাই তাৎপর্য্য ॥১০৭॥

বলান্নীত্বা তল্পং কিমপি পরিরভ্যাধর-সুধাং
নিপীয় প্রোল্লিখ্য প্রখর নখরেণ স্তনভরম্।
ততো নীবীং ন্যস্তে রসিকমণিনা ত্বৎকরধৃতে
কদা কুঞ্জছিদ্রে ভবতু মম রাধেঽনুনয়নম্ ॥১০৫॥

**অন্বয়ঃ।**—হে রাধে! ত্বাং তল্পং প্রতি বলান্নীত্বা কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) পরিরভ্য অধর সুধাং নিপীয় প্রখরনখরেণ স্তনভরং প্রোল্লিখ্য ততঃ রসিক মণিনা ত্বৎকরধৃতে নীবীংন্যস্তে সতি কুঞ্জছিদ্রে মমানুনয়নং কদা ভবতু ॥১০৫॥

অনুবাদ।—হে রাধে! তোমাকে কেলিতল্পের প্রতি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করতঃ অধর সুধা-পান করিয়া এবং প্রখর নখর দ্বারা স্তনমণ্ডল রেখাঙ্কিত করিয়া রসিকমণি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কম্পিত-হস্তা দেখিয়া তোমার নীবীবন্ধন করিয়া দিবেন, আমি কুঞ্জছিদ্র পথে কবে তাহা নয়ন গোচর করিব? ॥১০৫॥

সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্ত করিতেছেন—শ্রীরাধার পদাঙ্ক সকল কি আমার নয়নগোচর হইবে? শ্রীরাধা সঙ্কেত কুঞ্জে কৃষ্ণাভিসারে গমন করিবেন, আমি তাঁহার সেই পদাঙ্ক দর্শন করিয়া কবে অনুগমন করিব? ইহাই মনের অভিলাষ যাঁহার মধুর হইতেও মধুরাদপি আনন্দময়ী মূর্ত্তি এবং যিনি অখিল-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, সেই মেঘশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ, গাঢ় অনুরাগবশে ঐ পদাঙ্ক সকল দর্শনের অভিলাষ করিয়া থাকেন। এইজন্যই ঐ পদাঙ্ক সকলকে অদ্ভুত রসের নিধান স্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥১০৫॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর প্রেমময়-প্রেমময়ীর পরস্পর সম্মিলনে কামকলার রসরঙ্গ আরম্ভ হইল। সময় বুঝিয়া সখীগণ কুঞ্জের বহির্ভাগে চলিয়া গেলেন। গ্রন্থকর্ত্তা জালরন্ধ্রে লীলা দর্শন-কারিণী সখীর ভাবাবেশে সেই লীলারঙ্গ দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন—। হে শ্রীরাধে! ইত্যাদি। অপর তাৎপর্য্য স্পষ্ট ॥১০৫॥

করং তে পত্রালিং কিমপি কুচয়োঃ কর্ত্তুমুচিতং
পদং তে কুঞ্জেষু প্রিয়মভিসরন্ত্যা অভিসৃতৌ।
দৃশৌ কুঞ্জছিদ্রৈ স্তব নিভৃত কেলিং কলয়িতুং
যদা বীক্ষে রাধে তদপি ভবিতা কিং শুভদিনম্ ॥১০৬॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! যদা তে কুচয়োঃ কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) কর্ত্তুমুচিতং করং, কুঞ্জেষু প্রিয়ভিসরন্ত্যাঃ তে অভিসৃতৌ পদং, কুঞ্জ ছিদ্রৈঃ তব নিভৃতকেলিং কলয়িতুং দৃশৌ অহং বীক্ষে, তদাপি মম শুভদিনং কিং ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ।—হে রাধে! আমার এমন শুভদিন কবে হইবে? -যেদিন তোমার স্তনপটে অনির্ব্বচনীয় পত্রাদি রচনা করিবার নিমিত্ত হস্ত, সঙ্কেত কুঞ্জে কৃষ্ণাভিসার সময়ে তোমার অনুগমন করিতে পদদ্বয়, কুঞ্জছিদ্র পথে তোমার সহিত নিভৃত কেলি-বিলাস দর্শনের নিমিত্ত নয়নদ্বয় উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে, দেখিব ॥ ১০৬ ।

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফুর্ত্তিতে শ্রীরাধাশ্যামের নিভৃত কেলিবিলাস দর্শন করিতে করিতে সহসা বাহ্যভাব স্ফুটতর হওয়ায় ভজনজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত-ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—হে শ্রীরাধে! আমার এমন শুভ দিন কবে হইবে; যেদিন তুমি কৃষ্ণাভিসারে গমন করিবে, তখন তোমার অভিসারোচিত বেশ বিন্যাস করিয়া দিব। সেই সময় আমার হস্ত তোমার স্তনপটে বিচিত্র পত্র-ভঙ্গ রচনা করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে অর্থাৎ তুমি আমাকে সেবা-প্রাণা দাসী অঙ্গীকার করিয়া এই গূঢ়-সেবাঙ্গ সাধনের অধিকার দান করিবে। অনন্তর কৃষ্ণাভিসারে গমন সময়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগমন করিতে আদেশ করিবে। পরে সঙ্কেত কুঞ্জে উপস্থিত হইলে তুমি রসিকবর শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিভৃত কেলিবিলাসে নিমগ্ন হইবে। তখন কুঞ্জের বাহিরে থাকিয়া কুঞ্জছিদ্র পথে আমার নয়ন, সেই যুগল লীলা বিলাস দর্শনের অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। হে রাধে! আমার এমন শুভদিন কবে হইবে? ইহাই প্রার্থনা ॥ ১০৬ ॥

রহোগোষ্ঠীং শ্রোতুং নিজবিটেন্দ্রেণ ললিতাং
করে ধৃত্বা ত্বাং বা নবরমণতল্পে ঘটায়িতুম্।
রতামর্দ্দস্রস্তং কচভরমথো সংযময়িতুং
বিদধ্যাঃ শ্রীরাধে মম কিমধিকারো সবরসম্ ॥১০৭॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! নিজ বিটেন্দ্রেন সহ ললিতাং রহঃ গোষ্ঠীং শ্রোতুং (শ্রীকৃষ্ণেন সহ তব মধুরং রহস্যালাপং শ্রোতুং) বা ত্বাং করে ধৃত্বা নবরমণতল্পে ঘটয়িতুং অথঃ রতামর্দ্দস্রস্তং কচভরং সংযময়িতুং ত্বং মম অধিকারোৎসবরসং কিং বিদধ্যাঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! নিজ বিটেন্দ্রের সহিত ললিত রহঃ গোষ্ঠী শ্রবণের নিমিত্ত, তোমাকে করে ধারণপূর্ব্বক নবমরণতল্পে মিলিত করিবার নিমিত্ত এবং কেলিসংমর্দ্দে বিগলিত কেশপাশকে সংযত করিবার নিমিত্ত আমাকে অধিকারোৎসব রস প্রদান করিবে কি? ॥ ১০৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকার পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত-ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন - হে শ্রীরাধে! নিভৃত লীলাবিলাসান্তে কেলিতল্পে উপবেশন করিয়া নিজ বিটেন্দ্রের সহিত যখন রহঃগোষ্ঠী অর্থাৎ মধুর রহস্যালাপ করিবে, তখন আমি কি তাহা শ্রবণ করিবার অধিকার লাভ করিব? এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বিটেন্দ্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বেশোপচার ও শুশ্রূষা করণে পটু এবং যিনি কামতন্ত্র-কলা-বিশারদ তাহাকে বিট কহে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিটগণের শিরোমণি স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, অভিসার কালে যেরূপ বসন ভূষণের বিন্যাস ছিল, লীলাবিলাসান্তে শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ভাবে শ্রীরাধাকে সাজাইয়া দিতেছেন এবং সেই সঙ্গে মধুর রহস্যালাপ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করিবার অধিকারোৎসব রস অর্থাৎ দাসী অঙ্গীকার করিয়া তাহা শ্রবণের অধিকার দান করিবে। তাহার পর কেলিতল্প হইতে নব কেলিতল্পে বিদগ্ধবরের সহিত মিলিত করিবার নিমিত্ত তোমার কর ধারণ করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার দান করিবে। অনন্তর তোমার বিগলিত কেশপাশকে সংযত করিয়া কবরী বন্ধন করিবার নিমিত্ত অধিকার দান করিবে কি? অবশ্যই অধিকার দান করিবে; ইহাই তাৎপর্য্য ॥১০৭॥

বৃন্দাটব্যাং নবনবরসানন্দপুঞ্জে নিকুঞ্জে
গুঞ্জদ্ভৃঙ্গীকুল মুখরিতে মঞ্জু মঞ্জু প্রহাসৈঃ ।
অন্যোন্য ক্ষেপণ-নিচয়ন-প্রাপ্তসঙ্গোপনাদ্যৈঃ
ক্রীড়জ্জীয়াদ্রসিকমিথুনং কপ্ত কেলীকদম্বং ॥১০৮॥

অন্বয়ঃ । —বৃন্দাটব্যাং ( শ্রীবৃন্দাবনে ) নবনবরসানন্দ পুঞ্জে গুঞ্জদ্ভৃঙ্গীকুল মুখরিতে নিকুঞ্জে মঞ্জু মঞ্জু প্রহাসৈঃ (মধুর মধুর প্রহাসৈঃসহ) অন্যোন্য ক্ষেপণনিচয়ন-প্রাপ্ত সঙ্গোপনাদ্যৈঃ ক্রীড়ৎ ( পরস্পরং কনককন্দুকাদি ক্ষেপণ-সংগ্রহ-প্রাপ্ত-সঙ্গোপনাদ্যৈঃ ক্রীড়ৎ কৌতুকৈঃ খেলৎ) কপ্ত কেলিকদম্বং (কৃত কল্পনঃ কেলি-সমূহো যেন তৎ) রসিক মিথুনং (শ্রীরাধাশ্যামং) জীয়াৎ ॥১০৮॥

অনুবাদ । —শ্রীবৃন্দাবনে নবনব রসানন্দ পুঞ্জ যুক্ত ও গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গীকুল মুখরিত নিকুঞ্জে মধুর মধুর প্রহাসের সহিত পরস্পর কন্দুক-ক্ষেপণ-ধারণ প্রাপ্ত সঙ্গোপনাদি ক্রীড়ারত ও বিবিধ কেলীকুশল রসিক যুগল জয়যুক্ত হউন ॥১০৮॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইলেন। একেইত শ্রীবৃন্দাবন নিত্য নবরসের ভাণ্ডার—নিত্য নব আনন্দের উৎস—তাহাতে নব বসন্ত সমাগমে কুঞ্জে কুঞ্জে নব নব কুসুমকলি বিকসিত হইয়াছে। গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গিকুল সেই প্রফুল্ল কুসুমের স্তবকে স্তবকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। শ্রীরাধা শ্যাম এ হেন মঞ্জু কুঞ্জে পরস্পর হাস পরিহাসের সহিত কন্দুক ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীরাধা কন্দুক ক্ষেপণ করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ করযুগল দ্বারা ধারণ করিতেছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেপণ করিতেছেন, শ্রীরাধা উল্লাসের সহিত তাহা ধারণ করিতেছেন। কখন বা তাহা গোপন করিতেছেন আবার তাহা পরস্পর অন্বেষণ করিয়া গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপে উভয়েই ক্রীড়া কৌতুকের প্রমোদ তরঙ্গে নিমগ্ন। সেই সঙ্গে রস কৌতুকেরই বা ছটা কত! আহা! রসিক যুগলের সে ক্রীড়া বিলাস রস চাতুর্য্য দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না উল্লাসে বিহ্বল হয়? কাহার প্রাণ না প্রেমে পুলকিত হয়? বাস্তবিকই শ্রীরাধাশ্যামের সে ক্রীড়া কলা কৌশল পরাভূত ও ভুবন জন মনোহর। লীলা দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা সেই কেলী কুশল

রূপং শারদচন্দ্রকোটিবদনে ধম্মিল্লমল্লীস্রজা-
মামোদৈর্বিকলীকৃতালিপটলে রাধে কদা তেহদ্ভুতং।
গ্রৈবেয়োজ্জ্বলকম্বুকণ্ঠি মৃদুদোর্ব্বল্লী-চলৎ-কঙ্কণে
বীক্ষে পট্টদুকূলবাসিনি রণন্মঞ্জীর-পাদাম্বুজে ॥১০৯॥

অন্বয়ঃ।—হে শারদচন্দ্রকোটিবদনে! হে ধম্মিল্ল-মল্লীস্রজামামোদৈর্বিকলীকৃতালিপটলে (যস্যাঃ ধম্মিল্লে সংযত কেশ-পাশে মল্লিকামালানাং আমোদৈঃ সুগন্ধৈঃ অলিপটলঃ ভৃঙ্গসমূহাঃ বিকলীকৃতাঃ হে তথাবিধে) হে গ্রৈবেয়োজ্জ্বল কম্বুকণ্ঠি (গ্রৈবেয়ঃ কণ্ঠভূষণ তেন উজ্জ্বলঃ শঙ্খবদ্ বর্ত্তুলঃ কণ্ঠঃ যস্যাঃ তৎ সম্বোধনম্) হে মৃদু দোর্ব্বল্লী-চলৎ-কঙ্কণে (কোমল ভুজ কল্পবল্লোঃ চলন্তি কঙ্কণানি যস্যাঃ হে তথাবিধে) হে পট্টদুকূলবাসিনি! হে রণন্মঞ্জীরপাদাম্বুজে (শব্দায়মানে নূপুরযুক্তে চরণ কময়লে যস্যাঃ হে তদাবিধে) হে রাধে! তে (তব) অদ্ভুতঃ (আশ্চর্য্যং) রূপং অহং কদা বীক্ষে ॥১০৯॥

অনুবাদ—হে কোটি শারদচন্দ্র বদনে! হে ভূষণোজ্জ্বল কম্বু কণ্ঠী। হে পট্টদুকুলবাসিনি! তোমার পাদাম্বুজ শোভি শ্রীনূপুর শব্দিত হইতেছে, কোমল ভুজ কল্পলতাস্থিত কঙ্কণ সঞ্চালিত হইতেছে এবং তোমার কবরীতে মল্লিকামালার সৌরভে অলিকুল বিকলীকৃত হইয়াছে, হে রাধে! তোমার এতাদৃশ অদ্ভুত রূপ মাধুর্য্য আমি কবে দর্শন করিব? ॥১০৯॥

রসিক যুগলের সর্ব্বোৎকর্ষরূপে জয় ঘোষণা করিতেছেন ॥১০৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত রূপে জয় ঘোষণা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সেই কেলি বিলাসিনী শ্রীরাধার রূপ মাধুর্য্য পরমাদ্ভুতরূপে শোভা পাইতেছে। তাঁহার শ্রীমুখ সুধাকর কোটিশারদচন্দ্রকেও চিক্কার দিতেছে। কবরীতে যে প্রস্ফুটিত মল্লিকার মালা শোভা পাইতেছে তাহার মনোমদ সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অলিকুল ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছে। কম্বুকণ্ঠে উজ্জ্বল কণ্ঠভূষণ শোভা পাইতেছে, কোমল ভুজ কল্পলতার চঞ্চলতায় চঞ্চল কঙ্কণের মধুর নিক্বণে কর্ণ আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, নাগরবরের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ কন্দুক ক্রীড়াই এস্থলে

ইতোভয় মিতস্ত্রপা কুলমিতো যশঃ শ্রীরিতো
হিনস্তখিল শৃঙ্খলামপি সখীনিবাস স্ত্বয়া।
স গদ্‌গদমুদীরিতং সুবহুমোহনাকাঙ্ক্ষয়া
কথং কথং ময়ীশ্বরি প্রহসিতৈঃ কদা ম্রেড্যসে ॥১১০॥

অন্বয়ঃ।—অয়ি ঈশ্বরি! সখিনিবাসঃ (সখীষু নিবাসঃ যস্য সঃ রসিকমৌলিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ) ত্বয়া ইতঃ ভয়ং ইতস্ত্রপা (লজ্জা) ইতঃ কুলং ইতঃ যশঃ ইতঃ শ্রীরিত্যাদি অখিলশৃঙ্খলামপি হিনস্তি। মোহনাকাঙ্ক্ষয়া (মোহনস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব যা আকাঙ্ক্ষা তয়া) সগদ্‌গদং সুবহুমুদীরতং "কথং কথং" ত্বং প্রহসিতৈঃ কদা ম্রেড্যসে (আজ্ঞাং করোষি) ॥১১০॥

অনুবাদ—হে ঈশ্বরি! সখীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে ভয়, ইহাতে লজ্জা, ইহাতে কুল, ইহাতে যশ, ইহাতে শ্রী ইত্যাদি অখিল শৃঙ্খলা তোমার কারণেই নষ্ট করিয়াছেন; অথচ তুমি সেই মোহন শ্রীকৃষ্ণেরই আকাঙ্ক্ষায় বহু সগদ্‌গদ বাক্যে প্রহাসের সহিত "কিপ্রকার কিপ্রকার" কবে আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে? ॥১১০॥

কঙ্কণের চঞ্চলতার কারণ। আবার নীল পট্টবসন পরিধানে শ্রীঅঙ্গ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। শ্রীচরণ-কমলে শ্রীনূপুর রুণুঝুণু শব্দিত হইতেছে! ক্রীড়া বশতঃ চঞ্চল চরণে ইতস্ততঃ গমনই নূপুরের এইরূপ শব্দের কারণ। তাই ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সম্বোধনচ্ছলে শ্রীরাধার সেই অনুপম শ্রীরূপ মাধুরী বর্ণনা করিয়া সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! তোমার সেই অদ্ভুত শ্রীরূপ-মাধুর্য্য আমি কবে দর্শন করিব? অর্থাৎ কবে আমি লীলা দর্শনকারিণী সখীর অনুদাসী হইয়া সেই কেলিবিলাস এবং তৎকালীন তোমার অদ্ভুত শ্রীরূপ-মাধুর্য্য দর্শনের অধিকার লাভ করিব? ইহাই তাৎপর্য্য ॥১০৯॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সখী মণ্ডল মধ্যে রসিকমণির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত এরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে সিক্ত ও বিহ্বল হইয়াছে যে সংসারের কোন বিধি নিষেধাজ্ঞাই যেন তাঁহাকে

শ্যামে চাটুরুতানি কুর্ব্বতি সহালাপান্ প্রণেত্রী
ময়া গৃহ্লানি চ দুকুলপল্লব মহো হুঙ্কৃত্য মাং দ্রক্ষ্যসি।
বিভ্রাণে ভুজবল্লীমুল্লসিতয়া রোমস্রজালঙ্কৃতাং
দৃষ্ট্বা ত্বাং রসলীনমূর্ত্তি মথ কিং পশ্যামি হাস্যং ততঃ ॥১১১॥

অন্বয়ঃ। - অহো ( আশ্চর্য্যে ) শ্যামে চাটুরুতানি কুর্ব্বতি সহালাপান প্রণেত্রী (শ্রীকৃষ্ণে চাটুবাক্যানি কুর্ব্বতি ত্বং তেন সাহ আলাপান্ প্রণেত্রী কর্ত্রী তদা) ময়া দুকুল-পল্লবং (বস্ত্রাঞ্চলং) গৃহ্লানে চ উল্লসিতয়া ভুজবল্লীং বিভ্রাণে হুঙ্কৃত্য মাং কদা দ্রক্ষ্যসি ক্রোধদৃষ্ট্যেবেতি ভাবঃ)। অথ ( অনন্তরং ) ত্বাং রোমস্রজালঙ্কৃতাং ( রোমাবলীশোভিতাং ) রসলীনমূর্ত্তিং ( রসে শ্রীকৃষ্ণে লীনা মূর্ত্তি যস্যাঃ তাং ) গাঢ়ালিঙ্গনেনেতি ভাবঃ) দৃষ্টা অহং ততঃ কিং হাস্যং পশ্যামি ? ॥১১১॥

অনুবাদ।—অহো! শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে তোষামোদ করিলে তুমি যখন তাঁহার সহিত রহস্যালাপে নিবিষ্ট হইবে, সেই সময় আমি তোমার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিলে এবং উল্লাসভরে তোমার ভুজ-লতা ধারণ করিলে তুমি হুঙ্কার করিয়া আমার প্রতি ( ক্রোধ দৃষ্টিতে ) চাহিবে কি ? অনন্তর তোমাকে রোমাবলীশোভিত, ও রসলীনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার হাস্য-মাধুরী কি দর্শন করিব ? ॥১১১॥

বাধা প্রদান করিতে পারিতেছে না। ব্রজ-কিশোরীমণি শ্রীরাধার প্রগাঢ় প্রেমানুরাগই তাঁহাকে এইরূপ আত্মহারা করিয়াছে। তাই, তিনি লজ্জা-কুল-মান ও শ্রী ইত্যাদি নিখিল গৌরবের শৃঙ্খলাকে ছিন্ন করিয়া এই অপূর্ব্ব কেলি-বিলাস-রঙ্গে নিমগ্ন হইয়াছেন। সেই ক্রীড়াদর্শন-কারিণী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎ ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে স্বামিনি ! শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্য লজ্জা, ভয়াদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমারই প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য, তুমিও যে সেই মোহন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছ ? অতএব কবে তুমি বহু গদ্‌গদ বাক্যে প্রহাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির বিষয় "কি প্রকার, কিপ্রকার" বলিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে ? শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ লীলাদির বিষয় নিরন্তর শ্রবণ করিয়াও যেন শ্রবণ-পিপাসা মিটিতেছে না, উত্তরোত্তর অতৃপ্ত লালসারই পরিবর্দ্ধন হইতেছে। ইহাই যেন পুনঃ পুনঃ

অহো রসিকশেখরঃ স্ফুরতি কোঽপি বৃন্দাবনে
নিকুঞ্জনবনাগরী কুচ-কিশোর-কেলিপ্রিয়ঃ।
করোতু স কৃপাং সখীপ্রকট পূর্ণ নত্যুৎসবো
নিজ প্রিয়তমাপদে রসময়ে দদাতু স্থিতিম্ ॥১১২॥

অন্বয়ঃ।—অহো (আশ্চর্য্যে) বৃন্দাবনে কোঽপি (অনির্ব্বচনীয়ঃ) নিকুঞ্জনবনাগরীকুচকিশোরকেলিপ্রিয়ঃ (নিকুঞ্জেষু যা নবনাগর্য্য স্তাসাং কুচৈরেব কিশোর-কেলিং মর্দ্দনাদি সৈব প্রিয়া যস্য সঃ) সখীপ্রকটপূর্ণ নত্যুৎসবঃ (সখীষু প্রকটা পূর্ণা নতিরের উৎসবো যস্য সঃ। সর্ব্বাঃ সখীঃ নিঃসঙ্কোচেন যঃ প্রণমতীতি ভাবঃ) স রসিকশেখরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কৃপাং করোতু—রসময়ে নিজ প্রিয়তমা পদে স্থিতিং দদাতু (নিজপ্রিয়তমা শ্রীরাধা তস্যাঃ রসপূর্ণে পদে স্থিতিং দদাতু) ॥১১২॥

অনুবাদ—অহো! নিকুঞ্জে নবনাগরীগণের কুচমণ্ডলে কৈশোরোচিত কেলিই যাঁহার প্রিয় এবং সখীগণকে প্রকাশ্যরূপে সম্পূর্ণ প্রণতি করাই যাঁহার উৎসব অর্থাৎ আনন্দময় ব্যাপার সেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে অনির্ব্বচনীয়রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। তিনি এই কৃপা করুন, যেন নিজ প্রিয়তমা শ্রীরাধার রসময় শ্রীচরণ-কমলে আমার স্থিতিলাভ ঘটে ॥১১২॥

প্রশ্নের কারণ। বহুগদ্‌গদ বাক্যে, উদ্দাম আকাঙ্খাপূর্ণ প্রেমানুরাগের ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং প্রহাসের দ্বারা হৃদয়ের পূর্ণ প্রফুল্লতা সূচিত হইয়াছে। অতএব হে ঈশ্বরি। কবে আমাকে প্রিয়সখী অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় প্রিয়তমের বিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে? ইহাই তাৎপর্য্য ॥১১০॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীরাধার কিঞ্চিৎ বাম্যভাব উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় বাক্যে তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। নাগররাজের মিনতিময় রসার্দ্র বচনে শ্রীরাধার বাম্যভাব অচিরেই তিরোহিত হইল। শ্রীরাধা সুধামধুর পরিহাসবচনে প্রিয়তমের সহিত নর্ম্মালাপে নিমগ্ন হইলেন। তত্রোপবিষ্টা প্রিয়-সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—'হে শ্রীরাধে! আমি তোমাদের

বিচিত্র বরভূষণোজ্জ্বল দুকূল সৎকঞ্চুকৈঃ
সখীভি রতিভূষিতা তিলকগন্ধমাল্যৈরপি।
স্বয়ং চ সকলাকলাসু কুশলীকৃতা নঃ কদা
সুরাস মধুরোৎসবে কিমপি বেশয়েৎ স্বামিনী ॥১১৩॥

অন্বয়ঃ।—বিচিত্র বরভূষণোজ্জ্বল দুকূল সৎকঞ্চুকৈঃ তিলকগন্ধমাল্যৈঃ সখীভি-রতিভূষিতা চ স্বয়ং সকলাকলাসু কুশলীকৃতা (নৃত্যগীতবাদ্যাদি সমস্তাঃ কলা বিদ্যাবিষয়ে স্বয়মেব সুশিক্ষিতা) স্বামিনী (মদীশ্বরী শ্রীরাধা) নঃ (সখীঃ অস্মাকম্) সুরাসমধুরোৎসবে (সুষ্ঠৌ এব রাসে যন্মধুরোৎসব তস্মিন্) কদা কিমপি বেশয়েৎ (প্রবেশং কুর্য্যাৎ) ॥১১৩॥

অনুবাদ।—যিনি সখীগণ কর্তৃক বিচিত্র বরভূষণ, উজ্জ্বল দুকূল, উৎকৃষ্ট কঞ্চুলিকা, তিলক ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিতা এবং নৃত্যগীতবাদ্যাদি সমস্ত কলাবিদ্যা বিষয়ে স্বয়ংই সুশিক্ষিতা সেই স্বামিনী শ্রীরাধা আমাদের সুন্দর ও মধুর রাসোৎসবে আসিয়া প্রবেশ করিবেন ? ১১৩॥

সেই নর্ম্মালাপ শ্রবণে পরম উল্লাসিত হইয়া রমণী স্বভাব-সুলভ সোহাগভরে যখন তোমার বস্ত্রাঞ্চল কি কর-কমল স্পর্শ করিব তখন তুমি হুঙ্কার করিয়া ক্রোধদৃষ্টিতে বা বিরক্তির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। কিন্তু তোমার ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। অতএব তৎপরক্ষণেই যখন কান্তকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া প্রেমে রোমাঞ্চিত কলেবরা হইবে, তখন কি তোমার হাস্য মাধুরী দর্শন করিতে পাইব না ? অর্থাৎ সে সময় তোমার বদন কমল হাস্য প্রফুল্ল হইবে, আমি অবশ্যই তাহা দর্শন করিব। ইহাই অভিলাষ ॥১১১॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর অর্থাৎ রসকেলি বিশারদের শিরোমণি। এজন্য শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জে নবীনা নাগরীগণের কুচমণ্ডলে কৈশোর ক্রীড়াই তাঁহার প্রিয়। যুবতীগণের স্তনমণ্ডলে বালকগণও স্তনপানচ্ছলে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বাৎসল্যভাবদ্যোতক, মধুরভাবদ্যোতক নহে। এই সন্দেহ নিরসন করিয়া শুদ্ধ মধুরভাব প্রকটন উদ্দেশ্যেই এস্থলে কৈশোরপদ উল্লিখিত

কদা সুমণিকিঙ্কিণী বলয়নূপুরপ্রোল্লসন্
মহামধুর মণ্ডলাদ্ভুত বিলাসরাসোৎসবে।
আপ প্রণয়িনো বৃহদ্ভুজ-গৃহীতকণ্ঠ্যো বয়ং।
পরং নিজরসেশ্বরীচরণলক্ষ্ম বীক্ষামহে ॥১১৪॥

**অন্বয়ঃ**;—সুমণিকিঙ্কিণীবলয় নূপুরপ্রোল্লসন্ মহামধুরমণ্ডলাদ্ভুতবিলাস রাসোৎসবে প্রণয়িনো (প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) বৃহদ্ভুজগৃহীত কণ্ঠ্যোঽপি (বৃহদ্ ভুজাভ্যাং গৃহীতঃ কণ্ঠঃ যাসং তদপি) বয়ং পরং (কেবলং, নিজরসেশ্বরীচরণ লক্ষ্ম (স্বস্য রসস্য ঈশ্বরী শ্রীরাধা তস্যাঃ সব্যাপসব্যয়োঃ পাদয়োঃ ঊনবিংশতি চিহ্নানি) কদা বীক্ষামহে ॥১১৪॥

**অনুবাদ**।—উৎকৃষ্ট মণিময় কিঙ্কিণী, বলয় নূপুর রণিত মহামধুর মণ্ডলে অদ্ভুত বিলাস রাসোৎসবে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বৃহদ্ ভুজদণ্ডদ্বয় দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ হইয়াও কবে আমরা কেবল নিজরসেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীচরণ যুগলের ঊনবিংশতি চিহ্নই দর্শন করিব? ॥১২৪॥

হইয়াছে। প্রেমভরে মর্দ্দন চুম্বনাদি কৈশোর কেলির তাৎপর্য্য। এস্থলে নব নাগরী সমূহের উল্লেখে রাসলীলা সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ কৈশোরকেলিপ্রিয় বলিয়াই সেই কেলি বিলাসের পূর্ণতা সাধনের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। এমন কি এজন্য তিনি প্রিয়তমার বামতা বিদূষণ জন্য তাঁহার সখীগণকে প্রকাশ্যরূপে প্রণতি করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বরং তাহাতে অপার আনন্দই অনুভব করেন। সেই রসনটরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে আজ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছেন। তত্রোপবিষ্টা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—"সেই রসিকবরের নিকট আমার এই কৃপা-প্রার্থনা, যেন তাঁহার নিজপ্রিয়তমা শ্রীরাধার রসময় শ্রীচরণ কমলে আমার স্থিতি লাভ ঘটে অর্থাৎ শ্রীরাধার নিত্য পাদপদ্ম সেবারতা দাসী হইবার যোগ্যা হইতে পারি। শ্রীরাধার দাস্যরস লাভ হইলে আর কোন রসেরই অপেক্ষা করে না। এই উদ্দেশ্যেই যেন "রসময়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীরাধার দাসী হইলে শ্রীকৃষ্ণেরও অনায়াসে কৃপালাভ করিতে পারা যায়; ইহাই মনের অভিলাষ ॥১১২॥

যদ্‌গোবিন্দকথা-সুধারস হ্রদে চেতো ময়া জৃম্ভিতং
যদ্বা তদ্‌গুণকীর্ত্তনার্চ্চনবিভূষাদ্যৈর্দিনং প্রাপিতং।
যদ্ যৎপ্রীতিরকারি তৎপ্রিয়জনেষাত্যন্তিকী তেন মে
গোপেন্দ্রাত্মজজীবনপ্রণয়িনী শ্রীরাধিকা তুষ্যতু ॥১১৫॥

অন্বয়ঃ।—ময়া গোবিন্দকথা সুধারস হ্রদে যচ্চেতো জৃম্ভিতং (বিস্তারকৃতো ভবৎ) বা তদ্‌গুণার্চ্চন বিভূষাদ্যৈ র্যদ্দিনং প্রাপিতং বা তৎপ্রিয়জনেষু (ভগবদ্ভক্তজনেষু) যৎ যৎ আত্যন্তিকী প্রীতিরকারি তেন মে (মম) গোপেন্দ্রাত্মজ জীবন প্রণয়িনী (গোপেন্দ্রনন্দস্তস্যাত্মজঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য জীবন প্রণয়িনী) শ্রীরাধিকা তুষ্যতু (তুষ্টা ভবতু) ॥১১৫॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কথারূপ সুধাহ্রদে যে চিত্তকে বিস্তারিত করা হইয়াছে বা তদ্‌গুণ কীর্ত্তনার্চ্চন ও বিভূষণাদি দ্বারা যে সুদিন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিংবা তৎ প্রিয়জনের প্রতি যে যে আত্যন্তিকী প্রীতির বিধান করা হইয়াছে তাহার দ্বারা আমাদের গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবন প্রণয়িনী শ্রীরাধিকা তুষ্টি লাভ করুন ॥১১৫॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

মধুর রাসোৎসবে রাসরঙ্গিনী ব্রজসীমন্তিনীগণ সম্মিলিতা হইয়াছেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তাঁহাদের প্রেমবর্দ্ধন করিয়া মধুর বাগ্বিলাস দ্বারা তাঁহাদের মনে প্রণয়কোপাদি নানা ভাবের সঞ্চার করিতেছেন; কিন্তু তখনও রাসবিনোদিনী শ্রীরাধা আসিয়া সে রাসোৎসবের পূর্ণতা সাধন করেন নাই। যদিও ব্রজ-যুবতীবৃন্দ উচ্ছলিতানন্দে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আরম্ভ করিয়া সুমধুর সঙ্গীলাপ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গীত তরঙ্গের তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্যকলার পারিপাট্য প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা ত্রিভুবনে নিরুপম হইলেও তথাপি তাহাতে যেন কত অপূর্ণতা ও অভাব লক্ষিত হইতেছে। কারণ, সকল কলাবিদ্যায় কুশলীকৃতা রাসেশ্বরী শ্রীরাধা তখনও সে রাসবিলাসে যোগদান করেন নাই। তিনি না আসিলে রাসনানন্দের পূর্ণাঙ্গ সম্পাদন কখনই সম্ভব হয় না। তাই, রাসরঙ্গিনী ব্রজনাগরীগণের ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—“আমাদের সেই

স্বামিনী শ্রীরাধা সখীগণ কর্ত্তৃক রাসোপযোগী নানাবিধ বসন, ভূষণ ও গন্ধ মাল্যাদি বিভূষিতা হইয়া আমাদের এই রাসোৎসবে কখন স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করিবেন? এস্থলে স্বয়ং আসিবেন বলায় রাসবিলাসের প্রতি শ্রীরাধার রাগাধিক্য সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ কাহারও আহ্বান অনুরোধে নয়, কি প্রতিনিধি পাঠাইয়াও নয়, অনুরাগবশতঃ তিনি স্বয়ংই উপস্থিত হইবেন। তাঁহার শুভাগমন হইলেই আমাদের এই রাসোৎসব সার্থক এবং তিনি যে নৃত্য গীত বাদ্য সুর তান মান লয়াদি সকল সঙ্গীত কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা তাঁহারও সে শিক্ষা সার্থক। নতুবা সকলই ব্যর্থ ॥১১৩॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

যথাসময়ে শ্রীরাধা আসিয়া সম্মিলিতা হইলেন। রাসলীলাতরঙ্গ পূর্ণপ্রবাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রাসবিহারী সেই বিলাস রাসোৎসবে সুদীর্ঘ ভুজদণ্ডে ব্রজকিশোরীগণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রবৃদ্ধ প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া মোহনচ্ছন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ব্রজরামাদের উৎকৃষ্ট মণিময় কিঙ্কিণী বলয়, নূপুরে মধুর নিক্কণে শ্রীরাসমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষাধিক ব্রজাঙ্গনা মালার মধ্যমণি স্বরূপে বিরাজিত হইয়া আমাদের নিজরসেশ্বরী শ্রীরাধাও মহোল্লাসে নৃত্য করিতেছেন। আহা! অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন সে অদ্ভুত নৃত্যকলা কৌশল করিতেছেন। সেই রাসবিলাসিনী শ্রীরাধার একান্ত সেবাপরায়ণা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভসঙ্গ লাভ করিয়াও এমন কি, তৎকর্ত্তৃক ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠা হইয়াও শ্রীরাধার দাস্যানন্দ অভাবে সে সৌভাগ্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীরাধার শ্রীচরণ সেবাপরা সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—"কবে আমরা রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের করালিঙ্গিত হইয়াও কেবল নিজরসেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীচরণ চিহ্ন দর্শন করিব? শ্রীরাধার দাস্য রস আমার একমাত্র অবলম্ব্য বলিয়াই শ্রীরাধাকে নিজরসেশ্বরী বলা হইয়াছে। অসংখ্য গোপাঙ্গনা নৃত্য করিতেছেন তাঁহাদের শ্রীচরণ চিহ্ন অপেক্ষা শ্রীরাধার চরণ চিহ্ন অধিক মাধুরীবিশিষ্ট। কারণ, শ্রীরাধার পদাঙ্ক সুচারু সৌভাগ্য রেখা সমন্বিত। যথা উজ্জ্বলে--

অঘহর ভজতুষ্টিং পশ্য যচ্চন্দ্ররেখা
বলয় কুসুমবল্লী কুণ্ডলাকার ভাগ্‌ভিঃ।

রহো দাস্যং তস্যাঃ কিমপি বৃষভানো ব্রজবরী-
য়সঃ পুত্র্যাঃ পূর্ণ প্রণয়রসমূর্ত্তের্যদি লভে।
তদা নঃ কিং ধর্ম্মৈঃ কিমু সুরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
কিমীশেন শ্যামপ্রিয়মিলনযত্নৈ রপি চ কিম্ ॥১১৬॥

অন্বয়ঃ।—অহং তস্যাঃ পূর্ণপ্রণয়রসমূর্ত্তেঃ ব্রজবরীয়সঃ (ব্রজাধিপস্য) বৃষভানোঃ পুত্র্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) কিমপি রহো দাস্যং (কৈঙ্কর্য্যং) যদি লভে তদা নঃ (অস্মকং) ধর্ম্মৈঃ (ইষ্টাপূর্ত্তাদিভিঃ কিম্ (কিংপ্রয়োজনমিত্যর্থঃ) সুরগণৈঃ কিং চ বিধিনা কিং (বেদবিধিনা কিং তেনাপি প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ) ঈশেন কিং (ঈশঃ সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা তেনাপি কিম্) চ শ্যামপ্রিয়মিলনযত্নৈরপি কিং (শ্যামপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণভক্ত স্তন্মিলনযত্নৈ রপি কিং (প্রয়োজনং নাস্তীতি তাৎপর্য্য) ॥১১৬॥

অনুবাদ। আমি যদি সেই পূর্ণ প্রণয়রস-মূর্ত্তি ব্রজপতি বৃষভানু-পুত্রী শ্রীরাধার রহঃ দাস্য (কিঙ্করীত্ব) লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কি ধর্ম্ম, কি দেবত্ব, কি বিধি, কি ঈশ, কি কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গের চেষ্টা কিছুরই প্রয়োজন নাই ॥১১৬॥

অভিদধতি নিলীনামত্র সৌভাগ্য রেখা
বিততিভিরনুবিদ্ধাঃ সুষ্ঠু রাধাঃ পদাঙ্কাঃ ॥

একদা শ্রীমতী কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হইলে মধুমঙ্গল কহিলেন—"হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা এইখানেই আছেন। তিনি অন্য কোথাও গমন করেন নাই। এই দেখ তাঁহার চরণ চিহ্ন সকল চন্দ্ররেখা, বলয়, পুষ্প, বল্লী, কুণ্ডল, প্রভৃতি সৌভাগ্যচিহ্ন সমন্বিত হইয়া তাঁহার গোপনভাব পরিব্যক্ত করিয়া দিতেছে; অতএব সন্তুষ্ট হও।

গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়াও শ্রীরাধার এইরূপ চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্য পদাঙ্ক দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অপেক্ষাও শ্রীরাধার পদাঙ্ক দর্শন অধিক আনন্দ-প্রদ ও সৌভাগ্যের বিষয়। এতদ্দ্বারা শ্রীরাধার মহিমোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে ॥১১৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

এই জন্যই সেই নিখিল বরীয়সীবরা শ্রীরাধার প্রতি ভক্তির ঐকান্তিকতা

চন্দ্রাস্যে হরিণাক্ষি দেবি সুনসে শোণাধরে সুস্মিতে
চিল্লক্ষ্মী ভুজবল্লি কম্বুরুচিরগ্রীবে গিরীন্দ্রস্তনি।
ভঞ্জন্ মধ্য বৃহন্নিতম্ব কদলী খণ্ডোরু পাদাম্বুজ-
প্রোন্মীলন্নখচন্দ্রমণ্ডলি কদা রাধে ময়ারাধ্যসে ॥১১৭॥

অন্বয়ঃ।—হে চন্দ্রাস্যে (হে চন্দ্রবদনে) হে হরিণাক্ষি, হে দেবি! হে সুনসে (সুষ্ঠুশ্চাসৌ নাসা যস্যাঃ হে তথাবিধে) হে শোণাধরে (রক্তবর্ণশ্চাসৌ অধরঃ যস্যাঃ তথাবিধে) হে সুস্মিতে! হে চিল্লক্ষ্মী ভুজবল্লি! (শ্রীযুক্তা ভুজ-বল্লী যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে কম্বু রুচির গ্রীবে! হে গিরীন্দ্রস্তনি! (গিরীন্দ্রঃ সুমেরোরিব বর্ণ-বর্ত্তুলতাবিশিষ্টঃ স্তনৌ যস্যাঃ হে তথাবিধে) হে ভঞ্জন মধ্য বৃহন্নিতম্বে (ভঞ্জন মধ্যত্বেন কটৌ কৃশতা সহিতঃ বৃহন্নিতম্বঃ যস্যাঃ তৎ সম্বোধনম্) হে কদলী-খণ্ডোরু! হে পাদাম্বুজ প্রোন্মীলন্নখচন্দ্রমণ্ডলি! (চরণকমলয়োঃ প্রোন্মীলন্ নখচন্দ্রানাং মণ্ডলি যস্যাঃ তস্যাঃ সম্বোধনম্) হে রাধে! ময়া কদা আরাধ্যসে? ॥১১৭॥

অনুবাদ।—হে চন্দ্রাননে! হে হরিণাক্ষি! হে দেবি! হে সুনাসিকে! হে শোণাধরে! হে সুস্মিতে! হে শ্রীভুজবল্লি! হে কম্বুরুচিরগ্রীবে! হে গিরীন্দ্র স্তনি! হে ক্ষীণ মধ্যে—বৃহন্নিতম্বে! হে কদলী খণ্ডোপম ঊরুশালিনি! হে চরণ কমলে উদ্ভাসিত নখচন্দ্রমণ্ডল ভূষিতে! হে রাধে! আমি কবে তোমাকে আরা-ধনা করিব? ॥১১৭॥

প্রদর্শন করিয়া ভজননিষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-কথামৃত হ্রদে আমার চিত্ত যদি বিস্তার প্রাপ্তই হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ গুণলীলাদি বিষয়ক কথায় যদি আমার চিত্তের একান্ত অনুরাগই জন্মে তবে তদ্দ্বারা আমার স্বামিনী শ্রীরাধার তুষ্টিলাভ হউক অথবা শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি কীর্ত্তন, অর্চ্চন ও বিভূষণাদি দ্বারা যদি এমনই সুদিন প্রাপ্ত হইয়া থাকি, শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের যদি কোন আত্য-ন্তিকী প্রীতিবিধানই করিয়া থাকি, তবে তদ্দ্বারা আমার শ্রীরাধার তুষ্টিলাভ হউক। শ্রীকৃষ্ণকথালাপনে; তদীয় শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চন বিভূষণাদিতে বা তদীয় ভক্তগণের প্রীতিসম্পাদনে শ্রীগোবিন্দ-জীবন প্রণয়িনী শ্রীরাধা যে পরম পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমালিঙ্গন অপেক্ষাও

রাধাপাদসরোজভক্তি মচলা মুদ্বীক্ষ্য নিষ্কৈতবাং
প্রীতঃ স্বংভজতোঽপি নির্ভর মহাপ্রেম্নাধিকং সর্ব্বশঃ।
আলিঙ্গত্যথ চুম্বতি স্ববদনাত্তাম্বুলমাস্যেঽর্পয়েৎ
কণ্ঠে স্বাং বনমালিকামপি মম ন্যস্যেৎ কদা মোহনঃ॥১১৮॥

অন্বয়ঃ।—মোহনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নিষ্কৈতবাং (কৈতবরহিতাং) অচলাং রাধাপাদসরোজভক্তিং উদ্বীক্ষ্য (আলোক্য) স্বং ভজতোঽপি প্রীতঃ সন্ নির্ভরাধিকং (অত্যন্তাধিকং) মহাপ্রেম্না সর্ব্বশঃ কদা আলিঙ্গতি অথ চুম্বতি অথ স্ববদনাৎ মম আস্যে (বদনে, তাম্বুলং কদা অর্পয়েৎ স্বাং বনমালিকামপি মম কণ্ঠে কদা ন্যস্যেৎ॥১১৮॥

অনুবাদ।—মোহন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাপদাম্বুজে আমার অকৈতবা ও অবিচলা ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া অত্যধিক মহাপ্রেমবসে কবে আমাকে আলিঙ্গন চুম্বন ও নিজ বদন হইতে আমার বদনে তাম্বুল অর্পণ করিবেন? আরও স্নেহ বশে কবে নিজের বন মালা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিবেন? ॥১১৮॥

শ্রীরাধার পদাঙ্গ দর্শন অধিক সুখ-সৌভাগ্যপ্রদ। ইহাতে পাছে কেহ মনে করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন, অর্চ্চন বা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-সঙ্গের আবশ্যকতা কি? এই সন্দেহ নিরসনার্থেই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারাও শ্রীরাধার পরিতুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন তদীয় শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চন ও তদ্ ভক্তগণের সঙ্গ, শ্রীরাধার দাস্যরস-পিপাসু সাধক গণের পক্ষেও যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা অথবা শ্রীকৃষ্ণের জীবনদানকর্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ সুদারুণ বিরহতাপে বিমুর্চ্ছিত হইয়া মৃত প্রায় হইলে শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ স্পর্শেই সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন। এহেন মহামহিমান্বিতা হইয়াও শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের কোন না কোন প্রসঙ্গেই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সেই আমার স্বামিনী শ্রীরাধা আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া নিজ দাস্যরসে নিয়োজিত করুন ইহাই তাৎপর্য্য॥১১৫॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার দাস্যে এমন কি গুণ আছে যে, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই দাস্য লাভের জন্যই এরূপ একান্ত অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন?

লাবণ্যং পরমাদ্ভুতং রতিকলাচাতুর্য্যমত্যদ্ভুতং
কান্তিঃ কাপি মহাদ্ভুতা বরতনোর্লীলাগতিশ্চাদ্ভুতা।
দৃগ্ ভঙ্গী পুনরদ্ভুতাদ্ভুততমা যস্যাঃ স্মিতং চাদ্ভুতং
সা রাধাদ্ভুতমূর্ত্তি রদ্ভুতরসং দাস্যং কদা দাস্যতি ॥১১৯॥

অন্বয়ঃ।--যস্যাঃ বরতনোঃ লাবণ্যং পরমাদ্ভুতং, রতিকলা চাতুর্য্যং অত্যদ্ভুতং, কান্তিঃ কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) মহাদ্ভুতা, লীলাগতিশ্চ অদ্ভুতা, পুনঃ দৃগ্ ভঙ্গী (ভ্রূভঙ্গী) অদ্ভুতাদ্ভুততমা, স্মিতঞ্চ অদ্ভুতং সা অদ্ভুতমূর্ত্তিঃ রাধা অদ্ভুতরসং দাস্যং কদা দাস্যতি ॥১১৯॥

অনুবাদ।— যে বরাঙ্গীর লাবণ্য পরমাদ্ভুত, রতিকলা চাতুর্য্য অত্যন্ত অদ্ভুত কান্তি অনির্ব্বচনীয় মহাদ্ভুতা লীলাগতি অদ্ভুতা এবং নয়নভঙ্গী অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুততমা এবং যাঁহার মৃদুহাস্যও অদ্ভুত, সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি শ্রীরাধা কবে আমাকে অদ্ভুত দাস্য-রস প্রদান করিবে? ॥১১৯॥

এই আশঙ্কা নিরসনার্থই যেন সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীরাধার দাস্য মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। বর্ষাণপতি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার রহঃ দাস্য অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জলীলায় মঞ্জরীরূপা কিঙ্করীত্ব লাভ করিতে পারিলে আর অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু স্বর্গ দূরে থাক্, স্বর্গের দেবত্বও প্রয়োজন নাই। এমন কি সেই দেবগণের বিধাতা যে ব্রহ্মা, তাঁহার সেই, ব্রহ্মপদেও প্রয়োজন নাই। শ্রীরাধা-দাস্যের তুলনায় ব্রহ্মপদও অতি তুচ্ছ; আবার সেই বিধিরও যিনি নিয়ন্তা তাঁহার সে ঈশ্বরত্বেও আমার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ পূর্ণ প্রণয় রস মূর্ত্তি অর্থাৎ মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কুঞ্জ-কিঙ্করীত্ব লাভ ঘটিলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষও অতি তুচ্ছ বোধ হয়। ইহাই তাৎপর্য্য ॥১১৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

এই জন্য বিজ্ঞতম গ্রন্থ কর্ত্তা, শ্রীরাধার পূর্ব্ববর্ণিত পূর্ণ-প্রণয়-রসমূর্ত্তি কিরূপ তাহা বর্ণনা করিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! আমি কবে তোমার শ্রীচরণ কমল আরাধনা করিব?—আরাধনা করিয়া তোমার রহঃ-দাস্য লাভ করিব, ইহাই মনের অভিপ্রায়।

ভ্রমদ্ ভ্রূকুটি সুন্দরং স্ফুরিত চারু বিম্বাধরং
গ্রহে মধুর হুঙ্কৃতং প্রণয়কেলি কোপাকুলম্ ।
মহারসিকমৌলিনা সভয় কৌতুকং বীক্ষিতং
স্মরামি তব রাধিকে রতিকলা সুখং শ্রীমুখম্ ॥১২০॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধিকে! অহং তব ভ্রমদ্ ভ্রূকুটি সুন্দরং (ভ্রমন্তী যা ভ্রূকুটী তয়া সুন্দরং যৎ) স্ফুরিত চারু বিম্বাধরং (স্ফুরিতং মনোহরং বিম্ববদধরং যস্মিন্ তৎ) গ্রহে মধুরং হুঙ্কৃতং (গ্রহণে মধুর হুঙ্কৃতং যস্মিন্ তৎ) প্রণয়কেলি কোপাকুলম্, মহারসিকমৌলিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) সভয়ং কৌতুকং বীক্ষিতং (দৃষ্টং) রতিকলাসুখং শ্রীমুখং স্মরামি ॥১২০॥

অনুবাদ।—হে রাধিকে! আমি তোমার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গী সুন্দর, চারু বিম্বাধরশোভী মধুর হুঙ্কারযুক্ত, প্রণয়-কেলি-কোপাকুল, ও রসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সভয়ে অথচ কৌতুকভরে পরিদৃষ্ট ও রতিকলা সুখদ শ্রীমুখকে স্মরণ করি ॥১২০॥

হে শ্রীরাধে! তোমার বদন, অকলঙ্ক শারদ সুধাকর অপেক্ষাও অধিক সুন্দর, কর্ণায়ত নয়ন কুরঙ্গের চঞ্চল নয়নকেও ধিক্কার প্রদান করে। হে দেবি! সুনাসিকে! তোমার অধর পুট এবেই তো প্রবাল বিম্বারুণ; তাহাতে তাম্বুলরাগে আরও অরুণিমা ধারণ করিয়াছে। হে সুস্মিতে! তোমার ভূজলতা বৈকুণ্ঠবাসিনী কল্পনা-লাঞ্ছিত! হে কম্বু-কণ্ঠি! তোমার স্তন-যুগল সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সুবর্ত্তুল ও স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট। তোমার কোটীদেশ কৃশ হওয়ায় নিতম্ব-দেশ অতিশয় স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার উরুদ্বয় কদলী তরুপম। আবার শ্রীচরণ-কমল শোভী এক একটী নখরদেশে যেন এক একটী চাঁদের উদয় হইয়াছে। অতএব তুমি যে মূর্ত্তিমতী পূর্ণ প্রেমরস স্বরূপা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এমন ভাগ্য কবে হইবে যে, তোমার আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইব ॥১১৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার আরাধনার দ্বারা কিরূপ সুখ-সৌভাগ্য লাভ করা যায়, ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা তাহা এই শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্ত হইয়াও শ্রীরাধার শ্রীচরণ-কমলে অকপট ও অবিচলা ভক্তি স্থাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ

উন্মীলন্ মুকুটচ্ছটা পারল সদ্দিক চক্রবালং স্ফুরৎ
কেয়ূরাঙ্গদ হার কঙ্কণ ঘটা নির্ধূত রত্নচ্ছবি।
শ্রেণী মণ্ডল কিঙ্কিণী কলরবং মঞ্জীর মঞ্জুধ্বনি
শ্রীমৎ পাদ সরোরুহং ভজ মনো রাধাভিধনং মহঃ ॥১২১॥

অন্বয়ঃ।—ভো মনঃ! ত্বং উন্মীলন্মুকুটচ্ছটা পরিলসদ্দিক চক্রবালং (প্রকাশিতা যাঃ মুকুটস্য ছটাঃ তাভিঃ বিলসিতং দিঙ্মণ্ডলং যত্র তৎ) স্ফুরৎ কেয়ূরাঙ্গদ হার কঙ্কণ ঘটা নির্ধূতা রত্নচ্ছবি (প্রকাশমাণাঃ যাঃ কেয়ূরাঙ্গদ হার কঙ্কণানাং ঘটাঃ তাভিঃ নির্ধূতা খণ্ডিতা রত্নাণাংচ্ছবির্যস্মাৎ তৎ) শ্রেণী মণ্ডল কিঙ্কিণী কলরবং (যন্নিতম্ব দেশে কিকিনীনাং কলরবং তৎ) মঞ্জীর মঞ্জুতধ্বনি শ্রীমৎ পাদ সরোরুহং (মঞ্জীরাণাং মঞ্জু কোমলং ধ্বনিবের শ্রীযুক্ত চরণ কমলে যস্য তৎ) রাধাভিধানং মহঃ ভজ ॥১২১॥

অনুবাদ।—যাঁহার উন্মীলিত মুকুটচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল বিলাসিত যাঁহার কেয়ূর অঙ্গদ হার কঙ্কণ ঘটা, রত্নচ্ছবিকেও নির্ধূত করিয়াছে যাঁহার নিতম্বদেশে কিঙ্কিণীর কলধ্বনি এবং শ্রীপদ-কমলে নূপুরের মধুর ধ্বনি শব্দিত হইতেছে হে মন! সেই শ্রীরাধাবিধান মহঃ ভজনা কর ॥১২১॥

সেই নিজ ভক্তের প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত প্রীতই হইয়া থাকেন। অতএব মোহন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিজভক্তজন যে আমি, শ্রীরাধার পাদপদ্মে আমার অকৈতব অর্থাৎ কাপট্যরহিত ও অবিচলা ভক্তি দর্শন করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে প্রচুর প্রেমভরে কবে আমাকে স্নেহালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবেন? বদনে চুম্বন প্রদান করিবেন এবং স্বীয় শ্রীবদন হইতে প্রসাদী তাম্বুল লইয়া আমার বদনে অর্পণ করিবেন। এমন কি নিজকণ্ঠশোভি বনমালাও আমার কণ্ঠদেশে আদর করিয়া পরাইয়া দিবেন। অতএব শ্রীরাধাদাস্য লাভ ঘটিলে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও অযাচিত শ্রীকৃপা লাভ করা যায় তাহা এতদ্দ্বারা অভিব্যক্ত হইল ॥১১৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন সর্ব্বদাই কুসুমের নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ শ্রীরাধাপদারবিন্দ সেবালিপ্সু সাধকপ্রবর গ্রন্থকার শ্রীরাধার দাস্য লাভের

নিমিত্ত পরমোৎকণ্ঠিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন। আহা! সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি শ্রীরাধা অদ্ভুত দাস্য রস কবে আমাকে প্রদান করিবেন?

এই দাস্যভক্তিও রস বিশেষ। রসের বিষয় ও আশ্রয় আছে। বরতনু শ্রীরাধাই এই প্রেমভক্তিরসময় দাস্যরসে বিষয়াবলম্বন এবং তাঁহার শ্রীচরণ সেবা পরায়ণা মঞ্জরীরূপা সখীগণই বা তদনুগা ভক্তগণই ইহার আশ্রয়াবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যরস ব্রহ্ম-শঙ্করাদি হইতে সকলেই অধিকারী, কিন্তু শ্রীরাধার দাস্যরস ব্রহ্ম শঙ্করাদিরও প্রাপনীয় নহে। এই জন্যই ইহাকে অদ্ভুত দাস্য-রস বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীরাধার দাস্য-রসের নিকটদুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দ কি মোক্ষও অতি তুচ্ছ বলিয়া, ইহা অদ্ভুত। আবার স্বয়ং শ্রীরাধাও অদ্ভুত মূর্ত্তি অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সে আশ্চর্য্যরূপা শ্রীমূর্ত্তির তুলনা হয় না। তাঁহার লাবণ্য পরমাদ্ভুত অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাকচিক্য, প্রশস্ত মুক্তাফলের অন্তর্নিহিত তরঙ্গায়মান ছটাকেও বিড়ম্বিত করে; সুতরাং পরমাদ্ভুত। আবার তাঁহার রতিকলাচাতুর্য্যও অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁহার কান্তি অনির্ব্বচনীয় মহাদ্ভুতা। কান্তি যথা,—

"শোভৈব কান্তি রাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।"

অর্থাৎ মন্মথের বৃদ্ধিবশতঃ শোভা উজ্জ্বলা হইলে তাহাকে কান্তি কহে। শ্রীরাধার এই কান্তি কিরূপ অদ্ভুত তাহা শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন—

প্রকৃতি মধুরমূর্ত্তির্গাঢ়মত্রাপ্যুদঞ্চ
তরুণিম লবলক্ষ্মী লেখয়ালিঙ্গিতাঙ্গী।
বর মদনবিহারৈ রদ্য তত্রাপ্যুদারা
মদয়তি হৃদয়ং মে রুন্ধতী রাধিকেয়ং॥ উজ্জ্বলে।

অর্থাৎ হে সখে! এই রাধা স্বভাবতঃই মধুরমূর্ত্তি, তাহাতে আবার ঈষৎ উদিত তারুণ্য লক্ষ্মীর রেখায় অলিঙ্গিতাঙ্গী হইয়াছেন; অধিকন্তু গুরুতর মদন-বিহারে অদ্য ইহাকে উদারা দেখিতেছি। অতএব হে বয়স্য! ইনি আমার হৃদয় অবরোধ করিয়া রাখিলেন।

আবার তাঁহার লীলাগতি অর্থাৎ তাঁহার লীলার যে অবস্থা অথবা নিকুঞ্জ লীলা উদ্দেশে তাঁহার যে গমনভঙ্গী তাহাও অদ্ভুত। পুনশ্চ তাঁহার দৃগ্‌ভঙ্গী অর্থাৎ নয়নের চঞ্চলতা ও অপাঙ্গাদি অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুততমা। যে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষে ভুবন বিমোহিত করেন, শ্রীরাধার অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে সেই ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণও বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া থাকেন। এইজন্যই বোধ হয়, ইহাকে অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুততমা বলা হইয়াছে! আবার তাঁহার যে মৃদুহাস্য তাহাও

অদ্ভুত। এইজন্যই শ্রীরাধাকে নিখিল অদ্ভুত স্বরূপের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা বলা হইয়াছে। হায়! তিনি কবে আমাকে তাঁহার অদ্ভুত দাস্যরস অর্থাৎ কুঞ্জ-কিঙ্করীত্ব প্রদান করিবেন? এই দান বিষয়েও তাঁহার অদ্ভুত কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, যে দাস্য, ব্রহ্মাদি দেবতাগণকেও প্রদান করেন না অথচ তাহা, তাঁহার দাসীর অনুদাসী ভক্তগণকে অনায়াসে প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই তাৎপর্য্য ॥১১৯॥

তাৎপর্য্যার্থ।

প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিলা। শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে উপনীত হইয়া কান্তের আগমন বিলম্ব জন্য নানারূপ দুঃখ ও আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিতে-ছিলেন। ইত্যবসরে নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কান্ত দর্শনে শ্রীরাধার হৃদয়ে সারল্যের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ বামতার উদয় হইল। তত্রোপবিষ্টা লীলা দর্শন কারিণী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার সেই বাম্য ভাবদৃপ্ত শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য স্মরণ করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! রসিক শেখর তোমার সমীপবর্ত্তী হওয়ায় তুমি রোষ–কষায়িত লোচনে ভ্রূকুটী করিয়া পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করিতেছ, তাহাতে তোমার শ্রীমুখ অত্যন্ত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। চারু বিম্বাধর ঈষৎ স্ফীত হওয়ায় শ্রীমুখের মাধুর্য্য আরও স্ফুরিত হইতেছে। পিপাসিত রসিকভৃঙ্গ তোমার সে অধরপুটে চুম্বনাকাঙ্ক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে তুমি হুঙ্কার করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছ; কিন্তু হৃদয়ে উল্লাস বশতঃ সে হুঙ্কার ভীতি জনক না হইয়া বরং অতি মধুর বোধ হইতেছে। ইহাতেও তোমার শ্রীবদনের আশ্চর্য্য রূপ শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনন্তর নাগররাজ প্রণয় কেলির অর্থাৎ প্রেমক্রীড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তুমি অতিশয় কুপিতা হইতেছ। ইহাতে তোমার শ্রীমুখ ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া শঙ্কাকুল অথচ সতৃষ্ণ নয়নে তোমার সে শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ভয়,—শ্রীরাধার প্রণয় কোপ বশতঃ বিচ্ছেদ ভয় ভিন্ন আর কিছু নয়। পুনশ্চ সে শ্রীমুখ মাধুর্য্য রতি কলাসুখদ বলিয়া রসিক মৌলি কৌতুক ভরে তাহা দর্শন করিতেছেন যেন সে শ্রীমুখ মাধুরী সুধা পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও নয়ন চকোরের পিপাসার শান্তি হইতেছে না। আহা! সেই শ্রীমুখের অনুপম শোভা আমি এখনও বিস্মৃত হই নাই—আমার হৃদয় মুকুরে যেন এখনও প্রতিফলিত রহিয়াছে। তাই আমি তাহা, পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি। সিদ্ধ দশার স্ফূর্ত্তিতে সে ভাব সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করিয়া সাধক দশায় তাহা স্মরণ করিতেছেন। স্মরণই সাধকের সাধন ॥১২০॥

তাৎপর্য্যার্থ

শ্রীরাধার বিশ্ব বিমোহন মণি-মুকুটের কিরণমালায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং তাঁহার কেয়ূর-অঙ্গদ হার কঙ্কণের ঘটা রত্নচ্ছটাকেও নিরস্ত করিয়াছে। এই রত্ন, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় ভূষণ কৌস্তুভ রত্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভূষণাপেক্ষা শ্রীরাধার ভূষোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার বাম্যভাব বিদূরিত হইলে নাগর রাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই শুভ সম্মিলনে বিলাসিনীমণির অঙ্গভূষণ ও ভাবভূষণের মাধুরী দ্বিগুণিত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। বরং শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীরাধারই ভূষণ সমুজ্জ্বলতা অধিক মনোহর। এইরূপ পরস্পরের সম্মিলনানন্দে যখন কেলী-বিলাসের তরঙ্গ বহিতে লাগিল, তখন শ্রীরাধার নিতম্ব দেশে কিঙ্কিণীর কল-ধ্বনি ও শ্রীপদকমলে নূপুরের মধুর ধ্বনি উত্থিত হইল। এই কিঙ্কিণী ও নূপুরের ধ্বনিই যে রসিক রসিকার পরস্পর মধুর বিলাস ভাব ব্যঞ্জক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, কবি বিদ্যাপতি বর্ণনা করিয়াছেন—

কিঙ্কিণী কিণি কিণি, কঙ্কণ ঝন ঝন,
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
রতি বিপরীত ভেল, মদন সমাপল,
জয় জয় ডুন্দুভি বাজে॥

তিলে এক জন, সঘন রব করাইতে.
হোয়ল মৈনকো ভাই।
বিদ্যাপতি পতি, ও রস-গাহক,
যামুনে মিলিল গঙ্গ-তরঙ্গ॥

সুবিজ্ঞ গ্রন্থ কর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে মনকে উপদেশ দিতেছেন "হে মন! তুমি সেই শ্রীরাধাভিধান সহ ভজনা কর। মহ-শব্দে উৎসব, যজ্ঞ ও তেজঃ বুঝায়। সুতরাং শ্রীরাধার নাম যজ্ঞের ভজনা কর ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা 'শ্রীরাধা' নামক যে তেজঃ তাহার ভজনা কর। ব্রহ্ম বাদীরা যে নিরাকার তেজো ব্রহ্মের উপাসনা করেন, হে মন! তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা নামক তেজের উপাসনা কর, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১২১॥

শ্যামা মণ্ডল মৌলি মণ্ডন মণিঃ শ্যামানুরাগ স্ফুর—
দ্রোমোদ্ভেদ বিভাবিতা কৃতি রহো কাশ্মীর গৌরচ্ছবিঃ।
সাতীবোন্মদ কাম কেলি তরলা মাং পাতু মন্দস্মিতা
মন্দার দ্রুম কুঞ্জ মন্দির গতা গোবিন্দ-পট্টেশ্বরী ॥১২২॥

অন্বয়। অহো যা শ্যামা মণ্ডল মৌলি মণ্ডন মণিঃ (শ্যামা গোপাঙ্গনাণাং শিরোমণি স্বরূপা) শ্যামানুরাগ স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদ বিভাবিতাকৃতিঃ (শ্যামং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যোঽনুরাগস্তেন স্ফুরৎ যঃ রোমোদ্ভেদ স্তদ্বিভাবিতা আকৃতি র্যস্যাঃ সা) কাশ্মীর গৌরচ্ছবিঃ (কুকুমাদপি গৌর কান্তির্য্যস্যাঃ সা) অতীবোন্মদ কামকেলি তরলা (অত্যন্তমুন্মদস্য কামস্য বা কেলিঃ তাভিঃ চঞ্চলীকৃতা মন্দাস্মিতা (মৃদু-হাস্যযুক্তা) সামন্দর দ্রুম কুঞ্জ মন্দির গতা (কল্পতরু কুঞ্জস্ত মন্দির প্রাপ্ত) গোবিন্দ পট্টেশ্বরী (শ্রীরাধা) মাং পাতু (রক্ষতু) ॥১২২॥

অনুবাদ।—অহো! যিনি শ্যামা-গোপাঙ্গনাগণের শিরোভূষণ মণি স্বরূপা, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্যামানুরাগ বশতঃ বিকশিত রোমাঞ্চ দ্বারা বিভাবিত, যিনি কুঙ্কুম গৌর কান্তি, এবং যিনি অত্যন্ত উন্মাদ প্রদ কন্দর্প কেলি দ্বারা বিচলিতা, মৃদু হাস্য যুক্তা ও কল্প কুঞ্জ মন্দির গতা সেই গোবিন্দ পট্টেশ্বরী শ্রীরাধা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১২২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীগোবিন্দ পট্টেশ্বরী শ্রীরাধা কল্প কুঞ্জ মন্দিরে প্রিয়তমের সহিত যে সম্মিলিতা হইয়াছেন, তাহা ইতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতিশয় উন্মাদকারী যুগল বিলাসের অপূর্ব্ব কেলি তরঙ্গে শ্রীরাধা বিচলিতা হইয়াছেন। অথচ উল্লাস আবেশে মৃদু হাস্য যুক্তা। এই অপ্রাকৃত কন্দর্প কেলি তরঙ্গ ধন জন, গেহ লজ্জা কুলমান সমস্তই হরণ করিয়া অবশেষে বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমগ্ন করে সম্পূর্ণ আত্মহারা করিয়া ফেলে, এই জন্যই ইহাকে সাতিশয় উন্মাদ বলা হইয়াছে। শ্রীরাধার এইরূপ কন্দর্প কেলি দ্বারা চঞ্চলা হইলেও তাহাতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হয় নাই। মন্দ হাস্যই তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্যের পূর্ণ পরিচায়ক। আবার শ্রীরাধার অঙ্গ কান্তি একেইতো কুঙ্কুমের ন্যায় তাহাতে শ্রীকৃষ্ণানুরাগ বশে বিশেষতঃ তদীয় সম্মিলনানন্দে তাঁহার সেই

উপাস্য চরণাম্বুজে ব্রজভৃতাং কিশোরীগণৈ
মর্হস্তিরপি পুরুষৈরপরিভাব্য ভাবোৎসবে।
অগাধ রসধামণি স্বপদপদ্ম সেবাবিধৌ
বিধেহি মধুরোজ্জ্বলামিব কৃতিং মমাধীশ্বরি ॥১২৩॥

অন্বয়।—হে ব্রজভৃতাংকিশোরীগণৈ রূপাস্য সচরণাম্বুজে! ব্রজমুখ্যাণাং যাঃ কিশোর্য্যাঃ ললীতাবিশাখাদ্যাঃ তাসাং গণৈঃ উপাস্যনীয়ং চরণ-কমলং যস্যাঃ হে তথাবিধে) হে মহদ্ভিঃ পুরুষৈরপি অপরিভাব্য ভাবোৎসবে! (নারদাদিভিঃ মহদ্ভি পুরুষৈরপি ন পরিভাব্যং ভাবোৎসবং যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে অধীশ্বরি! ত্বং অগাধ রসধামণি স্বপাদ পদ্ম সেবাবিধৌ মম মধুরোজ্জ্বলামিব কৃতিং বিধেহি ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ। হে অধীশ্বরি! তোমার শ্রীচরণ, কমল ললিতাদি মুখ্যা ব্রজকিশোরীগণের নিত্য উপাস্য এবং তোমার ভাবোৎসব নারদাদি মহাপুরুষ-গণেরও অপরিভাব্য। হে শ্রীরাধে! সেই অগাধ রসের নিলয় তোমার পদকমলের মধুরোজ্জ্বলা সেবা-বিধানে আমাকে আজ্ঞা কর ॥ ১২৩ ॥

বরতনু বিকশিত পুলকাবলীতে বিভাষিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধার এই অনুরাগ নিরন্তরই বর্দ্ধনশীল। সুতরাং নিত্যাভিনব পূর্ণ সুখে পুলকান্বিতা হইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাকে শ্যামা গোপাঙ্গনাগণের অর্থাৎ ললিতা বিশাখাদি ব্রজসীমন্তিনীগণের শিরোমণি স্বরূপা বলা হইয়াছে। শ্যামা—অপ্রসূতাঙ্গনা—কুমারী বা কিশোরী; ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা শ্যামা নায়িকা বিশেষ। তল্লক্ষণ; যথা—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা।
পদ্ম গন্ধি মুখং যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা ॥

গ্রন্থ কর্ত্তা সেই শ্রীগোবিন্দ-পট্টেশ্বরী শ্রীরাধার অনুপম মহিমার বিষয় অবগত হইয়া সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"সেই শ্রীরাধা আমাকে রক্ষা করুন। আমি সংসার-কূপে বিষয় পঙ্কে নিরালম্ব অবস্থায় নিপতিত, আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আমি শ্রীগোবিন্দ পট্টেশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রজা। প্রজা রক্ষণই রাজ ধর্ম্ম। সুতরাং তিনি

আনম্রাননচন্দ্রমীরিত দৃগাপাঙ্গচ্ছটা মন্থরং
কিঞ্চিদ্দর্শি শিরোবগুণ্ঠন পটং লীলাবিলাসাবধিম্।
উন্নীয়ালক মঞ্জরীঃ কররুহৈরালক্ষ্য সন্নাগরস্যাঙ্গেঙ্গং
তব রাধিকে সচকিতালোকং কদা লোকয়ে ॥১২৪॥

---

অন্বয়ঃ। হে রাধিকে! সন্নাগরস্যাঙ্গেঽঙ্গং আলক্ষ্য (সন্নাগরঃ শ্রীকৃষ্ণ কররুহৈঃ স্বনখৈঃ) তব অলকমঞ্জরী (কেশকলাপং) উন্নীয় (উন্নয়নং কৃত্বা) তস্যাঙ্গে তবাঙ্গং মিলিতং পরস্পরালিঙ্গনবদ্ধং দৃষ্টা) তব আনম্রমাননচন্দ্রং (ঈষন্নম্রবদনমেব চন্দ্রো যস্মিন্ তৎ) ইরিত দৃগাঙ্গচ্ছটা মন্থরং (প্রেরিতাঃ যে দৃগাপাঙ্গাঃ কটাক্ষাঃ তেষাং যাচ্ছটা তৈস্ত মন্দং) কিঞ্চিদ্দর্শি শিরোবগুণ্ঠনপটং (কিঞ্চিৎ প্রদর্শিতং শিরঃ অবগুণ্ঠনপটাৎ যস্মিন্ তৎ) লীলাবিলাসাবধিং সচকিতা লোকং (চমৎকার সহিতংতবাবলোকনং) কদা লোকয়ে (পশ্যামি) ॥১২০॥

---

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! নাগরবর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে তোমার অঙ্গ মিলিত অর্থাৎ পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ দর্শন করতঃ আমি নিজ কর নখ সমূহ দ্বারা তোমার অলকা মঞ্জরী প্রসাধন করিয়া আমি তোমার আনম্র বদন চন্দ্র, তোমার ঈষৎ নয়নাপক্ষ ছটা, কিঞ্চিৎ দর্শি মস্তকে অবগুণ্ঠনবস্ত্র, এবং সচকিত অবলোকন এই সকল লীলা বিলাসের অবধি কবে দর্শন করিব? ॥১২৪॥

---

আমাকে রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা। অথবা শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য বিষয়ান্তরে আমার যেন আর মতি-গতি না হয়, এই অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১২২॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর শ্রীরাধৈকনিষ্ঠ সাধক প্রবর গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধাদাস্যের প্রতি পরমৈকান্তিকতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"হে অধীশ্বরি! হে আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবি! তোমার শ্রীচরণ কমলের সেবা-বিধানে আমাকে অনুমতি প্রদান কর। তোমার সেই মধুরোজ্জ্বলা সেবা ব্যতীত জগতে আমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এস্থলে "মধুরোজ্জ্বল শব্দে পরকীয় মধুর

রাকাচন্দ্রো বরাকো যদনুপম রসানন্দ কন্দাননেন্দো
স্তত্তাদৃক্ চন্দ্রিকায়া অপি কিমপি কলামাত্র কস্যানুতাপি।
যস্যাঃ শোণাধর শ্রীবিধৃত নবসুধা মাধুরী সারসিন্ধুঃ
সা রাধা কামবাধা বিধুর মধুপতি প্রাণদা প্রীয়তাং নঃ ॥১২৫॥

অন্বয়।—যস্যাঃ অনুপম রসানন্দ কন্দাননেন্দোঃ তৎতাদৃষ চন্দ্রিকায়াঃ অপি কিমপি কলামাত্রকস্যানুতাপি রাকাচন্দ্রো বরাকঃ (অনুপম রসানন্দস্য কন্দঃ মূল-স্বরূপঃ তদাননমেব ইন্দুঃ চন্দ্রঃ তস্য তত্তাদৃক্ চন্দ্রিকায়াঃ কিমপি অনির্ব্বচনীয়ঃ কলামাত্রক স্তস্য অনুতাপি রাকাচন্দ্রঃ পূর্ণচন্দ্রঃ বরাকঃ তুচ্ছঃ) যস্যাঃ শোণাধরঃ শ্রীবিধৃত নবসুধা মাধুরীসার সিন্ধুঃ (যস্যাঃ রক্তিমাধরঃ শ্রীঃ কমলা বিধৃতা যা নব-সুধা তস্যাং বা মাধুরী তৎসারাসিন্ধুঃ) সা কামবাধা বিধুর মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রাণদা রাধা নঃ (অস্মাকং) প্রীয়তাং (প্রসন্না ভবতু) ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ।—পূর্ণচন্দ্র যাঁহার অনুপম রসানন্দ কন্দ বদনচন্দ্রের কিরণ কণার অনুমাত্রেরও সমতুল্য নহে, যাঁহার অরুণাধর শ্রীবিধৃত নবসুধা মাধুরীর সারসিন্ধু, সেই কামবাধা বিধুর মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের জীবন দায়িনী শ্রীরাধা আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন ॥ ১২৫ ॥

প্রেমভাব প্রকাশ পাইতেছি। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে নিভৃত নিকুঞ্জ লীলায় শ্রীরাধার যে শ্রীচরণ সেবা কার্য্য, তাহাই বাঞ্ছনীয়। যে হেতু তাহা অগাধ রসের নিলয়। অতএব সর্ব্বেব কাঠিন্য শূন্য ও সরস এবং তাহাতে কোন রসের অভাব বা অপেক্ষা নাই বলিয়া অগাধ। ফলতঃ শ্রীরাধা দাস্য-রসে সকল রসেরই আস্বাদন লাভ করা যায়, ইহাই তাৎপর্য্য। এজন্য এক মাত্র শ্রীরাধাচরণ সেবা বিধানই প্রার্থনীয়।

আবার হে শ্রীরাধে! তোমার ভাবোৎসব ব্রহ্মানারদোদ্ধবাদি মহাপুরুষগণেরও অপরিভাব্য। পরকীয়াত্ব বা ঔপপত্যভাব শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য প্রেম সম্পৎ যথা—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহিবাস ॥ শ্রীচরিতামৃত।

রাকানেক বিচিত্র চন্দ্র উদিতঃ প্রেমামৃতজ্যোতিষাং
বীটীভিঃ পরিপূরয়েদগণিত ব্রহ্মাণ্ড কোটিং যদি।
বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জ সীমণি তদাভাসঃ পরং লক্ষ্যসে
ভাবেনৈব যদা তদৈব তুলয়ে রাধে তব শ্রীমুখম্॥১২৬॥

---

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! যদা রাকানেক বিচিত্র চন্দ্র উদিতঃ সন্ প্রেমামৃত জ্যোতিষাং বীটভিঃ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড কোটিং যদি পরিপূরয়েৎ, বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জ সীমণি তৎ আভাসঃ লক্ষ্যসে। পরং (কেবলং) ভাবেনৈব তব শ্রীমুখং অহং তদৈব তুলয়ে (সমতাং নয়ামি) ॥১২৬॥

---

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! এককালে বিচিত্র বহু চন্দ্র উদিত হইলে তাহার প্রেমামৃত জ্যোতি-তরঙ্গে যদি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া যায় তথাপি তাহা এই বৃন্দাবন নিকুঞ্জ সীমায় তোমার শ্রীমুখ-মাধুরীর তুলনায় আভাস মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে; অতএব কেবল ভাবের দ্বারাই আমি তোমার শ্রীমুখের (চন্দ্রের সহিত তুলনা করিতেছি।॥ ১২৬ ॥

---

শ্রীরাধার এই পরকীয়াভাবোৎসব সর্ব্বথা অমায়িক, এবং তর্ক যুক্তির অতীত অচিন্ত্য ও নির্দ্দোষ। শ্রীরাধার এই স্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব, ভাব রাজ্যের এক মহামহিম অতুলনীয় ব্যাপার। গোপী ভাবাশ্রিত সাধক ভিন্ন ইহার পরিচিন্তনে অন্যের অধিকার নাই। এমন কি ইহা ব্রহ্মা, নারদ, উদ্ধবাদি ভক্তোত্তমগণেরও অপরিভাব্য। কিন্তু ব্রজকিশোরীগণ অর্থাৎ ললিতা। বিশাখাদি সখীগণ ও তাঁহাদের আজ্ঞাপরা মঞ্জরীগণের তাঁহার শ্রীচরণাম্বুজ নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। নারদাদি মহাভক্তগণ যাঁহার ভাবোৎসব পরিচিন্তনেরও অধিকারী নহেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ব্রজকিশোরীগণ ব্রজের গোপকামিনী হইয়াও সাক্ষাৎভাবে তাহার শ্রীচরণকমল সেবা করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত মহজ্জনগণ অপেক্ষাও ব্রজাঙ্গনাগণ যে সৌভাগ্যের পরাবধি লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

অতএব হে আমার অধীশ্বরি! তোমার সেই শ্রীচরণকমলের সেবা

কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করিয়া ব্রজগোপীদের ন্যায় সৌভাগ্যযুক্ত কর, তাঁহাদের সেই সেবা প্রণালী দর্শন করিয়া আমার প্রচুর লোভের উদয় হইয়াছে; তজ্জন্যই তোমার শ্রীচরণ সেবা প্রার্থনা করিতেছি। ইহাই তাৎপর্য্য ॥১২৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর রসিক-শেখর, শ্রীরাধাকে প্রগাঢ় প্রেমভরে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন তদ্দর্শনে তত্রোপস্থিতা মঞ্জরীরূপা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! তোমাকে কান্তাঙ্গে মিলিতাঙ্গ দর্শন করিয়া আমি তোমার ললাটচুম্বি চূর্ণ কুন্তল পাশকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিব। বদন-কমল, অলকামঞ্জরীতে আবৃত করিয়া পাছে তাহাতে নাগরানন্দের বিঘ্ন হয়, এজন্য তাহা সরাইয়া দিব। ইহাই যেন তাৎপর্য্য।

নাগরের অঙ্গ-সম্মিলনে অন্তরে সমুল্লাসিতা হইয়াও লজ্জাবশতঃ বদনচন্দ্র ঈষৎ অবনত করিবে এবং আধনয়নে কুটিল দৃগ্‌ভঙ্গী করিয়া প্রাণকান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। তৎকালে অবগুণ্ঠন-বসনে তোমার মস্তক অর্দ্ধাবৃত হইয়া শোভা পাইবে। এবং খঞ্জনগঞ্জিত চকিত নয়নে তুমি কখন প্রিয়তমের দিকে কখন বা আমি প্রিয়াদাসী আমার দিকে অবলোকন করিবে। হে বিলাসিনীমণি শ্রীরাধে! আমি কবে তোমার এই লীলাবিলাসের পরবাধি দর্শন করিব। অর্থাৎ সেই কেলী-বিলাস দর্শনকারিণী দাসী অঙ্গীকার করিবেন ॥১২৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার বদন চন্দ্রাবৃত চূর্ণ-কুন্তল পাশকে সরাইয়া দিবার তাৎপর্য্য সুরসিক গ্রন্থকার যেন এই শ্লোকে পরিব্যক্ত করিতেছেন—"আহা! শ্রীরাধার বদন চন্দ্র অনুপম রসানন্দের কন্দ স্বরূপ। এস্থলে 'অনুপম রস' শব্দ সেই রসোবৈসঃ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং শ্রীরাধার বদনেন্দু সেই রসময় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের কন্দ অর্থাৎ মূল স্বরূপ। ফলতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে যে 'আনন্দ স্বরূপ' বা মূর্ত্তানন্দ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সে আনন্দ-স্বরূপতার মূল—শ্রীরাধার বদন চন্দ্র। প্রাকৃত চন্দ্র যেমন স্নিগ্ধ কৌমুদী ধারায় জগতের উল্লাস সাধন করেন শ্রীরাধার বদন চন্দ্রও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণানন্দ-বিধান করেন। তাই বলিয়া প্রাকৃত চন্দ্রের সহিত এই শ্রীরাধার শ্রীমুখেন্দুর কখনই তুলনা হইতে পারে না। প্রায়

চন্দ্র—কলা-কলঙ্ক সমন্বিত—শ্রীরাধার বদনচন্দ্র কলা কলঙ্ক বিমর্দিত—নিত্য পূর্ণ ষোলকলায় উদ্ভাসিত। সুতরাং শ্রীরাধার বদন চন্দ্রের কিরণ কণার অনুমাত্রেরও সহিত তুলনায় গগনের পূর্ণশশী অতি তুচ্ছ।

আবার চন্দ্রে সুধা আছে শ্রীরাধার বদন চন্দ্রেও অধর সুধা আছে—তাহা সুধা-মাধুরীর সার সিন্ধু। ফলতঃ কমলার অধরে যে নব সুধা মাধুরী-বিরাজিত শ্রীরাধার অরুণাধরে তাহারই, সার সিন্ধু সুশোভিত। সুতরাং শ্রীরাধার অধর মাধুরী কমলা অপেক্ষাও অধিক মনোহর।

পুনশ্চ সুধা পানে মৃতও জীবন দান পাইয়া থাকে। সেইরূপ বিরহ-বিধুর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার অধর-সুধা পানে সঞ্জীবিত হইয়া থাকেন তাঁহার কন্দর্পব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীরাধাকে মধুপতি প্রাণদা বলা হইয়াছে। এস্থলে "মধুপতি" শব্দ মধুর রসের অধিপতি সেই শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে এই মহামাধুর্য্য চাও হইতেই 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রের উৎপত্তি। আহা! এহেন চন্দ্র বদনা শ্রীরাধা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১২৫॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার বদন চন্দ্রের সহিত প্রাকৃত চন্দ্রের তুলনা কখনই হইতে পারে না। তাই ভজন বিজ্ঞ গ্রন্থকার সিদ্ধ ভাবের স্ফুর্ত্তিতে শ্রীরাধাকে সাক্ষাৎ ভাবে নিবেদন করিতেছেন—হে শ্রীরাধে! এক সময়ে অসংখ্য পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে তাহার প্রেমামৃত জ্যোতির তরঙ্গে যদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলেও তোমার শ্রীমুখের সহিত তাহার কখনই তুলনা হইতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ সীমায় এই যে তোমার শ্রীমুখচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্য মাধুরী অবলোকন করিতেছি, ইহার আভাস অনন্ত কোটী পূর্ণ শশীর বিচিত্র জ্যোতির সহিতও অতুলনীয়। যদিও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সে জ্যোতি তরঙ্গে উদ্ভাসিত হয়, তথাপি তোমার এই বদন চন্দ্রের মাধুর্য্যের কণাভাসের সমতুল্য নহে।

এককালে "বহুচন্দ্রের উদয়ের দৃষ্টান্তে ও তাহার 'প্রেমামৃত জ্যোতির' উল্লেখে যেন শ্রীকৃষ্ণের মদন মোহন রসরাজ মূর্ত্তির বিষয় সূচিত হইয়াছে। কারণ, যে গায়ত্রী মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ তাহার অক্ষরে অক্ষরে সেই পূর্ণ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিভাষিত হইয়া থাকে। সেই শ্রীকামগায়ত্রীর এক একটী অক্ষর চন্দ্র স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবয়বও চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উদয়ে এককালে বহু পূর্ণচন্দ্রের উদয় অসম্ভব নহে এবং তাহার তরলতর প্রেমামৃত জ্যোতিতে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হওয়াও বিচিত্র নহে তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"সখি হে কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
সঙ্গে করি চাঁদের সমাজ॥

কালিন্দীকূলকল্পদ্রুমতলনিলয়-প্রোল্লসৎ কেলিকন্দা
বৃন্দাটব্যাং সদৈব প্রকটতর রহোবল্লবীভাব-ভব্যা।

অন্বয়ঃ।—কালিন্দীকূলকল্পদ্রুমতলনিলয় প্রোল্লসৎ কেলিকন্দা (যমুনা-তীরবর্ত্তি কল্পতরুমূলে যো নিলয়ঃ ভবনঃ তত্র প্রোল্লসন্তী যা কেলি তস্যাঃ মূলস্বরূপা) বৃন্দাটব্যাং সদৈব প্রকটতর রহোবল্লবীভাব-ভব্যা (বৃন্দাবনে সর্ব্বদৈব প্রকাশমানা যা রহোবল্লব্যোঃ ললিতাবিশাখাদ্যাঃ তাসাং

অনুবাদ।—যিনি যমুনাতীরবর্ত্তি কল্পতরুতলস্থিত ভবনে প্রোল্লসিত কেলি-বিলাসের মূল স্বরূপা, বৃন্দাবনে সর্ব্বদা প্রকাশমানা রহোবল্লবীগণের

দুই গণ্ড সুচিক্কণ,　　যিনি মণি-দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু,　　তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর নথ চাঁদের ঠাট,　　বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদ নথ চন্দ্রগণ,　　তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
*　　*　　*　　*
এ চাঁদের বড় নাট,　　পসারি চাঁদের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহো স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত॥"

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অসংখ্য চন্দ্রময় হইয়াও শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র দর্শনেই উল্লসিত ও বিমুগ্ধ হন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সে অসংখ্য চন্দ্রের জ্যোতি-তরঙ্গ শ্রীরাধার বদন-চন্দ্রের আভাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

তাই, সুবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন,—হে শ্রীরাধে! তবে যে আমি তোমার শ্রীমুখের সহিত প্রাকৃত চন্দ্রের তুলনা করিতেছি, সে কেবল ভাবের বশে। নতুবা তোমার বদনচন্দ্রের উপমা দিতে ত্রিজগতের মধ্যে আর কিছুই নাই। ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১২৬॥

ভক্তানাং হৃৎসরোজে মধুররসসুধাস্যন্দিপদারবিন্দ।
সান্দ্রানন্দাকৃতির্নঃ স্ফুরতু নবনব প্রেমলক্ষ্মীরমন্দা ॥ ১২৭ ॥

ভাবভব্যা ভাবযোগ্যা ইত্যর্থঃ) ভক্তানাং হৃৎসরোজে মধুর রস সুধাস্যন্দি পাদারবিন্দা (তদ্ভক্তানাং হৃদয়-কমলে মধুর রস এব সুধা-স্রাবী পদ-কমলে যস্যাঃ সা) সান্দ্রানন্দাকৃতিঃ (নিবিড়ানন্দ-মূর্ত্তিঃ) অমন্দা নব নব প্রেম-লক্ষ্মীঃ (বিশুদ্ধ নিত্যাভিনব (প্রেম্নো লক্ষ্মীঃ স্বরূপা শ্রীরাধা) নঃ (অস্মাকং) স্ফুরতু (হৃদয়ে আবির্ভবতু) ॥ ১২৭ ॥

(ললিতাদির) ভাব-বিভাবিতা এবং ভক্তগণের হৃদয়-কমলে মধুর রস-সুধাস্রাবী পদারবিন্দবিশিষ্টা সেই সান্দ্রানন্দ-মূর্ত্তি অমন্দা নিত্যাভিনব প্রেমলক্ষ্মী (শ্রীরাধা) আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ১২৭ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের উদ্দীপনা বশতঃ ভজন-রসিক গ্রন্থকার সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীরাধার শ্রীমুখচন্দ্র-মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে সহসা বাহ্যভাবের উদয় হওয়ায় সাধক-জনোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—"আহা! সেই নিত্যাভিনব অমন্দা প্রেমলক্ষ্মী শ্রীরাধা আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হউন।" শ্রীবৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী কেবল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী, আর এই শ্রীবৃন্দাবনের লক্ষ্মী শুদ্ধ প্রেম সম্পদের অধীশ্বরী। সুতরাং শ্রীরাধা অভিনব লক্ষ্মী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশে সর্ব্বদা রমমাণা বলিয়া রমাদেবী নামে আখ্যাতা।

যথা ব্রহ্ম সংহিতায়—"নিয়তিঃ স রমাদেবী তৎপ্রিয়া দ্বাদশং তদা।"

ধামান্তরের লক্ষ্মী শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যময়ী; কিন্তু এই শ্রীবৃন্দাবনের লক্ষ্মী শুদ্ধ প্রেম-মাধুর্য্যময়ী। এই জন্যই ইহাঁকে প্রেম লক্ষ্মী বলা হইয়াছে। আবার এই প্রেমই নিত্যাভিনব ও অমন্দ; সুতরাং অপ্রাকৃত।

এই প্রেম-লক্ষ্মী সান্দ্রানন্দাকৃতি অর্থাৎ নিবিড় আনন্দময়ী মূর্ত্তিবিশিষ্টা। এস্থলে সান্দ্রানন্দ শব্দ আনন্দাংশে হ্লাদিনীর সার মহাভাবকে নির্দ্দেশ করিতেছে সুতরাং তিনি মহাভাবময়ী মূর্ত্তি। যথা—

"হ্লাদিনীর সার ভাব মহাভাব জানি।
মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী ॥" শ্রীচৈঃ চঃ

এই প্রেম-লক্ষ্মী শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তটবর্ত্তী কল্পপাদপের তলস্থিত

শুদ্ধ প্রেমৈক লীলানিধি রহহ, মহাতঙ্কমঙ্কস্থিতে চ
প্রেষ্ঠে বিভ্রত্যদভ্র স্ফুরদতুল কৃপাস্নেহমাধুর্য্যমূর্ত্তিঃ।

অন্বয়ঃ।—অহহ (অত্যদ্ভুতে) শুদ্ধপ্রেমৈক লীলানিধিঃ প্রেষ্ঠে অঙ্কস্থিতেঽপি সতি মহাতঙ্কং বিভ্রতি (অঙ্কস্থিতোঽপি আলিঙ্গিতোঽপি মেঽঃ

বিলাস-ভবনে নিত্য অবস্থান করেন এবং তথায় যে কেলি-বিলাস সর্ব্বদা প্রোল্লসিত, তিনি সেই কেলি বিলাসের কন্দ অর্থাৎ মূলস্বরূপা। কারণ, তিনি ভিন্ন সে অপূর্ব্ব কেলি-বিলাস আদৌ স্ফুরিত হয় না। ইহাই তাৎপর্য্য। আবার তথায়, তিনি একাকী অবস্থান করেন না। রহোবল্লবী অর্থাৎ নিভৃত লীলা-সহায়িনী ললিতাদি গোপাঙ্গনাগণ সর্ব্বদা উপস্থিতা এবং তাঁহাদের ভাব-ভূষিতা। তাঁহাদের ভাব কি? উজ্জ্বল নীলমণি বলেন—

"সুরকুলমখিলং প্রণম্য মূর্দ্ধ্না
প্রবরমমুং বর মথয়ে বরাঙ্গি।
মুহুরভিমত সেবয়া যথাহং
সুবল সখং সুখয়ামি রাধিকাঞ্চ॥

কোন এক সখী নির্জ্জন প্রদেশে আপনার তুল্যস্বভাবা কোন সখীকে সখীর রীতিনীতি প্রদর্শন করিয়া কহিতেছেন—"হে, বরাঙ্গি! আমি নিখিল সুরকুলকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া এইমাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সুবলসখ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে সেবা দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ যেন সুখ প্রদান করিতে পারি, হে সখি! তাহা হইলেই আমার মনোরথ সফল হয়।

অতএব সেই প্রেমলক্ষ্মীই রহোবল্লবীগণের এইরূপ ভাবের যোগ্যা। আবার তাঁহার শ্রীচরণ-কমল এরূপ অদ্ভুত গুণবিশিষ্ট যে, তাহা ভক্তের হৃদয়-সরোজে মধুর-রস-সুধা নিঃস্থত করে অর্থাৎ ভক্তগণ যখন হৃদয়-কমলে তাঁহার সেই শ্রী-চরণ-কমল অনুধ্যান করিতে থাকেন, তখন ভক্তের হৃদয়, মধুর প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া উঠে। এই জন্যই ভক্ত-প্রবর গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন—"সেই প্রেমলক্ষ্মী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। তাঁহার শ্রীচরণকমলনিষ্যন্দি মধুর রস-সুধা-ধারায় আমাদের হৃদয়-কমল অভিষিক্ত হইয়া যাউক। ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১২৭॥

প্রাণালীকোটিনীরাজিতপদ-সুষমামাধুরী মাধবেন
শ্রীরাধা মামগাধামৃত রসভরিতে কর্হি দাস্যেঽভিষিঞ্চেৎ॥১২৮॥

প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যদি বিযুক্তো ভবেদিতি মহাতঙ্কং ধারয়ন্তী যা সা) চ অদভ্র স্ফুরদতুল কৃপাস্নেহমাধুর্য্যমূর্ত্তিঃ (প্রচুর দেদীপ্যমানং অতুলং যৎ কৃপা স্নেহ-মাধুর্য্যং তন্মূর্ত্তি র্যস্যাঃ সা) মাধবেন প্রণালী কোটি নীরাজিতপদ-সুষমা-মাধুরী (মাধবেন শ্রীকৃষ্ণেন চ প্রাণসখী কোটিভিঃ নীরাজিতং যৎপদং তত্র যা সুষমা শোভা তন্মাধুর্য্যং যস্যাং সা) শ্রীরাধা অগধামৃত রসভরিতে দাস্যে মাং কর্হি অভিষিঞ্চেৎ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ।—যিনি বিশুদ্ধ প্রেমলীলানিধি এবং কি আশ্চর্য্য, প্রিয়তম অঙ্কে অবস্থিত আছেন, অথচ যিনি (তাঁহার বিচ্ছেদ আশঙ্কায়) মহাতঙ্ক ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রচুর প্রকাশমান অতুল কৃপাস্নেহ মাধুর্য্যের মূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও কোটী প্রাণসখী কর্ত্তৃক নীরাজিত শ্রীচরণ-সুষমা-মাধুরীবিশিষ্টা, সেই শ্রীরাধা অগাধামৃতরসপূর্ণ দাস্যে কবে আমাকে অভিষিক্ত করিবেন? ॥ ১২৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীরাধাকে যে কেলি-কন্দা বলা হইয়াছে, সুরসিক গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রকাশ করিতেছেন।—অনুরাগের উৎকর্ষ বশতঃ শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্ব দশা উপস্থিত। আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়া প্রিয়-তম তাহার অঙ্কে অবস্থান করিতেছেন তথাপি হৃদয়ে কত আতঙ্ক। তাই পদ-কর্ত্তা বল্লভ দাস গাহিয়াছেন—

সজনি প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতী, কাতর কহক,
কানু পরদেশ॥
চাঁদক হেরি সুরব, করি ভাখয়ে,
দিনহি রজনী করি মান।
বিলাপই তাপে, তাপায়িত অন্তর,
প্রিয়ক বিরহ করি ভান॥'' পং কঃ তঃ

শ্রীরাধা এইরূপ অদ্ভুত লীলাবিলাসবতী বলিয়াই তাঁহাকে বিশুদ্ধ

প্রেম-লীলানিধি বলা হইয়াছে। একমাত্র শ্রীরাধাই এইরূপ অপ্রাকৃত প্রেম ও লীলার আধার স্বরূপা অর্থাৎ শ্রীরাধা ভিন্ন এই প্রকার অপ্রাকৃত প্রেমলীলার পরাকাষ্ঠা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই শ্রীরাধার কৃপা ও স্নেহ ত্রিজগতে অতুলনীয় এবং প্রচুররূপে প্রকাশিত। এই জন্যই ইহাকে কৃপা-স্নেহ-মাধুর্য্যের মূর্ত্তি স্বরূপা বলা হইয়াছে। স্বর্ণ-প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যেমন স্বর্ণময়, সেইরূপ এই কৃপা-স্নেহ-মাধুর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীরাধার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কৃপা-স্নেহমাধুর্য্য-ময়। তাঁহার শ্রীচরণই কিরূপ সুষমা ও মাধুরীবিশিষ্ট দেখ না কেন? শ্রীরাধার কৃপা ও স্নেহ প্রাপ্তির আশায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও কোটী প্রাণসখী তাঁহার শ্রীচরণ কমলের নীরাজন করিয়া থাকেন। নীরাজন পঞ্চপ্রকার যথা—

"পঞ্চনীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌত বাসসা॥
চূতাশ্বত্থাদিপত্রৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্।
পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি॥

অর্থাৎ প্রথম দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয় সজল কমল দ্বারা, তৃতীয় ধৌত-বস্ত্র দ্বারা, চতুর্থ আম্র, অশ্বত্থ, তুলসী ইত্যাদি পত্র দ্বারা এবং পঞ্চম সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত দ্বারা নীরাজন কর্ত্তব্য।

কোটী প্রাণসখী ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচরণকে এইরূপ বিধানে নীরাজিত করিতেছেন, সেই অলৌকিক মাধুরীবিশিষ্ট শ্রীচরণের মহিমা কিরূপ বিচিত্র, তাহা কে পরিব্যক্ত করিতে পারে? এস্থলে কোটী প্রাণসখী শব্দে সখীর অসংখ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। রসজ্ঞগণ, যাঁহাদিগকে সখীস্নেহাধিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণসখী বা নিত্যসখী নামে অভিহিতা। যথা—উজ্জ্বলে—

"যাঃ পূর্ব্বং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
সখীস্নেহাধিক জ্ঞেয়া স্তা এবাত্র মনীষিভিঃ॥

সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার শ্রীরাধার এতাদৃশ শ্রীচরণ-মহিমা অবগত হইয়াই যেন বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন,—"সেই শ্রীরাধা অগাধামৃত-রসপূর্ণ দাস্যে কবে আমাকে অভিষিক্ত করিবেন?" স্বয়ং রসরাজবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও অসংখ্য প্রাণসখী যখন শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন, তখন শ্রীরাধার দাস্য যে,

বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জসীমসু সদা স্বানঙ্গরঙ্গোৎসবৈ-
র্মাদ্যন্ত্যদ্ভুতমাধবাধর-সুধা-মাধ্বীক সংস্বাদনৈঃ।
গোবিন্দপ্রিয়বর্গদুর্গম সখীবৃন্দৈ রনালক্ষিতা
দাস্যং দাস্যতি মে কদা নু কৃপয়া বৃন্দাবনাধীশ্বরী ॥ ১২৯ ॥

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবন নিকুঞ্জসীমসু সদৈব স্বানঙ্গরঙ্গোৎসবৈঃ ( স্বস্য অনঙ্গস্য যে রঙ্গাঃ তেষাং যে উৎসবাঃ তে বিস্তস্তে যেষু তৈঃ ) অদ্ভুত মাধবাধর সুধামাধ্বীক ( অদ্ভুতা যা শ্রীকৃষ্ণাধর-সুধা সৈব মাধ্বীকং মদ্যং তস্য পুনঃ পুনঃ আস্বাদনৈঃ ) মাদ্যন্তী ( মদমত্তা এব তিষ্ঠতি যা সা ) গোবিন্দ-প্রিয়বর্গ-দুর্গম-সখীবৃন্দৈ রনালক্ষিতা ( গোবিন্দস্য প্রিয়বর্গঃ সখীসখাদয় স্তেষামপি দুর্গমো দুরধিগম্যো যস্যাঃ সখীবৃন্দৈস্তৈরপি অনালক্ষিতা শ্রীললিতাদি বিনা ন কোপি লক্ষয়তীতি ভাবঃ ) বৃন্দাবনাধীশ্বরী ( শ্রীরাধা ) কৃপয়া মে দাস্যং কদা দাস্যতি। ১২৯ ॥

অনুবাদ—যিনি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ সীমায় স্বানঙ্গ রঙ্গোৎসবে অদ্ভুত মাধবাধর-সুধারূপ মাধ্বীক আস্বাদন করিয়া মদমত্তার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন এবং শ্রীগোবিন্দের প্রিয়বর্গের দুরধিগম্য সখীগণ কর্তৃক অনালক্ষিতা, সেই বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা কৃপা পূর্ব্বক কবে আমাকে দাস্য প্রদান করিবেন ? ॥১২৯ ॥

অগাধ অমৃত-রস-পূর্ণ তাহাতে সন্দেহ কি ? অতএব আমার এমন ভাগ্য কবে হইবে, শ্রীরাধা সেই নিজ দাস্য-রসে আমাকে অভিষিক্ত করিবেন ? শ্রীরাধা প্রচুর কৃপা-স্নেহবতী বলিয়াই আমি এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। ॥ ১২৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার সে বৈচিত্ত্য ভাব বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনের সেই নিকুঞ্জ সীমায় রসিকবরের সহিত স্বয়ংই অনঙ্গ রঙ্গোৎসবে প্রমত্তা হইয়াছেন। কোথায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধর-সুধা পান করিবেন, তাহা না হইয়া শ্রীরাধাই তাঁহার অধর সুধারূপ মাধ্বীক ( মধুজাত মদ্য ) পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া মদমত্ততার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। এই কন্দর্প-

মল্লীদামনিবদ্ধ চারু কবরং সিন্দুররেখোল্লসৎ
সীমন্তং নবরত্নচিত্র তিলকং গণ্ডোল্লসৎ কুণ্ডলম্।
নিষ্কগ্রীবমুদারহারমরুণং বিভ্রদ্দুকূলং নবং
বিদ্যুৎ কোটিনিভং স্মরোৎসবময়ং রাধাখ্যমীক্ষেমহং ॥ ১৩০ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং মল্লীদামনিবদ্ধ-চারু-কবরং (মল্লিকা মালাভিনিবদ্ধং চারু যথা স্যাত্তথা কবরং কেশপাশো যস্য তৎ) সিন্দুর-রেখোল্লসৎ সীমন্তং (সিন্দুর-রেখয় শোভমানং সীমন্তং যস্য তৎ) গণ্ডোল্লসৎ কুণ্ডলং (কপলয়োঃ শোভমানে কুণ্ডলে যস্য তৎ) নিষ্কগ্রীবং (স্বর্ণপদকং গ্রীবায়াং যস্য তৎ) উদারহারং (কণ্ঠে উদারঃ হারো যস্য তৎ) নবমরুণং বিভ্রদ্দুকূলং (নবারুণঃ প্রাতঃসূর্য্যস্তৎ প্রভং ক্ষৌমবস্ত্রং ধারয়ৎ যত্তং) বিদ্যুৎ কোটিনিভং (কোটি তাড়ৎ প্রভা যস্য তৎ। স্মরোৎসবময়ং (স্মরঃ কন্দর্পঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বা তদুৎসবময়ং) রাধাখ্যং মহঃ ঈক্ষে (পশ্যামি) ॥ ১৩০ ॥

কেলি-বিলাসের সময় শ্রীরাধার সখীগণ সকলেই কুঞ্জভবনের বাহিদেশে গমন করিয়া থাকেন। ইহাই সখীগণের স্বভাব। সুতরাং তাঁহারা কদাচিৎ কোন ছলে সে লীলাবিলাস দর্শন করিয়া পুলকানন্দে বিভোর হন। ফলতঃ সাধারণ ভাবে সে লীলা দর্শনে সমর্থ হয়েন না। এই তাৎপর্য্যেই সখীগণের দ্বারা অনালক্ষিত' কথিত হইয়াছে। শ্রীরাধার এই সখীগণ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়বর্গের দুরধিগম্যা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা বা সখীগণ তাঁহাদের ভাব, ক্রিয়া, মুদ্রা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই দুর্গম বলা হইয়াছে। অথবা শ্রীরাধা-সখীগণ যথায় অবস্থান করেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়বর্গের যাইবার অধিকার না থাকার কারণই বোধ হয়, দুর্গম বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা শ্রীরাধার সখীগণের অনুসঙ্গিনী হইয়া ভজনা করেন, সেই সকল ভক্তগণের পক্ষে সে সৌভাগ্য লাভ দুরূহ নহে। তাই, বিজ্ঞবর গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন,--সেই বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা কৃপা পূর্ব্বক কবে আমাকে দাস্য প্রদান করিবেন? তিনি যখন কৃপা-স্নেহের মূর্ত্তি, তখন তাঁহার কৃপায় যে বঞ্চিত হইব, এরূপ আশা করিতে পারি না। এই শ্লোকে শ্রীরাধার বিপরীত বিলাসের ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। ॥ ১২৯ ॥

প্রেমোল্লাসৈকসীমা পরমরসচমৎকার বৈচিত্র্যসীমা
সৌন্দর্য্যস্যৈক সীমা কিমপি নববয়োরূপলাবণ্য সীমা।
লীলামাধুর্য্য সীমা নিজজনপরমৌদার্য্যবাৎসল্যসীমা
সা রাধা সৌখ্যসীমা রতিকলাকেলিমাধুর্য্যসীমা ॥ ১৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—সা প্রেমোল্লাসৈকসীমা, পরম রস চমৎকার বৈচিত্র্য সীমা (পরম রসঃ মধুরাখ্য শ্রেষ্ঠরসঃ তস্য চমৎকারস্য যদ্বৈচিত্র্যম্ তৎসীমা) সৌন্দর্য্য-স্যৈকসীমা, লীলামাধুর্য্য সীমা, নিজজনপরমৌদার্য্য বাৎসল্য সীমা (নিজাঃ সখীজনাঃ তেষু পরমোদারতাপূর্ণং যদ্বাৎসল্যং তস্যাপি সীমা) সৌখ্যসীমা চ রতি-কেলি-মাধুর্য্যসীমা রাধা জয়তি ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ।—যাঁহার মল্লিকা-মালা-নিবদ্ধ চারু কবরী, সিন্দূর রেখোজ্জ্বল সীমন্ত, নবরত্ন-চিত্রিত তিলক, কুণ্ডলশোভী গণ্ড, স্বর্ণ-পদকশোভী গ্রীবা, মহান্ হার, প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ দুকূল, কোটি তড়িৎ সম অঙ্গপ্রভা, সেই স্মরোৎসবময় রাধাখ্য মহঃ আমি দর্শন করিতেছি ॥ ১৩০ ॥

সেই প্রেমোল্লাসের সীমা, শৃঙ্গার রস-চমৎকার—বৈচিত্র্যের সীমা, সৌন্দর্য্যের সীমা, অনির্ব্বচনীয় নববয়োরূপ লাবণ্যের সীমা, লীলা-মাধুর্য্যের সীমা, নিজ জনের প্রতি পরমৌদার্য্য বাৎসল্যের সীমা, সৌখ্য সীমা এবং রতি-কেলি-মাধুর্য্যের সীমা শ্রীরাধা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সখী-ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকার শ্রীরাধার কিঞ্চিৎ কৃপা বশতঃ পুনরায় সিদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই, তিনি সেই সিদ্ধভাবের বিকাশে সাক্ষাৎ ভাবে বিলাসিনীমণি শ্রীরাধার অসামান্য মাধুরীর বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—"আহা! ঐ যে শ্রীরাধার অভিসারোপযোগী বেশভূষা শোভা পাইতেছে। যদিও কন্দর্পোৎসবে উন্মত্তার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, তথাপি সে অলঙ্কার-বিন্যাসের এখনও বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাই রন্ধ্র পথে লীলা-দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকার সাক্ষাৎ ভাবে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন ॥ ১৩০ ॥

যস্যাস্তৎ সুকুমার সুন্দর পদোন্মীলন্নখেন্দু চ্ছটা
লাবণ্যৈকলবোপজীবী সকল শ্যামামণীমণ্ডলম্।
শুদ্ধপ্রেমবিলাসমূর্ত্তিরাধিকোন্মীলন্মহামাধুরী
ধারাসারধূরীণ কেলি বিভবা সা রাধিকা মে গতিঃ ॥১৩২॥

অন্বয়ঃ।—তৎ সকল শ্যামামণীমণ্ডলং ( তদ্বৃন্দাবনস্থাঃ যাঃ সকলাঃ শ্যামাঃ গোপাঙ্গনাঃ তাসাং মণীঃ শ্রেষ্ঠাঃ ললিতাদ্যষ্ট সখীঃ তাসাং যন্মণ্ডলং গণং ) যস্যাঃ সুকুমার সুন্দর পদোন্মীলন্নখেন্দুচ্ছটা লাবণ্যৈক লবোপজীবী ( যস্যাঃ সুকোমল সুন্দর পদয়োর্যৎ প্রফুল্লিত নখচন্দ্রানাং চ্ছটা তল্লাবণ্যৈক লব লেশমাত্রং জীবনং যাসাং তথাবিধা ) শুদ্ধ প্রেমবিলাসমূর্ত্তিঃ ( শুদ্ধং অপ্রাকৃতং যৎ প্রেম তস্য যো বিলাসঃ তস্য যা মূর্ত্তিঃ ) চ অধিকোন্মীলন্মহামাধুরী ধারাসার-ধুরীণ কেলি-বিভবা ( অধিকোন্মীলন্তী যা মাধুরী তস্যাঃ ধারাসারধারণে

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ-ভাবের স্ফূর্ত্তিতে বিজ্ঞ গ্রন্থকার শ্রীরাধার বেশভূষার মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে তাঁহার লীলারূপ গুণাদির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। "অহো! আজ শ্রীরাধা প্রেমোল্লাস, শৃঙ্গার রস, সৌন্দর্য্য, নবযৌবনোদ্ভিন্ন রূপ-লাবণ্য, লীলা-মাধুর্য্য, নিজ নিজ অর্থাৎ নিজ সখী ও ভক্তগণের প্রতি পরম উদারতাপূর্ণ বাৎসল্য,সৌখ্য ও রতিকেলিমাধুর্য্যের পরাবধিরূপে শোভা পাইতে-ছেন। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই ত্রিবিধ রস ব্রজের মুখ্যতম। যদিও এই রসত্রয়ের পৃথক পাত্র পাত্রী রহিয়াছেন, তথাপি এই রসত্রয় যেন শ্রীরাধাতেই সীমাপ্রাপ্ত, যেহেতু শ্রীরাধাতে যে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরতা তাহার তুলনা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও নাই! তাহার পর প্রেমজনিত যে উল্লাস এবং প্রাণকান্তের সম্মিলনে যে উজ্জ্বল রস-বৈচিত্র্য, তাহারও অবধি এক শ্রীরাধাতেই বর্ত্তমান। বাস্তবিক অদ্যকার এই প্রেমলীলা-সম্ভোগ ও তজ্জন্য যে প্রেমোল্লাস, তাহা আজ এই শ্রীরাধাতেই সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। অহো! আজ তাঁহাতে সকলই অবধি লাভ করিয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মধুরিমা কি, নব যৌবন-জনিত রূপলাবণ্য সকলই যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া স্ব স্ব সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ এই সম্ভোগলীলাও পরাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং বিনোদিনী আজ সর্ব্বোৎকর্ষ বিমণ্ডিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন॥ ১৩১॥

ধুরীণঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তৎকেলি এব বিভবং যস্যাঃ) সা রাধিকা মে গতিঃ (ভবতু) ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ।—শ্রীবৃন্দাবনস্থা নিখিল শ্যামারমণীর মণিস্বরূপার (ললিতাদির) মণ্ডল যাঁহার সুকোমল সুন্দর পদযুগের উন্মীলিত নখচন্দ্র ছটার লাবণ্যের লবমাত্র উপজীবী এবং অত্যন্ত উন্মীলিত মহামাধুরী ধারাসারধুরীণ (শ্রীকৃষ্ণের) কেলিই যাঁহার একমাত্র বৈভব, সেই শুদ্ধপ্রেমবিলাসমূর্তি শ্রীরাধিকাই আমার গতি ॥ ১৩২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীরাধার বিলাস-মূর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারের চিত্ত তাহাতে একান্তভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় স্বীয় অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন—"আহা! সেই শুদ্ধ প্রেমবিলাসমূর্ত্তি শ্রীরাধিকাই আমার গতি। শ্রীরাধাতে অপ্রাকৃত প্রেমবিলাসের পরাবধি দর্শন করিয়াই তাঁহাকে প্রেম-বিলাসের মূর্ত্তিস্বরূপা বলা হইয়াছে। আমার ন্যায় সংসার-সাগরে নিপতিত মায়া-নিগড়িত আর্ত্তজনের পক্ষে সেই শ্রীরাধাই একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। অর্থাৎ জগতে শ্রীরাধা ভিন্ন আমার আর কোন গতি নাই।" ইহাতে শ্রীরাধার প্রতি গ্রন্থকারের যথেষ্ট সেবানিষ্ঠতা প্রকাশ পাইয়াছে।

"শ্রীরাধাই আমার গতি" বলিয়া শ্রীরাধাতে একান্তাভিনিবেশ প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল শ্যামা-রমণীর মণিস্বরূপা ললিতা-বিশাখাদি তাঁহাদের যে মণ্ডল অর্থাৎ গণ তাঁহারা শ্রীরাধার সুকোমল সুন্দর পদযুগলের উন্মীলিত-নখচন্দ্র ছটার লাবণ্যের লবমাত্র উপজীবী অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীরাধার নখচন্দ্র-ছটার লাবণ্যের কণিকামাত্র লইয়াই জীবন ধারণ করিয়া আছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল শ্যামা রমণী বাক্যে অসংখ্য গোপাঙ্গনা সূচিত হইয়াছে।—

"বৃথযোস্ত যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ।
অভূদাকুলিতো রাসঃ প্রমদা শতকোটিভিঃ ॥"

নিত্যপ্রিয়াগণের প্রত্যেকে শত শত যূথ, এবং এক এক যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা। তন্মধ্যে অষ্টযূথেশ্বরী প্রধানা। আবার তাঁহাদের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদের প্রত্যেকের যূথে কোটি কোটি

কলিন্দগিরিনন্দিনী সলিলবিন্দু সন্দোহভৃন্
মৃদূদ্গতি রতিশ্রমং মিথুনমদ্ভুত ক্রীড়য়া।
অমন্দ রসতুন্দিল ভ্রমরবৃন্দাটবী
নিকুঞ্জ বরমন্দিরে কিমপি সুন্দরং নন্দতি ॥ ১৩৩ ॥

---

অন্বয়ঃ।—অমন্দ রসতুন্দিল ভ্রমরবৃন্দ বৃন্দাটবী নিকুঞ্জবর মন্দিরে ( অমন্দঃ উত্তমঃ রসঃ মধুররসস্তেন পূর্ণঃ উদরঃ যস্য তদ্ভ্রমরবৃন্দৈঃ সমূহৈরাকীর্ণঃ যদ্বন্দারণ্য স্তত্র যন্নিকুঞ্জ স্তস্মিন যদ্বরমন্দির স্তস্মিন্ ) কলিন্দগিরিনন্দিনী সলিল-বিন্দুসন্দোহভৃন্মৃদূদ্গতি রতিশ্রমং ( শ্রীযমুনাজলবিন্দূনাং সন্দোহং সমূহং বিভ্রৎ যৎ পবনমিতি ভাবঃ তস্য মৃদুনা মৃদুস্পর্শেন উদ্গতি অপসৃতং বহুবিহারজনিত শ্রমং যস্য তৎ ) কিমপি ( অনির্ব্বচনীয়ং ) সুন্দরং মিথুনং ( শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলং ) অদ্ভুত ক্রীড়য়া নন্দতি ( আনন্দং প্রাপ্নোতি ) ॥ ১৩৩ ॥

---

অনুবাদ।—অমন্দরস-তুন্দিল ভ্রমরসমূহাকীর্ণ বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জবরমন্দিরে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর নাগর-নাগরীযুগল শ্রীযমুনার সলিলকণাবাহী সমীরের

---

গোপী। অপর আগমে লিখিত হইয়াছে, রাসলীলা শতকোটী গোপাঙ্গনায় আকুলিত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীরাধার সেবাকরা অসংখ্য গোপাঙ্গনার মধ্যে ললিতা বিশাখাদি অষ্ট সখীই প্রধানা। যদিচ ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরীর যোগ্যা, তথাপি তাঁহাদের রাধাদিভাবের প্রতি লালসা প্রযুক্ত সখ্য-বিষয়ে রুচি হয়। এই ললিতাদি অষ্টসখীগণ শ্রীরাধার সাক্ষাৎ সেবা-সৌভাগ্য না পাইয়াও দূর হইতে তাঁহার পদনখচন্দ্রের ছটার চাক্‌চিক্যের লেশমাত্র দর্শন করিয়াই পরমানন্দে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই সুখ-সৌভাগ্য দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়াই গ্রন্থকর্ত্তা হৃদয়ের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন, সেই শুদ্ধ প্রেমবিলাস মূর্ত্তি শ্রীরাধাই আমার গতি হউন। আবার তাঁহার অন্য কোন বৈভব নাই, কেবল মহামাধুরীধারাসার ধুরন্ধরের কেলিই তাঁহার একমাত্র বৈভব। এস্থলে "মহামাধুর্য্যের ধারাসারধারী" বাক্যে সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু, নাগর-বরের সহিত কেলিবিলাসই বিলাসিনীমণি শ্রীরাধার প্রধানতম সম্পদ। এই জন্যই তাঁহাকে প্রেমবিলাসের মূর্ত্তি স্বরূপা বলা হইয়াছে ॥ ১৩২ ॥

ব্যাকোশেন্দীবর বিকসিতামন্দ-হেমারবিন্দ
শ্রীমন্নিস্যন্দন রতিরসান্দোলিকন্দর্পকেলি।
বৃন্দারণ্যে নবরসসুধাস্যন্দি পাদারবিন্দং
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং কিমপি পরমানন্দকন্দং চকাস্তি ॥ ১৩৪ ॥

মৃদু স্পর্শে (বহুবিহার জন্য) রতিশ্রম অবগত হওয়ায় অদ্ভুত ক্রীড়া দ্বারা আনন্দিত হইতেছেন ॥ ১৩৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবাবেশে সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা অতঃপর শ্রীরাধার সেই অদ্ভুত কেলি-বিভবের বিষয় পরিব্যক্ত করিতেছেন—"বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জ-বরমন্দিরে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর নাগর-নাগরীযুগল অদ্ভুত ক্রীড়া দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে এইরূপ নিত্যক্রীড়াশীল। যথা—

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পণ্যবৃক্ষসমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ।
রম্যাকেলি সুখেনৈব গোপবেশধর প্রভুঃ॥

পাদ্মোত্তর খণ্ডে।

অর্থাৎ পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণ সুরম্য যমুনা-পুলিনে গোপবেশধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের সহিত রম্যকেলিসুখে নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ক্রীড়ার নিত্যাভিনবত্বের কারণই "অদ্ভুত" বলা হইয়াছে। সর্ব্বদা এই অদ্ভুত কেলিবিলাসের জন্য যেমন শ্রান্তির উদয় হইতেছে, অমনি শ্রীযমুনার শীতল সলিলকণাবাহী সমীরের মৃদুস্পর্শে তাহা অপনোদিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং কেলি-বিলাসের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে না। এইরূপ নিরন্তর মধুর বিলাসরস আস্বাদন করিয়া নাগর-নাগরীযুগল 'অমন্দ রসতুন্দিল' ভ্রমর ভ্রমরীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অমন্দ অর্থাৎ উত্তম মধুররস (পুষ্পরস) পান করিয়া উদর পূর্ণ হইলে অলিকুল যেমন আর চলিতে ফিরিতে পারে না, বিমুগ্ধ হইয়া পুষ্পরসে অবস্থান করেন, সেইরূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণও যেন বিলাস-বিবশ হইয়া শ্রীরাধার বক্ষে শোভা পাইতেছেন। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৩৩ ॥

অন্বয়:।—বৃন্দারণ্যে ব্যাকোশেন্দীবর বিকসিতামন্দ হেমারবিন্দশ্রীমৎ (ব্যাকোশং প্রফুল্লিতং যদিন্দীবরং নীল-কমলং চ বিকসিতং অমন্দং সুন্দরং যৎ হেমারবিন্দং স্বর্ণকমলং তয়োর্যা শ্রী শোভা তদ্‌যুক্তং) নিষ্যন্দন রতিরসান্দোলি কন্দর্পকেলি (নিঃস্রবমানঃ যদ্‌রতিরস স্তস্যান্দোলনকারী কন্দর্পকেলি যত্র তৎ) নবরসসুধাস্যন্দি পাদারবিন্দং (শৃঙ্গারাদয়: নবরসা স্তদেব অমৃতরূপা স্তন্নিস্যন্দী চরণ-কমলং যস্য তৎ) কিমপি পরমানন্দকন্দং (অনির্ব্বচনীয়ং যৎ পরমানন্দং তস্য উৎপত্তিস্থানং) জ্যোতির্দ্বন্দ্বং জ্যোতিস্বরূপং দ্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলং) চকাস্তি (প্রকাশমানং তিষ্ঠতি)॥ ১৩৪॥

অনুবাদ।—শ্রীবৃন্দাবনে প্রফুল্লিত ইন্দীবর ও বিকসিত স্বর্ণকমলের সম্মিলন শোভাযুক্ত, নিস্রবমান রতিরসের আন্দোলনকারী কন্দর্পকেলি সমন্বিত, নবরস সুধাস্যন্দি পদারবিন্দবিশিষ্ট ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দকন্দ জ্যোতির্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইতেছেন॥ ১৩৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে সেই শ্রীযুগলমূর্ত্তির অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন,—"আহা! শ্রীবৃন্দাবনে অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দকন্দ জ্যোতির্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইতেছেন।" এই জ্যোতিঃদ্বয় কিরূপ বর্ণবিশিষ্ট? তদুত্তরে বলিতেছেন, প্রফুল্ল নীলকমল ও বিকসিত স্বর্ণকমলের সম্মিলনে যে শোভা, এই জ্যোতিও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভাযুক্ত। এই জ্যোতিই রসরাজ মহাভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তিযুগলের স্বরূপ কান্তি। যথা—"জ্যোতিরাভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং।" করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ এই স্বরূপজ্যোতি গোপগণের মধ্যে যাঁহারা তামস-প্রকৃতি তাঁহাদিগকেও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবার গুণাতীত মুনিগণ সমাহিত হইয়া এই সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়া থাকেন। যথা -

"ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥"

মুনিগণের মধ্যে এই জ্যোতিকে যাঁহারা অদ্বয় ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন, তাঁহারা সেই ভাবের চরমে ব্রহ্মধাম কি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু

তাম্বূলং ক্বচিদর্পয়ামি চরণৌ সম্বাহয়ামি ক্বচি-
ন্মালাদ্যৈঃ পরিমণ্ডয়ে ক্বচিদহো সংবীজয়ামি ক্বচিৎ।
কর্পূরাদিষু বাসিতং ক্বচ পুনঃ সুস্বাদু চাম্ভোমৃতং
পায়াম্যেব গৃহে কদা খলু ভজে শ্রীরাধিকা মাধবৌ ।। ১৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো ( আশ্চর্য্যে অহং ক্বচিৎ তাম্বূলং অর্পয়ামিকচিৎ চরণৌ সম্বাহয়ামি ক্বচিৎ মালাদ্যৈঃ পরিমণ্ডয়ে ( গন্ধমাল্য ভূষণাদ্যৈঃ পরিশোভয়ে) ক্বচিৎ সংবীজয়ামি ( তাপ-প্রশমনার্থ বীজনং করিষ্যামি ) পুনশ্চ ক্বচিৎ কর্পূরাদিষু বাসিতং সুস্বাদু অম্ভোমৃতং ( সলিলসুধাং ) পায়য়ামি ( পানং কারয়ামি ) ইত্যেবং রূপেণ গৃহে ( নিকুঞ্জ ভবনে ) শ্রীরাধিকামাধবৌ কদা খলু ( নিশ্চয়েন ভজে ( সেবনং করিষ্যে ) ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ।—কখন তাম্বূল অর্পণ করিব, কখন চরণদ্বয় সম্বাহন করিব, কখন মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করিব, কখন বীজন করিব, আবার কখন কর্পূরাদি বাসিত সুস্বাদু সলিলামৃত পান করাইব;—এইরূপ ভাবে আমি নিশ্চিত করে নিকুঞ্জগৃহে শ্রীরাধা-মাধবের সেবা করিব ? ॥ ১৩৫ ॥

যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে এই পরমানন্দকন্দ জ্যোতির্দ্বন্দ্বকে ভাবনা করেন, তাঁহারা প্রাকৃত গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভাবযোগ্য দেহে গোকুলে গোপাঙ্গনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মজ্যোতির সাধনা পরিত্যাগ করিয়া এই সবিশেষ জ্যোতির্দ্বন্দ্বের উপাসনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা পরমানন্দ কন্দ অর্থাৎ আত্মানন্দ ব্রহ্মানন্দাদি সমস্ত শ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎপত্তিস্থান স্বরূপ।

আবার নীলকমলে স্বর্ণকমল মিলনোক্তিতে শ্রীরাধামাধবের বিপরীত বিহার বর্ণিত হইয়াছে। এই কন্দর্প-কেলি-বিলাসের অনুশীলনের রতিরসের অবাধ উৎস উৎসারিত হইতেছে। পুনশ্চ তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমল হইতে নবরসামৃত নিঃস্যন্দিত হইতেছে। এস্থলে "নব" শব্দে অভিনব অথবা ৯ সংখ্যকরস উভয় অর্থই পরিগৃহীত হইতে পারে। শান্তদাস্যাদি পঞ্চমুখ্য এবং নিভৃত কেলি-বিলাসের সময় যে মঞ্জরীরূপে দাস্য, ইহা এক অভিনব রস। শ্রীযুগলের পদারবিন্দ সেবা দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৩৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

কেলি-বিলাসান্তে শ্রীরাধামাধব বিলাস-পর্য্যঙ্কে অবস্থান করিতেছেন। দূর হইতে সখীগণ তাহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের শ্রান্তি বিদূরণের জন্য তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন। কেহ শ্রীবদনে তাম্বূলার্পণ করিতে লাগিলেন, কেহ চরণযুগল সম্বাহনে নিযুক্তা হইলেন। বিপরীত বিহার জন্য বেশভূষা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া, কেহ বা গন্ধ, মাল্য ও ভূষণাদির দ্বারা পুনরায় পরিমণ্ডিত করিয়া দিতেছেন। মণ্ডন চারি প্রকার। যথা—

"চতুর্দ্ধা মণ্ডনং বাসো ভূষামাল্যানুলেপনৈঃ।"

সুতরাং এস্থলে 'মাল্যাদি' শব্দে বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য ও অনুলেপন এই চারি প্রকার মণ্ডনই বুঝিতে হইবে। অনন্তর ঘর্ম্মাম্বু নিরসনের জন্য কেহ অঙ্গে বীজন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যজনাদি সেবা সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণিতে বর্ণিত আছে যে,—

"চামরীকৃতলতা চমরীকা
কুঞ্জ ধাম্নি ললিতা লুলিতাঙ্গীং।
স্বিন্নদাকৃতি মবীজয়দেনাঃ
পেতুষীমঘহরো রসি রাধাং॥"

বিপরীত সম্ভোগান্তে অতিশয় শ্রান্তি বশতঃ শ্রীরাধা লুলিতাঙ্গী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়ায় অঙ্গ সকল হইতে ঘর্ম্ম উদ্‌গত হইতেছিল, দূর হইতে ললিতা তাহা সন্দর্শন করিয়া পুষ্পমঞ্জরী দ্বারা চামর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে বীজন করিতে লাগিলেন। এস্থলে একের বীজনে উভয়ের বীজনই সিদ্ধ হইয়াছে। কেহ বা কর্পূর-বাসিত সুস্বাদু সলিলামৃত পান করাইতেছেন। এই সেবা-সৌভাগ্য দর্শন করিয়াই যেন সেই সেবা-পরা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত লৌল্যে প্রার্থনা করিতেছেন— আমার এমন সৌভাগ্যোদয় কবে হইবে যে, সেই নিকুঞ্জ-ভবনে আমি শ্রীরাধা-মাধবকে সেইরূপ ভাবে তাম্বূলার্পণাদি সেবা করিব। তাম্বূলার্পণ, পাদ-সম্বাহন, বীজনাদি সেবা-সৌভাগ্য এক সময়ে পাইবার সম্ভাবনা না থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাভ করিব। এই তাৎপর্য্যেই 'ক্বচিৎ' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১৩৫ ॥

প্রত্যঙ্গোচ্ছলদুজ্জ্বলামৃত রস প্রেমৈক পূর্ণাম্বুধি-
র্লাবণ্যৈক সুধানিধিঃ উরু কৃপা বাৎসল্য সারাম্বুধিঃ।
তারুণ্য প্রথম প্রবেশ বিলসন্মাধুর্য্য সাম্রাজ্যভু-
র্গুপ্তঃ কোপি মহানিধি বিজয়তে রাধা রসৌকোবধিঃ॥ ১৩৬॥

অন্বয়ঃ।—প্রত্যঙ্গোচ্ছলদুজ্জ্বলামৃত রস প্রেমৈক পূর্ণাম্বুধিঃ (প্রতি অঙ্গে উৎসিচ্যমানঃ যদুজ্জ্বলামৃতরসঃ শৃঙ্গারঃ রস স্তস্য প্রেমৈক পূর্ণসমুদ্রঃ) লাবণ্যৈক সুধানিধিঃ (লাবণ্যস্য এক এবং সুধানিধিঃ) উরু কৃপা বাৎসল্য-সারাম্বুধিঃ (বহু কৃপায়া ঈষদ্বাৎসল্যং তস্মিন্ যঃ সারস্তস্যাম্বুধিঃ (তারুণ্য প্রথম প্রবেশ বিলসন্মাধুর্য্য সাম্রাজ্যভূঃ (যন্নবযৌবন বয়ঃসন্ধি মাধুর্য্যং তস্য যৎ সাম্রাজ্যং তস্যভূঃ উৎপত্তিস্থানম্) রসৌকোবধিঃ (রসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যৎ ওকঃ আশ্রয় স্তস্যাবধি সামারূপঃ) কোঽপি গুপ্ত রাধা-মহানিধিঃ বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিস্তুতে॥ ১৩৬॥

অনুবাদ।—যিনি, প্রতি অঙ্গে উচ্ছলিত উজ্জ্বলামৃতরস প্রেমের একমাত্র পূর্ণাম্বুধি, লাবণ্যের সুধানিধি, বিপুল কৃপা-বাৎসল্যের সারাম্বুধি, নবযৌবন-বিলসিত মাধুর্য্য সাম্রাজ্যের ভূমি, রসরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়াবধি সেই রাধা নামক এক গুপ্ত মহানিধি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন॥ ১৩৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সিদ্ধ ভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকার শ্রীরাধার উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন,—"আহা! শ্রীবৃন্দাবনের এই নিভৃত নিকুঞ্জ-গৃহে শ্রীরাধামহানিধি এবং অনির্ব্বচনীয় মহোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে উজ্জ্বলামৃতরস ও প্রেমের পূর্ণাম্বুধি উচ্ছসিত। ফলতঃ, যে কোন অঙ্গেরই সেবা কর না কেন, উজ্জ্বল মধুর রসোত্থ প্রেম লাভে ধন্য হওয়া যায়, ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা যাঁহার প্রতি অঙ্গে উচ্ছলিত উজ্জ্বলামৃত অর্থাৎ শৃঙ্গার রস (শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ) সেই সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তিধর রস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের তিনি পূর্ণ সমুদ্র। যথা—"কা কৃষ্ণ-প্রণয়-জনিভূঃ রাধিকৈকা ইত্যাদি।" আবার তিনি লাবণ্যের সুধানিধি অর্থাৎ লাবণ্যরূপ সুধার সমুদ্র স্বরূপ। অথবা

যস্যাঃ স্ফুর্জ্জৎ পদনখমণিজ্যোতিরেকচ্ছটায়াঃ *
সান্দ্রপ্রেমামৃত রসমহাসিন্ধু কোটি বিলাসঃ।

সুধানিধি শব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। সুতরাং তিনি লাবণ্যের চন্দ্র-প্রতিমা। তাই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন —

জগদমঙ্গরুচী বিচিত্য রাধে
বাধিত বিধিস্তব নূনমঙ্গকানি।
মণিময় মুকুরং কুরঙ্গ নেত্রে
কিরণগণেন বিড়ম্বয়ন্তি যানি ॥—উজ্জ্বলে।

"সুন্দরি! বিধাতা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য অবচয়ন করিয়া নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেহেতু, হে কুরঙ্গ নয়নে! তোমার সুকুমার অঙ্গ সকল স্বীয় কিরণচয় দ্বারা মণিময় মুকুরকেও বিড়ম্বিত করিতেছে। অতএব এ ত্রিভুবনে তোমার অঙ্গের সাদৃশ্য আর দেখা যাইতেছে না।

আবার তিনি বিপুল কৃপা-বাৎসল্যের সারসমুদ্র। তাঁহার কৃপা ও বাৎসল্য যে অপরিসীম—সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত বিস্তারী, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রীরাধার শরীরে তারুণ্য এই প্রথম প্রবেশ করিয়াছে—কৈশোরান্ত নব-যৌবনের এই প্রথম সন্ধি। এই বয়ঃসন্ধি মাধুর্য্য, নিখিল মাধুর্য্যের সাম্রাজ্যভূমি। রাজ্য, নগর, উপনগর, গ্রাম, পল্লী প্রভৃতি যেমন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, সেইরূপ জগতের সমস্ত মাধুর্য্য যেন শ্রীরাধার এই বয়োমাধুর্য্যে সন্নিবিষ্ট এবং সেই মহান্ মাধুর্য্যের উৎপত্তিস্থানই শ্রীরাধা। আবার এই শ্রীরাধাই রসের আশ্রয়াবধি। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের বিষয় এবং শ্রীরাধাই তাহার আশ্রয়াবধি। সেই শ্রীরাধাই এই নিভৃত নিকুঞ্জে গুপ্ত মহানিধির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। গুপ্তরত্নে যাহার দাবী বা অধিকার আছে, সেই সময় তাহা দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধার দাসীর অনুদাসী এই দাবী থাকার কারণই (আমি সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা) তাহাকে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতে দেখিতেছি ॥৩৬॥

* "চ্ছটায়াং" ইতি পাঠান্তরম্।

সা চেদ্রাধা রচয়তি কৃপাদৃষ্টিপাতং কদাচিন্মুক্তি
স্তুচ্ছী ভবতি বহুশঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃত-শ্রীঃ॥ ১৩৭॥

অন্বয়ঃ।—যস্যাঃ স্ফূর্জ্জৎ পদনখমণি-জ্যোতিরেকচ্ছটায়াঃ বিলাসঃ সান্দ্র প্রেমামৃত রসমহাসিন্ধু কোটিঃ ( প্রকাশমানাঃ যে পদনখমণি স্তেষাং য জ্জ্যোতি স্তস্য যা একাচ্ছটা তস্যাঃ যো বিলাসঃ তস্মিন্ যো সান্দ্রঃ নিবিড়ঃ প্রেমামৃতরস স্তস্য যে মহাসিন্ধব স্তেষাং কোটয়ঃ অসংখ্যগণনেতি ভাবঃ ) সা রাধা চেৎ (যদি) কদাচিৎ কৃপাদৃষ্টিপাতঃ রচয়তি 'তদা' মুক্তি চ বহুসঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃত শ্রীঃ তুচ্ছীভবতি।১৩৭॥

অনুবাদ।—যাঁহার প্রকাশমান পদনখজ্যোতির ছটার বিলাস, নিবিড় প্রেমামৃতরসের কোটিসিন্ধুস্বরূপ, সেই শ্রীরাধা যদি কখন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বহুশঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃত শ্রী ও মুক্তি তুচ্ছীভূত হইয়া যায়॥৩৭॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শ্রীরাধাকে "রসোকোবধি" বলিয়া বর্ণনা করিয়া রসজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন,—"শ্রীরাধার পদনখজ্যোতির ছটার বিলাস অর্থাৎ শোভা, নিবিড় প্রেমামৃত রসের কোটিসিন্ধুস্বরূপ। কারণ, এই পদনখজ্যোতির ছটার কণিকা-লেশও যাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তাঁহার তনু-মন নিবিড় প্রেমামৃতরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। এস্থলে "কোটি" শব্দ অসংখ্যত্ববাচক। সুতরাং শ্রীরাধার পদনখজ্যোতির ছটা, অসংখ্য প্রেমামৃতরসের সিন্ধু। অথবা "চ্ছটায়াম্" এইরূপ পাঠান্তর হইলে তাৎপর্য্য এই যে,—যাঁহার প্রকাশমান পদনখজ্যোতির ছটাতে অগণিত সান্দ্র প্রেমামৃত রস মহাসিন্ধুর বিলাস অর্থাৎ ক্রীড়া, সেই শ্রীরাধা যদি কখন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে অসংখ্য প্রাকৃতাপ্রাকৃত শ্রী ও মুক্তি তুচ্ছীভূতা হইয়া যায়।"

ভাগ্যবশে শ্রীরাধার কৃপাদৃষ্টিপাত হইলে অর্থাৎ তাঁহার পদনখজ্যোতির লেশাভাস মাত্র লাভ হইলে অপার প্রেমামৃতরস-মহাসিন্ধুতে নিগমন ঘটে। সেরূপ অবস্থায় বহুশঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃত শ্রী তুচ্ছ হইয়া যায়। "শ্রী" শব্দে ত্রিবর্গ বুঝায়। অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম বুঝায়। সুতরাং এস্থলে শ্রী

কদা বৃন্দারণ্যে মধুর মধুরানন্দরসদে
প্রিয়েশ্বর্য্যাঃ কেলীভবন নবকুঞ্জানি মৃগয়ে।
কদা শ্রীরাধায়াঃ পদকমল মাধ্বীকলহরী
পরীবাহৈ শ্চেতো মধুকরমধীরং মদয়িতা ॥ ১৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।--মধুর মধুরানন্দ রসদে বৃন্দারণ্যে প্রিয়েশ্বর্য্যাঃ (প্রিয়স্য শ্রীগোবিন্দস্য ঈশ্বরী, প্রিয়ানামীশ্বরীতি বা তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ) কেলীভবন নবকুঞ্জানি (কেলয়ঃ যত্র এতাদৃশাদি ভবন রূপাণ নব কুঞ্জানি) কদাহং মৃগয়ে (অন্বেষ্যামি) চ শ্রীরাধায়াঃ পদকমল মাধ্বীক লহরী পরীবাহৈঃ মম অধীরং (চঞ্চলং) চেতো মধুকরং (মনোভৃঙ্গং) কদা মদয়িতা (উন্মত্তঃ করিষ্যতি ॥১৩৮॥

অনুবাদ।—মধুরাদপি মধুরং আনন্দরসপ্রদ শ্রীবৃন্দাবনে আমি প্রিয়েশ্বরী শ্রীরাধার কেলীভবন নবকুঞ্জ সমূহকে কবে অন্বেষণ করিব? এবং কবেই বা তাঁহার পদকমল মাধ্বীক লহরী পরীবাহ দ্বারা আমার চঞ্চল চিত্তমধুকর উন্মাদিত হইবে? ॥১৩৮॥

ও মুক্তি শব্দে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকেই বুঝাইতেছে। ফলতঃ,শ্রীরাধার দাস্যপ্রেমানন্দ লাভ ঘটিলে চতুর্ব্বর্গ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয়; ইহাই তাৎপর্য্য।

অথবা "শ্রী" শব্দে লক্ষ্মী। শ্রীরাধা হইতেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল লক্ষ্মীর উৎপত্তি। যথা—

রাধা বামাংশ ভাগেন মহালক্ষ্মীর্ব্বভূব সা।
চতুর্ভুজস্য সা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী ॥
তদংশা রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসম্পৎ প্রদায়িনী।
তদংশা মর্ত্তলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাঞ্চ গৃহে গৃহে ॥
শস্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী চ সা এব গৃহদেবতা ॥ ব্রঃ বৈঃ॥

এই সকল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সকল লক্ষ্মীই তুচ্ছীভূত হইয়া যায়। অথবা "শ্রী" শব্দে সিদ্ধি বুঝায়। সুতরাং অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিও তুচ্ছী-

ভূত হইয়া যায়। ফলতঃ শ্রীরাধা দাস্যের নিকট ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি সকলই অতি তুচ্ছ, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৩৭॥

শ্রীরাধাদাস্যের এইরূপ অপার মহিমা অবগত হইয়াই যেন সুবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত লৌল্যে প্রার্থনা করিতেছেন,—"আমি প্রিয়েশ্বরীর কেলীভবন নবকুঞ্জ সমূহকে কবে অন্বেষণ করিব?—"আমি নূতন ব্যক্তি, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধার কেলীভবনরূপ নবকুঞ্জ সমূহ আমার সম্পূর্ণ পরিচিত নহে। সুতরাং কোথায় কোন্ কেলীকুঞ্জ তাহা অবগত হইবার জন্য অন্বেষণ করিয়া ফিরিব? অথবা শ্রীরাধা "প্রিয়েশ্বরী" অর্থাৎ প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের ঈশ্বরী কিম্বা প্রিয়সখী কি সখীভাবাবিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার অতিশয় প্রিয় বলিয়া সেই প্রিয়াগণেরও ঈশ্বরী। তিনি কোন্ নিভৃতে কোন অভিনব কেলীকুঞ্জভবনে অভিনব কেলীবিলাসানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন তাহা দর্শন করিবার অভিলাষে মধুরাদপি মধুর রসানন্দপ্রদ শ্রীবৃন্দাবনে নবকুঞ্জ সমূহকে অন্বেষণ করিব? এস্থলে মধুরাদপি মধুররস বাক্য পারকীয় উজ্জ্বল রসকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কেন না, শ্রীবৃন্দাবনে যে শ্রেষ্ঠ মধুররস তাহা পারকীয় রস ভিন্ন আর কিছু নয়। তাই, শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"পরকীয়া প্রেমে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাই বাস॥"

সুতরাং এই পরকীয় মধুর রসে যে আনন্দ, তাহা শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত আর কোথাও লভ্য নহে। এইরূপে নবকুঞ্জ সমূহে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে যখন তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিবে, তখন তাঁহার শ্রীচরণকমল নিষ্যন্দি মকরন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে নিমগ্ন হইয়া আমার চঞ্চল চিত্তমধুকর উন্মত্ত হইবে। কমল-মধুর সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত মধুকর অধীরভাবে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু একবার মকরন্দের সন্ধান পাইলে অবিচলিতভাবে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করে। সেইরূপ চিত্তভৃঙ্গ শ্রীরাধার পদকমল-সুধার সন্ধান পাইলে আর অধীর হয় না অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধির দিকে ধাবিত হয় না। ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৩৮॥

ইতি প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

# শ্রীরাধারস-সুধানিধিঃ

( স্তোত্র-কাব্যম্ । )

পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্ ।

## দ্বিতীয় খণ্ড ।

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন ।

শ্রীমধুসূদন অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি কৃত

অন্বয়ানুবাদ ও তাৎপর্য্যার্থ সমেত ।

জেলা হুগলী, পোষ্ট আলাটী,

"শ্রীভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ—১৩৪২ ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র ।

PRINTED BY R. L. SIRCAR.

**K. M. PRESS**

*39/1, Shibnarayan Das Lane, Calcutta.*

# ভূমিকা।

সর্ব্বাবতার-শিরোমণি শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের কৃপায় এবং ভক্তজনের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে এই "শ্রীরাধারস-সুধানিধি" স্তোত্র কাব্যখানি এতদিনে পরিসমাপ্ত হইল। ইতঃপূর্ব্বে "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" পত্রিকায় ইহার প্রথম খণ্ড, ১৩৮ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ হইল। অসংখ্য শিষ্য-প্রশিষ্যের পরিচালক কাশীর তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকাচার্য্য মহাশক্তিসম্পন্ন দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থের প্রণেতা। অবতারবর্য্য শ্রীমদ গৌরসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজরসাস্বাদনে নবজীবন লাভ করিয়াই প্রকাশানন্দ পরে শ্রীমৎ "প্রবোধানন্দ" নামে আখ্যাত হ'ন। ইনি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারস-সুধানিধি ও শ্রীবৃন্দাবন-শতকাদি বহু শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ রাধাবল্লভী সম্প্রদায়িগণ এই শ্রীগ্রন্থখানি শ্রীহিতহরিবংশ গোস্বামী মহাশয়ের বিরচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। মিঃ গ্রাউস্ সাহেব তদীয় "মথুরা" নামক ইংরাজী গ্রন্থেও এই কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, শ্রীপাদ হিতহরিবংশ গোস্বামী যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমস্তই হিন্দীভাষায় রচিত। সুতরাং "শ্রীরাধা রস-সুধানিধি" যদি তাঁহারই বিরচিত হইত, তাহা হইলে তিনি আরও কোন না কোন গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতেন। যিনি "সুধানিধির" ন্যায় এমন সুমধুর কাব্য রচনা করিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় আর কোন গ্রন্থ লিখিলেন না, ইহা কখনই সম্ভব বোধ হয় না। পরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গৃহে যে সমস্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে এবং শ্রীবৃন্দাবনে ও কোন কোন গোস্বামীপাদের নিকট যে পুঁথি আছে, তাহার আরম্ভ ও উপসংহারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সদাচার ও রীতি অনুসারে শ্রীগৌরচন্দ্র-বিষয়ক শ্লোক লিখিত আছে। সুতরাং এই গ্রন্থ হিতহরিবংশের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। আবার সরস্বতী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে শ্রীগৌরভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে ব্রজরস-রসনের নিমিত্ত যে শ্রীরাধার সেবা-প্রার্থনাত্মক এই শ্রীসুধানিধি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকার নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম, শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ দ্রষ্টব্য।

এক সময় শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী-মহোদয় স্বীয় প্রিয় শিষ্য হিত-হরিবংশকে শাস্ত্র ও সদাচার অতিক্রম করার নিমিত্ত পরিত্যাগ করেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "ভক্তমাল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যাহা হউক, ভট্ট গোস্বামীর এই শাসনে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু সরস্বতী মহাশয় ভট্টগোস্বামীর শাসনে সম্মত না হওয়ায় বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহার সহিতও সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। এই কারণে এ সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে তাদৃশ প্রচারিত ও সমাদৃত হইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, এই শ্রীগ্রন্থখানি শ্রীমৎ প্রবোধানন্দের হৃৎপ্রস্রবণ-নিঃসৃত অমৃত-ভাণ্ডার। এই শ্রীগ্রন্থে আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর যে কেমন অকৈতবভাবে ব্রজলীলার বিমল রসাস্বাদন করিয়াছিলেন এবং সেই আস্বাদনে দিবানিশি বিভোর থাকিতেন, তাহা ভক্ত-জনের হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত করিবার জন্যই যেন এই অপূর্ব্ব শ্রীগ্রন্থের সৃষ্টি। অক্ষরে অক্ষরে ইহার স্বাদুতা উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইবেন এবং বুঝিতে পারিবেন, ইহা কি অননুভূত অপূর্ব্ব বস্তু।

গ্রন্থ-সম্পাদনে অযোগ্যতা হেতু বহুত্রুটি ও ভ্রমপ্রমাদাদি থাকা অসম্ভব নহে। আশা করি, সহৃদয় সুধী পাঠক মহোদয়গণ তাহা সংশোধন পূর্ব্বক পাঠ করিলে চির বাধিত ও কৃতার্থ হইব। শ্রীগ্রন্থের অচিরেই দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া শুদ্ধিপত্রাদি দিবার আবশ্যকতা ও সুবিধা বোধ করিলাম না। ভরসা করি, পাঠকবর্গ এজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

পশ্চিমপাড়া,
আলাটি পোঃ, জেলা হুগলী।
বঙ্গাব্দ ১৩২০।

বৈষ্ণব কৃপাকাঙ্ক্ষী'
শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি।

——

# শ্রীরাধারস-সুধানিধিঃ

## স্তোত্র কাব্যম্।

### দ্বিতীয় খণ্ড।

রাধাকেলিনিকুঞ্জবীথিষু চরন্ রাধাভিধামুচ্চর-
ন্‌ রাধায়া অনুরূপমেব পরমং ধর্ম্মং রসেনাচরন্।
রাধায়াশ্চরণাম্বুজং পরিচরন্নানোপচারৈ র্মুদা।
কর্হি স্যাম্ শ্রুতিশেখরোপরিচরন্নাশ্চর্য্যচর্য্যাচরন্ ॥১৩৯॥

---

অন্বয়ঃ। অহং রাধাকেলি নিকুঞ্জবীথিষু চরন্ ( শ্রীরাধায়াঃ কেলি কুঞ্জ-পথিষু বিচরন্ ) রাধাবিধামুচ্চরন্ ( রাধানামোচ্চারণং কুর্ব্বন্ ) রাধায়া অনুরূপমেব পরমং ধর্ম্মং রসেনাচরন্ ( রাধায়াঃ অনুকূলমেব পরম ধর্ম্মং প্রেমধর্ম্মং রসেন দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি রসভেদেন শ্রীকৃষ্ণেনসহ বা আচরন্ ) রাধায়া শ্চরণাম্বুজং নানোপচারৈর্মুদা পরিচরন্ ( শ্রীরাধায়াঃ চরণ-কমলং বিবিধোপচারৈঃ মুদা হর্ষেণ সেবয়ন্ শ্রুতিশেখরোপরিচরন্ আশ্চর্য্যচর্য্যাং চরন্ কর্হি স্যাম্॥১৩৯॥

---

অনুবাদ। শ্রীরাধা নামোচ্চারণ করিতে করিতে, শ্রীরাধার কেলি-কুঞ্জ-পথে বিচরণ করিতে করিতে, রসের সহিত শ্রীরাধার অনুরূপ পরমধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে এবং বিবিধ উপচার দ্বারা আনন্দ সহকারে শ্রীরাধার শ্রীচরণাম্বুজদ্বয় সেবা করিতে করিতে আমি কবে শ্রুতিশেখরের উপরিচর আশ্চর্য্যচর্য্যা আচরণ করিতে থাকিব॥১৩৯॥

---

তাৎপর্য্যার্থ।

সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার সেবকোচিত সরস লৌল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বিজ্ঞপ্তি করিতে-ছেন:—"হায়! আমার এমন সৌভাগ্যোদয় কবে হইবে, আমি শ্রীরাধার নামোচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জ-পথে বিচরণ করিতে থাকিব।

অর্থাৎ বসন্ত-রাসে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের সর্বত্র সমতা দেখিয়া শ্রীরাধা অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ নিভৃত কুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন, আমি তাঁহার সেবাপ্রাণা দাসী, তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত তাঁহার নামোচ্চারণ (আহ্বানসূচক) করিতে করিতে কেলিকুঞ্জের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব। কি ভাবে বেড়াইব? রসের সহিত শ্রীরাধার অনুরূপ পরম ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে। "রসো বৈ সঃ," 'রস' শব্দ শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার অদর্শনে অতিমাত্র কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিবেন, শ্রীরাধার অনুকূল পরমধর্ম্ম আচরণ অর্থাৎ নতি স্তুতি দৈন্যাদি প্রকাশ করিবেন, আমি শ্রীরাধার সেবাপ্রাণা সখী; শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শ্রীরাধার পরিতুষ্টির জন্য বহু বিনয়ানুরোধ করিবেন, আমিও শ্রীরাধা যাহাতে রোষাভিমান পরিত্যাগ করেন, তদনুরূপ পরমধর্ম্ম আচরণ করিব। অথবা 'রস' শব্দে দাস্য-সখ্যাদি রস বুঝায়। অতএব দাস্যাদি রসের সহিত শ্রীরাধার অনুকূল পরমধর্ম্ম আচরণ করিব; অথবা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে অতীব বিহ্বলা হইয়া যেমন কুল-শীল-মান লজ্জা ধর্ম্মাদি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছেন। হায়! আমিও কবে শ্রীরাধা-প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া সেই শ্রীরাধার অনুরূপ প্রেমধর্ম্ম আচরণ করিব অর্থাৎ লজ্জা-কুলশীলাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত অনুরাগিণী হইব এবং এরূপ অনুরাগিণী হইয়া কবে বিবিধ উপচার দ্বারা আনন্দ সহকারে তাঁহার (শ্রীরাধার) শ্রীচরণাম্বুজদ্বয় সেবা করিব? যখন যেরূপ সমর্থ হইব, কখন পঞ্চোপচারে, কখন দশোপচারে কখন বা ষোড়শোপচারে এইরূপ বিবিধ উপচারে শ্রীরাধার শ্রীচরণ-কমল অর্চ্চনা করিব। শ্রীরাধার এই সমস্ত পরিচর্য্যা অতীব আশ্চর্য্যজনক। আশ্চর্য্যের কারণ, তাহা শ্রুতিশেখরের উপরিচর। সমস্ত পরিচর্য্যা বিধিই শ্রুতি মূলক কিন্তু শ্রীরাধার এবম্বিধ আশ্চর্য্য পরিচর্য্যা, শ্রেষ্ঠ শ্রুতিসমূহেও নির্দিষ্ট নাই, সুতরাং উপরিচর অর্থাৎ শ্রুতিতির অনধিগম্য। তাই ভজন-রসজ্ঞ শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"বেদবিধি অগোচর, রতন বেদীর'পর;
ভজ মন কিশোর কিশোরী।"

প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

যাতায়াতশতেন সঙ্গমিতয়োরন্যোন্য বক্ত্রোল্লস-
চ্চন্দ্রালোকন সম্প্রভূত বহুলানঙ্গাম্বুধি-ক্ষোভয়োঃ।
অন্তঃ কুঞ্জকুটীর-তল্পগতয়োর্দিব্যাদ্ভুত ক্রীড়য়ো
রাধামাধবয়োঃ কদানু শৃণুয়াং মঞ্জীর-কাঞ্চীধ্বনিম্ ॥১৪০॥

---

অন্বয়ঃ। যাতায়াতশতেন সঙ্গমিতয়োঃ ( অত্র শতং শব্দং বহুত্ব-বাচকং, বহু-বারং পরস্পরং মিলনার্থং যাতায়াতেন সম্মিলিতয়োঃ ) অন্যোন্য বক্ত্রোল্লাসচ্চন্দ্রা-লোকেন সম্প্রভূতবহুলানঙ্গাম্বুধিক্ষোভয়োঃ ( পরস্পরং বদনয়োঃ য উল্লাসঃ স এব চন্দ্রঃ তস্যাবলোকনেন সম্প্রভূতঃ সঞ্জাতঃ বহুলঃ কন্দর্পসমুদ্রস্য উচ্ছ্বাসঃ যয়োঃ ) অন্তঃকুঞ্জকুটীরতল্প-গতয়োঃ ( কুঞ্জাভ্যন্তরে যৎকুটিরং তত্র যত্তল্পং শয্যা তৎপ্রাপ্তয়োঃ) দিব্যাদ্ভুতক্রীড়য়োঃ ( দিব্যা অপ্রকৃতা অদ্ভুতা ক্রীড়া যয়োঃ তয়োঃ ) রাধামাধবয়োঃ মঞ্জীর কাঞ্চীধ্বনিং ( শ্রীরাধায়াঃ মঞ্জীরধ্বনিং শ্রীকৃষ্ণস্য কটিপ্রদেশভূষণ-কাঞ্চীধ্বনিং তয়োঃ মিলিত্বা ধ্বনিং অনেন কন্দর্পকেলিবিহারং সূচিতং ) অহং কদা নু ( হি ) শৃণুয়াম্ ।১৪০॥

---

অনুবাদ। বহুবার যাতায়াতের পর সম্মিলিত, পরস্পর মুখচন্দ্র-দর্শনে সঞ্জাত বহুল আনন্দ-সিন্ধুর উচ্ছ্বাসযুক্ত, কুঞ্জকুটীরাভ্যন্তরে কেলীতল্প-গত দিব্যাদ্ভুত ক্রীড়া-রত শ্রীরাধামাধবের মঞ্জীর ও কাঞ্চীধ্বনি আমি কবে শ্রবণ করিব ॥১৪০॥

অহো! আমার এমন ভাগ্য কবে হইবে, আমি শ্রীরাধার সেই আশ্চর্য্য পরি-চর্য্যা করিয়া অর্থাৎ পাদসম্বাহন-চামরব্যজনাদি পরিচর্য্যার অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব ॥১৩৯॥

---

## তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রীরাধার রোষাভিমান অপনোদনের নিমিত্ত একবার শ্রীরাধার সখীগণের নিকট ও একবার শ্রীরাধার নিকট এইরূপ শতবার যাতায়াতের পর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। অথবা সঙ্কেতকুঞ্জে সম্মিলন-বাসনায় বহুবার যাতায়াতের পর আজ সৌভাগ্যক্রমে শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছেন। উভয়ে উভয়ের শ্রীমুখ-চন্দ্র দর্শনে কন্দর্প-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণশশীর উদয় হইলে সাগর-বারি যেমন উথলিয়া উঠে,

অহো ভুবনমোহনং মধুরমাধবীমণ্ডপে
মধূৎসব-সমুৎসুকং কিমপি নীলপীতচ্ছবি।
বিদগ্ধমিথুনং মিথো দৃঢ়তরানুরাগোল্লস-
ন্মদং মদয়তে (১) কদা চিরতরং মদীয়ং মনঃ ॥১৪১॥

অন্বয়ঃ। অহো! (আশ্চর্য্যে) মধুরমাধবীমণ্ডপে (মধুরা মাধবী লতা-মণ্ডপে মধূৎসব সমুৎসুকং (বসন্তরাসোৎসব-সমুৎসুকং) মিথো দৃঢ়তরানুরাগোল্লসন্মদং (পরস্পরং দৃঢ়তরো যোঽনুরাগঃ তেনোল্লসৎ মদঃ হর্ষঃ যস্য) কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং অনুপমং) নীলপীতচ্ছবি (নীলা চ পিতা চ্ছবি কান্তির্যস্য) ভুবনমোহনং বিদগ্ধ-মিথুনং (রসিক রসিকাযুগলং শ্রীরাধাশ্যামৌ) কদা মদীয়ং মনঃ চিরতরং (সর্ব্বদা) মদয়তে। "মুগয়তে" ইতি যৎ পাঠান্তরং, তদা মনঃ প্রথম একবচনং। তৎপাঠে দ্বিতীয়ৈক বচনং জ্ঞেয়ম্ ॥১৪১॥

অনুবাদ। অহো! মধুর মাধবীমণ্ডপে মধূৎসব-সমুৎসুক পরস্পর দৃঢ়তর অনুরাগোল্লাসী মদবিশিষ্ট, অনুপম নীলপীত চ্ছবি, ভুবনমোহন, বিদগ্ধযুগল কবে আমার মনকে চিরতরে প্রমোদিত করিবে ॥১৪১॥

আজ পরস্পর শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া উভয়ের অনন্ত অনঙ্গ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই, কুঞ্জ-কুটীরাভ্যন্তরে কেলি-শয্যায় আসীন হইয়া উভয়েই দিব্যাদ্ভুত ক্রীড়ারত হইয়াছেন। এই ক্রীড়া দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত এবং অদ্ভুত অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বের বিস্ময়জনক। তাঁহারা এতাদৃশ কন্দর্প কেলিবিহারে নিমগ্ন হওয়ার কারণেই তাঁহাদের মঞ্জীর-কাঞ্চীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। শ্রীরাধার শ্রীচরণে নূপুরধ্বনি এবং শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশে কাঞ্চী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাধ্বনি এই উভয় ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া বড়ই শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

শ্রীরাধামাধবের সেই কন্দর্পকেলি দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে স্বরসিক গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হায়! আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে, আমি সেই নূপুর-কাঞ্চীধ্বনি অতি অবশ্য শ্রবণ করিব অর্থাৎ সেই নিভৃত প্রেম-লীলা দর্শনের অধিকারিণী হইব ॥১৪০॥

(১) "মুগয়তে" ইতি পাঠান্তরম্।

তাৎপর্য্যার্থ ।

লীলাবিলাসান্তে বিদগ্ধ যুগল অর্থাৎ রসিক চূড়ামণি শ্রীরাধাশ্যাম, মনোহর মাধবী-মণ্ডপে মধুৎসব সমুৎসুক হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন। মধু—বসন্তকাল, উৎসব—লীলাদি অর্থাৎ বসন্তকালোচিত লীলাদি প্রকাশে সমুৎসুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এস্থলে 'উৎসব' শব্দে মধুর গীতি-নাট্যই সূচিত হইয়াছে। পদ-কর্ত্তা গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন—

"শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত ।
ফুটয় কুসুম সব কাননক অন্ত ॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল ।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥
তঁহি রঙ্গিণী মেলি এক সঙ্গে ।
ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে ॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর ।
নাচত গাওত রঙ্গিণী জোর ॥
বাজন গাওন কত কত তান ।
গোবিন্দ দাস অবধি না পান ॥"

আহা! তাঁহাদের তৎকালোচিত কৈশোর রূপমাধুরী—মরি মরি! সেই নীলপীতচ্ছবি, অনির্ব্বচনীয় ও অনুপম। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দীবর-নীলকান্তি এবং শ্রীরাধার কনককান্তি,—যেন নীলাম্বুজে দামিনী-দ্যুতির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আহা! এই শ্রীযুগল মিলন বাস্তবিকই, ভুবনমোহনরূপে শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কেহই নাই যে, এই বিদগ্ধ যুগলকে দর্শন করিয়া বিমোহিত না হয়। তাঁহারা পরস্পর দৃঢ়তর অনুরাগের উল্লাসে উন্মত্ত। প্রাকৃত নায়ক নায়িকার অনুরাগ অপেক্ষা এই বিদগ্ধ-মিথুনের অনুরাগে সর্ব্বথা বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তা থাকার কারণেই দৃঢ়তর বলা হইয়াছে। সুতরাং এই অনুরাগ যে অপ্রাকৃত তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। রসিক-রসিকার সেই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিভব দর্শন করিয়াই ভাব-রসিক গ্রন্থকার সাধকজনসুলভ আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো! সেই বিদগ্ধ-মিথুন বরে আমার মনকে—

রাধানাম-সুধারসং রসয়িতুং জিহ্বাস্তু মে বিহ্বলা
পাদৌ তৎ পদকাঙ্কিতাসু চরতাং বৃন্দাটবীবীথিষু।
তৎ কর্ম্মৈব করঃ করোতু হৃদয়ং তস্যাঃ পদং ধ্যায়তা-
ত্তদ্ ভাবোৎসবতঃ পরং ভবতু মে তৎপ্রাণনাথে রতিঃ ॥১৪২॥

অন্বয়ঃ। মে (মম) জিহ্বা রাধানাম-সুধারসং রসয়িতুং (আস্বাদয়িতুং) বিহ্বলা অস্তু (ভবতু) মে পাদৌ তৎপদকাঙ্কিতাসু বৃন্দাটবীবীথিষু চরতাং (শ্রীরাধা-পদাঙ্ক-লাঞ্ছিতাযু বৃন্দারণ্য বীথিষু চরতাং) মে করঃ তৎকর্ম্মৈব (শ্রীরাধায়াঃ পরি-চর্য্যা কর্ম্মৈব) করোতু, মে হৃদয়ং তস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) পদং ধ্যায়তাৎ (ধ্যানং কুরুতাৎ) তদ্ভাবোৎসবতঃ তৎ প্রাণনাথে (শ্রীকৃষ্ণে) মে (মম) পরং রতি-র্ভবতু ॥১৪২॥

অনুবাদ। আমার জিহ্বা রাধানামরূপ সুধারস আস্বাদনে বিহ্বলা হউক, আমার পদযুগল শ্রীরাধার পদাঙ্ক লাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে বিচরণ করুক, করদ্বয় শ্রীরাধার পরিচর্য্যা-কর্ম্মে নিযুক্ত হউক, হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণ-কমল ধ্যান করুক এবং তাঁহার ভাবোৎসব হইতে তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণে আমার পরমা রতি উপজাত হউক ॥১৪২॥

চিরতরে প্রমোদিত করিবেন ? অর্থাৎ কবে আমি সেই নিভৃত-লীলা-দর্শনকারিণী দাসীত্ব লাভ করিয়া সেই লীলা-বৈভব নিত্য দর্শন করিয়া ধন্য হইব।

অথবা "মদয়তে" এই ক্রিয়াপদের "মৃগয়তে" পাঠান্তর হইলে 'মন' প্রথমার একবচন হইবে। সুতরাং "কবে আমার মন সেই বিদগ্ধ যুগলকে অন্বেষণ করিবে।" —এইরূপ অর্থান্তর সূচিত হইব। রাসাভিনয়ে শতকোটী গোপাঙ্গনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রসিক রসিকা নিভৃতে মধুৎসব অর্থাৎ কন্দর্পোৎসব সমুৎসুক হইয়া মাধবি-মণ্ডপে অবস্থান করিবেন আমার মন কবে তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে থাকিবে ? ইহাই পাঠান্তরের তাৎপর্য্য ॥ ৪১॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সেই শ্রীরাধা-দাস্য লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সাধকপ্রবর গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন—"আমার রসনা রাধানামরূপ সুধারস

মন্দীকৃত্য মুকুন্দ সুন্দর পদদ্বন্দ্বারবিন্দামল
প্রেমানন্দ মমন্দমিন্দুতিলকাদ্যুন্মাদকন্দং পরং।

অন্বয়ঃ। মে ( মম ) মনঃ ইন্দুতিলকাদ্যুন্মাদকন্দং ( চন্দ্রচূড় শিবাদিঃ তেষাং উন্মাদকন্দঃ বিশ্ব-বিস্মারক মূলভূতং ) অমন্দং ( সর্ব্বোৎ কৃষ্টং ) পরং ( অপ্রাকৃতং ) মুকুন্দসুন্দর পদদ্বন্দ্বারবিন্দামল প্রেমানন্দং ( মুকুন্দস্য শ্রীকৃষ্ণস্য )।

অনুবাদ। যাহা অপ্রাকৃত ও অমন্দ এবং চন্দ্রচূড় শিবাদিরও উন্মাদকন্দ শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর পদারবিন্দ যুগলোত্থ সেই নির্ম্মল প্রেমানন্দকেও তুচ্ছ জ্ঞান

আস্বাদনে বিহ্বলা হউক! বিহ্বলা হইলে অন্যরস আস্বাদনের স্পৃহা আর বলবতী হইতে পারিবে না। আমার পদযুগল শ্রীরাধার পদাঙ্ক লাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে বিচরণ করুক এতদ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বাস সূচিত হইয়াছে। রাগমার্গীয় সাধকগণের পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন-বাস যে, অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। যথা —

"তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।"

অর্থাৎ তত্তৎ কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজেতেই বাস করিবে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দ-ব্রজরাজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সমর্থ হইলে যথাবস্থিত শরীরে ব্রজভূমিতে বাস করিবে, আর সমর্থ না হইলে কেবল মনোমধ্যে ব্রজভূমিতে বাসের অভিলাষ করিবে। এস্থলে শ্রীরাধার পদাঙ্ক-লাঞ্ছিত বৃন্দাবনের পথ" বলাতে শ্রীরাধার নিভৃত লীলা-নিকুঞ্জের পথই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। করদ্বয় শ্রীরাধার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হউক। এই সকল ব্যাপারই শ্রীরাধা বিষয়ে কায়িক সাধন। আমার হৃদয় শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগল ধ্যান করুক," ইহাই শ্রীরাধা সম্বন্ধে অন্তর সাধন। এই উভয় বিধ সাধন প্রণালী সাধনার সারতত্ত্ব। কিন্তু এতদপেক্ষাও সূক্ষ্মতম সাধন প্রণালী সাধনার ক্রমোৎকর্ষানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ সাধনার দ্বারা শ্রীরাধার ভাবোৎসব আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে শ্রীরাধার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণে আমার পরমারতি উপজাত হইবে। শ্রীরাধা কৃপা হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগের উদয় হয়, তাহা এতদ্বারা সূচিত হইল। অতএব শ্রীরাধার কৃপা হইতে আমার শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ উৎপন্ন হউক ॥১৪২॥

রাধা কেলিকথা-রসাম্বুধি চলদ্বীচীভিরান্দোলিতং
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জ-মন্দির-বরালিন্দে মনো নন্দতু ॥১৪৩॥

যৎ সুন্দরং পদারবিন্দদ্বন্দ্বং তস্ত যো নির্মলং প্রেমানন্দঃ তং মন্দীকৃত্য ( তুচ্ছং কৃত্বা ) বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জ মন্দির-বর-লিন্দে ( বৃন্দারণ্যে যন্নিকুঞ্জ মন্দিরং তৎ শ্রেষ্ঠ প্রাঙ্গণে ) রাধাকেলি কথা- রসাম্বুধি চলদ্বীচীভীরান্দোলিতঃ ( শ্রীরাধায়াঃ কেলি-কথা এব রসাম্বুধিঃ তত্র চদ্বীচীভিঃ তরঙ্গৈঃ আন্দোলিত সন্ ) নন্দতু ( আনন্দং প্রাপ্নোতু ) ॥১৪৩॥

পূর্ব্বক আমার মন কেবল শ্রীরাধার কেলি কথা রসাম্বুধির চঞ্চল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরের বর প্রাঙ্গণে আনন্দ প্রাপ্ত হউক ॥১৪৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

প্রিয়জনের যাহা প্রিয়বস্তু, তাহার প্রতিও অনুরাগ স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে গ্রন্থকার "শ্রীরাধার প্রাণনাথে আমার পরমা রতি উদয় হউক" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রিয়জনের প্রতি যেরূপ অনুরাগের দৃঢ়তা সেরূপ প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। তাই, বিজ্ঞ গ্রন্থকার হৃদয়ের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—আমার মন শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চরণ-কমল-উদ্ভুত নির্ম্মল প্রেমানন্দকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরের বর-প্রাঙ্গনে আনন্দ প্রাপ্ত হউক। "হায়! যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম অপ্রাকৃত, যাহাতে মন্দের লেশাভাস মাত্রও নাই এবং যাহা ব্রহ্মা শিবাদি সুরবরগণেরও উন্মাদ কন্দ অর্থাৎ যে প্রেমানন্দের গন্ধমাত্র পাইয়া ব্রহ্মাশিবাদি দেব-সত্তমগণও উন্মাদিত হইয়া থাকেন, সেই নির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমানন্দও তুচ্ছবোধ হইতেছে। ইহার কারণ এই,— শ্রীরাধাধ কেলিকথা-রসাম্বুধির চঞ্চল তরঙ্গে আমার মন নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে বলিয়াই এইরূপ তুচ্ছবোধ হইতেছে।

কেলি-কলাবসানে শ্রীরাধামাধব নিকুঞ্জ-মন্দিরে সরস রহস্যালাপে নিমগ্ন। তাহার বরালিন্দে সেবাপ্রাণা সখীগণ সেই কেলি বিলাস দর্শন ও সরস রস্যালাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ অপেক্ষাও অধিক আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন। ভজন-বিজ্ঞ গ্রন্থকার সেই লীলাদর্শন-কারিণী সখীভাবাবিষ্ট হইয়াই প্রার্থনা করিতেছেন—"আমার মন কেবল শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জ মন্দিরের বরালিন্দে আনন্দ প্রাপ্ত হউক ॥১৪৩॥

**রাধানাম্নৈব কার্য্যং হ্যনুদিনমিলিতং সাধনাধীশ কোটি-**
**স্ত্যাজ্যো নীরাজ্য রাধাপদকমলসুধাং সৎ-পুমর্থাগ্রকোটিঃ।**
**রাধাপাদাব্জ লীলাভুবি জয়তি সদামন্দমন্দারকোটিঃ**
**শ্রীরাধাকিঙ্করীণাং লুঠতি চরণয়োরদ্ভুতা সিদ্ধি কোটিঃ ॥১৪৪॥**

অন্বয়ঃ।—যদি রাধানাম্নৈব কার্যং (রাধানাম কীর্ত্তন-স্মরণাদি কার্যং) হি (নিশ্চয়েন) অনুদিনং মিলিতং (প্রাপ্তং) সাধনাধীশকোটি স্ত্যাজ্যো ভবতি (জ্ঞানযোগাদি-শ্রেষ্ঠসাধনঃ ত্যাজ্যো ভবতি, তৎ কিং প্রয়োজন-মিত্যর্থঃ) রাধাপদকমলসুধাং নীরাজ্য (নীরাজনং কৃত্বা) সৎপুমর্থাগ্রকোটিঃ ত্যাজ্যো ভবতি (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামগ্রে যৎ কোটিঃ তদপি ত্যাজ্যো ভবতি, ন তু, তৎ-প্রয়োজনমিতি ভাবঃ)। যতঃ রাধাপাদাব্জ-লীলাভুবি (শ্রীবৃন্দাবনে) অমন্দ মন্দার-কোটিঃ (উৎকৃষ্টকল্পতরুকোটিঃ) সদা জয়তি (বিদ্যমানো তিষ্ঠতি) চ শ্রীরাধাকিঙ্করীণাং চরণয়োরদ্ভুতা সিদ্ধিকোটিঃ সদা লুঠতি ॥১৪৪॥

অনুবাদ।—অনুদিন রাধানাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইলে কোটি শ্রেষ্ঠসাধনও পরিত্যাজ্য হইয়া যায় এবং রাধাপদ-কমলসুধা নীরাজন করিয়া সৎপুরুষার্থাগ্র কোটিও পরিত্যাজ্য হয়। যেহেতু, রাধাপাদাব্জ লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে অমন্দ কোটিকল্পতরু সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণের চরণে অদ্ভুত সিদ্ধিকোটি সদা বিলুণ্ঠিত ॥১৪৪॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার শ্রীরাধোপাসনার উৎকর্ষ ধ্বনিত করিয়া বলি-তেছেন—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রীরাধানাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অন্য কোটি শ্রেষ্ঠ-সাধনেরও প্রয়োজন নাই। অপর যত প্রকার সাধন-পদ্ধতি আছে, সে সকলের ফল হয়, অভীষ্টপূর্ত্তি নয় পুরুষার্থলাভ; কিন্তু স্বাভীষ্টপূরক কোটি কোটি কল্পতরু, শ্রীরাধার পদ-কমলের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। সুতরাং রাধোপাসকগণকে অভীষ্ট-পূর্ত্তির নিমিত্ত অন্য সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না, অথবা তাঁহাদের পুরুষার্থ লাভের জন্যও সাধনান্তরের আবশ্যকতা বোধ হয় না। কারণ, শ্রীরাধা তো দূরের কথা, শ্রীরাধার কিঙ্করীগণের চরণযুগে, অত্যাশ্চর্য্য কোটি কোটি সিদ্ধি

মিথো ভঙ্গীকোটি প্রবহদনুরাগামৃতরসো-
ত্তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গ-ক্ষুভিতবহিরভ্যন্তরমহো।
মদাঘূর্ণন্নেত্রং রচয়তি বিচিত্রং রতিকলা-
বিলাসং তৎকুঞ্জে জয়তি নবকৈশোর-মিথুনম্ ॥ ১৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো! (আশ্চর্য্যে) মিথো ভঙ্গী-কোটি-প্রবহদনুরাগামৃত রসোত্তরঙ্গ-ভ্রূভঙ্গ-ক্ষুভিত-বহিরভ্যন্তরং (পরস্পরং কোটি ভঙ্গীভিঃ প্রবহমানঃ য অনুরাগামৃতরসঃ তস্যোদ্গত-তরঙ্গ এব যো ভ্রূভঙ্গঃ তেন আলোড়িতং বহিরভ্যন্তরং যয়ো স্তৎ) মদাঘূর্ণনেত্রং (মদেন কাম মদেন হর্ষেণ বা আঘূর্ণিতে নেত্রে যয়ো স্তৎ) নব-কৈশোর মিথুনম্ (শ্রীরাধাকৃষ্ণদ্বন্দ্বং) তৎকুঞ্জে (তন্মাধবীকুঞ্জে) বিচিত্রং রতিকলা বিলাসং রচয়তি চ জয়তি ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ। অহো! পরস্পর ভঙ্গীকোটি-প্রবহমান অনুরাগামৃত-রসের উদ্গত তরঙ্গরূপ ভ্রূভঙ্গ দ্বারা যাঁহাদের বাহ্যাভ্যন্তর আলোড়িত এবং নেত্র-যুগল মদ-ঘূর্ণিত, সেই নবকৈশোর-মিথুন কুঞ্জমধ্যে বিচিত্র রতিকলা-বিলাস রচনা করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১৪৫ ॥

সর্ব্বদা লুণ্ঠিত হইতেছে। অতবএব যাঁহারা শ্রীরাধাপদ-সুধাকে আরতি করে, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই সৎ-পুরুষার্থের অগ্রবর্ত্তী কোটী পুরুষার্থও পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনাভাব কিম্বা ঘৃণাবশতঃই ত্যাজ্য হয়। শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভ করিতে পারিলেই শ্রীরাধাপদকমল-সুধাকে নীরাজন করিবার অধিকার পাওয়া যায়। আবার, অনুদিন শ্রীরাধানাম শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ কার্য্য বা সাধনই শ্রীরাধা-কিঙ্করীত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব অন্য সাধনাধীশ-কোটির প্রয়োজন কি? ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৪৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

যে রাধোপাসনা সকল সাধনার সার, সেই আরাধ্যতমা শ্রীরাধা কোথায় কিরূপ লীলাময়ীরূপে অবস্থান করিতেছেন, বিজ্ঞবর গ্রন্থকার তাহা এই শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন।—শ্রীবৃন্দাবনের সেই মাধবীকুঞ্জে কিশোরীমণি শ্রীরাধা একা অবস্থান করিতেছেন না, নবকিশোরশ্যাম সুন্দরের সহিত

যুগলরূপে বিচিত্র রতিকলা-বিলাস রচনা করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধামাধবের বিলাস মহাভাবব্যঞ্জক ভাবই, ভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই ভাবের অনুগত সেবা দাস্য লাভই পুরুষার্থের চরম। এই জন্যই "শ্রীরাধামাধব যুগলরূপে বিচিত্র রতিকলা-বিলাস রচনা করিয়া বিরাজ করিতেছেন" বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই "রতিকলাবিলাস" প্রাকৃত-ব্যাপারের ন্যায় অচিরস্থায়ী ইন্দ্রিয়-প্রণোদনা-সম্ভূত নহে, ইহা অপ্রাকৃত নিত্যপ্রেম-সম্মিলানন্দের পরাবধি-ভাব-দ্যোতক। যেমন সরোবরেই হংসের বসতি, কেবলমাত্র মেঘের সঙ্গেই বিদ্যুতের বিলাস, সেইরূপ সেই বিচিত্র রতিকলাবিলাস কেবল শ্রীরাধামাধবেই সম্ভব। তাঁহাদের পরস্পর বিলাস-ব্যঞ্জক যে ভ্রূভঙ্গ, তাহা তাঁহাদের বাহ্যাভ্যন্তর অর্থাৎ কায়-মন-আলোড়নকারী পরস্পরভঙ্গী দ্বারা প্রবহমান অনুরাগামৃতরসের উদ্গত তরঙ্গ অর্থাৎ তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয়ে যে অনুরাগরূপ অমৃতরস প্রবাহিত হইতেছে, সেই অমৃতরসের তরঙ্গই ভ্রূভঙ্গরূপে শোভা পাইতেছে। এই অনুরাগ-প্রবাহের হ্রাস নাই, বরং পরস্পর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতরূপে প্রবাহিত। প্রিয়সঙ্গম জন্য মুখনেত্রাদির তাৎকালিক কর্ম্ম-বিশিষ্টতাই এস্থলে "ভঙ্গী" শব্দের তাৎপর্য্য। আবার তাঁহাদের নেত্রযুগল মদঘূর্ণিত অর্থাৎ প্রেম-মদে অথবা হর্ষবশতঃ চঞ্চলীকৃত। নেত্র-ব্যাপারের এই সকল বিশিষ্টতাও বিলাসের লক্ষণ। যথা—

"অধ্যাসীনমমুং কদম্বনিকটে ক্রীড়াকুটীরস্থলী
মাভীরেন্দ্র কুমারমত্র রভসাদালোকয়ন্ত্যাঃ পুরঃ।
দিগ্ধা দুগ্ধসমুদ্রমুগ্ধলহরী লাবণ্য নিঃস্যন্দিভিঃ
কালিন্দী তব দৃক্তরঙ্গিতভরৈস্তন্বঙ্গি গঙ্গায়তে ॥—উজ্জ্বলে।

বৃন্দা শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়া লইয়া গিয়া কহিলেন—"হে তন্বঙ্গি! এই কদম্বতরুর নিকটে ক্রীড়াকুটীর স্থলীতে গোপেন্দ্রকুমার অধ্যাসীন; তুমি কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তোমার দুগ্ধসমুদ্রের মুগ্ধ-লহরী-লাবণ্য-নিঃস্যন্দি নেত্রতরঙ্গ বিস্তার করাতেই এই যমুনা, জাহ্নবীর ন্যায় মাধুরী-বিশিষ্টা হইয়াছেন।"

আবার, এই সকল রতি-কলাবিলাস রচনায় উভয়েই তুল্য পারদর্শী। কাহারও পরাজয় নাই। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৩৫ ॥

কাচিদ্বৃন্দাবন নবলতামন্দিরে নন্দসূনো
র্দর্প্যদ্দোষ্কন্দল দৃঢ়পরীরম্ভনিস্পন্দগাত্রী।
দিব্যানন্তাদ্ভুত-রস-কলাঃ কল্পয়ন্ত্যাবিরাস্তে
সান্দ্রানন্দামৃতরসঘন প্রেমমূর্ত্তিঃ কিশোরী ॥ ১৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।— কাচিৎ নন্দসূনোর্দর্প্যদ্দোষ্কন্দলদৃঢ়পরীরম্ভনিস্পন্দগাত্রী (কৃষ্ণস্য দর্পযুক্তাভ্যাং দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাং কন্দলাভ্যাং যো দৃঢ়পরীরম্ভং গাঢ়া-লিঙ্গনং তেন নিস্পন্দানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা) সান্দ্রানন্দামৃত-রসঘনপ্রেম-মূর্ত্তিঃ (সান্দ্র নিবিড়ো য আনন্দঃ স এবামৃতরসস্য মেঘস্বরূপঃ তদেব যঃ প্রেমা স এব মূর্ত্তি র্যস্যাঃ সা) কিশোরী (শ্রীরাধা) বৃন্দাবননবলতামন্দিরে দিব্যানন্তাদ্ভুত রসকলাঃ কল্পয়ন্তী (দিব্যাঃ অপ্রাকৃতাশ্চ অনন্তাশ্চাদ্ভুতাশ্চ যাঃ রসকলাঃ তাঃ রচয়ন্তী) আবিরাস্তে (আবির্ভূ'তা আস্তে) ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ।—নন্দনন্দনের দর্পযুক্ত বাহুদ্বন্দ্বের দৃঢ় পরীরম্ভে নিস্পন্দগাত্রী এবং সান্দ্রানন্দামৃতরসঘনপ্রেমমূর্ত্তি কোন কিশোরীমণি বৃন্দাবনের নবলতা-মন্দিরে দিব্যানন্তাদ্ভুত রসকলা কল্পনা করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥১৪৬॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রসজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরাধার বিলাস-মহত্ব সামান্যভাবে বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণন করিতেছেন।—শ্রীবৃন্দাবনের নবীন-লতা-মন্দিরে কিশোরী শ্রীরাধা দিব্যানন্তাদ্ভূত রস-কলা রচনা করিয়া বিরাজ করিতেছেন অর্থাৎ রতিরসের নৈপুণ্য বিস্তার করিয়া দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। এই রস প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সামান্য রস নহে—ইহা "দিব্য" অথাৎ অপ্রাকৃত; "অনন্ত" অর্থাৎ এ রসের অবধি নাই অথচ গঙ্গাপ্রবাহবৎ নিরবচ্ছিন্ন নিত্য প্রবহমান। সুতরাং "অদ্ভুত" অর্থাৎ ত্রিলোকে উপমা-রহিত এবং নিখিল জনের বিস্ময়-উৎপাদক। এই রসের কলা কিরূপ, তাহা স্পষ্ট ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীনন্দনন্দনের দর্পিত বাহুযুগলের দৃঢ় আলিঙ্গনে তাঁহার অঙ্গ নিস্পন্দীকৃত হইয়াছে। এই যে রসের কলা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিপুণতা (রসো বৈ সঃ—শ্রীকৃষ্ণ) ইহা সেই অনুপম কিশোরী মণিরই রচিত। তিনি নন্দনন্দনকে প্রত্যালিঙ্গন ছলে যেন সে কলা

ন জানীতে লোকং ন চ নিগমজাতং কুলপর-
ম্পরাং বা নো জানাত্যহহ ন সতাং চাপি চরিতম্‌।
রসং রাধায়ামাভজতি কিল ভাবং ব্রজমণৌ
রহস্যেতদ্‌যস্য স্থিতিরপি ন সাধারণ-গতিঃ ॥১৪৭॥

অন্বয়ঃ।—যঃ রহসি ব্রজমণৌ রাধায়াং ভাবং চ রসং কিল (নিশ্চয়েন) আভজতি (যদ্বা যঃ রহসি অত্র নিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দিরে ব্রজমণৌ শ্রীকৃষ্ণে যদ্ভাবং চ রাধায়াং যদ্রসং তত্তৎ নিশ্চয়েন ভজতি) অহহ (অত্যাশ্চর্য্যে) তেন লোকং (স্বর্গাদিলোকং) ন জানীতে চ নিগম ন জানীতে বা সঃ কুলপরম্পরাং জাতমপি ন জানাতি চ সতাং (সাধুনাং) চরিতমপি ন জানাতি এতদ্‌ যস্য স্থিতিঃ তস্যাপি সাধারণ-গতি র্ন ভবতি ॥১৪৭॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি এই রহঃ-প্রদেশে ব্রজমণি শ্রীরাধার ভাব ও রস নিশ্চয়রূপে ভজনা করেন, অহো! সে ব্যক্তি লোকও জানে না, নিগমতত্ত্বও অবগত নহে এবং জাত হইয়াও কুলপরম্পরা কোন বিষয়ই জ্ঞাত নহেন, এমন কি, সাধুগণের চরিতও তাঁহার অবিদিত, এরূপ অবস্থায় যাঁহার স্থিতি, তাহার কখনই সাধারণ-গতি হয় না ॥১৪৭॥

কৌশল শিখাইয়া দিয়াছেন; ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা "রসকলা" শব্দে রতি-রসের নৈপুণ্য ইহাও বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্রীরাধার নিস্পন্দ ভাব, সুখাতিশয্যের পরিচায়ক। এই কিশোরী—"সান্দ্রানন্দামৃত-রসঘন-প্রেমমূর্ত্তি।" নিবিড় আনন্দের সার—হ্লাদিনী, সেই হ্লাদিনীর সার প্রেম, এই প্রেমামৃত-রসের, ঘনত্বই মহাভাব। কিশোরী শ্রীরাধা সেই মহাভাবময়ী মূর্ত্তি—"মহাভাব স্বরূপিনী রাধা ঠাকু-রাণী।"—শ্রীচরিতামৃত। অথবা যে প্রেম নিবিড় আনন্দামৃতরসের ঘন অর্থাৎ মেঘস্বরূপ সেই প্রেমের মূর্ত্তিবিশিষ্টা। মেঘ যেমন নির্ব্বিচারে রসবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই প্রেমমূর্ত্তি কিশোরীও স্থান, কাল পাত্র বিচার না করিয়া সকলের প্রতিই সমান ভাবে প্রেমামৃত-রস বর্ষণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই রাধোপাসনা সকল সাধনার সার বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধোপাসনা যখন সকল সাধনার সার, তখন অন্যান্য সাধনায় সাধকের যে গতি লাভ হয়, শ্রীরাধার ভাবরস-সাধকগণের তদপেক্ষা যে দুর্লভা গতি লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহাই পরিব্যক্ত করিতেছেন—"যে ব্যক্তি এই রহঃ-প্রদেশ অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জ মন্দিরে ব্রজমণি শ্রীরাধাতে যে ভাব ও রস অথবা ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব ও শ্রীরাধাতে যে রস, তাহা নিশ্চয়রূপে ভজনা করেন, তাঁহার আর কিছুই আবশ্যক করে না। "ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব"—অর্থাৎ কান্ত-কান্তা ভাব- শ্রীকৃষ্ণ প্রাণকান্ত আমি তাঁহার সেবাভিলাষিণী কান্তা—এই ভাব এবং শ্রীরাধাতে যে রস অর্থাৎ শ্রীরাধা স্বামিনী, আমি তাঁহার সেবাভিলাষিণী কিঙ্করী—এই যে কৈঙ্কর্য্য বা দাস্যরস—এই ভাব-রসের সমন্বয় করিয়া ভজনা করেন; অহো! সে ব্যক্তি কোন লোকই জানেন না; স্বর্গ লোক, ভূলোক, তপলোক, জনলোক ইত্যাদি কোন লোকই তাঁহার পরিজ্ঞাত নহে। কারণ, তিনি এই সকল লোকাতীত এক অসামান্য গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল লোকতত্ত্ব তাঁহার জানিবার আর প্রয়োজন হয় না। সে ব্যক্তি নিগমও অবগত নহেন। নিগম অর্থাৎ বেদে যে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বর্ণিত আছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না; জানিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া জানিতেও চাহেন না। যেহেতু, বেদের জ্ঞানকর্ম্মাদির অনুশীলনে যে গতি লাভ ঘটে, শ্রীরাধোপাসকের তদপেক্ষাও উত্তমাগতি প্রাপ্তি হয়। সে ব্যক্তি কুলে জাত হইয়াও কুলরীতি কিছুই পরিজ্ঞাত নহে অর্থাৎ কুল-পরম্পরা যে রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে ব্যক্তি তাহাতেও বাধ্য হন না। ফলতঃ তিনি কোন বিধি-নিষেধেরই অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহার ভাবরস বেদাদিতে কোথাও পরিদৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায় না। এমন কি, সাধুগণের চরিতও তাঁহার অপরিজ্ঞাত। অর্থাৎ সাধুগণ কিরূপ আচরণ করেন, বা তাঁহাদের দ্বারা কি ফলোদয় হয়, এ সকল কিছুই তাঁহার জানিবার আবশ্যক হয় না। হায়! এরূপ অদ্ভুত অবস্থায় যাঁহার অবস্থিতি, তাঁহার কখনই সাধারণী গতি হইতে পারে না অর্থাৎ সাধারণতঃ লোকে সাধনবলে, যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বা অপর যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, শ্রীরাধার ভাবরস-সাধক, সে

ব্রহ্মানন্দৈকবাদাঃ কতিচন ভগবদ্বন্দনানন্দমত্তাঃ
কেচিদ্গোবিন্দ সখ্যাদ্যনুপমপরমানন্দমন্যে স্বদন্তে।
শ্রীরাধাকিঙ্করীণাং ত্বখিলসুখ চমৎকারসারৈক সীমা
তৎপাদাম্ভোজরাজন্নখমণি বিলসজ্জ্যোতিরেক চ্ছটাপি ॥১৪৮॥

অন্বয়ঃ।—কতিচন ব্রহ্মানন্দৈকবাদাঃ সন্তি, কেচিৎ ভগবদ্বন্দনানন্দমত্তাঃ (ভগবদ্বন্দনে যদানন্দং তেন মত্তাঃ বিবশাঃ যে তে) সন্তি, অন্যে গোবিন্দ সখ্যাদ্যনুপমপরমানন্দং স্বদন্তে (স্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ) শ্রীরাধাকিঙ্করীণাং তু তৎ (তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ) পাদাম্ভোজরাজন্নখমণি-বিলসজ্জ্যোতিরেক চ্ছটাপি অখিল সুখ-চমৎকারসারৈক-সীমা অস্তি (তেষাং ত্রয়াণামিদমতি দুর্লভমিত্যর্থঃ) ॥১৪৮॥

অনুবাদ।—কেহ কেহ ব্রহ্মানন্দৈকবাদী, কেহ ভগবদ্বন্দনে আনন্দ মত্ত, অপর কেহ কেহ গোবিন্দ-সখ্যাদি অনুপম পরমানন্দ আস্বাদন করেন। কিন্তু শ্রীরাধাকিঙ্করীগণ শ্রীরাধার পাদ-পদ্মরাজিত নখমণি-জ্যোতির একটী মাত্র ছটাতেই অখিল-সুখ-চমৎকারসারের অবধি লাভ করেন ॥ ১৪৮ ॥

সাধারণ গতি কখনই প্রাপ্ত হন না। সুতরাং তিনি যে অসাধারণ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব গ্রন্থকারের মনের গূঢ় অভিপ্রায় এই,—"আমি শ্রীরাধোপাসক, আমার অবস্থাও এইরূপ, আমি কবে সেই অসাধারণ গতি লাভ করিব ?"—ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৪৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধোপাসকগণ যে অসাধারণ গতি লাভ করিয়া থাকেন, সে গতি কি প্রকার, সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহা পরিব্যক্ত করিতেছেন ;—কেহ কেহ ব্রহ্মানন্দৈকবাদী। উপনিষদাদিতে যে অদ্বয়ব্রহ্ম তত্ত্ব বর্ণিত আছে, সেই ব্রহ্মের উপাসনায় যাঁহারা আনন্দানুভব করেন, এমন ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মনিষ্ঠ অনেক আছেন ; তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভকেই পরম শ্রেয়ঃ মনে করেন। কেহ কেহ ভগবদ্বন্দনে আনন্দ-মত্ত অর্থাৎ যাঁহারা

ন দেবৈ ব্রহ্মাদ্যৈ র্ন খলু হরিভক্তৈ র্ন সুহৃদা-
দিভি র্যদ্বৈ রাধামধুপতি রহস্যং সুবিদিতং।
তয়ো র্দাসীভূত্বা তদুপচিত কেলী রসময়ে
দুরন্তাঃ প্রত্যাশা হরি হরি দৃশোর্গোচরয়িতুম্ ॥১৪৯॥

অন্বয়ঃ।—যদ্ বৈ (নিশ্চয়েন) রাধামধুপতি রহস্যং ব্রহ্মাদ্যৈঃ দেবৈঃ ন সুবিদিতং খলু হরিভক্তৈঃ (প্রহ্লাদাম্বরীষাদিভিঃ) চ সুহৃদাদিভিঃ (নন্দাদিভিঃ) ন সুবিদিতং; তয়ো (রাধামাধবয়োঃ) দাসী ভূত্বা তদুপচিত কেলীঃ (তত্র প্রাপ্তাঃ কেলীঃ) অসময়ে দৃশোর্গোচরয়িতুং হরিহরি (দুঃখেনাপি) মম দুরন্তাঃ প্রত্যাশাঃ ভবন্তি ॥১৪৯॥

অনুবাদ।—যে রাধামাধবের রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণ, হরিভক্তগণ, এমন কি, সুহৃদাদিও নিশ্চয়রূপে সুবিদিত নহেন, হরি হরি! সেই শ্রীরাধামাধবের দাসী হইয়া তদুপচিত কেলি অসময়ে দৃষ্টিগোচর করিবার নিমিত্ত আমার দুরন্ত প্রত্যাশা হইতেছে ॥ ১৪৯ ॥

ভগবানের নতি, স্তুতি এবং তীর্থসেবা করিয়া পরমানন্দে উন্মত্ত হন। এইরূপে ভগবানের দাস্য লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগই তাঁহাদের লক্ষ্য। অপর কেহ কেহ গোবিন্দ-সংখ্যাদি অনুপম পরমানন্দ আস্বাদন করেন। ফলতঃ যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহাদের শান্ত রতি। যাঁহারা ভগবদ্‌বন্দনে আনন্দোন্মত্ত, তাঁহাদের দাস্য রতি। আবার কেহ বা সখ্যাদি ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। এস্থলে "সখ্যাদি" শব্দে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণ শ্রীরাধার পাদপদ্মশোভী-নখমণি জ্যোতির একটী মাত্র ছটাতেই অখিল সুখ-চমৎকারসারের অবধি লাভ করেন। অতএব রাধোপাসকগণের যে অসাধারণ গতি, তাহা শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য্য ভিন্ন আর কিছু নয়। শ্রীরাধার পদনখ-জ্যোতির একটী মাত্র ছটা অখিল সুখ-চমৎকারসারের অবধি অর্থাৎ সুদুর্লভ ব্রহ্মানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দ পর্য্যন্ত যে অখিল সুখ-চমৎকার আছে, তাহার সার-সীমা শ্রীরাধার পদনখমণি জ্যোতির এক ছটাতেই পর্য্যবসিত। শ্রীরাধা কিঙ্করীগণ এতাদৃশ

মাহমাবাশষ্ট পাদপদ্মের সর্ব্বদা সেবানন্দে বিভোর; সুতরাং ব্রহ্মোপাসক কি শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইতেও তাঁহারা যে অসাধারণ গতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীরাধা-কিঙ্করীত্বই যে সর্ব্বানন্দের মূল-কন্দ—নিখিল পুরুষার্থের সার, তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল॥ ১৪৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধা-কিঙ্করীত্ব নিখিল পুরুষার্থের সার বলিয়াই সাধকপ্রবর গ্রন্থকর্ত্তা মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"সেই শ্রীরাধামাধবের দাসী হইয়া কেলিবিলাস দর্শনের নিমিত্ত আমার দুরন্ত প্রত্যাশা হইতেছে।" বাহ্যভাবের স্ফুর্ত্তিতে যে কেলিকলা দর্শনের আশা অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সাধকাবস্থার স্ফূর্ত্তিতে সেই বিলুপ্ত আশা পুনরায় উজ্জীবিত হইবার কারণেই বোধ হয় সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার 'প্রত্যাশা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নতুবা 'প্রত্যাশা' শব্দের বাহ্যার্থ আকাঙ্ক্ষা। এই প্রত্যাশা দুরন্ত অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্লভ বিষয়ে প্রত্যাশা। কারণ, একেই তো শ্রীরাধামাধবের রহস্য অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জ-কেলি-বিলাসাদি ব্রহ্মাশিবাদি সুরবরগণেরও অনধিগম্য,—প্রহ্লাদ অম্বরীষাদি শ্রেষ্ঠ হরিভক্তগণও তাহা অবগত নহেন,—এমন কি, নন্দ যশোদা বৃষভানু-কীর্ত্তিদাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের আত্মীয় সুহৃদাদিগণও সে কেলি-রহস্য অনবগত,—শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ ভিন্ন সেই কেলি-রহস্য অপর কাহারও জানিবার অধিকার নাই। ফলতঃ শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই এই কেলি-রহস্য নয়নগোচর করিবার কি অবগত হইবার যে সম্ভাবনা নাই এতদ্দ্বারা পরিব্যক্ত হইল। শ্রীরাধামাধবের এই কেলি উপচিত অর্থাৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সুতরাং এরূপ দুর্লভ কেলিরহস্য যখন অযোগ্যাধম আমি শ্রীরাধার দাসী হইয়া অসময়ে দর্শনের প্রত্যাশা করিতেছি, তখন আমার এ প্রত্যাশা দুরন্ত নয় তো কি? আবার এই কেলি-রহস্যের বিষয় যখনই স্মরণ করিব, তখনই যেন আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, এই তাৎপর্য্যেই যেন 'অসময়ে' অর্থাৎ অযথা সময়ে কথাটী লিখিত হইয়াছে। অথবা 'অসময়ে' অর্থাৎ কোন অসম্ভাবিত সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস দর্শনের দুরাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। "হরি হরি!"—এই বাক্যে খেদ বা দুঃখের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে॥ ১৪৯॥

স্বয়ি শ্যামে নিত্যে প্রণয়িনি বিদগ্ধে রসনিধৌ
প্রিয়ে ভূয়োভূয়ঃ সুদৃঢ়মতিরাগো ভবতু মে।
ইতি প্রেষ্ঠেনোক্তা রমণ মম চিত্তে তব বচো
বদন্তীতি স্মেরা মম মনসি রাধা বিলসতু॥ ১৫০॥

অন্বয়ঃ।—"হে শ্যামে! হে নিত্যপ্রণয়িনি! হে বিদগ্ধে! হে প্রিয়ে! রসনিধৌ ত্বয়ি মে (মম) অতিরাগঃ ভূয়োভূয়ঃ সুদৃঢ়ং ভবতু"—ইতি প্রেষ্ঠেনোক্তা (শ্রীকৃষ্ণেন কথিতা চ) "হে রমণ! মম চিত্তে তব বচঃ"—ইতি বদন্তী স্মেরা (মন্দহাস্যযুক্তা) রাধা মম মনসি বিলসতু। ১৫০।

অনুবাদ।—"হে শ্যামে! হে নিত্য-প্রণয়িনি! হে বিদগ্ধে! হে প্রিয়ে! তুমি রসনিধি, তোমাতে আমার অতিরাগ ভূয়োভূয়ঃ সুদৃঢ় হউক"—এই কথা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বলিলে যিনি মৃদুহাস্যের সহিত "হে রমণ! আমার মনেও তোমারই কথা" এইরূপ বলিলেন, সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে বিলাস করুন। ১৫০॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"হে শ্যামে! অর্থাৎ হে শ্যামানায়িকে!' এস্থলে 'শ্যামা' শব্দে শ্যামবর্ণা নহে, নায়িকা বিশেষ। তল্লক্ষণ যথা—"শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা। পদ্মগন্ধমুখং যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।"

হে নিত্য-প্রণয়িনি! অর্থাৎ হে নিত্য-প্রিয়ে! পরোঢ়া কৃষ্ণবল্লভাগণ ত্রিবিধ;—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। "তাস্ত্রিধা সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়া স্তথা।" শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইজনই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। যথা—

"রাধা চন্দ্রাবলী মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।" আবার এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা। যথা—

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী।"—উজ্জ্বলে।

রুক্মিণ্যাদি পট্টমহিষীগণের হ্লাদিনী শক্তিত্ব থাকিলেও তাঁহাদের মহা-

ভাবরূপত্ব থাকিতে পারে না। কারণ, প্রেমভক্তি-সম্ভূত স্নেহপ্রণয়াদির উত্তরোত্তর পরম সারভাগ যে মহাভাব তাহা স্বজন-আর্য্যপথত্যাগ বিনা কদাচ সম্ভব হয় না। পট্টমহিষীগণের তদভাব জন্ম মহাভাবরূপত্ব নাই। তবে শ্রীরাধার অংশভূতা বলিয়া ব্রজদেবীগণের মহাভাবের অংশরূপত্ব আছে। কিন্তু মহাভাবের সারভূত মাদনভাবের অভাবে তাহাদেরও মহাভাবস্বরূপত্ব সিদ্ধ নহে। যেমন, নদ-নদী-তড়াগাদিকে জলাশয় বলা যায়, জলধি বলা যায় না। কিন্তু কেবল সমুদ্রেরই জলধিত্ব, সেইরূপ শ্রীরাধারই মহাভাবত্ব।

এস্থলে 'নিত্যপ্রণয়িনী' বাক্যে কেবল শ্রীরাধাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। নিত্যপ্রিয়াগণও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি-গুণবিশিষ্টা। যথা—

"কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়াঃ।"

এইজন্য বলিতেছেন,—হে বিদগ্ধে! অর্থাৎ হে সুরসিকে! হে প্রিয়ে! অর্থাৎ তুমি শ্যামানায়িকা বলিয়া আমার নিত্যপ্রিয়া, তাহার উপর তুমি যখন বিদগ্ধা, তখন আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা। তাহাতে তুমি আবার রসনিধি অর্থাৎ রসস্বরূপ যে আমি আমার আশ্রয়স্বরূপা। অতএব তোমাতে আমার অতিরাগ বারম্বার সুদৃঢ় হউক।" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি শ্লেষব্যঞ্জক। কারণ, 'অতিরাগ' শব্দের অর্থ একপক্ষে অতিশয় অনুরাগ, অন্যপক্ষে অতিক্রম্য রাগ, অর্থাৎ অনুরাগরাহিত্য। সুতরাং একপক্ষে শ্রীরাধাতে অত্যাসক্তি প্রকাশ করিতেছেন, পক্ষান্তরে বলিতেছেন, তোমাতে সুদৃঢ়ভাবে আমার অনুরাগ-রাহিত্য প্রকাশিত হউক।"

প্রিয়তমের এই শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীরাধাও মৃদুহাস্যের সহিত তদুচিতভাবে উত্তর করিলেন, "হে রমণ! অর্থাৎ হে অব্রহ্মচর্য্যক নিত্য কামক্রীড়াশীল, পক্ষান্তরে রমণ-গর্দ্দভ! অথবা হে রমণ!—হে অভিনব কন্দর্প! (বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। চরিতামৃত) "আমার চিত্তেও তোমারই কথা।" অর্থাৎ আমার প্রতি তোমার যেমন 'অতিরাগ', তোমার প্রতি আমারও সেইরূপ 'অতিরাগ'। অর্থাৎ "তুমি ভালবাস যেমন, আমি ভালবাসি তেমন।" এইরূপই শ্লেষোক্তি? শ্রীরাধার মৃদুহাস্য, শ্রীকৃষ্ণের শ্লেষোপলব্ধিরই পরিচায়ক। "সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে বিলাস করুন"—এই বলিয়া ভজনানন্দ গ্রন্থকার মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করতঃ প্রার্থনা করিতেছেন অর্থাৎ আমার হৃদয়রূপ নিভৃত নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিতে কেলিবিলাস করুন, ইহাই আমার বাসনা। ১৫০।

সদানন্দং বৃন্দাবন-নবলতা-মন্দিরবরে-
ষমন্দৈঃ কন্দর্পোন্মদ রতিকলা-কৌতুকরসম্।
কিশোরং তজ্জ্যোতির্যুগলমতিঘোরং মম ভবং
জ্বলজ্জ্বালং শীতৈঃ স্বপদ-মকরন্দৈঃ শময়তু ॥ ১৫১ ॥

অন্বয়ঃ।—তৎ বৃন্দাবন-নবলতামন্দিরবরেষু কন্দর্পোন্মদ রতিকলা-কৌতুকরসম্ সদানন্দং কিশোরং জ্যোতির্যুগলং অমন্দৈঃ শীতৈঃ (শৈত্যৈঃ) স্বপদ-মকরন্দৈঃ মম অতিঘোরং জ্বলজ্জ্বালং (জ্বলন্তী জ্বালা বহ্নিশিখা যস্মিন্ তৎ) ভবং (সংসারং) শময়তু (শীতলী করোতু)। ১৫১ ॥

অনুবাদ :—বৃন্দাবনের নবলতা-মন্দিরাভ্যন্তরে কন্দর্পোন্মদ রতিকলা-কৌতুকরস, সদানন্দ, কিশোরাকৃতি সেই জ্যোতির্যুগল অমন্দ ও শীতল স্বপদ মকরন্দ দ্বারা আমার অতিঘোর জলন্ত ভব-জ্বালাকে প্রশমিত করুন। ১৫১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকার পুনরায় দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন,—"বৃন্দাবনের নবলতামন্দিরাভ্যন্তরে সেই কিশোরাকৃতি জ্যোতির্যুগল স্বপদ-মকরন্দ দ্বারা আমার অতিঘোর ভব-জ্বালাকে প্রশমিত করুন।" এস্থলে জ্যোতির্যুগল শব্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। পরমব্রহ্মাখ্য ভগবান্‌ই জ্যোতিঃ শব্দ বাচ্য। শ্রুতি বলেন—

"অথ যদতঃ পরোদিবো জ্যোতির্দীপ্যতে।
বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষনুত্তমেষুত্তমেষু
লোকেষু ইদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিরিতি।"

অর্থাৎ যিনি বিশ্বান্তর্গত সমস্ত জীবের উপরিস্থিত নিখিললোকবর্ত্তী পুরুষেরও শ্রেষ্ঠ এবং যিনি নিখিল সংসারব্যাপী, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষই জীব-হৃদয়ে ধ্যেয়।

এই জ্যোতিঃ শব্দ আদিত্যান্তর্ব্বর্ত্তী তেজকে না বুঝাইয়া ব্রহ্মই বোধ করাইতেছে। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জ্যোতিঃ অর্থাৎ নিখিলতেজের আধার। যে হেতু—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকে
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের সমীপে এই অগ্নি তো দূরের কথা, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কাহারও প্রকাশ হয় না। সেই ব্রহ্মই সকল জ্যোতির অবধি, তাঁহার জ্যোতি দ্বারাই সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে এবং তাঁহারই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় ও সূর্য্যাদি দীপ্তিপ্রকাশ করিয়া থাকে। যথা—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যরিত্যাদি।"

সুতরাং উক্ত শ্রীকৃষ্ণাখ্য জ্যোতিব্রহ্মই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থের প্রকাশক। এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য জ্যোতিব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তিই শ্রীরাধা। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ হেতু শ্রীরাধাকেও জ্যোতিস্বরূপ বলা হইয়াছে। পরন্তু জ্যোতিঃযুগল বাক্যে ব্রহ্মের শক্তিমানত্ব স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি।"

অর্থাৎ হে দেব! তোমার ধ্যানকারী ব্যক্তি স্বদীয় গুণে তোমার নিগূঢ়া শক্তিকে সন্দর্শন করেন।

অতএব এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জ্যোতিঃই যে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাকৃষ্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জ্যোতিঃযুগল নিত্য কিশোরাকৃতি। বয়সের কৌমার, পৌগণ্ডাদি বিবিধ ভেদ থাকিলেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় সর্ব্বগুণান্বিত ও নিত্যনূতন বিলাস বিশিষ্ট কৈশোর বয়সই প্রশস্ত। আবার এই জ্যোতিঃ-যুগল সদানন্দ অর্থাৎ সর্ব্বদাই আনন্দময় এবং তাঁহাদের সর্ব্বশরীর আনন্দ-স্বরূপ। এই জন্যই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলা হইয়াছে। আবার তাঁহাদের এই সদানন্দ স্বরূপত্বের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন— সেই জ্যোতিঃযুগল "কন্দর্পোন্মাদ রতিকলা কৌতুকরস।" অর্থাৎ যে কন্দর্প, নিখিল বিশ্বকে উন্মাদিত করে, এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণকেও বিমোহিত করে, সেই কন্দর্পকেও যাহা উন্মাদিত করে, এই জ্যোতিঃযুগল সেই রসের স্বরূপ। এই রস, যে শৃঙ্গার রস, তাহা রতিকলা-কৌতুক শব্দেই বোধিত হইয়াছে। অতএব সাক্ষাৎ শৃঙ্গারাদি রস স্বরূপ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃযুগলের যিনি উপাসক, তিনি সেই রস প্রাপ্ত হইলে নিত্য আনন্দময় হইয়া থাকেন। এই আনন্দের কোন কালেই বিরাম বা ক্ষয় হয় না। তাই শ্রুতি বলেন—

"রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি।"

উন্মীলন্নবমল্লিদাম বিলসদ্ধম্মিল্লভারে বৃহ-
চ্ছ্রোণীমণ্ডল মেখলা কলরবে শিঞ্জৎসুমঞ্জীরিণি।
কেয়ূরাঙ্গদ কঙ্কণাবলি লসদ্দোর্বল্লি দীপ্তিচ্ছটে
হেমাম্ভোরুহকুট্মলস্তনি কদা রাধে দৃশা পীয়সে ॥ ১৫২ ॥

অন্বয়ঃ।—হে উন্মীলন্নবমল্লিদাম-বিলসদ্ধম্মিল্লভারে! (প্রফুল্লা যা নবমল্লী তন্মালাভিঃ শোভমানা কবরী যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে বৃহচ্ছ্রোণীমণ্ডল মেখলা কলরবে (বৃহন্নিতম্বদেশে যা মেখলা তস্যাঃ কোমল রবঃ যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে শিঞ্জৎ-সুমঞ্জিরিণি! (শব্দায়মানে সুমঞ্জীরে যস্যাঃ সা, তৎ সম্বোধনম্) হে কেয়ূরাঙ্গদ-কঙ্কণাবলি-লসদ্দোর্ব্বল্লি দীপ্তিচ্ছটে! (কেয়ূ-রাঙ্গদ কঙ্কণাবলি লসৎ যৎ বাহুলতা তদ্দীপ্তিচ্ছটা যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে হেমাম্ভোরুহকুট্মলস্তনি! (স্বর্ণকমল-কলিকেব স্তনৌ যস্যাঃ সা তৎ সম্বোধনম্) হে রাধে। ত্বং দৃশা কদা পীয়সে ॥১৫২॥

অনুবাদ।—হে প্রফুল্লনবমল্লিকামালা শোভিত কবরীভারে! হে বৃহন্নিতম্ব-মণ্ডলে মেখলা-কলরবে! হে শব্দায়মান নূপুরধারিণি! হে কেয়ূরাঙ্গদ কঙ্কণাবলি বিলসিত বাহুবল্লীদীপ্তিচ্ছটে! হে কনক-কমল কলিকাস্তনি! হে রাধে! তুমি কবে আমার দর্শন-পিপাসার শান্তি করিবে? ॥ ১৫২ ॥

এই আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই যেন ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি এই অতিঘোর সংসার-জ্বালায় নিরন্তর জ্বলিয়া মরিতেছি; সেই জ্যোতিঃযুগল স্বীয় পাদপদ্মের মকরন্দ দ্বারা আমার এই ভব-জ্বালাকে প্রশমিত করুন। শৈত্য সংস্পর্শেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ আমার এই ভবাগ্নি অর্থাৎ ধরাধামে বারম্বার জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ অগ্নিকে স্বীয় পদ-মকরন্দ অর্থাৎ স্বীয় শ্রীচরণের সেবাদাস্যরূপ শীতল সুধাধারা ঢালিয়া প্রশমিত করুন। শ্রীরাধার দাস্যলাভ হইলে আর ভব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৫১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সিদ্ধভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তিতে ভজনরসিক গ্রন্থকার পুনরায় সাক্ষাৎভাবে প্রার্থনা করিতেছেন।—"হে রাধে! তুমি কৃষ্ণাভিসারে গমন

অমর্য্যাদোন্মীলৎ সুরতরস পীযূষজলধেঃ
সুধাঙ্গৈরুত্তুঙ্গৈরিব কিমপি দোলায়িত-তনুঃ।
স্ফুরন্তী প্রেয়োঙ্কে স্ফুটকনকপঙ্কেরুহমুখী
সখীনাং নো রাধে নয়নসুখমাধাস্যসি কদা ॥১৫৩॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! ত্বং অমর্য্যাদোন্মীলৎ সুরতরস পীযূষজলধেঃ উত্তুঙ্গৈরিব সুধাঙ্গৈ কিমপি দোলায়িত তনুঃ (মর্য্যাদাং গৌরবং সীমাং বা অতিক্রম্য উন্মীলৎ যৎ সুরতরসঃ শৃঙ্গাররসঃ স এব সুধাসমুদ্র তস্য উত্তুঙ্গৈরিব সুধাঙ্গৈঃ কিমপি অনির্ব্বচনীয়ঃ আন্দোলিতা তনুর্য্যস্যাঃ সা) স্ফুট কনক-পঙ্কেরুহমুখী (বিকসিত স্বর্ণকমলমুখী) চ প্রেয়োঙ্কে স্ফুরন্তী (প্রিয়তমস্য

অনুবাদ।—হে রাধে! মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়া যে সুরত-রসের সুধা-সমুদ্র উদ্ভুত হইয়াছে, তাহার উত্তুঙ্গ সুধাঙ্গ দ্বারা তোমার তনু অনির্ব্বচ-নীয়রূপে আন্দোলিত হইতেছে, তুমি প্রিয়তমের অঙ্কে স্ফূর্ত্তি পাইতেছ এবং

করিতেছ, এজন্য তোমার মস্তকে কবরীভার বিকসিত নবমল্লিকার মালায় সুশোভিত হইয়াছে। স্থূল নিতম্বদেশে মেখলা মনোহর ধ্বনিত হইতেছে এবং চরণযুগলে সুন্দর নূপুরযুগলও শব্দায়মান হইতেছে। তুমি দ্রুতভরে সঙ্কেতকুঞ্জের অভিমুখে গমন করিতেছ বলিয়াই তোমার মেখলা ও নূপুর মনোমদরূপে শব্দিত হইতেছে। বাহুযুগল ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে তোমার কূর্পরোর্দ্ধদেশে কেয়ূর, প্রকোষ্ঠে অঙ্গদ এবং মণিবন্ধে কঙ্কণাবলীর দীপ্তিছটা বিলসিত হইতেছে। দ্রুতগমন জন্য পবন-স্পর্শে তোমার বক্ষঃবাস উড়িয়া পড়িতেছে এবং কনক-কমলের কলিকার ন্যায় তোমার স্তনযুগল পরিদৃষ্ট হইতেছে।"

অভিসারিকা শ্রীরাধার এইরূপ অভিসারোচিত মাধুরী দর্শন করিয়া সাধকপ্রবর গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে রাধে! তুমি কবে আমার নয়নগোচর হইবে" অর্থাৎ কবে আমাকে সেবাপরা দাসী অঙ্গীকার করিয়া সেই অভিসারকালে আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুমতি করিবে। আমি তোমার সেই অলোকসামান্যা মাধুরী দর্শন করিতে তোমার অনুসঙ্গিনী হইয়া দর্শন-পিপাসার শান্তি করিব—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৫২ ॥

ক্ষরন্তীব প্রত্যক্ষরমনুপম প্রেমজলধিং
সুধাধারাবৃষ্টিরিব বিদধতী শ্রোত্রপুটয়োঃ।

ক্রোড়ে বিরাজন্তী যা সা) ত্বং সখীনাং নঃ অস্মাকম্) নয়নসুখং কদা আধাস্যসি (দর্শনং কদা দাস্যসীতিভাবঃ) ॥ ১৫৩।

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! ময়া সহ তব প্রত্যক্ষরমনুপম প্রেমজলধিং ক্ষরন্তীব (অক্ষরমক্ষরং প্রতি অনুপম প্রেমজলধিং ক্ষরন্তী নির্ঝরবৎ) শ্রোত্রপুটয়োঃ সুধাধারা বৃষ্টিরিব বিদধতী (শ্রবণপুটয়োঃ অমৃতধারা বৃষ্টিরিব সম্পাদয়ন্তী)

তুমি প্রফুল্ল কনক-কমলমুখী, তুমি কবে সখীগণের (আমাদের) নয়ন সুখ-বিধান করিবে? ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ।—হে রাধে! আমার সহিত তোমার, প্রতি অক্ষরে অনুপম

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে রসিক-শেখর শ্যামসুন্দরের সহিত সম্মিলিত হইলেন। নাগররাজ, নাগরিণীমণিকে প্রীতিভরে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। সে সময়ে উদ্ভূত সুরত-রসরূপ সুধা-সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে শ্রীরাধার তনু আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে সুরতরস গৌরব সীমাকে অতিক্রম করিয়া উদ্দাম তরঙ্গসঙ্কুল সুধাসমুদ্রের ন্যায় অনুমিত হইল। সুরতরস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস। এই শ্লোকে শ্রীরাধার কন্দর্পরস-বিহার সূচিত হইয়াছে। প্রিয়তম নাগরেন্দ্রের ক্রোড়ে উপবেশন জন্যই শ্রীরাধার কনক-কমল-মুখের প্রফুল্লতা। ফলতঃ, শ্রীরাধাশ্যামের সুখসম্মিলনে যে রতিরসের তরঙ্গ উদয় হইল, তাহাতে দু'জনের অঙ্গই রঙ্গ-তরঙ্গিত হইয়া পড়িল।—

"দুহু রসে ভাসি, দোহু অবলম্বই,
রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ দোহু।"—গোবিন্দদাস।

কুঞ্জরন্ধ্রপথে লীলা-দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—"হে রাধে! কবে তুমি আমাদিগের নয়ন-সুখবিধান করিবে?" অর্থাৎ আমাকে সেই লীলাদর্শনকারিণী দাসী অঙ্গীকার করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে। "সখীনাং নঃ" এই বাক্যে—"আমরা যে তোমার সখী, আমাদের" অথবা সখীগণের ও আমাদের অর্থাৎ আমরা যে

রসার্দ্রা সম্মৃদ্বী পরমসুখদা শীতলতরা
ভবিত্রী কিং রাধে তব সহ ময়া কাপি সুকথা ॥ ১৫৪ ॥

রসার্দ্রা (রসেন শ্রীকৃষ্ণেন আদ্র্া, নান্যঃ প্রসঙ্গো যস্যামিতিভাবঃ, রসপ্রচুরা বা) সম্মৃদ্বী (সুকোমলা) পরমসুখদা চ শীতলতরা (যাং শ্রুত্বা কদাপি ন তৃপ্তো ভবতীত্যর্থঃ) কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) সুকথা কিং ভবিত্রী ? ॥ ১৫৩ ॥

প্রেমজলধি নিঝ`রিণী, শ্রবণপুটে সুধাধারা-বর্ষণকারিণী রসার্দ্র, সম্মৃদ্বী পরম সুখদা, শীতলতরা ও অনির্ব্বচনীয়া সুকথা কি হইবে ? ॥ ১৫৪ ॥

তোমার মঞ্জরীরূপা দাসী—আমাদের নয়ন সুখ বিধান কবে করিবে ?"— ইহাই তাৎপর্য্য। ১৫৩।

তাৎপর্য্যার্থ।

ভজন-রসিক গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীরাধার কিঞ্চিৎ কৃপাবিষ্ট মনে করিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে শ্রীরাধে! আমার সহিত কি তোমার সুকথা হইবে ?—আমি তোমার সেবাপ্রাণা সহচরী হইব, তুমি কান্তের আগমন বিলম্বে উৎকণ্ঠিতা হইয়া যেন বলিবে—

"কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদবয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ।
উঠিয়া বসিয়া কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি॥
আজু যদি না মিলিব দারুণ কান।
নিশ্চয় জানিও সখি! যাইবে পরাণ॥"

হে রাধে! তোমার এইরূপ প্রেমময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তখন যেন তোমাকে এই বলিয়া প্রবোধ প্রদান করিব—

"এ সখি রমণী-শিরোমণি রাই।
নিরমল-প্রেম-জলধি অবগাই॥
তিল এক ধৈরয ধরহ পিয়ারি।
সো অব মিলব—রসিক বনমালী॥"

এইরূপ সুকথা কি আমার সহিত হইবে? ইহাকে সুকথা বলা হইল কেন? যেহেতু, তোমার উক্তির অক্ষরে অক্ষরে অনুপম প্রেম-জলধি ক্ষরিত

অনুল্লিখ্যানন্তানপি সদপরাধান্মধুপতি
র্মহাপ্রেমাবিষ্ট স্তবপরমদেয় বিমৃশতি।
তবৈকং শ্রীরাধে গৃণত ইহ নামামৃতরসং
মহিম্নঃ কঃ সীমাং স্পৃশতি তব দাস্যৈকমনসাম্ ॥ ১৫৫ ॥

---

অন্বয়ঃ—হে শ্রীরাধে! যঃ মধুপতির্মহাপ্রেমাবিষ্টঃ সন্ (শ্রীকৃষ্ণস্তু প্রেমাবিষ্টঃ সন্) তব ইহ একং নামামৃতরসং গৃণতঃ (রাধেতি একং নামামৃতং রসং গৃণাতি) স অনন্তানপি সদপরাধান্ অনুল্লিখ্য (ন গণয়িত্বা) তব পরম দেয়ং (দাস্যমিত্যর্থঃ) বিমৃশতি (চিন্তয়তি) 'তস্মাৎ' তব দাস্যৈকমনসাম্ মহিম্নঃ সীমং কঃ স্পৃশতি ?॥ ১৫৫ ॥

---

অনুবাদ।—হে রাধে! অতিশয় কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি তোমার এই রাধানাম-সুধারস একবার আস্বাদন করে, সে অনন্ত সদপরাধকেও গণ্য না করিয়া কেবল তোমার পরমদেয় (দাস্যকেই) চিন্তা করে। অতএব তোমার দাস্যৈকচিত্ত ব্যক্তিগণের মহিমার সীমা কে স্পর্শ করিতে পারে ? ॥১৫৫॥

---

হইতেছে—যেন এক একটী অক্ষর প্রেম-জলধির নির্ঝর। এস্থলে প্রেমময়ীর প্রেমময় বাক্যের অনন্তত্ব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং, তাহা শ্রবণপুটে সুধাধারা বর্ষণকারিণী। প্রেমময় বাক্য অতীব শ্রুতি-মধুর, এজন্যই উহাকে সুধাধারাবৃষ্টি বলা হইয়াছে। কারণ, সুধাপেক্ষা মিষ্টতম আর কিছু নাই। বাক্যের বহুত্ব হেতুই সুধাধারার বৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব তাহা রসার্দ্র অর্থাৎ রসময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাহা আর্দ্রীকৃতা অর্থাৎ সে সুকথা কৃষ্ণবিষয়িণী ভিন্ন অন্য কিছু নয়, ইহাই তাৎপর্য্য। আবার সে সুকথা সমৃদ্বী অর্থাৎ অতি মৃদুভাবাপন্ন—সুকোমলা। সুতরাং পরম সুখদা অর্থাৎ সে কথা শুনিতে শুনিতে বিরক্তি বা অতৃপ্তির উদয় হয় না;—বরং উত্তরোত্তর তৃপ্তি-সুখেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা সেই সুকথা ইহামুত্র-সুখের অতীত যে পরম সুখ, তাহা প্রদান করে। অতএব তাহা পরম শীতলা অর্থাৎ পরমা শান্তিপ্রদায়িনী। সংসার-সন্তাপে দগ্ধ হৃদয় হইয়া যে ব্যক্তি তাহা একবার শ্রবণ করিবার যোগ্য হয়, তাঁহার সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়; ইহাই তাৎপর্য্য। ১৫৪ ।

লুলিতনবলবঙ্গোদারকর্পূরপূরং
প্রিয়তমমুখচন্দ্রোদ্গীর্ণ তাম্বূলখণ্ডম্।

অন্বয়ঃ।—ঘনপুলক-কপোলা কিমপি দাসীবৎসলা রাধা লুলিতনব-লবঙ্গোদারকর্পূরপূরং ( লুলিতং রম্যং মর্দ্দিতং বা নবলবঙ্গং চ উদারং

অনুবাদ।—ঘনপুলক-কপোলা অনির্ব্বচনীয় দাসী-বৎসলা শ্রীরাধা লুলিত-নবলবঙ্গ ও প্রচুর কর্পূর-সমন্বিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র-নির্গলিত

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার পূর্ব্বোক্ত সুকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ বহুসাধনা সাপেক্ষ। সুতরাং তাহা সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। এইজন্য ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীরাধার নাম-মহিমা প্রকাশ করিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই নিখিল পুরুষার্থের সীমা! সেই কৃষ্ণ-প্রেমে অতিশয় আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ যে কৃষ্ণপ্রেমের অণু-কণা স্পর্শে লোক বাহ্যবিরহিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসে, নাচে, কাঁদে, গায়—হে শ্রীরাধে! সেই মহাপ্রেমে আবিষ্ট হইয়াও যে ব্যক্তি তোমার এই রাধানামসুধারস একবার মাত্র আস্বাদন করে, সে ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমের সেই অপূর্ব্ব স্বভাব বিস্মৃত হইয়া কেবল তোমার পরপদের চিন্তা করে। ইহা সাধুজন-বিগর্হিত হইলেও অথবা ইহাতে অনন্ত অপরাধের সম্ভাবনা থাকিলেও সে তাহা কদাচ গণ্য করে না—সে কেবল তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেয় বস্তুরই ভাবনা করে। শ্রীরাধার দাস্য ভিন্ন পরম দেয়বস্তু আর কিছু নাই। অতএব হে শ্রীরাধে! তোমার দাস্যেই যাঁহাদের একান্তচিত্ত, তাঁহাদের মহিমার সীমা কে স্পর্শ করিতে পারে? অর্থাৎ তাঁহাদের মহিমার কথা কেহই বলিতে সমর্থ হয় না; ইহাই তাৎপর্য্য।

আবার এই শ্লোকের যদি এইরূপ অন্বয় করা যায় যে,—"হে শ্রীরাধে! যঃ ইহ একং তব নামামৃতরসং গৃণাতি তস্মৈ মধুপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তব মহাপ্রেমাবিষ্টঃসন্ অনন্তানপি সদপরাধান্ অনুল্লিখ্য পরমদেয়ং বিমৃশতি বিচারয়তি।" অর্থাৎ "হে শ্রীরাধে! যে ব্যক্তি তোমার নামামৃতরস একবার গ্রহণ করে, মহাপ্রেমাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনন্ত অপরাধকেও গণনা না করিয়া তাহাকে কি যে পরমদেয় দান করিতে হইবে, তাহা বিচার করিতে থাকেন।"

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষাও শ্রীরাধার নামের মহিমা যে অপূর্ব্ব, তাহা এই শ্লোকে ধ্বনিত হইয়াছে॥ ১৩॥

ঘনপুলক-কপোলা স্বাদয়ন্তীমদাস্যেহ-
র্পয়তু কিমপি দাসীবৎসলা কর্হিরাধা॥ ১৫৬ ॥

প্রচুরং কর্পূরং তস্য পূরো, যস্মিন্ তৎ) প্রিয়তমমুখ-চন্দ্রোদ্গীর্ণতাম্বূলখণ্ডম্ (প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রনির্গলিতং তাম্বূলখণ্ডং চর্ব্বিততাম্বূলমিত্যর্থঃ) স্বাদয়ন্তী সতী মদাস্যে (মন্মুখে) কর্হি অর্পয়তু ?। ১৫৬।

তাম্বূলখণ্ড আস্বাদন করিতে করিতে কবে আমার বদনে তাহা অর্পণ করিবেন ?॥ ১৫৬।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে শ্রীরাধার দাসী-বৎসলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"কেলি-কুঞ্জে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ, লুলিত-নবলবঙ্গ ও প্রচুর কর্পূর-পূরিত তাম্বূলখণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে চুম্বনছলে বিলাসিনীমণি শ্রীরাধার বদন-কমলে অর্পণ করিলেন। শ্রীরাধা সেই প্রিয়তম-মুখচন্দ্রোদ্গীর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণের বদনচন্দ্রের সুধাসিক্ত চর্ব্বিত তাম্বূলখণ্ড আস্বাদন করিতে করিতে ঘনপুলক-কপোলা হইলেন অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার কপোলদেশ নিবিড়পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। লুলিত নবলবঙ্গ এবং প্রচুর কর্পূরই এইরূপ নিবিড়পুলকের কারণ। (লুলিত—সুরম্য; অথবা লুল্ ধাতু বিমর্দ্দনে। লুলিত—বিমর্দ্দিত।) লবঙ্গ ও কর্পূর উভয়ের গুণই শীতলত্ব। তাম্বূলে এই উভয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকা-প্রযুক্ত শৈত্যাধিক্যে কপোলের পুলকোদ্গম,—ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীরাধা সেই তাম্বূলখণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে সেবাপ্রাণা দাসীকে নিকটে দাণ্ডায়মানা দেখিয়া সেই চর্ব্বিত তাম্বূল তাঁহার বদনে অর্পণ করিলেন। শ্রীরাধা স্বভাবতঃ অত্যন্ত দাসী-বৎসলা অর্থাৎ দাসীগণের প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্তা। এই জন্যই দাসীর বদনে সেই উচ্ছিষ্ট তাম্বূল অর্পণ করিলেন। ভজন-রসিক গ্রন্থকার সেই সেবা-কুশলা সহচরীর ভাবাবিষ্ট হইয়া সেই কৃপা সৌভাগ্যলাভের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন—"হায়! সেই দাসীবৎসলা শ্রীরাধা কবে আমার বদনে স্বীয় উচ্ছিষ্ট তাম্বূল অর্পণ করিবেন? অর্থাৎ আমাকে দাসী অঙ্গীকার করিয়া স্নেহবশতঃ আমার

সৌন্দর্য্যামৃতরাশিরদ্ভুত মহালাবণ্য লীলাকলা
কালিন্দীবরবীচিডম্বর পরিস্ফূর্জ্জৎকটাক্ষচ্ছবিঃ।
সা কাপি স্মরকেলি কোমলকলা বৈচিত্র্যকোটিস্ফুরৎ
প্রেমানন্দঘনাকৃতি দিশতু মে দাস্যং কিশোরীমণিঃ ॥ ১৫৭ ॥

অন্বয়ঃ।—যা সৌন্দর্য্যামৃতরাশিঃ ( সৌন্দর্য্যমেবামৃতং তস্য রাশিঃ ) অদ্ভুত মহালাবণ্য লীলাকলা ( অদ্ভুতঃ যঃ মহালাবণ্য তস্য যা লীলা সা কলারূপা ষোড়শাংশরূপা যস্যাঃ সা ) কালিন্দীবরবীচি-ডম্বরপরিস্ফূর্জ্জৎ কটাক্ষচ্ছবিঃ ( যমুনায়াঃ বরবীচিনাং ডম্বরমাটোপস্তস্মাদপি অতি চমৎকৃত কটাক্ষচ্ছবি র্যস্যাঃ সা ) স্মরকেলিকোমলকলাবৈচিত্র্য কোটিস্ফুরৎ-প্রেমানন্দ-ঘনাকৃতিঃ ( কন্দর্পক্রীড়াসু যা কোমলকলা তৎ বৈচিত্র্য-কোটিভিঃ স্ফুরন্ প্রেমানন্দঘনাকৃতিঃ হ্লাদিনীশক্ত্যাঃ সারভূতা মূর্ত্তির্যস্যাঃ ) সা কাপি কিশোরীমণিঃ মে দাস্যং দিশতু ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি সৌন্দর্য্যামৃতের রাশিস্বরূপা, অদ্ভুত মহালাবণ্য লীলা-কলা, যমুনার তরঙ্গাটোপ অপেক্ষাও যাঁহারা চমৎকার কটাক্ষচ্ছবি এবং যিনি কন্দর্পকেলির কোটি কোমলকলা-বৈচিত্র্য-বিস্ফুরিত-প্রেমানন্দ ঘনাকৃতি সেই অনির্ব্বচনীয় কিশোরীমণি আমাকে দাস্য প্রদান করুন। ১৫৭ ॥

বদনে সেই তাম্বুলখণ্ড অর্পণ করিলেন।" পূর্ব্বশ্লোকে গ্রন্থকার যে "পরমদেয়" বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন' এই শ্লোকে সেই দেয়বস্তু কি, তাহা বিবৃত করিলেন ॥ ১৫৬ ॥

### তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধা অত্যন্ত দাসীবৎসলা বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা দাসীভাবে প্রার্থনা করিতে-ছেন—"আহা! সেই অনির্ব্বচনীয়া কিশোরীমণি আমাকে দাস্য প্রদান করুন অর্থাৎ আমাকে দাসী অঙ্গীকার করিয়া এই নিভৃত নিকুঞ্জলীলায় তাঁহার কোন পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োজিত করুন, ইহাই অভিপ্রায়। সেই কিশোরীমণি শ্রীরাধা অপূর্ব্ব শোভাময়ীরূপে অবস্থান করিতেছেন?—তিনি আজ সৌন্দর্য্যামৃতের রাশিস্বরূপা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের সুধা-সমুদ্র। সুধার ন্যায় মিষ্টতম পদার্থ যেমন আর নাই যে একবার আস্বাদন করে, সে যেমন জীবনে ভুলিতে পারে না, শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যরাশি যে একবার দর্শন করে, সেও

দুকূলমতিকোমলং কলয়দেব কৌসুম্ভকং
নিবদ্ধ মধুমল্লিকা ললিত মালা-ধম্মিল্লকম্।

অন্বয়ঃ।—যং আতিকোমলং কৌসুম্ভকমেবদুকূলং কলয়ং (অতিমৃদু কৌসুম্ভারুণ মেব দুকূলং ক্ষৌমবস্ত্রং কলয়ং স্বীকুর্ব্বং) নিবদ্ধ-মধুমল্লিকা-ললিত মল্য ধম্মিল্লকং (মধুমল্লিকানাং যং সুন্দরং মাল্যং তেন নিবদ্ধ ধম্মিল্লকং

অনুবাদ।—যিনি অতিকোমল কৌসুম্ভারুণ দুকূল পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার ধম্মিল্ল মধুমল্লিকার ললিত মাল্যে নিবদ্ধ, যাঁহার বিপুল কটিতটে

সেইরূপ তাহা কদাপি ভুলিতে পারে না—জীবনে মরণে তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়া যায়। আবার সুধাপান করিলে যেমন মৃতও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; সেইরূপ যে ব্যক্তি সে সৌন্দর্য্য নয়নদ্বারে একবার আস্বাদন করে, তাহার প্রাণমন, এক অভিনব প্রেমের ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠে। বাস্তবিকই সে যেন কি এক নবজীবন লাভ করে। আবার যে অদ্ভুত মহালাবণ্য-লীলা তাহা তাঁহার কলাস্বরূপা অর্থাৎ ষোড়শাংশের একাংশ; সুতরাং শ্রীরাধা মহালাবণ্যলীলার পূর্ণ-কলানিধি স্বরূপা। ফলতঃ, শ্রীরাধা যেমন সৌন্দর্য্যময়ী, সেইরূপ চমৎকার মহালাবণ্যময়ী। আবার তাঁহার চঞ্চল কটাক্ষচ্ছবি যমুনার তরঙ্গরঙ্গ অপেক্ষাও চমৎকার। কটাক্ষের লক্ষণ—

"যদ্‌গতাগতি বিশ্রান্তি বৈচিত্র্যেণ বিবর্ত্তনং।
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞা স্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে॥"

নেত্র-তারকার যে গতাগতি বিশ্রান্তি অর্থাৎ লক্ষ্য পর্য্যন্ত গমন, তথা হইতে পুনরাগমন এবং গতাগতি মধ্যে লক্ষ্য সহ যে অল্পকাল স্থিতি ইত্যাদির চমৎকারিত্বরূপে যে অভ্যাস, রসজ্ঞেরা তাহাকে কটাক্ষ বলে।

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বারংবার প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেছেন, তাহার চমৎকারিত্বে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও অতিশয় চঞ্চল হইতেছে। আবার সেই কিশোরীমণি প্রেমানন্দ-ঘনাকৃতি অর্থাৎ নিবিড় প্রেমানন্দের মূর্ত্তি, সুতরাং হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপা। সে প্রেমানন্দ কিরূপ? কন্দর্পকেলির কোটিকোমল কলা-বৈচিত্র্য বিস্ফুরিত। অতএব এই প্রেমানন্দ যে বিলাস ভাবব্যঞ্জিত, তাহা পরিব্যক্ত হইল। এতাদৃশী অনির্ব্বচনীয়া কিশোরীমণি শ্রীরাধা আমাকে দাস্য দান করুন—ইহাই সানুনয় প্রার্থনা॥১৫৭॥

বৃহৎ কটিতট স্ফুরন্মুখর মেখলালঙ্কৃতং
কদা নু কলয়ামি তৎ কনকচম্পকাভং মহঃ ॥ ১৫৮ ॥

(অন্বয়—তৎ) বৃহৎ কটিতটস্ফুরন্মুখর মেখলালঙ্কৃতং বিশাল নিতম্বাবধি দেদীপ্যমানা মুখরা (শব্দায়মানা যা মেখলা তয়ালঙ্কৃতং যৎ) তৎ কনকচম্পকাভং মহঃ কদা নু কলয়ামি ? ॥ ১৫৮ ॥

মুখর মেখলা সুশোভিত, সেই কনকচম্পকাভ মহঃ অর্থাৎ জ্যোতিরূপকে আমি কবে প্রাপ্ত হইব ॥ ১৫৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধাকে সৌন্দর্য্যময়ীরূপে বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে প্রার্থনা করিতেছেন—"সেই কনক-চম্পকাভ মহ অর্থাৎ জ্যোতি আমি কবে প্রাপ্ত হইব ?" শ্রীরাধার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল ;—যথা "তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধা বৃন্দাবনেশ্বরীং।" অথচ চম্পককুসুমের ন্যায় স্নিগ্ধ। এ জন্যই শ্রীরাধাকে কনকচম্পকজ্যোতি বলা হইয়াছে। আহা! সেই জ্যোতি আমি কবে দর্শন করিবার যোগ্য হইব ? অথবা জানিতে সমর্থ হইব ;—ইহাই তাৎপর্য্য। তিনি অতি-কোমল কুসুমফুলের ন্যায় অরুণ দুকূল অর্থাৎ ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। মস্তকে ধম্মিল্ল অর্থাৎ চুলের খোঁপা বাসন্তীমল্লিকাপুষ্পের সুন্দর মাল্যে নিবদ্ধ এবং স্থূল কটিতটে অর্থাৎ নিতম্বদেশে শব্দায়মান মেখলা সুশোভিত রহিয়াছে। সূক্ষ্ম ক্ষৌম-বসন পরিধানের কারণই ধম্মিল্লে মল্লিকার মালা এবং নিতম্বে মেখলা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আর "শব্দায়মান মেখলা" বলায় শ্রীরাধার রাস-বিলাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীরাধার রাস-লাস্য বর্ণনা করায় এস্থলে মেখলার মুখরতা যে রাস-নৃত্য সম্ভূত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে সেই রাস লীলার বিষয় সামান্যভাবে বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আর পূর্ব্বোক্ত মল্লিকার মালা, ক্ষৌমবস্ত্র ও মেখলাদি যে সেই রাসোচিত ভূষা, তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। তাই, গ্রন্থকার সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি কবে সেই রাস-বিলাসিনী গোপিকাগণের মধ্যে একজন গণ্য হইয়া সেই রূপময়ীকে রাসেশ্বরীরূপে গ্রহণ করিব" ? ॥ ১৫৮ ॥

কদা রাসে প্রেমোন্মদ রসবিলাসেঽদ্ভুতময়ে
দিশোর্মধ্যে ভ্রাজন্ মধুপতিসখীবৃন্দবলয়ে।
মুদান্তঃ কান্তেন স্বরচিত মহালাস্য-কলয়া
নিষেবে নৃত্যন্তীং ব্যজন-নবতাম্বূলশকলৈঃ ॥ ১৫৯ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রেমোন্মদরসবিলাসে (প্রেম্না উন্মদঃ যঃ রসঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য বিলসনং যস্মিন্) অদ্ভুতময়ে (অদ্ভুত স্বরূপে) দিশোর্মধ্যে ভ্রাজন্ মধুপতি সখীবৃন্দ বলয়ে (যদ্দিশোর্মধ্যে দেদীপ্যমানো মধুপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎ সখীবৃন্দ বলয়ে সখীনাং বর্ত্তুলাকারো যস্মিন্ তস্মিন্) রাসে স্বরচিত মহালাস্য কলয়া (স্বয়মেব রচিতা যা মহান্ লাস্য কলা তয়া) মুদান্তঃ কান্তেন সহ (অন্তে মুদা হর্ষঃ যস্য স এব কান্তঃ প্রিয়তম স্তেন সহ শ্রীকৃষ্ণেন সহেত্যর্থঃ) নৃত্যন্তীং (নৃত্যং কুর্ব্বতীম্, তাং শ্রীরাধাং ব্যজন নব তাম্বূলশকলৈঃ (ব্যজনেন নবতাম্বূলখণ্ডেশ্চ অহং কদা নিষেবে? ॥১৫৯॥

অনুবাদ। প্রেমোন্মদ রসবিলাস, অদ্ভুতময় এবং চারিদিকে শোভিত মধুপতি-সখীবৃন্দ-বলয়যুক্ত রাসমণ্ডলে যিনি প্রফুল্ল কান্তের সহিত স্বরচিত মহালাস্য-কলা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছেন; সেই শ্রীরাধাকে আমি ব্যজন ও নবতাম্বূলখণ্ড দ্বারা কবে সেবা করিব? ॥ ১৫৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

আহা! অদ্ভুত রাসবিলাসে অসংখ্য গোপাঙ্গনা সম্মিলিত হইয়াছেন—সেই সখীগণ মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া নানাছন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই মণ্ডলাকারের মাঝে মাঝে অর্থাৎ উভয় সখীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। আবার সে রাস-রঙ্গিয়া রাস-রঙ্গিণীমণি শ্রীরাধার সহিতও নৃত্য করিতেছেন; সুতরাং এই রাসবিলাস এক অদ্ভুতময় ব্যাপার! চতুর্দ্দশ ভুবনের আর কোথাও, এ লীলার অভিনয় হয় না; কেবল শ্রীবৃন্দাবনেই ইহার নিত্য অভিব্যক্তি। এই রাসে কেবল প্রেমোন্মদ রসেরই বিলাস হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রেমময়ী গোপবালাগণের সম্মিলন জন্য প্রবর্দ্ধিত প্রেমানন্দে উন্মাদিত শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিলাস পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

"হরিরবঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্বয়ং মধ্যত
স্তদংশ বিলসদ্ভুজো ভ্রমতি চিত্র মেকোঽপ্যসৌ।

প্রসৃমর পটবাসে প্রেমসীমাবিকাশে
মধুর মধুর হাসে দিব্যভূষাবিলাসে।
পুলকিতদয়িতাংসেসম্বলবাহুপাশে।
তদতিললিত রাসে কর্হি রাধামুপাসে ॥১৬০॥

অন্বয়ঃ।—প্রসৃমর পটবাসে (বিস্তারং প্রাপ্তঃ পটবাস যস্মিন্) প্রেম-সীমা বিকাশে (প্রেম্নঃ অবধি বিকাশো যস্মিন্) মধুর মধুর হাসে (মধুরাদপি মধুরং হাসো যস্মিন্) দিব্যভূষাবিলাসে (দিব্যানি চমৎকারাণি

বধূশ্চ তড়িদুজ্জ্বলা প্রতিহরিদ্বয়ং মধ্যতঃ
সখীধৃতকরাম্বুজা নটতি পশ্য রাসোৎসবে।"—উজ্জ্বলে।

কোন বিমানচারিণী দেবী অন্য এক দেবীকে বলিতেছেন,—"দেবি! দেখ দেখ! নবঘনাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও প্রতি বধূর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের স্কন্ধে করার্পণ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। আর তড়িদুজ্জ্বলা বধূও দুই কৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক সখী কর্ত্তৃক ধৃত-করাম্বুজা হইয়া রাসোৎসবে নৃত্য করিতেছেন।"

এই রাস-মণ্ডলের মধ্যে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা প্রফুল্ল হৃদয় প্রিয়তমের সহিত স্বরচিত মহালাস্যকলার রস তরঙ্গে মাতোয়ারা। শ্রীরাধা স্বয়ং এই লাস্য-কলা অর্থাৎ নাট্যকলার সৃষ্টি করিয়াছেন—কেহ শেখায় নাই, বা দেখিয়াও শিখেন নাই। যেহেতু, তিনি স্বয়ংই নিখিল কলা সম্বন্ধে সুপণ্ডিতা। নটিনীমণির সেই অপূর্ব্ব লাস্য-মাধুরী দর্শন করিয়াই যেন পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন,—

"দেখ রে সখি! শ্যামচন্দ ইন্দুবদনী রাধিকা;
বিবিধ যন্ত্র যুবতীবৃন্দ, গাওত রাগমালিকা।
তরল তার, গতি দুলার, নাচে নটিনী নটনশূর,
প্রাণনাথ ধরত হাত, রাই তাহে অধিক পূর।"

আহা! রাস-রঙ্গিণী-মণি এইরূপ মনোমোহন গতিভঙ্গীতে রসরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যখন পরিশ্রান্তা যাইয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিবেন, আমি সেবাপ্রাণা দাসীরূপে সেই সময় তাঁহার বদন-কমলে তাম্বুলার্পণ করিয়া ব্যজন করিতে থাকিব। আমার এমন সৌভাগ্য হইবে কি? ॥১৫৯॥

ভূষণানি তেষাং বিলাসো যস্মিন্ ) পুলকিত দয়িতাংসেসম্বলবাহুপাশে ( পুলকিত-দয়িতস্য দয়িতায়াঃ বা অংসে স্কন্ধে সম্বলং বাহুপাশো বাহুভ্যামন্যোন্য কণ্ঠগ্রহণং যস্মিন্ ) তদতিললিত রাসে অহং কর্হি রাধাং উপাসে ( উপাসনাং করিষ্য-মীত্যর্থঃ ) ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ।—যাহাতে বিস্তার প্রাপ্ত পটবাস, প্রেমসীমার বিকাশ, মধুর মধুর হাস, দিব্যভূষার বিলাস এবং পুলকিত দয়িতাংসে সুবিন্যস্ত বাহুপাশ সেই অতিললিতরাসে আমি কবে শ্রীরাধাকে উপাসনা করিব ? ॥১৬০॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বশ্লোকে গ্রন্থকার রাসলীলার বিষয় সামান্য ভাবে বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন। সেই রাসরঙ্গিণী ব্রজরামাগণ মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব রাসনৃত্যের কলা কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের পটবাস অর্থাৎ পরিহিত শোভনা শাটী বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে। ( পট-বাস শব্দে শাটী বুঝায়। যথা "পটবাসঃ পটময়ং শাটী শাটক ইত্যাদি।" ইতি শব্দরত্নাবলী। ) অথবা পটবাস শব্দে বস্ত্রগৃহ তাম্বু বুঝায়। সুতরাং বিস্তৃত তাম্বুর অভ্যন্তরে তাঁহারা রাসলীলা করিতেছেন, ইহাও একরূপ অর্থ হইতে পারে। কিন্তু রাসের সময়ে উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিবার রীতি পরিদৃষ্ট হওয়ায়, এ স্থলে পটবাস শব্দে বিচিত্র শাটীই গণ্য হইতে পারে। রাসেই প্রেমের অবধি পর্য্যবসিত। কেন না, রাসে এই যে নর্ত্তন-গীতের রসতরঙ্গ, ইহা উদ্বেলিত প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ-রঙ্গ ভিন্ন আর কিছু নয়। তাঁহারা কুল, শীল, মান, লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পতি, পুত্র, স্বজনাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যখন এই রাসরঙ্গে প্রমত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যখন সকল অপেক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া, সকল বাধা পায়ে ঠেলিয়া কান্তের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, তখন এ প্রেমের তুলনা আছে কি ?—না ইহার সীমা-পরিসীমা আছে ? এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেম, এই এক মধুর রাসলীলাতেই অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেরই বদনে মধুর মধুর হাসির লহরী, সকলেই হর্ষ-প্রফুল্ল, সকলেরই প্রাণ উল্লাস-তরঙ্গে পুলকিত। তাহার উপর দিব্য ভূষার বিলাস। অর্থাৎ সকলেই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহা-দের শ্রীঅঙ্গ-সঞ্চালনে অঙ্গ-সংলগ্ন ভূষণনিচয় রণিত, দোলিত স্খলিত হইয়া

যদি কনক-সরোজং কোটিচন্দ্রাংশুপূর্ণং
নবনব মকরন্দস্যন্দি সৌন্দর্য্যধাম।
ভবতি লসিত চঞ্চৎ খঞ্জনদ্বন্দ্বমাস্যং
তদপি মধুরহাস্যং দত্তদাস্যং ন তস্যাঃ ॥ ১৬১ ॥

অন্বয়ঃ। তস্যাঃ ( শ্রীরাধায়াঃ আস্যং বদনং ) যদি কনক-সরোজং ( স্বর্ণ-কমলবৎ প্রফুল্লং ) কোটিচন্দ্রাংশুপূর্ণং নব নব মকরন্দস্যন্দি ( নিত্যাভিনব মকরন্দং স্রবতি যস্মাৎ তৎ ) সৌন্দর্য্যধাম ( নিখিল সৌন্দর্য্যস্থালয় স্বরূপং ) লসিত চঞ্চৎ খঞ্জনদ্বন্দ্বং ( শোভিতং চঞ্চলীভূতং খঞ্জন-দ্বন্দ্বং নেত্ররূপং যস্মিন্ তৎ ) মধুরহাস্যং ( মধুরংহাস্যং যস্মিন্ তৎ ) ভবতি, তদপি ( অপীতি সম্ভাবনায়াম্ ) দত্তদাস্যং ( দত্তং দাস্যং যেন তৎ ) ন স্যাৎ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ।—তাঁহার ( শ্রীরাধার ) বদন যদি কনক কমলবৎ প্রফুল্ল, কোটি-চন্দ্রাংশুপূর্ণ, নবনব মকরন্দস্যন্দী, সৌন্দর্য্য-নিলয়, চঞ্চল নয়ন খঞ্জনদ্বন্দ্ব শোভিত ও মধুর হাস্যযুক্ত হয়, তবে তাহা দত্তদাস্য হইবে না কি ? ॥ ১৬১ ॥

এক অপূর্ব্ব শোভায় বিলসিত হইতেছে। ব্রজবধূদিগের কর-কিশলয় স্পর্শে দয়িত শ্যামসুন্দর প্রেমে পুলকিত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা সেই দয়িত অর্থাৎ প্রিয়তমের স্কন্ধে বাহুপাশ বিলম্বিত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অভিন্নাকার বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রতিবধূর মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক তাঁহাদের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এজন্য প্রতিবধূই তাঁহার স্কন্ধে বাহুবিন্যস্ত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রাসনৃত্যের ভূষণ স্বরূপা শ্রীরাধাও পুলকিত দয়িতের অংসে বাহুবিন্যস্ত করিয়া নানাচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন। ভাবসিদ্ধ সুরসিক গ্রন্থকার সেই অতিললিত রাস-লীলা-মাধুরী দর্শন করিয়াই যেন সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন, "আমি কবে সেই রাস-কুতুকিনী নৃত্যপরা শ্রীরাধাকে উপাসনা করিব ?" শ্রীরাধার কৃপা হইলেই সিদ্ধ দেহে ব্রজাঙ্গনারূপে এই অতিললিত রাসলীলায় অধিকার লাভ হইয়া থাকে। নতুবা অন্য কোন উপাসনাতেই এই দুর্লভ অধিকার লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহাই তাৎপর্য্য। ১৬০।

সুধাকরসুধাকরং প্রতিপদ স্ফুরন্মাধুরী
ধুরীণনবচন্দ্রিকাজলধিতুন্দিলং রাধিকে।
অতৃপ্ত হরিলোচনদ্বয়-চকোরপেয়ং কদা
রসাম্বুধিসমুন্নতং বদনচন্দ্রমীক্ষে তব॥ ১৬২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিত গ্রন্থকার সেই রাসলীলা-স্থলীর সমীপস্থ হইয়া রাস-নর্ত্তনপরা রাসেশ্বরী শ্রীরাধার অনুপমা বদন সুষমা সন্দর্শন করিয়াই যেন বর্ণনা করিতেছেন,—"তাঁহার বদন সুবর্ণ কমলবৎ প্রফুল্ল, অর্থাৎ তৎ সদৃশ বর্ণ, কোমলতা ও সৌগন্ধবিশিষ্ট। তাই পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন,—

"বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নবাং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবন মুল্লঙ্ঘয়তি চ।" বিদগ্ধমাধব।

আহা! শ্রীরাধা কেমন আশ্চর্য্যরূপ বিলাস করিতেছেন, তাঁহার নেত্র-শ্রী বলপূর্ব্বক নীলোৎপলকে গ্রাস করিয়া ফেলিল বদনকমল প্রফুল্লকমল-বনকে উল্লঙ্ঘন করিল।"

আবার তাঁহার সেই বদনকমল কোটিচন্দ্রাংশুপূর্ণ অর্থাৎ কোটিচন্দ্রের কিরণোজ্জ্বল। কমল রবি-কিরণেই প্রফুল্ল হয় এবং শশিকরে ম্লান হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ এই রাসলীলায় শ্রীরাধার বদন-কমল কোটি শুধাংশুর কিরণে পূর্ণোজ্জ্বল। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর স্কন্ধে বাহু বিন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কখন শ্রীরাধার বদনকমলে চুম্বনাঙ্কন করিতেছেন সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের কোটি-শশি বিনিন্দন বদন-চন্দ্রের সুষমায় শ্রীরাধার বদনকমল যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। ইহাই তাৎপর্য্য। আবার সেই বদনকমল হইতে নবনব মকরন্দ নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চুম্বনছলে তাহা পুনঃপুন আস্বাদন করিতেছেন। সেই বদন, সৌন্দর্য্য নিলয় অর্থাৎ নিখিল সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিস্থান এবং সেই বদনকমলে চঞ্চল নয়নখঞ্জনদ্বয় সুশোভিত। আহা! আবার সে আস্য মধুর হাস্যে উদ্ভাসিত প্রেমোৎফুল্লতাই এই মধুর হাস্যের কারণ। অতএব এতাদৃশ মাধুরীবিশিষ্ট বদনকমল কি দস্ত-দাস্য হইবে না? অর্থাৎ তাহা দাস্য দান করিবেন কি? অবশ্যই করিবে। ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৬১॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধিকে! সুধাকর সুধাকরং (সুধাকরস্য চন্দ্রস্য সুধায়াঃ আকরং উৎপত্তিস্থানং যৎ) প্রতিপদস্ফুরন্মাধুরীধুরীণ-নবচন্দ্রিকা-জলধি-তুন্দিলং (প্রতিপদং দেদীপ্যমানা যা মাধুরী তাসাং শ্রেষ্ঠা যা নবচন্দ্রিকা সৈব সমুদ্রস্তস্য বর্দ্ধকং) অতৃপ্ত হরিলোচনদ্বয়-চকোরপেয়ম্ (অতৃপ্ত-শ্রীকৃষ্ণস্য নয়নমেব চকোরয়োঃ পানযোগ্যং) রসাম্বুধিসমুন্নতং (রসসমুদ্রস্য উচ্ছ্বাসকারণম) তব বদনচন্দ্রং কদা অহং ঈক্ষে (পশ্যামি)॥ ১৬২॥

অনুবাদ।—হে রাধিকে! সুধাকরেরও সুধাকর, প্রতিপদে দেদীপ্যমানা মাধুরীসাররূপনবচন্দ্রিকা সমুদ্রের বর্দ্ধক, অতৃপ্ত হরিলোচনদ্বয়রূপ চকোরের পেয় এবং রসাম্বুধির ক্ষোভকারক তোমার বদনচন্দ্র আমি কবে দর্শন করিব॥ ১৬২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকার পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরাধার শ্রীমুখমাধুরী বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে রাধিকে! তোমার বদনচন্দ্র সুধাকরেরও সুধাকর। চন্দ্র সুধার আকর বটে, কিন্তু চন্দ্রের এই সুধাকরত্ব কেবল তোমার বদন-সুধাকরের সুধাকণা লইয়া। সুতরাং চন্দ্রে যে অফুরন্ত সুধা, তোমার বদনচন্দ্রই তাহার উৎপত্তিস্থান। আবার প্রতিপদ তিথিতে প্রাকৃতচন্দ্রের বিকাশ পরিদৃষ্ট হয় না; কিন্তু তোমার প্রতিপদে অর্থাৎ পদে পদে দেদীপ্যমানা মাধুরীসাররূপ নবচন্দ্রিকার সাগর-প্লাবন পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং হে রাধে! তোমার বদনচন্দ্র, নিরন্তর নবনব মাধুরী-কৌমুদীর সাগর সৃষ্টি করিতেছে। সাগরের ন্যায় মাধুরী সারও অনন্ত, অসীম। প্রাকৃতচন্দ্রের সুধা চকোরই পান করিয়া থাকে। সেইরূপ হে রাধিকে! তোমার বদনচন্দ্রের মাধুরীচন্দ্রিকা শ্রীকৃষ্ণের অতৃপ্ত নয়ন-চকোরেরই পেয়। শ্রীকৃষ্ণ অনিমেষ নয়নে তোমার শ্রীমুখ-চন্দ্রমা যতই নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার দর্শন-লালসা ততই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এইজন্যই অতৃপ্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং প্রেম-পূর্ণ অবলোকনই এস্থলে "পান" শব্দের অর্থ। চকোর যেমন চন্দ্র-সুধা পান করিয়াই জীবনধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নয়নচকোরযুগলও শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের সুধাপান ব্যতীত যেন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত নহে। ইহাই তাৎপর্য্য। আবার চন্দ্রের উদয়ে যেমন সমুদ্র উচ্ছ্বসিত

অঙ্গ প্রত্যঙ্গরিঙ্গন্মধুরতর মহাকীর্ত্তি পীযূষসিন্ধো

রিন্দোঃ কোটি বিনিন্দদ্বদন মতিমদালোল নেত্রং দধত্যাঃ।

রাধায়াঃ সৌকুমার্য্যাদ্ভুত ললিততনোঃ কেলিকল্লোলিনীনা

মানন্দস্যন্দিনীনাং প্রণয়রসময়ান্ কিং বিগাহে প্রবাহান্ ॥১৬৩॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রিঙ্গন্মধুরতর মহাকীর্ত্তি পীযূষসিন্ধোঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গেভ্যো চলন্ত্যাঃ মধুরতরা মহাকীর্ত্তি-পীযূষসিন্ধবোযস্যাঃ) ইন্দোঃ কোটিবিনিন্দদ্বদন মতি মদালোল নেত্রং দধত্যাঃ (চন্দ্রকোটিবিনিন্দদ্ বদনং চ অতিহর্ষেণ লোলং বিহ্বলং নেত্রং দধত্যাঃ ধারয়ন্ত্যাঃ) সৌকুমার্য্যাদ্ভুত ললিত তনোঃ (সৌ-কুমার্য্যাদাশ্চর্য্যরূপা ললিতা তনু র্যস্যাঃ) তস্যাঃ রাধায়াঃ আনন্দস্যন্দিনীনাং কেলিকল্লোলিনীনাং (কেলিনদীনাং) প্রণয়রসময়ান্ প্রবাহান্ অহং কিং বিগাহে (অবগাহিষ্যে)। ১৬৩।

অনুবাদ।—যিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনজনিত মধুরতর মহাকীর্ত্তি-পীযূষের সিন্ধু, যিনি ইন্দুকোটিবিনিন্দিতবদন ও অতি মদালোল নয়নবিশিষ্টা এবং যিনি সৌকুমার্য্যাদ্ভুত-ললিত তনু, সেই শ্রীরাধার আনন্দ নিস্যন্দিনী কেলিকল্লোলি-নীর প্রণয়-রসময় প্রবাহে আমি অবগাহন করিব কি? । ১৬৩।

হইয়া থাকে, সেইরূপ হে শ্রীরাধিকে! তোমার বদনচন্দ্র রসাম্বুধির উচ্ছ্বাস-কারক। রসের সমুদ্র যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার চিত্তক্ষোভকারক; ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব হে শ্রীরাধিকে! তোমার ঐ অপ্রাকৃত মাধুর্য্যবিশিষ্ট শ্রীমুখচন্দ্র আমি কবে দর্শন করিব।"—অর্থাৎ আমাকে দাসী অঙ্গীকার করিয়া কবে এই অপূর্ব্ব মধুর রাসলীলা দর্শনের অধিকার দান করিবেন ॥ ১৬২।

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীরাধাশ্যামের সেই অপূর্ব্ব কেলিবিলাস দর্শনের অভি-লাষী হইয়া সখীর ভাবাবেশে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা দৈন্যের সহিত মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন—"হায়! আমার এমন সৌভাগ্য হইবে কি, আমি শ্রীরাধার আনন্দ-নিঃস্যন্দিনী কেলি-তরঙ্গিণীর প্রণয় রসময় প্রবাহে অবগাহন করিতে যোগ্য হইব? তরঙ্গিণী সমুদ্রে সম্মিলিত হইয়া থাকে, শ্রীরাধার এই কেলি-তরঙ্গিণীও আজ রস-সাগর শ্রীকৃষ্ণে সম্মিলিত হইয়াছে। নদীতে প্রবাহ আছে, এই কেলি নদীতেও প্রণয়-রসময়

মৎকণ্ঠে কিং নখরশিখয়া দৈত্যরাজোস্মি নাহং
মৈবং পীড়াং কুরু কুচপটে পুতনা নাহমস্মি।
ইত্থং কীরৈরনুকৃতবচঃ প্রেয়সা সঙ্গতায়াঃ
প্রাতঃ শ্রোষ্যে তব সখি কদা কেলিকুঞ্জং মৃজন্তী ॥১৬৪॥

অর্থাৎ প্রেমরসময় প্রবাহ সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার সলিল না থাকিলে যেমন প্রবাহ সম্ভবে না, সেইরূপ এই কেলিনদী সর্ব্বদাই আনন্দ সলিলে পরিপূর্ণ। ফলতঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাশ্যামের এই কেলি-বিলাস নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দেই পর্য্যবসিত। সেই কেলি কল্লোলিনীর প্রবাহে আমি অবগাহন করিব কি? অর্থাৎ সখীর সঙ্গিনীরূপে আমি সেই কেলিবিলাসের সহায়িনী হইব অথবা সেই কেলি-বিলাস দর্শনের অধিকারিণী হইব? ইহাই তাৎপর্য্য। সেই শ্রীরাধা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন-জনিত মধুরতর মহাকীর্ত্তি পীযূষের সিন্ধু। শ্রীরাধা প্রিয়কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ভুবনমোহন ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন মধুরভাবে সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার মহাসুখ্যাতি ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এজন্য কীর্ত্তিসুধার সিন্ধু বলা হইয়াছে। এই কীর্ত্তিকে সুধাসিন্ধু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সুধাপানে জীব অমর হয় এবং সর্ব্ববিধ জ্বালা-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরমা শান্তি লাভ করে। শ্রীরাধার এই রাস নৃত্যভঙ্গীর মহাসুখ্যাতি শ্রবণপুটে আস্বাদন করিয়া অনায়াসে ভবজ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের সহিত উত্তরোত্তর স্বাচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। আবার সেই রাস-বিলাসিনী শ্রীরাধার বদনমণ্ডল কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত এবং তাঁহার নয়নযুগল হর্ষ-বিহ্বল অথবা প্রেমানন্দভরে চঞ্চল। পুনঃপুন কান্তমুখচন্দ্র নিরীক্ষণের কারণই নয়নের এরূপ লোলতা বুঝিতে হইবে। আবার তাঁহার তনু সৌকুমার্য্যাদ্ভুত ললিত অর্থাৎ সুকুমারতা (কোমলতা) দ্বারা আশ্চার্য্যরূপে সুন্দর! ফলতঃ শ্রীরাধার তনু, বদন, নয়ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপ যেমন মাধুরীবিশিষ্ট, তাঁহার কেলিও সেইরূপ অপার প্রেমানন্দময়ী। অতএব শ্রীরাধার সেই কেলিবিলাস আমি কবে দর্শন করিতে সমর্থ হইব,—আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে? ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৬৩॥

অন্বয়ঃ।—নখরশিখয়া (নখাগ্রেণ) মৎকণ্ঠে কিং (নখাঘাতং কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) অহং দৈত্যরাজঃ (তৃণাবর্ত্তঃ) ন অস্মি; কুচপটে পীড়ামেব মা কুরু, অহং পুতনা ন অস্মি"—হে সখি! ইত্থং প্রেয়সা সঙ্গতায়াঃ (প্রিয়েন শ্রীকৃষ্ণেন সহমিলিতায়াঃ) তব কীরৈরনুকৃতবচঃ (কীরৈঃ শুকৈঃ অনুকৃতঃ রাত্রৌ যচ্ছৃণ্বন্তি তৎ প্রতিদিবসন্তি তদেব অনু-কৃতানি বচনানি) কদা প্রাতঃ অহং কেলিকুঞ্জং মৃজন্তী শ্রোষ্যে (শ্রবণং করিষ্যে)॥ ১৬৪॥

অনুবাদ।—"আমার কণ্ঠে নখাঘাত করিও না, আমি দৈত্যরাজ (তৃণাবর্ত্ত) নহি এবং আমার কুচপটে পীড়া প্রদানও করিও না, আমি পুতনা নহি"—হে সখি! প্রিয় সঙ্গমকালে তোমার এইরূপ বাক্য প্রভাতে শুক দ্বারা অনুকৃত হইলে আমি কবে তোমার সেই কেলিকুঞ্জ মার্জ্জনা করিতে করিতে শ্রবণ করিব? ॥ ১৬৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর রাসলীলান্তে শ্রীরাধাশ্যাম যখন কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে যে মধুর রসালাপ হইল, তাহা শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া মঞ্জরীভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন, "হে সখি! হে শ্রীরাধে! প্রভাতে আমি প্রতিদিনই যেরূপ কুঞ্জাঙ্গন মার্জ্জনা করিতে যাই, সেইরূপ ভাবেই গমন করিব এবং রজনীতে প্রিয়-সঙ্গমকালে তুমি যেরূপ মধুর রহস্যালাপ করিয়াছিলে, শুকের মুখে ঠিক সেইরূপ অনুকৃতবাক্যে আমি তোমার কেলিকুঞ্জাঙ্গন মার্জ্জন করিতে করিতে শ্রবণ করিব; হায়! এমন সৌভাগ্য আমার কবে হইবে? রাত্রিতে শ্রীরাধাশ্যাম সম্মিলিত হইয়া যে যে কথাবার্ত্তা কহেন, সুশিক্ষিত শুকদম্পতি তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে ঠিক তাহাই প্রকাশ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। সে রসালাপ কিরূপ, গ্রন্থকার তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পরিব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে শ্রীরাধার কণ্ঠালিঙ্গন করিযা কুচপটে করার্পণ করিলে শ্রীরাধা পরিহাসব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন— "আমার কণ্ঠে নখাঘাত করিও না, আমি তৃণাবর্ত্ত নহি।" অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তুমি তৃণাবর্ত্তের কণ্ঠদেশ নখে ছিন্ন করিয়া যেমন তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছিলে, সেইরূপ আমারও কণ্ঠদেশ নখাঘাতে ছিন্ন করিয়া

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু স্ফুরতু মে রাধাপাদাব্জচ্ছটা
বৈকুণ্ঠে নরকেঽথ বা মম গতির্নান্যাস্তু রাধাং বিনা ।
রাধাকেলিকথা সুধাম্বুধিমহাবীচিভি রান্দোলিতং
কালিন্দী-তটকুঞ্জমন্দিরবরালিন্দে মনো বিন্দতু ॥ ১৬৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—রাধাপাদাব্জচ্ছটা মে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু স্ফুরতু, বৈকুণ্ঠে অথবা নরকে রাধাং বিনা মম অন্যগতির্ন অস্তু, পরন্তু রাধা-কেলি-কথা-সুধাম্বুধি মহাবীচিভি রান্দোলিতং ( রাধা-কেলি-কথৈব সুধাসমুদ্র স্তদ্বীচিভি স্তরঙ্গৈ রান্দোলিতং ) মনঃ কালিন্দী তটকুঞ্জমন্দিরবরালিন্দে ( যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জমন্দিরাঙ্গণে ) বিন্দতু ( প্রাপ্নোতু ) । ১৬৫ ।

অনুবাদ ।—আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় রাধাপাদাব্জছটা স্ফুরিত হউক, বৈকুণ্ঠে অথবা নরকে রাধা বিনা যেন আমার অন্যগতি না হয়, পরন্তু রাধা-কেলি-কথারূপ সুধাসমুদ্রের তরঙ্গান্দোলিত মন যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জমন্দিরাঙ্গণে বিরাজ করুক ॥ ১৬৫ ॥

বধ করিবে না কি? আবার হে বিদগ্ধরাজ! আমার কুচপট-পীড়নই বা করিতেছ কেন? আমি তো পুতনা রাক্ষসী নই, যে আমার স্তন-পীড়ন করিয়া আমাকে বধ করিবে?" হে সখী! তোমার এইরূপ প্রেমপূর্ণ পরিহাসময়ী কথা কীরের মুখে আমি কবে শ্রবণ করিব? অর্থাৎ দাসীর অনুদাসী অঙ্গীকার করিয়া কবে আমার শ্রবণ-সুখ বিধান করিবে? ইতি ॥ ১৬৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

জীবের তিনটী অবস্থা; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি । এই অবস্থাত্রয়ের অতীত যে অবস্থা তাহাকে তুরীয় বা আনন্দময় অবস্থা কহে । এই তুরীয় বা ব্রহ্মভূত অবস্থাই জীবের নিত্যস্বরূপ ।

"যৎ স্বপ্নজাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূত সঙ্ঘঃ ।"

জীব নিত্য চিৎকণ স্বরূপ হইয়াও, তুরীয় অবস্থায় নিত্য আনন্দময় হইয়াও এই মায়াময় সংসারে মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি

অবস্থায় আসিয়া বহু খেলা করে। জাগ্রতাবস্থায় বিষয় ভোগ করে—বহির্জগৎ দেখে, বহির্জগতের সংস্কার লইয়া চিন্তা করে এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতা নিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতা-নিবন্ধন স্বপ্ন-ভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নভাব সংকল্প মাত্র। মনোজগতের সংস্কার বিকাশই স্বপ্ন। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় সমূহ একান্ত ক্লান্ত হইলেও সংকল্পস্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না এই জন্যই লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃই স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই, মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন কর্ম্ম-প্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবণ করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ভূত সমূদয় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে। সুষুপ্ত অবস্থায় মন, স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। সুতরাং তখন আর কিছুই চিন্তা থাকে না। যথা—

"সর্ব্বস্য স্থূলসূক্ষ্মোপাধেঃ কারণোপাধৌ লীনত্বং সুষুপ্তিত্বং।''

অর্থাৎ সমস্ত স্থূল সূক্ষ্মোপাধির কারণ-উপাধিতে লীনত্বই সুষুপ্তি। শ্রুতি বলেন—

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন
স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।—মাণ্ডুক্য।

অর্থাৎ যে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি কোন কিছুই কামনা বা চিন্তা করে না এবং কোন স্বপ্নও দর্শন করে না, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি।

এক্ষণে এই বিতর্ক হইতে পারে যে, জীবের সর্ব্বোপাধি যখন আত্মাতে (ব্রহ্মে) গমন করিল, তখন সেই অবস্থায় জন্তু জীব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হউক?—না, ইহা কদাপি সম্ভব হয় না। কারণ, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি স্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। যথা—

সুষুপ্তৌ তাবৎ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি।—গোবিন্দ ভাষ্য। ১।৩.৪২

অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া জীব বাহ্য ও আন্তর কিছুই জানিতে পারে না। অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত যদি জীবের অভেদে মিলন বা একত্র অধিষ্ঠান সম্ভব হইত, তবে জীব বাহ্য ও আন্তর

অলিন্দে কালিন্দীতটনবলতামন্দিরগতে
রতামর্দ্দোদ্ভূত-শ্রমজলভরাপূর্ণ বপুষোঃ।
সুখস্পর্শেনামীলিত-নয়নয়োঃ শীতমতুলং
কদা কুর্য্যাং সংবীজন মহহ রাধামুরভিদোঃ ॥ ২৬৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অহহ! (অত্যাশ্চর্য্যে) কালিন্দীতটনবলতামন্দিরগতে অলিন্দে (যমুনাতীরবর্ত্তিনবলতামন্দিরাঙ্গণে) রাতামর্দ্দোদ্ভূত-শ্রমজলভরাপূর্ণবপুষোঃ সকলই জানিতে সক্ষম হইত। সুতরাং জীব সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্ম-সান্নিধ্য লাভ করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য।

তাই সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই অবস্থাত্রয় উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রীরাধা-পাদাব্জচ্ছটা স্ফুরিত হউক।" অর্থাৎ জাগ্রতে জাগতিক সংস্কার লইয়া চিন্তার পরিবর্ত্তে চিত্তে শ্রীরাধার চরণকমলের ছটাই পরিস্ফুরিত হউক। স্বপ্নে সংস্কারমূলক সূক্ষ্মভূতের তাণ্ডবলীলাবিলাস দর্শনের পরিবর্ত্তে শ্রীরাধার চরণকমল-ছটাই দর্শনীয় হউক। আর সুষুপ্তি অবস্থায় সেই শ্রীচরণকমল ছটাতেই আমার সর্ব্বোপাধি বিলীন হউক ইহাই তাৎপর্য্য। আবার প্রারব্ধ কর্ম্মফলেই জীবের স্বর্গ নরকভোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুন্যের ফলে স্বর্গলাভ এবং পাপের ফলে নরকগতি হইয়া থাকে। অতএব আমার স্বর্গেই গতি হউক অথবা নরকেই গতি হউক, শ্রীরাধাসম্বন্ধ বিনা আমার কোন গতিই বাঞ্ছনীয় নহে। এমন কি, স্বর্গ-নরক ভিন্ন আরও যে সকল দুর্ল্লভ গতি আছে, শ্রীরাধাসম্বন্ধ ব্যতীত তাহাও আমার প্রার্থনীয় নহে। যে হেতু, আমার মন শ্রীরাধাকেলিকথারূপ সুধা-সমুদ্রের তরঙ্গে আন্দোলিত।"—শ্রীরাধার কেলিকথায় যাঁহার চিত্ত একান্ত তন্ময়, পাপ-পুণ্যমূলক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহার আসক্তি কদাচ সম্ভব হয় না। পাপ-পুণ্য—স্বর্গ নরক সকলই তাঁহার নিকট সমান বোধ হয়। তাঁহার মন স্বর্গের অনুপম সুখভোগ চায় না, কেবল যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জ-মন্দিরাঙ্গণকেই চায়। ইহাই তাঁহার মনের অভিলাষ। তাই বিজ্ঞ গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন—"আমার মন শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জমন্দিরাঙ্গণেই বিরাজ করুক।" কারণ, সেই স্থান ব্যতীত শ্রীরাধার কেলিকথা-সুধা-সমুদ্র আর কোথাও নাই। ১৬৫ ॥

ক্ষণং মধুর গানতঃ ক্ষণমমন্দ হিন্দোলতঃ
ক্ষণং কুসুমবায়ুতঃ সুরতকেলিশিল্পৈঃ ক্ষণম্ ।
অহো মধুর-প্রণয়কেলি-বৃন্দাবনে
বিদগ্ধ বরনাগরী-রসিকশেখরৌ খেলতঃ ॥ ১৬৭ ।

( কন্দর্পক্রীড়াজনিতং যৎ শ্রমজলং তস্য ভরঃপ্রবাহেন পূর্ণং বপু র্যয়োঃ ) সুখস্পর্শেনামীলিত নয়নয়োঃ ( বহুসুখস্পর্শেন ঈষন্মীলিতে নয়নে যয়োঃ ) রাধামুরভিদোঃ ( রাধাকৃষ্ণয়োঃ ) অতুলং শীতং সংবীজনং অহং কদা কুর্য্যাম্ ॥ ১৬৬ ।

অন্বয়ঃ।—অহো ! মধুর সদ্রসপ্রণয়কেলি বৃন্দাবনে ( মধুর সৎ অপ্রাকৃতশ্চ যদ্রস স্তস্য প্রণয়কেলি যস্মিন্নেতাদৃশে বৃন্দাবনে ) বিদগ্ধ-বর-নাগরী-রসিক-

অনুবাদ।—অহো ! যমুনাতীরবর্ত্তি নবলতামন্দিরাঙ্গণে কন্দর্পক্রীড়াজনিত শ্রমজলপ্রবাহপূর্ণ তনু, সুখস্পর্শে আমীলিত-নয়ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল শীত-সংবীজন আমি কবে করিব ? ॥ ১৬৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরাধা-ভক্তির অনন্যতা প্রকাশ করিয়া এই শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত কুঞ্জ-সেবা প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো ! বসন্তঋতু সমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষবল্লী প্রভৃতি নবনব পত্র-পল্লব কুসুমাভরণে বিভূষিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রফুল্লতার হাস্যময়ী মাধুরী। যমুনাতীরবর্ত্তী সেই নববল্লরী বিরচিত মন্দিরাঙ্গনে ব্রজকিশোরী-কিশোর তৎকালোচিত কন্দর্পকেলি বিলাসান্তে অবস্থান করিতেছেন। শ্রমাপনোদনার্থই মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বহিরঙ্গণে উপবেশনের তাৎপর্য্য। কারণ, সে সময় তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে কন্দর্পক্রীড়াজনিত শ্রমজল অর্থাৎ স্বেদাম্বুর অদ্ভুত প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। পরস্পর অঙ্গ-সঙ্গে যে আনন্দের অনাবিল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার পুলকলীলা তখনও হৃদয়ের পরতে পরতে খেলিতেছিল ; তাই সেই সুখাতিশয্যে তখনও তাঁহাদের নয়ন-যুগল ঈষৎ নিমীলিত দৃষ্ট হইতেছে। তৎকালোচিত সেবা-কুশলা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকার সবিস্ময়ে প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো ! আমি সেই সময়ে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের অনুপম শীতল সংবীজন কবে করিব ? ॥ ২৬৬ ॥

অদ্য শ্যামকিশোরমৌলি রহহ প্রাপ্তোরজন্যামুখে
নীত্বা তাং করয়োঃ প্রগৃহ্যসহসা নীপাটবীং প্রাবিশৎ।
শ্রোষ্যে তল্পমিলন্মহারতিভরে প্রাপ্তেঽপি সীৎকারিতং
তদ্বীচীসুখতর্জ্জনং কিমু হরেঃ স্বশ্রোত্ররংত্রাশ্রিতম্॥ ১৬৮॥

শেখরৌ ( বিদগ্ধাসু যা বরা সৈব নাগরী শ্রীরাধা চ রসিকশেখরশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চ ) ক্ষণং মধুরগানতঃ ক্ষণং অমন্দ হিন্দোলিতঃ ক্ষণং কুসুম-বায়ুতঃ ( কুসুমস্পর্শী বায়ুর্যস্তস্মাৎ ) ক্ষণং সুরত-কেলিশিল্পৈঃ ( কন্দর্পকেলিচাতুর্য্যৈঃ ) খেলতঃ ( ক্রীড়তঃ ) ॥ ১৬৭॥

অনুবাদ।—অহো! মধুর সদ্রসের প্রণয়কেলিময় বৃন্দাবনে বিদগ্ধবর-নাগরী শ্রীরাধা ও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণে মধুর গান করিয়া, ক্ষণে অমন্দ হিন্দোলায় দুলিয়া, ক্ষণে কুসুম-মারুত সেবন করিয়া এবং ক্ষণে কন্দর্পকেলি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন॥ ১৬৭॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অতঃপর ব্রজরসরঙ্গী গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধবের নিত্য লীলাবিলাসের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া বিবৃত করিতেছেন—অহো! শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ও উজ্জ্বল প্রেমক্রীড়ার নিত্য-নিকেতন; কেন না, বিদগ্ধবরনাগরী শ্রীরাধা এবং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এই ভুবনদুর্ল্লভ আনন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর ক্রীড়াশীল, শ্রীরাধা বিদগ্ধা অর্থাৎ সুচতুরাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণও রসিকমণি; আবার শ্রীবৃন্দাবনও প্রেমরসের লীলাস্থলী; তাহাতে বাসন্তী-শোভা-সম্ভারের পূর্ণ সমাবেশ। ফলতঃ, দেশ, কাল, পাত্র সমস্তই উপযোগী। এরূপ অবস্থায় মধুর লীলাবিলাসের আনন্দ-হিল্লোলে শ্রীবৃন্দাবন যে নিরন্তরই মধুময় হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? সেই রসিকরসিকাযুগল কিছুক্ষণ মধুর সঙ্গীতালাপ করিয়া, পরমানন্দে হিন্দোলায় উপবেশন করিলেন। সখীগণ তাঁহাদিগকে অমন্দ ( সজোরে ) আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আন্দোলনে কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ কুসুমবায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। এস্থলে 'কুসুম-বায়ু' বাক্যে কুসুমস্পর্শী বায়ু বা কুসুমগন্ধী বায়ু উভয় অর্থই সঙ্গত। অনন্তর তাঁহারা কিছুক্ষণ কন্দর্প-কেলি-নৈপুণ্য প্রকাশের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৬৭।

শ্রীমদ্রাধে ত্বমথমধুরং শ্রীযশোদাকুমারে
প্রাপ্তে কৈশোরক মতি রসাদ্বল্লসে সাধুযোগম্ ।

অন্বয়ঃ —অহহ ! (অত্যাশ্চর্য্যে) অদ্য শ্যামকিশোর মৌলিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রাপ্তোরজন্যামুখে (প্রাপ্ত প্রদোষে) করয়োঃ প্রগৃহ্য (করয়োঃ গৃহীত্বা) তাং (শ্রীরাধাং) নীত্বা সহসা নীপাটবীং (কদম্ববিপিনং প্রতি প্রাবিশৎ। তত্র তল্পমিলন্মহারতি ভরে প্রাপ্তে অপি তদ্বীচী-সুখ তর্জ্জনং (সুখতরঙ্গস্য তর্জ্জনং রূপং) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বশ্রোত্ররংভ্রাশ্রিতং (স্ব শ্রবণপদাশ্রিতং যং) তং সীৎকারিতং কিম্ অহং শ্রোষ্যে ? ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ।—অহো ! অদ্য রজনীমুখে (প্রদোষে) শ্যামকিশোরমৌলি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) করযুগলে ধারণ করিয়া লইয়া সহসা কদম্ব-বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় কেলিতল্পে মিলিত মহারতিভরপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণপদবীগত সেই সুখতরঙ্গ তর্জ্জনরূপ সীৎকার আমি কি শ্রবণ করিব ? ॥ ১৭৮ ॥

তাৎপর্য্যাৎ।

পূর্ব্বোক্ত ক্রীড়া-নৈপুণ্য শ্রীবৃন্দাবনের কোথায় কোন্ সময় সংঘটিত হইয়াছিল, সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন অহো ! অদ্য রজনীমুখে অর্থাৎ সায়ংকালেই শ্যামকিশোর-মৌলি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে করযুগলে ধারণ করিয়া সহসা কদম্বকাননে প্রবেশ করিলেন । এস্থলে 'করযুগল' বাক্যের উল্লেখে বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন অথবা শ্রীরাধা লজ্জা ও শঙ্কাবশতঃ যাইতে সঙ্কুচিতা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উভয় হস্তে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ; ইহাই তাৎপর্য্য। তথায় কুঞ্জমন্দিরান্তর্গত কেলিতল্পে রতি-রসানন্দে মহাসুখ প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণযোগ্যরূপে সীৎকার অর্থাৎ অব্যক্তমধুর শব্দ করিবেন, আমি মঞ্জরীরূপা সখী স্বরূপে কুঞ্জমন্দিরের বাহিরে থাকিয়া কবে তাহা শ্রবণ করিব ? সে সীৎকার কিরূপ ? "বীচি-সুখতর্জ্জন" অর্থাৎ সেই কেলিসুখ-তরঙ্গের আস্ফালন স্বরূপ। অথবা "বীচি" শব্দে স্বল্প। শ্রীরাধা মহারতির সুখাতিশয্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা স্বল্পসুখানুভব করিয়া যে মৃদু ভৎসনা করিতেছেন, তাহাই উক্ত তর্জ্জনরূপ সীৎকার ॥ ১৬৮ ॥

ইত্থং বালে মহসি কথয়া নিত্যলীলাবয়ঃ-শ্রী
জাতাবেশা প্রকটসহজা কিন্নু দৃশ্যা কিশোরী ॥ ১৬৯ ॥

অন্বয়ঃ। শ্রীযশোদাকুমারে (শ্রীকৃষ্ণে) কৈশোরকং প্রাপ্তে সতি হে শ্রীমদ্রাধে! অথ ত্বং মধুরং সাধুযোগং অতিরসাদ্ বল্লসে। ইত্থং কথয়া বালে মহসি (কোমল তেজসি) নিত্যলীলাবয়ঃ-শ্রী জাতাবেশা (নিত্যলীলা-বয়সি শ্রিয়া জাত আবেশো যস্যাঃ) প্রকটসহজা (প্রাকট্যে সহৈবজাতা) কিশোরী (শ্রীরাধা) কিং নু দৃশ্যা ভবতি? ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ।—শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় হে শ্রীমতী রাধে! তুমিও রসাধিক্য বশতঃ সেই মধুর সাধুযোগকে শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কথা বলিলে, কোমলকান্তি শ্রীকৃষ্ণে যাহার নিত্যলীলা বয়ঃশ্রী দ্বারা আবেশ সঞ্জাত হইয়াছে, সেই প্রকটসহজা কিশোরী কি আমার নয়ন গোচরীভূতা হইবেন? ॥ ১৬৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধামাধবের পূর্ব্বোক্ত লীলাবিলাস যে সম্পূর্ণ কৈশোরোচিত, সুরসিক গ্রন্থকার তাহা এই শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন—হে শ্রীমতী রাধে! শ্রীযশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন কৈশোরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তুমি ও সেই মধুর সাধুযোগ অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছ। "মধুর সাধুযোগ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সেইরূপ কৈশোরত্ব বা বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ ইহাই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ পুরুষ অপেক্ষা রমণীতে শীঘ্র শীঘ্র শারীরিক ভাবের বিকাশ হইতে দেখা যায়; এই তাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে, হে শ্রীমতি! রসাধিক্য বশতঃ সেই মধুর সারযোগ তুমি 'শীঘ্র' প্রাপ্ত হইয়াছে। রসপ্রাপ্ত হইলে বৃক্ষ-বল্লরী যেমন শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীরাধার অঙ্গলতিকাও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিরস প্রাচুর্য্যে অতি শীঘ্র কৈশোরমাধুরীবিশিষ্টা হইয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীরাধার এইরূপ নিত্যলীলা ও বয়ঃশ্রী অর্থাৎ বয়ঃমাধুর্য্য দ্বারাই কোমলকান্তি শ্রীকৃষ্ণে আবেশ উৎপন্ন হইয়াছে। কেন না, কৈশোরের ধর্ম্মই কামকেলিবিলাস। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"পূর্ব্বে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধবয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মর্ম্ম ॥

একং কাঞ্চনচম্পকচ্ছবি পরং নীলাম্বুদ-শ্যামলং
কন্দর্পোত্তরলং তথৈকমপরং নৈবানুকূলং বহিঃ।
কিঞ্চৈকং বহুমানভঙ্গি রসবচ্চাটূনি কুর্ব্বৎ পরং
বীক্ষে ক্রীড়নিকুঞ্জসীম্নি তদহো দ্বন্দ্বং মহামোহনম্ ॥ ১৭০ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো! ক্রীড়নিকুঞ্জসীম্নি (কেলিকুঞ্জসীম্নি) একং কাঞ্চন-চম্পকচ্ছবি, পরং (অপরং) নীলাম্বুদ শ্যামলং (নীলমেঘবৎ শ্যামসুন্দরং) তথা একং কন্দর্পোত্তরলং (কন্দর্পেণাতি চঞ্চলং) অপরং বহিঃ নৈবানুকূলং কিঞ্চ একং বহুমানভঙ্গি অপরং রসবচ্চাটূনি কুর্ব্বৎ (সরস প্রার্থনা বাক্যানি কুর্ব্বৎ) তৎ মহামোহনং দ্বন্দ্বং কিং অহং বীক্ষে? ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ।—অহো! কেলিকুঞ্জ সীমায় একজন কাঞ্চনচম্পক কান্তি, অপর নীলাম্বুদশ্যামল একজন কন্দর্প দ্বারা চঞ্চলীকৃত, অপর বাহ্যতঃ প্রতিকূল আবার একজন বহুমানভঙ্গি, অপর সরসচাটুকারী এইরূপ মহামোহন যুগলকে আমি কি দর্শন করিব? ॥ ১৭০ ॥

বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নিবাস॥
কৈশোর বয়সে কাম জগত সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল।"

কাম অর্থাৎ সাক্ষাৎ মন্মথস্বরূপ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ, কৈশোর বয়সে রাসাদি লীলা করিয়া সকল জগতকে এবং বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই ত্রিবিধ বয়সকে সফল করিয়াছেন। যে হেতু যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ রজনী-যোগে মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত হইয়া কৈশোরগত বয়োধর্ম্মকে সফল করিয়া নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বয়োধর্ম্ম-গুণে উভয়ের প্রতি উভয়েরই আবেশ অবশ্যম্ভাবী।

আবার সেই কিশোরী প্রকট-সহজা অর্থাৎ এই শ্রীবৃন্দাবনে প্রায় তাঁহারা একই সঙ্গে সুপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল একই ভাদ্র মাসে, তিথিও অষ্টমী; কেবল স্বপক্ষ ব্যবধান মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে এবং শ্রীরাধা ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং একের কৈশোরত্ব প্রকটিত হইলে অন্যেরও কৈশোরত্ব প্রকট অবশ্যম্ভাবী।

তাই, নর্ম্মসখীর ভাবাবেশে রসজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত প্রার্থনা করিতেছেন— 'হে শ্রীরাধে! আমি কবে তোমাকে তাদৃশী কিশোরীরূপে নয়নগোচর করিব?" । ১৬৯ ।

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধা-প্রেমের কি অদ্ভুত রীতি! যাঁহার জন্য ব্যাকুলা হইয়া সঙ্কেত-কুঞ্জে আগমন করিয়াছেন, সেই প্রাণের প্রাণকান্তকে দর্শন করিয়া ভামি-নীর অভিমানতরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রসিকবর শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বাগ্‌বৈদগ্ধী দ্বারা তাঁহার সারস্য বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদগ্ধ রাজের ভঙ্গীময় চাটুবাক্যে যদিও অভিমানীর মনে অনুকূল ভাবের আনন্দ-লহরী খেলিতেছে, তথাপি তিনি বাহ্যতঃ প্রতিকূল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।— আহা! সে ভাব বুঝি এইরূপ—

"চল চল ঢিঠ! মিঠ-রস বঞ্চক! চাতুরী রহু তুয়া ঠামে।
কৈতব-বচন-রচনে যব ভুলনু বুঝনু তুয়া পরিণামে॥
মঞ্জুল হাস, ভাষ মৃদু বোলনি, দোলনি নয়ন-সন্ধান।
প্রেম-প্রণালী তুহু ভাল জানসি য়ৈছন অমিয় সিনান॥
করকা কাঁতি পাঁতি হাম হেরইতে ধাওলু মাণিক আশে।
পাণি কো পরশে ডালি পায়ে দূরে গেও রহল লোক উপহাসে॥

(অনন্ত-দাস)

নবকিশোর কিশোরীর সেই অদ্ভুত প্রেম-ভাব দর্শন করিয়াই সখী-ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা যেন অন্য সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন— সখি! আজ নিকুঞ্জ-সীমায় দেখিলাম, একজন কাঞ্চন চম্পক-কান্তি, অপর নীলাম্বুদ শ্যামল; অর্থাৎ শ্রীরাধা কাঞ্চন চম্পক-বরণী এবং শ্রীকৃষ্ণ নব জলধরাঙ্গ, যেন নবজলধর সমীপে স্থিরা সৌদামিনীর মেলা! শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প দ্বারা চঞ্চলীকৃত কিন্তু শ্রীরাধা বাহ্যতঃ প্রতিকূল; অর্থাৎ আন্তরিক দক্ষিণা হইয়াও বাহিরে বামা স্বভাবা। কাজেই শ্রীরাধা বহুমানভঙ্গী। বামা নায়িকার স্বভাবই এইরূপ—

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্যতে॥

অর্থাৎ যে নায়িকা মান গ্রহণার্থ সতত উদ্যুক্তা কিন্তু ঐ মানের শৈথিল্য ঘটিলে কোপনা হয় এবং নায়ক যাহাকে সহসা বশীভূত করিতে সমর্থ

বিচিত্র রতি-বিক্রমং দধদনুক্রমাদাকুলং
মহামদন বেগতো নিভৃত মঞ্জু কুঞ্জোদরে।
অহো বিনিময়ন্নবং কিমপি নীলপীতং পটং
মিথো মিলিত মদ্ভুতং জয়তি পীতনীলং মহঃ ॥ ১৭১ ॥

অন্বয়ঃ :—অহো! নিভৃত মঞ্জু কুঞ্জোদরে (আবৃতং যন্মঞ্জু সুন্দরং কুঞ্জং তস্যাভ্যন্তরে) মহামদন বেগতঃ আকুলং অনুক্রমাৎ বিচিত্র রতিবিমক্রঃ দধৎ (অনুক্রমেণ বিচিত্রা যা রতৌ বিক্রমাঃ তান্ দধৎ) কিমপি (অনির্ব্বচ-

অনুবাদ।—অহো! নিভৃত মঞ্জু কুঞ্জাভ্যন্তরে মহা-মদনাবেগে আকুল, অনুক্রমে বিচিত্র রতি বিক্রমধারী অনির্ব্বচনীয় অভিনব নীল পীতবসন

হয়েন না; তাহাকেই বামা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই বামা নায়িকা, নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সরস চাটুবাক্যে মানশৈথিল্য হেতু অন্তরে প্রসন্না হইয়াও কেবল অসরল সখীজনের ভ্রূযুগের পরিভ্রমণ দেখিয়াই বাহিরে প্রতিকূলা। সখি! আমি সেই মহামোহন যুগলকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—তাঁহাদের সে সৌন্দর্য্যের মাধুরী ও ভাবের চাতুরীর সীমা-উপমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। আমি তোমার কাছে কি বলিব সখি! এই অসমোর্দ্ধ ভাব-রূপের মহামাধুরী দর্শন করিয়াই বুঝি গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন—

"ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির-বিজরী তরঙ্গ ॥
ও নব মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশবান ॥
দেখ রাধামাধব মেলি। মূরতি মদন রসকেলী ॥
ও মুখচান্দ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ-চকোর ॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যুথী রসাল ॥
ও মুখ পদুমিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥
গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ। আরুণ নিয়ড়ে পুণ-চন্দ ॥"

গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধদশার স্ফূর্ত্তিতে সিদ্ধগোপীদেহে মহামোহন যুগলের সেই প্রেম-ভাব সেই রূপমাধুর্য্যের মিলন সন্দর্শন করিয়াই আনন্দাবেশে বলিতেছেন, "আমি সেই শ্রীযুগলকে আবার কবে সেইরূপ মহামোহনরূপে দর্শন করিব?" ॥ ৭০ ॥

করে কমল মদ্ভুতং ভ্রময়তোর্মিথোংসাপিত
স্ফুরৎ পুলক দোর্লতা যুগলয়োঃ স্মরোন্মত্তয়োঃ।

নীম্বং নবং নীলং পীতঞ্চ পটং বিনিময়ং মিথো (পরস্পরং) মিলিতং অদ্ভুতং পীতনীলং মহঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণাবিত্যর্থঃ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)। ১৭১॥

অন্বয়ঃ।—চারু বৃন্দাবনে করে কমলমদ্ভুতং ভ্রময়তোঃ মিথঃ অংসাপিত স্ফুরৎ পুলকদোর্লতাযুগলয়োঃ (মিথঃ পরস্পরং স্কন্ধয়ো রর্পিতা দেদীপ্যমানা

বিনিময়কারী এবং পরস্পর সম্মিলিত অদ্ভুত পীত নীল মহঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হইতেছেন॥ ১৭১।

তাৎপর্য্যার্থ।

লীলা-দর্শন-কারিণী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা অন্য সখীর প্রতি কহিতেছেন—অহো! দেখিলাম, নিভৃত নিকুঞ্জাভ্যন্তরে কেলিপর্য্যঙ্কে অদ্ভুত পীতনীলজ্যোতি পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নীলাম্বুদ শ্যাম, শ্রীরাধা কনকচম্পক কান্তি। পরস্পর প্রেম সম্মিলনে সে জ্যোতি আশ্চর্য্যরূপে পরিস্ফুরিত হইতেছে। তাহাতে উভয়ের ভেদ-ভাব যেন নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে ভেদ নির্দ্দেশ করিবার একটী উপায় হইয়াছে। মহা মদনাবেগে আকুল হইয়া তাঁহারা অনুক্রমে এরূপ বিচিত্র রতি-বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উভয়েরই আত্মবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ পীতবাসের পরিবর্ত্তে শ্রীরাধার নীলাম্বর পরিধান করিয়াছেন এবং শ্রীরাধা স্বীয় পরিহিত নীলাম্বরের পরিবর্ত্তে শ্যামসুন্দরের পীতবসনে অঙ্গাবৃত করিয়াছেন। অতএব বলিতে কি সখি! অদ্য শ্রীরাধাশ্যামের বিলাস বৈচিত্র্য বাস্তবিকই উৎকর্ষের পরাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১৭১।

বাসন্তীশোভা-সম্ভারে চির-চারুতাময় শ্রীবৃন্দাবন অধিকতর উল্লসিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রেমলীলাবসানে রসিক-রসিকাযুগল পরস্পর স্কন্ধদেশে ভুজবল্ললতা আরোপণ পূর্ব্বক অদ্ভুত লীলা-কমল ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই সুষমারাশি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। পরস্পর অঙ্গ-সংস্পর্শে প্রেমানন্দ বশতঃ উভয়েরই ভুজলতা পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। লতা যেমন তরুস্কন্ধ

সহাস রসপেশলং মদকরীন্দ্র ভঙ্গীশতৈ
র্গতিং রসিকয়োর্দ্বয়োঃ স্মরত চারু বৃন্দাবনে ॥ ১৭২ ॥

পুলকিতা ভুজলতা দ্বয়োর্যয়োঃ ) স্মরোন্মত্তয়োঃ ( কন্দর্পমদনোন্মত্তয়োঃ ) রসিকয়োর্দ্বয়োঃ ( শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ ) সহাসরস-পেশলং মদকরীন্দ্র-ভঙ্গীশতৈঃ গতিং ( হাসেন সহিতঃ যদ্রস স্তেন পেশলং সুন্দরং মদযুক্তো যঃ করীন্দ্র স্তস্য ভঙ্গীশতৈঃ স্তুল্যাং গতিং গমনং ) স্মরত ॥ ১৭২ ॥

অনুবাদ।—চারু বৃন্দাবনে করে অদ্ভুত কমলভ্রমণকারী এবং পরস্পরস্কন্ধে পুলকিত ভুজলতাদ্বয় অর্পণকারী কন্দর্পোন্মত্ত রসিক যুগলের সহাস্য রসপেশল মদকরীন্দ্রের শতভঙ্গীতুল্য গতিকে তোমরা স্মরণ কর ॥ ১৭২ ॥

আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লিতা হয়, সেইরূপ পরস্পর স্কন্ধদেশ আলিঙ্গন করিয়া উভয়েরই বাহুলতা প্রফুল্লিতা। আবার "অদ্ভুত কমলের ভ্রমণ" এই বাক্যে আর একটী তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। চরণ-কমল, কর-কমল, হৃদয়-কমল, নয়ন-কমল, মুখ-কমল, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে এইরূপ বহু কমলের বিকাশ দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে পাদচারণা করিতেছেন বলিয়া স্বভাবতঃই ঐ সকল কমলের ভ্রামণ বোধ হইতেছে। কুসুমিত বৃন্দাবনের সেই মনোহর মাধুরী দর্শন করিয়া এবং পরস্পর অঙ্গসঙ্গে উভয়েই কন্দর্পমদে উন্মত্ত। এইরূপে রাসোৎসবে মাতিয়া রসিক-রসিকাযুগল ক্রীড়াস্থলীতে গমন করিতেছেন।

"রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়" ॥—নরোত্তম দাস।

শ্রীরাধাশ্যামের সেই অপরূপ গমন-ভঙ্গী দর্শন করিয়া ভজন-কুশল গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে সকলকে উপদেশ দিতেছেন—"তোমরা সেই মদনোন্মত্ত বিদগ্ধযুগলের মদোন্মত্ত করীন্দ্রের শতভঙ্গী তুল্য গতিকে স্মরণ কর।" স্মরণই রাগানুগা ভক্তির সাধন। স্মরণ প্রভাবেই তোমাদের সে গমনভঙ্গী দর্শন, সাক্ষাৎভাবে সিদ্ধ হইবে। অতএব স্মরণ কর, ইহাই তাৎপর্য্য। সে গতি কিরূপ? সহাসরস পেশল্ অর্থাৎ হাস-বিলাসের সহিত

খেলন্মুগ্ধাক্ষিমীনস্ফুরদধরমণিবিদ্রুম শ্রোণিভার
দ্বীপায়ামোত্তরঙ্গ স্মর-কলভকটাটোপ বক্ষোরুহায়াঃ।
গম্ভীরাবর্ত্তনাভে বহুল হরি মহাপ্রেম-পীযূষ-সিন্ধোঃ
শ্রীরাধায়াঃ পদাম্ভোরুহ পরিচরণে যোগ্যতামেব গেপে ॥ ১৭৩ ॥

অন্বয়ঃ।— খেলন্মুগ্ধাক্ষিমীনস্ফুরদধর মণি বিদ্রুম শ্রোণিভার দ্বীপায়া মোত্তরঙ্গ স্মর-কলভ কটাটোপবক্ষোরুহায়াঃ ( খেলতী মুগ্ধে নয়নে মীনৌ, দেদীপ্যমানাধর-মণিবিদ্রুমঃ প্রবাল বদরুণঃ শ্রোণ্যোর্ভারশ্চ দ্বীপবদ্বিস্তার স্তত্র উত্তরঙ্গ অত্যন্তা সাধারণঃ স্মর কলভ কাম এব করিশাবক স্তস্য যঃ কটাটোপঃ কুম্ভদ্বয়স্যাটোপঃ তদ্বদ্বক্ষোরুহে যস্যাঃ ) গম্ভীরাবর্ত্তনাভেঃ ( গম্ভীরা চাসৌ আবর্ত্তযুক্তা নাভি র্যস্যাঃ ) বহুল হরি মহাপ্রেম পীযূষসিন্ধোঃ ( বহুল যঃ শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রেমা স এব অমৃতং তস্য সিন্ধুরূপায়াঃ ) শ্রীরাধায়াঃ এব পাদম্ভোরুহ পরিচরণে ( শ্রীচরণকমলসেবনে ) যোগ্যতাং ( উপযুক্ততাং অধিকারং বা ) অহং গেপে ( অন্বিষ্যামি ) ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ :—যাঁহার মুগ্ধ নয়নযুগল মীনবৎ চঞ্চল , অধরপুট মণিবিদ্রুমের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার বিপুল নিতম্বরূপ দ্বীপে অসাধারণ কন্দর্প করভের কুম্ভদ্বয়ের ন্যায় বক্ষোজযুগল, যাঁহার গম্ভীরাবর্ত্ত নাভিদেশে এবং যিনি বহুল কৃষ্ণ-প্রেমামৃতের মহাসিন্ধু সেই শ্রীরাধার চরণকমল পরিচরণে আমি যোগ্যতা অন্বেষণ করি ॥ ১৭৩ ॥

---

যে রস, তদ্দ্বারা সুন্দর। যাইতে যাইতে তাঁহারা হাস-বিলাসের সহিত পরস্পর রসালাপ, কখন বা রসকলা প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে সে গমন-মাধুরী সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অতএব তাহা স্মরণ কর। তাহাতে সাক্ষাৎ দর্শনের মনোরথপূর্ণ হইবে—সাক্ষাৎ সেবাকরণের যোগ্যতা লাভ করিবে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৭২ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

প্রিয়তম শ্যামসুন্দর প্রিয়তমা শ্রীরাধার স্কন্ধে বাহুলতা বিস্তার করিয়া এবং বিদগ্ধমণি শ্রীরাধাও প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের স্কন্ধে স্বীয় পুলকাঞ্চিতা

বিচ্ছেদাভাস মানাদহহ নিমিষতো গাত্র-সংস্রসনাদৌ
চঞ্চৎ কল্পাগ্নি কোটি জ্বলিত মিবভবেদ্বাহ্য মভ্যন্তরঞ্চ।
গাঢ় স্নেহানুবন্ধ গ্রথিত মিব তয়োরদ্ভুত প্রেমমূর্ত্ত্যোঃ
শ্রীরাধামাধবাখ্যং পরমিং মধুরং তদ্দ্বয়ং ধাম জানে ॥ ১৭৪ ॥

বাহুলতা অর্পণ করিয়া কি অপরূপ মধুর মধুর গতিতে চলিতেছেন। সেবা-কুশলা সখীগণ অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিয়া উভয়ের গমনপথে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, কেহ বা চামর ব্যজন করিতেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমামৃতের মহাসিন্ধু—তাহাতে আজ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্মিলনে সে প্রেমামৃত মহাসিন্ধু যেন বহুলতা প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।—শ্রীরাধা যেন আজ অনন্ত-কোটি মহাপ্রেমসিন্ধু স্বরূপে শোভা পপাইতেছেন। সমুদ্রে মীন আছে, এই প্রেমামৃত সমুদ্রেও শ্রীরাধার মুগ্ধ নয়নযুগল মীনবৎ ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র রত্নাকর, তাহাতে কত মণি মুক্তা প্রবালাদি আছে, শ্রীরাধার আরক্ত অধরপুট মণিবিদ্রুমের ন্যায় সে মহাসিন্ধুর গৌরববিধান করিতেছে। আবার সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে দ্বীপ পরিদৃষ্ট হয়, শ্রীরাধার বিপুল নিতম্বদেশই সেই প্রেমমহাসিন্ধুর দ্বীপ স্বরূপ। দ্বীপে হস্তী অবস্থান করে শ্রীরাধার নিবিড় নিতম্বদ্বীপে অসাধারণ মন্মথরূপ করী শাবকের অবস্থান প্রকাশ পাইতেছে, যে হেতু, শ্রীরাধার পয়োধরযুগলই সেই অপ্রাকৃত করী-শাবকের কুম্ভদ্বয় রূপে প্রকটিত রহিয়াছে। সমুদ্রে আবর্ত্ত বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণপ্রেম-মহাসিন্ধু শ্রীরাধার নাভিস্থলই সমুদ্রের সেই গম্ভীরাবর্ত্তকে সূচিত করিতেছে। আহা! শ্রীরাধা প্রতিপদবিক্ষেপে সেই প্রেমসমুদ্রে যেন এক একটি শ্রীচরণ-চিহ্ন এক একটী প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। সেবাপ্রাণা সখীগণ কেহ অগ্রে অগ্রে কমলদল বিছাইয়া তাঁহাদের গমনসৌকর্য্যবিধান করিতেছেন, কেহ বা পশ্চাতে থাকিয়া পুষ্প বরিষণে সেই শ্রীচরণ-কমলের অর্চ্চনা করিতেছেন। শ্রীরাধা দাসীগণের সেই সেবা-পারিপাট্য দর্শন করিয়াই যেন সাধকপ্রবর গ্রন্থকর্ত্তা মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন, আমি শ্রীরাধার চরণ-কমল সেবনে যোগ্যতা অন্বেষণ করিতেছি। আমি ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই চাই না, শ্রীরাধার চরণসেবা করিবার যোগ্যতালাভ করিতে পাইলেই আমি কৃতার্থতা লাভ করিব; ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৭৩ ॥

কদা রত্ন্যুন্মুক্তং কচভরমহং সংযময়িতা
কদা বা সংধাস্যে ত্রুটিত-নবমুক্তাবলিমপি।

অন্বয়ঃ —অহহ! (অত্যাশ্চর্য্যে) যয়োঃ যাত্র বিস্রংসনাদৌ (আবশ্যক কৃত্যাদৌ, দেহধর্ম্মাদৌ বা) নিমিষতঃ (নিমেষ মাত্রেন) বিচ্ছেদাভাসমানাৎ বাহ্যভ্যন্তরঞ্চ চঞ্চৎ কল্পাগ্নি কোটি জলিত মিব ভবেৎ (প্রকট কোটি প্রলয়াগ্নি জ্বালাবং ভবেৎ) তয়োঃ অদ্ভূতপ্রেমমূর্ত্ত্যোঃ গাঢ় স্নেহানুবন্ধ গ্রথিতমিব (গাঢ়প্রেমানুবন্ধেন একীভূতমিব) মধুরংপরং ইহ শ্রীরাধামাধবাখ্যং তদ্দ্বয়ং ধাম অহং জানে। ১৭৪।

অনুবাদ।—অহো! যাঁহারা দেহ ধর্ম্মাদিতে নিমেষমাত্র বিচ্ছেদাভাস মনে করিয়া বাহ্যভ্যন্তরে জলন্ত কোটি প্রলয়াগ্নির জ্বালা অনুভব করেন, সেই অদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তিযুগলের গাঢ় স্নেহানুবন্ধগ্রথিতবৎ মধুর শ্রীরাধামাধবাখ্য পরম ধামদ্বয়কে আমি অবগত হইতেছি॥ ১৭৪।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর কেলি কুঞ্জে বিলাস পর্য্যঙ্কে কিশোর-কিশোরী এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়া কেলি-রসাস্বাদন করিতেছেন, যেন দুইটী অঙ্গ একত্র গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সূত্র দ্বারাই দ্রব্য গ্রথিত হইয়া থাকে, এস্থলে রাই-তনু ও শ্যাম-তনুও গাঢ় স্নেহসূত্রে গ্রথিত হইয়া একীভূত হইয়াছে। কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হইতেছে না। অহো! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেহধর্ম্মে সামান্য সঞ্চালনেই (অঙ্গ প্রসারণাদি) সেই নিমেষমাত্র বিচ্ছেদাভাসেই তাঁহারা বাহ্যাভ্যন্তরে জলন্ত কোটি কল্পাগ্নির অর্থাৎ কোটি প্রলয়াগ্নির জ্বালা অনুভব করিতেছেন, ব্রজ-রামাদের বিরহের রীতিই এইরূপ। তাঁহাদের—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন বা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে নিমিষমাত্র কালও কত যুগ বলিয়া মনে হয়, নয়নে বর্ষাসারের ন্যায় অশ্রুধারা বর্ষিত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবোধ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রজরামাশিরোমণি মহা প্রেমবতী শ্রীরাধা যে নিমেষমাত্র বিচ্ছেদা-ভাসেই অন্তরে বাহিরে কোটি কল্পাগ্নির জ্বালা অনুভব করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আর সেই রসের-নাগর প্রেমের-সাগর প্রেমিক চূড়ামণি

কদা বা কস্তুর্য্যা তিলক মপি ভূয়ো রচয়িতা
নিকুঞ্জান্ত র্বৃত্তে নবরতিরণে যৌবন মণেঃ ॥ ১৭৫ ॥

অন্বয়ঃ।—নিকুঞ্জান্তঃ ( নিকুঞ্জাভ্যন্তরে যৌবন মণেঃ ( যৌবনং মণিরূপং সর্ব্বদৈকরূপং যস্যাঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ) নবরতিরণে বৃত্তে ( নিত্যাভিনব কন্দর্পযুদ্ধ প্রাপ্তে সতি ) তস্যাঃ রত্যুন্মুক্তং কচভরং ( রত্যা প্রেমক্রীড়য়া উন্মুক্তং যং কেশপাশং তং ) অহং কদা সংযময়িতা ( বন্ধনং করিষ্যে ) ত্রুটিতনবমুক্তাবলিমপি অহং কদা বা সংধাস্যে ( সন্ধানং করিষ্যে ) কস্তুর্য্যাঃ তিলকমপি ভূয়ঃ কদা রচয়িতা ( পুনঃপুনঃ রচনাং করিষ্যেত্যর্থঃ ) ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ।—নিকুঞ্জাভ্যন্তরে যৌবনমণির ( শ্রীরাধার ) নবরতিরণে উন্মুক্ত কেশপাশকে আমি কবে বন্ধন করিয়া দিব, কবেই বা ছিন্ন নবমুক্তাবলির সন্ধান করিব এবং কবেই বা কস্তুরীপঙ্ক দ্বারা পুনরায় তিলক রচনা করিয়া দিব ॥ ১৭৫ ॥

যে প্রিয়তমা শ্রীমতির মধুর প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া নিমেষমাত্র বিচ্ছেদাভাসে অতিমাত্র ব্যথিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই জন্যই তাঁহাদের উভয়েকে "অদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তি" বলা হইয়াছে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়াও এরূপ অসমোর্দ্ধ প্রেমের মূর্ত্তি কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; এই জন্যই তাঁহারা 'অদ্ভুত'।

শ্রীরাধামাধবের সেই পরাশক্তি নিরীক্ষণ করিয়াই অনন্যশরণ সাধকপ্রবর গ্রন্থকর্ত্তা স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন,—"আমি সেই মধুর শ্রীরাধামাধবাখ্য পরমধামদ্বয়কেই জানি।" মধুর—প্রেমরসযুক্ত, পর—শ্রেষ্ঠ, অপ্রাকৃত। ধাম—তনু শ্রীমূর্ত্তি; অর্থাৎ আমি কেবলসেই প্রেমরসযুক্ত অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-মাধবের গাঢ় স্নেহালিঙ্গনবদ্ধ শ্রীমূর্ত্তিযুগলকেই জানি ; তদ্ভিন্ন ত্রিজগতে আমি আর কিছুই জানি না।" অনন্যশরণত্বের ইহাই চরম দৃষ্টান্ত ॥ ১৭৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

নিকুঞ্জাভ্যন্তরে যৌবনমণি শ্রীরাধা যে অদ্ভুত নবরতি-রণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আজ শ্রীরাধারই বিজয়-গৌরব ঘোষিত হইতেছে। মণির সৌন্দর্য্য যেমন সর্ব্বদাই একরূপ, কদাচ ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ শ্রীরাধার যৌবনমাধুর্য্যও নিত্যাভিনব নিত্য স্থির। যৌবনের নিত্যাভিনবত্ব হেতু কন্দর্পযুদ্ধেরও নবীনত্ব সূচিত হইয়াছে। এই অভিনব রতিরণে

কিং ক্রমোঽন্যত্র কুণ্ঠিকৃতকজনপদে ধাম্ন্যপি শ্রীবিকুণ্ঠে
রাধামাধুর্য্যবেত্তা মধুপতিরথ তন্মাধুরীং বেত্তি রাধা ।
বৃন্দারণ্য স্থলীয়ং পরমরসসুধা মাধুরীণাং ধুরীণা
তদ্দ্বন্দ্বং স্বাদনীয়ং সকলমপি দদৌ রাধিকাকিঙ্করীভ্যঃ ॥১৭৬॥

অন্বয়ঃ ।— শ্রীবিকুণ্ঠে ধম্নি অপি কুণ্ঠিকৃতকজনপদে (জনপদে দেশে) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাধামাধুর্য্যবেত্তা অথ রাধা তন্ম ধুরীং (মধুপতে মাধুর্য্যং) বেত্তি, অন্যত্র কিং ক্রমঃ ? ইয়ং পরমরসসুধা মাধুরীণাং ধুরীণা (মাধুর্য্যাণাং অগ্রগণ্য মূর্ত্তিমতী। বৃন্দাবনস্থলী রাধিকাকিঙ্করীভ্যঃ তদ্দ্বন্দ্বং স্বাদনীয়ং (শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ স্বাদনীয়ং যন্মাধুর্য্যং) সকলমপি দদৌ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ ।—অন্যত্রের কথা কি ? শ্রীবৈকুণ্ঠধামকেও যাহা কুণ্ঠীকৃত করিয়াছে, এতাদৃশ জনপদে মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-মাধুর্য্য-বেত্তা, আবার শ্রীরাধা সেই মধুপতি-মাধুর্য্য-বেত্রী । এই পরমরস সুধামাধুরী ধুরীণ শ্রীবৃন্দারণ্যস্থলী রাধিকা কিংকরীগণকে তদুভয়ের আস্বাদনীয় সকলই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীরাধার কেশপাশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, নূতন মুক্তার হার ছিন্ন হইয়াছে, স্বেদজলে ললাটের কস্তুরীতিলক ধুইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধার সেই নবরতিরণে বিজয়োল্লাসযুক্ত বেশভূষা দর্শন করিয়াই যেন গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন,—আমি সেবাপ্রাণা সখীর ভাবাবেশে কবে তাঁহার সেই উন্মুক্ত কেশপাশকে বন্ধন করিয়া দিব, ছিন্ন মুক্তার হার পুনরায় গাঁথিয়া দিব, এবং কবেই কস্তূরী পঙ্কদ্বারা তাঁহার ভালে তিলক রচনা করিয়া দিব ? হায় ! এমন সৌভাগ্যময় যোগ্যতা আমার কবে লাভ হইবে ? ১৭৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

অপ্রাকৃত লীলামাধুর্য্যের রসরঙ্গ যথায় নিত্য তরঙ্গায়িত, মধুর প্রেম গীতিকার মোহনরবে যেস্থান নিত্য মুখরিত, সেই পরমরস সুধামাধুরী ধুরীণ শ্রীবৃন্দাবনস্থলী, অন্যধামের কথা দূরে থাকুক, সুদুর্লভ শ্রীবৈকুণ্ঠধামকেও কুণ্ঠিত করিয়া থাকে। কারণ, শ্রীবৈকুণ্ঠাধিশ্বরী কমলাও এই শ্রীবৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রজগোপীকাদের সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত কঠিন তপশ্চারণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও যে শ্রীবৃন্দাবনের অধিক

লসদ্বদনপঙ্কজা নবগভীর নাভিভ্রমা
নিতম্ব-পুলিনোল্লসন্মুখর-কাঞ্চি-কাদম্বিনী।
বিশুদ্ধ রসবাহিনী রসিকসিন্ধু-সঙ্গোন্মদা
সদা সুরতরঙ্গিণী জয়তি কাপি বৃন্দাবনে ॥ ১৭৭ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীবৃন্দাবনে লসদ্বদন-পঙ্কজা ( শোভমানং বদনমেব কমলং যস্যাঃ। নবভীর নাভিভ্রমা ( নবীনা চাসৌ গম্ভীরা চ এতাদৃশী নাভিরেব ভ্রম আবর্ত্তো যস্যাম্ ) নিতম্বপুলিনোল্লসন্মুখর কাঞ্চি-কাদম্বিনী ( নিতম্ব এব পুলিনং তত্র উল্লসতী শোভমানা শব্দায়মানা কাঞ্চীএব কাদম্বিনী মেঘমালা যস্যাঃ সা ) বিশুদ্ধ রসবাহিনী ( বিশুদ্ধং অপ্রাকৃতং রসং বহতি যা সা ) রসিক সিন্ধুসঙ্গোন্মাদা ( রসিকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এব সিন্ধুঃ তৎসঙ্গমার্থং উন্মাদা যস্যাঃ সা ) কাপি ( অনির্ব্বচনীয়া) সুরতরঙ্গিনী ( সুর-তরঙ্গিনী মন্দাকিনীরূপা সুরতরঙ্গিনী কন্দর্পবিলাসিনী শ্রীরাধা সদা জয়তি ( সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ) ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ।—শ্রীবৃন্দাবনে প্রফুল্ল-বদন-কমলা নবীন ও সুগভীর নাভিরূপ আবর্ত্তবিশিষ্টা, নিতম্বপুলিন-শোভি মুখরকাঞ্চি-কাদম্বিনীযুক্তা, বিশুদ্ধরসবাহিনী এবং রসিক-সিন্ধুসঙ্গমে উন্মাদিনী কোন এক অনির্ব্বচনীয়া সুরতরঙ্গিনীরূপিনী ( সুরত-রঙ্গিণা) সর্ব্বদা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭৭ ॥

মাহাত্ম্য তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই শ্রীবৃন্দাবনে পরমরস অর্থাৎ সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যে উজ্জ্বল মধুর রস—সেই রস-সুধামাধুরী মূর্ত্তিমতীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ রসমাধুরী আর কোন ধামেই নাই। এই ধামে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র রাধামাধুর্য্যবেত্তা এবং শ্রীরাধাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ রাধামাধুর্য্যবেত্রী আবার বৃন্দাবনস্থলীর সর্ব্বাধিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা শ্রীরাধাকিঙ্করীগণকে তাঁহাদের আস্বাদনীয় সকলই প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনের অনির্ব্বচনীয় মহিমার কথা আর কি বলি।? আবার শ্রীরাধাকিঙ্করীগণের সৌভাগ্যও অপরিসীম! তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনধাম কৃপা করেন, সেই কৃপার ফলে তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আস্বাদনীয় সকল মাধুর্য্য লাভে কৃতার্থ হন। এই জন্যই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্য লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১৭৬ ॥

অনঙ্গনবরঙ্গিণী রসতরঙ্গিণী সঙ্গতাং
দধৎ সুখসুধাময়ে স্বতনু নীরধৌ রাধিকাম্।
অহো মধুপ-কাকলী মধুরমাধবীমণ্ডপে
স্মর-ক্ষুভিত মেধতে সুরতসীধুমত্তং মহঃ ॥ ১৭৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো! (অত্যাশ্চর্য্যে) মধুপ কাকলী মধুর মাধবীমণ্ডপে (ভ্রমরাণাং যা কাকলী তয়া মধুরং মুখরিতং যন্মাধবী মণ্ডপ বাসন্তীলতাগৃহং তদভ্য-

## তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে ভজন-রসিক গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনে নিভৃত নিধু-নিকুঞ্জে শ্রীরাধাশ্যামের কন্দর্পকেলি বিলাস দর্শন করিয়াই যেন বর্ণনা করিতে-ছেন—"শ্রীবৃন্দাবনে এক অনির্ব্বচনীয়া সুরতরঙ্গিণী সর্ব্বদা সন্তোষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। তিনি রসিক-সিন্ধু-সঙ্গমে উন্মাদিনী স্রোত-স্বিনী যেমন পাগলপ্রাণে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যা হইয়া প্রেমের ভরে হেলিয়া দুলিয়া সাগর-সঙ্গমে গিয়া মিলিতা হয়, সেইরূপ আজ আমাদের সুরত-রঙ্গিণী শ্রীরাধাও স্বর-তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রেমোন্মাদিনী হইয়া নিখিল-রসসমুদ্র-শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি যেন আজ কন্দর্প-লীলারসের প্রবাহিনীরূপে শোভা পাইতেছেন। নদী, হৃদয়ে সলিল-প্রবাহ বহন করিয়া থাকে, শ্রীরাধাও আজ "বিশুদ্ধ রসবাহিনী" অর্থাৎ কেলি প্রসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরসের প্রবাহ বহিতেছে অথবা ক্রীড়াচ্ছলে "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ নিখিল রসরাজমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে বহন করিতেছেন, ইহাও এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য। গিরিগাত্রবাহিনী শৈবলিনীর তটচুম্বী মেঘমালার শোভা অতি চমৎকার। যাঁহারা সে নৈসর্গিক মাধুরী দর্শন করেন, তাঁহাদেরই হৃদয়-মন বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীরাধা রসতরঙ্গিণী, তাঁহার নিতম্বদেশই পুলিনরূপে শোভা পাইতেছে, সেই নিতম্ব-পুলিনে কাঞ্চি কাদম্বিনী অর্থাৎ কঞ্চিরূপ মেঘমালা শব্দিত হইতেছে। (এস্থলে কেলিবিলাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে) আবার নদীতে আবর্ত্ত থাকে, শ্রীরাধার নবীন ও সুগভীর নাভিদেশই আবর্ত্ত-রূপে শোভিত। নদীতে কমল বিকসিত হয়, এস্থলে শ্রীরাধার বদনই প্রফুল্ল কমলরূপে শোভা পাইতেছে। অতএব বাস্তবিকই আজ শ্রীরাধা অপ্রাকৃত সুরত-রঙ্গে স্বর-তরঙ্গিণীরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ১৭৭॥

রোমালী মিহিরাত্মজা সুললিতে বন্ধুকবন্ধুপ্রভা
সর্ব্বাঙ্গে স্ফুটচম্পকচ্ছবিরহো নাভিসরঃ শোভনা ।
বক্ষোজস্তবকা লসদ্ভুজলতা শিঞ্জাপতচ্ছুঙ্কৃতিঃ
শ্রীরাধা হরতে মনো মধুপতেরন্যেব বৃন্দাটবী ১৭৯ ॥

ত্তরে ) স্মর-ক্ষুভিতং ( কন্দর্পেণ সুপীড়িতং ) সুরসীধুমত্তং ) কন্দর্পকেলি-রসোন্মত্তং ) মহঃ ( শ্রীশ্যামসুন্দরঃ ) সুখসুধাময়ে স্বতনু-নীরধৌ ( সুখামৃতপূর্ণে নিজতনুরেব সমুদ্রে ) অনঙ্গ নবরঙ্গিণী রসতরঙ্গিণী সঙ্গতাং রাধিকাং ( অনঙ্গং কামং নবরঙ্গৈঃ রঞ্জয়তি যা সা অনঙ্গরঙ্গিণী এতাদৃশী রসতরঙ্গিণীরূপেণ মিলিতাং রাধিকাং ) দধৎ ( ধারণং কুর্ব্বং ) এধতে ( বর্দ্ধতে ) ॥ ১৭৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—অহো ! ( আশ্চর্য্যে ) রোমালী মিহিরাত্মজা ( রোমাবলী যা সৈব যমুনারূপা যস্যাং সা ) বন্ধুকবন্ধুপ্রভা ( বন্ধুকশ্চবন্ধুস্তজ্জাতীয় পুষ্পং তেষাং প্রভা যস্যাঃ সা ) সুললিতে সর্ব্বাঙ্গে স্ফুটচম্পকচ্ছবিঃ ( সর্ব্বাঙ্গে প্রফুল্লানাং চম্প-

অনুবাদ ।—অহো ! মধুর মধুপ ঝঙ্কৃত মাধবীমণ্ডপে স্মরক্ষুভিত ও কন্দর্প-কেলিরসোন্মত্ত শ্যামসুন্দর, সুখসুধাময় নিজতনু-জলধিতে অনঙ্গনবরঙ্গিণী রস-তরঙ্গিণীরূপে মিলিতা শ্রীরাধিকাকে ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন ॥ ১৭৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

রস-সিন্ধুতে রস-তরঙ্গিণীর সম্মিলনরূপ সেই সাগর-সঙ্গম মহাতীর্থ কোথায় ?—তদুত্তরে বলিতেছেন, "মধুপকাকলী মধুর মাধবীমণ্ডপে।" এই বাক্যে বসন্তকালোচিত ক্রীড়া-বিলাস সূচিত হইয়াছে। বাসন্তী শোভা সম্ভারে শ্রীবৃন্দাবন নিত্য উদ্ভাসিত। তাই, আজ পুষ্পিত মাধবীকুঞ্জ মধুপ-বৃন্দের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়াছে। সেই মধুরমাধবীকুঞ্জে কন্দর্প-শর-পীড়িত ও কামক্রীড়ামদোন্মত্ত শ্যামসুন্দর রসতরঙ্গিণী শ্রীরাধাকে নিজ তনু-জলধিতে ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। এই অপূর্ব্ব সাগর-সঙ্গমে সাগর-সম্মিলিতা তরঙ্গিণীর স্বরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই রস-সাগরের অবস্থা বিবৃত হইতেছে। নদী-সঙ্গমে সাগর যেমন উচ্ছ্বসিত হয়, রস-তরঙ্গিণী শ্রীরাধাকে ধারণ করিয়া সেইরূপ শ্যামসুন্দরের তনু-জলধিও প্রেমতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। এই শ্লোকে বিপরীত বিহার সূচিত হইয়াছে ॥ ১৭৮ ॥

রাধামাধবয়ো বিচিত্র সুরতারম্ভে নিকুঞ্জোদর-

স্রস্ত-প্রস্তর-সঙ্গতৈ ব পুরলং কুর্ব্বেঽঙ্গরাগৈঃ কদা।

কানাং চ্ছবিঃ কান্তির্যস্যাঃ সা ) নাভিসরঃ শোভনা ( নাভিরেব সরোবর তেন শোভনা শোভাবিশিষ্টা ) বক্ষোজস্তবকা ( বক্ষজৌ এব স্তবকৌ গুচ্ছৌ যস্যাঃ ) লসদ্ভুজলতা ( শোভমানৌ ভুজৌ এব লতা যস্যাঃ সা ) শিঞ্জাপতচ্ছুস্তুতিঃ ( ভূষণশব্দ এব পক্ষীণাং কলধ্বনিঃ যস্যাঃ ) সা শ্রীরাধা অন্যা বৃন্দাটবী ইব মধুপতেঃ ( শ্রীকৃষ্ণস্য ) মনঃ হরতে ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ ।—অহো! যাঁহার রোমালী যমুনার ন্যায়, বন্ধুকবন্ধুর ( চন্দ্রের ) ন্যায় যাহার অঙ্গপ্রভা, যাঁহার সুললিত সর্ব্বাঙ্গে প্রফুল্লচম্পককান্তি বিচ্ছুরিত, যাঁহার সরসী-শোভনা নাভি, বক্ষোজ স্তবক তুল্য, শোভমান ভুজদ্বয় লতা স্বরূপ এবং যাঁহার শিঞ্জা ( ভূষণশব্দ ) বিহঙ্গের কলধ্বনি সেই বৃন্দাটবী তুল্যা শ্রীরাধা মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিতেছেন। ১৭৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

লীলাবিলাসান্তে শ্রীরাধা পূর্ব্ববৎ অভিসারোচিত বেশভূষায় বিভূষিতা হইলে এক অপূর্ব্ব মাধুরীময়ী দেবীরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। সিদ্ধ-ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সেই সুষমারাশি দর্শনে ভাববিহ্বল হইয়া শ্রীরাধাকে বৃন্দাটবীর সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।—আহা! শ্রীযমুনা যেমন শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-বর্দ্ধন করিতেছেন, শ্রীরাধার রোমাবলীও শ্রীযমুনারূপে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনে বাঁধুলীপুষ্প বিকসিত, শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গেও কত বাঁধুলী ও তজ্জাতীয় পুষ্পের প্রভ বিলসিত। আবার শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিকসিত চম্পক কুসুম পরিদৃষ্ট হয়, আমাদের শ্রীরাধার সুললিত সর্ব্বাঙ্গেও প্রফুল্ল চম্পকের ছবি উদ্ভাসিত। শ্রীবৃন্দাবনে মানসসরোবর আছে শ্রীরাধাতেও নাভি সরোবর সুশোভিত! শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পগুচ্ছ আছে, শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয়ই সেই পুষ্পগুচ্ছের শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে লতা আছে, শ্রীরাধার ভুজদ্বয়ই লতা স্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনে বিহঙ্গকূজন আছে, শ্রীরাধার ভূষণধ্বনিই সেই পক্ষীকূজনের স্থানাধিকার করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন যেমন স্বাভাবিক শোভামাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, শ্রীমতিও আজ এইরূপ অনুপম মাধুর্য্যগুণে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিতেছেন ॥ ১৭৯ ॥

তত্রৈব ত্রুটিতাঃ স্রজো নিপতিতাঃ সন্ধায় ভূয়ঃ কদা
কণ্ঠে ধারয়িতাস্মি মার্জ্জনকৃতে প্রাতঃ প্রবিষ্টাস্ম্যহম্ ॥ ১৮০ ॥

অন্বয়ঃ —অহং প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) মার্জ্জনকৃতে প্রবিষ্টা (কেলিকুঞ্জাভ্যন্তরং মার্জ্জন নিমিত্তং প্রবিষ্টা সতী) রাধা-মাধবয়োঃ বিচিত্র সুরতোরস্তু নিকুঞ্জোদরে (নিকুঞ্জাভ্যন্তরে) প্রস্তর সঙ্গীনৈঃ অঙ্গরাগৈঃ (বিক্ষিপ্তৈঃ হং প্রস্তরঃ পল্লবাদি বিরচিত যৎ শয়নীয়ং তৎ সংলগ্নৈঃ কদা বপু মণ্ডনং ভূষণং (ভূষণং করিষ্যামি) পুনঃ তত্রৈব ত্রুটিতাঃ নিপতিতাঃ স্রজঃ (মালাঃ) ভূয়ঃ সন্ধায় অহং কদা কণ্ঠে ধারয়িতাস্মি। ১৮০।

অনুবাদ।—প্রাতঃকালে সমার্জ্জনের নিমিত্ত নিকুঞ্জমন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমি শ্রীরাধা-মাধবের বিচিত্র সুরতোরস্তে প্রস্তু পল্লবাদি বিরচিত শয্যা সংলগ্ন অঙ্গরাগদ্বারা কবে আমার বপু ভূষিত করিব এবং তথায় ছিন্ন ও নিপতিত পুষ্পমালাকে পুনঃ পুনঃ গ্রন্থিবন্ধন করিয়া কবে আমি কণ্ঠে ধারণ করিব? ১৮০।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সেবাপ্রাণা সখীবাপাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় সৌভাগ্য সূচনা করিয়া সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—নিশান্তলীলা সমাপনান্তে রাধাশ্যাম স্বস্ব ভবনে প্রস্থান করিলে, কুঞ্জদাসী স্বরূপা আমি সেই কেলি-কুঞ্জ সম্মার্জ্জনের নিমিত্ত প্রাতঃকালে তথায় গমন করিব। আমি নিত্যই এইরূপ যাইয়া থাকি, ইহাও আমার একটী অন্যতম সেবাধর্ম্ম। অনন্তর সেই নিকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিব শ্রীরাধামাধবের বিচিত্র কন্দর্পক্রীড়া-বৈচিত্র্য প্রস্তর অর্থাৎ পল্লবাদি বিরচিত সয্যা ইতস্তত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রস্তর—পল্লব-শয্যা। যথা—

পল্লবাদ্যৈ বিরচিতে শয়নীয়ে তু সংস্তরঃ।
প্রস্তরঃ প্রস্তিরশ্চেতি প্রস্তারোঽপি চ কুত্রচিৎ ॥

ইতি শব্দরত্নাবলী।

আবার রসিক রসিকা-যুগলের অঙ্গ সংলগ্ন কুঙ্কুম কস্তূর্য্যাদি অঙ্গরাগ স্বেদ-নীরে বিধৌত হইয়া সেই পল্লবশয্যার উপর সংলিপ্ত রহিয়াছে। আমি সেই অঙ্গরাগ দ্বারা কবে আমার দেহ ভূষিত করিব?—আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে? তথায় ছিন্ন ও নিপতিত পুষ্পমাল্যকে পুনঃপুন গ্রন্থিবন্ধন করিয়া

শ্লোকান্ শ্রেষ্ঠযশোঙ্কিতান্ গৃহশুকানধ্যাপয়েৎ কর্হিচিৎ
গুঞ্জা মঞ্জুলহারবর্হমুকুটং নির্মাতি কালে ক্বচিৎ।
আলিখ্য প্রিয়মূর্ত্তি মাকুল কুচৌ সংঘট্টয়েদ্বা কদা
প্যেবং ব্যাপৃতিভির্দ্দিনং নয়তি মে রাধা প্রিয়স্বামিনী॥ ১৮১ ॥

**অন্বয়ঃ।**—মে ( মম ) প্রিয়স্বামিনী ( প্রিয়া চাসৌ স্বামিনী ), রাধা কর্হিচিৎ গৃহশুকান্ ( গৃহে এব পালিতাঃ যে শুকা স্তান্ ) শ্রেষ্ঠ যশোঙ্কিতান্ ( প্রিয়তমস্য যশোব্যঞ্জিতান্ ) শ্লোকান্ ( গাথাঃ ) অধ্যাপয়েৎ ( পাঠয়তি ) কালে ( কস্মিঞ্চিৎ সময়ে ) ক্বচিৎ ( একান্তে গুঞ্জা মঞ্জুল-হার বর্হ-মুকুটং নির্মাতি ( গুঞ্জাভিঃ সুন্দরং হারঞ্চ বর্হাণাং ময়ূরপিচ্ছানং মুকুটং তৎপ্রিয়তোষার্থমেব রচয়তি ) কদাপি বা প্রিয়মূর্ত্তিং আলিখ্য আকুল কুচৌ সংঘট্টয়েৎ ( তত্র লাপয়তীতি ভাবঃ ) এবং ব্যাপৃতিভিঃ ( ব্যাপারৈঃ ) দিনং নয়তি ॥ ১৮১ ॥

**অনুবাদ।**—আমার প্রিয়স্বামিনী শ্রীরাধা প্রিয়-বিরহে ব্যাকুল হইয়া কখন গৃহশুকগণকে প্রিয়যশোঙ্কিত শ্লোকাবলী পাঠ করাইতেছেন, কখন একান্তে বসিয়া সুন্দর গুঞ্জহার ও ময়ুরপুচ্ছের মুকুট রচনা করিতেছেন, কখনও বা প্রিয়তমের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আলিঙ্গনছলে তদুপরি কুচযুগল মর্দ্দন করিতেছেন, এইরূপ ব্যাপারে তিনি দিন যাপন করিতেছেন॥ ১৮১ ॥

আমি কণ্ঠে ধারণ করিব। স্বেদ-সঞ্চার নিবারণের নিমিত্ত যে অঙ্গরাগ লেপন করা হইয়াছিল, প্রচুর স্বেদজলে তাহা ধৌত হইয়া যাওয়ায় এবং পুষ্পহার বহু খণ্ডে ত্রুটিত হওয়ায় সুরতক্রীড়ার বৈচিত্র সূচিত হইয়াছে॥ ১৮০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রাধা-বেদন-ব্যথিতা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা অপর এক সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—আমার প্রিয়স্বামিনী শ্রীরাধা, কিছুতেই বিরহ তাপ প্রশমিত না হওয়ায়, মরণই স্থিরনিশ্চয় করিয়া, সেই অন্তিমকালে গৃহশুকগণ যাহাতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শ্রবণ করাইতে পারে, তন্নিমিত্ত প্রিয়-যশোঙ্কিত গাথা সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আবার কখনও বা প্রেমানন্দে পুলকিত-তনু হইয়া প্রিয়তমের প্রেমমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন, আর সেই প্রেমের ছবিকে প্রেমের ভূষণে বিভূষিত করিবার জন্য একান্তে বসিয়া সুন্দর গুঞ্জাহার ও ময়ূরপুচ্ছের মুকুট

প্রেয়ঃ সঙ্গসুধাসদানুভবিনী ভূয়োভবদ্ভাবিনী
লীলা-পঞ্চমরাগিণী রতিকলাভঙ্গীশতোদ্ভাবিনী ॥
কারুণ্যদ্রবভাবিনী কটিতটে কাঞ্চী-কলারাবিণী
শ্রীরাধৈবগতি র্মমাস্তু পদয়োঃ প্রেমামৃতস্রাবিণী ॥ ১৮২ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রেয়ঃ সঙ্গসুধাসদানুভবিনী ( প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গং এব অমৃতং তস্য সদানুভবং কারিণী ) ভূয়ো ভবদ্ভাবিনী ( পুনঃপুনঃ ভাবি যৎ তদ্ভাবয়তি যা সা ) লীলা-পঞ্চমরাগিণী ( লীলায়াং যৎ পঞ্চমং সুরতব্যাপারং তস্মিন্ রাগোযস্যাঃ সা ) রতিকলাভঙ্গী শতোদ্ভাবিনী ( রতি কলাষু নিত্যং শতভঙ্গী রুদ্ভাবনকারিণী ) কারুণ্য দ্রবভাবিনী ( করুণায়াং যো দ্রবঃ তদ্ভাবয়তীতি সা ) কটিতটে কাঞ্চীকলারাবিণী ( কটিতটে যৎ কাঞ্চীকলাঃ তাসাং রাবিণী শব্দকারিণী ) পদয়োঃ প্রেমামৃতস্রাবিণী ( পদয়োঃ প্রেমামৃতং স্রাবয়তীতি সা ) শ্রীরাধা এব মম গতিঃ অস্তু ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ।—সর্ব্বদা প্রিয়সঙ্গসুধানুভবকারিণী, পুনঃপুনঃ ভবিষ্যদ্‌ভাবিনী, লীলা পঞ্চমরাগিণী, রতিকলায় শত শত ভঙ্গীউদ্ভাবনকারিণী, কারুণ্য-দ্রব-ভাবিনী, কটিতটে কাঞ্চীকলাশব্দকারিণী ও পদযুগলে প্রেমামৃতস্রাবিণী শ্রীরাধাই আমার গতি হউন। ১৮২ ॥

রচনা করিতেছেন। এইরূপে বিরহের পূর্ণাবস্থায় সম্ভোগ লীলার স্ফূর্ত্তি হওয়ায় কখন বা সেই প্রেমের প্রতিচ্ছবিকে আলিঙ্গন ছলে তদুপরি পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিমর্দ্দিত করিতেছেন। হে সখি! আমাদের স্বামিনী এইরূপ অতি বিরহে বিভ্রান্তচিত্তা হইয়া দিন যাপন করিতেছেন ॥ ১৮১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভাবরসিক গ্রন্থকার সিদ্ধভাবাবেশে শ্রীরাধার সেই বিরহে সম্ভোগ-বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া সাধকোচিত লৌল্যে প্রার্থনা করিতেছেন—"সেই শ্রীরাধাই আমার গতি হউন।" অর্থাৎ শ্রীরাধাদাস্য ব্যতীত যেন মুক্ত্যাদি কোন গতিই আমার না হয়, ইহাই একান্ত প্রার্থনা। যেহেতু, শ্রীরাধার পদ-কমল-যুগলে প্রেমের অমৃত-উৎস নিরন্তর উৎসারিত; সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহার সেই পদকমলের দাস্য লাভ করিবেন, তিনিই সেই প্রেমামৃতধারায় অভিষিক্ত হইবেন, ইহাই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ, শ্রীরাধা যখন কারুণ্য-দ্রব-

কোটীন্দুচ্ছবিহাসিনী নবসুধাসম্ভারসম্ভাষিণী
বক্ষোজদ্বিতয়েন হেমকলস-শ্রীগর্ব্বনির্ব্বাসিনী।
চিত্রগ্রামনিবাসিনী নবনবপ্রেমোৎসবোল্লাসিনী
বৃন্দারণ্য-বিলাসিনী কিমু রহো ভূয়াদ্দৃ ভুল্লাসিনী॥ ১৮৩॥

অন্বয়ঃ।—কোটীন্দুচ্ছবিবিহাসিনী (কোটীন্দুনাচ্ছবি কান্তি প্রকাশকারিণী কোটীন্দূনাং ছবিং হরতীতি বা) নব-সুধাসম্ভারসম্ভাষিণী (নবসুধায়াঃ সম্ভারঃ সম্ভাষণং কারিণী) বক্ষোজ দ্বিতয়েন হেমকলস শ্রীগর্ব্বনির্ব্বাসিনী (পয়োধর যুগলেন স্বর্ণকুম্ভ-শ্রীগর্ব্বনিরাসকারিণী) চিত্রগ্রাম-নিবাসিনী (চিত্রগ্রামো

ভাবিনী অর্থাৎ করুণার দ্রব্যময়ী মূর্ত্তি। নিরন্তরই তাঁহাতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তখন আমি সে করুণার অণুকণা লাভেও কি সমর্থ হইব না। অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীরাধা কিদৃশী-গুণলীলাবিশিষ্টা?—সর্ব্বদা প্রিয়সঙ্গ-সুধানুভবকারিণী অর্থাৎ কি সম্ভোগে কি বিপ্রলম্ভে সর্ব্বদাই প্রিয়সঙ্গরূপ সুধাস্বাদের অনুভব করিতেছেন। সম্ভোগে যে প্রিয়সঙ্গ-সুখানুভব হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। আবার তিনি পুনঃপুন ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের অনুভবকারিণী। সে কর্ত্তব্য, নব নব লীলা-কলা-বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। যেহেতু, তিনি লীলা-পঞ্চম রাগিণী। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারস দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সম্ভোগরস চারি প্রকার। আবার তন্মধ্যে মুখ্য সমৃদ্ধিমান সম্ভোগরস আট প্রকার। তাহার পঞ্চম—বিপরীত-সম্ভোগ! এই সম্ভোগলীলার প্রতি অতিশয় অনুরাগ-বিশিষ্টা। এই "লীলা-পঞ্চম" যে সম্ভোগলীলা তাহা পরবর্ত্তী বিশেষণে স্পষ্টতর হইয়াছে। তিনি "রতি-কলা-ভঙ্গী-শত-উদ্ভাবিনী" অর্থাৎ কন্দর্পক্রীড়ায় নিত্যাভিনব শত শত বৈচিত্র্য উৎপাদনকারিণী। আবার তিনি কটিতটে কাঞ্চিকলা-শব্দকারিণী। এস্থলে কাঞ্চীর শব্দ যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলা-বিলাস-দ্যোতক তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বিলাসিনীমণি শ্রীরাধাই আমার গতি হউন। আমি কুঞ্জ-সেবাভিলাষিণী কিঙ্করী, শ্রীরাধাই আমার একমাত্র গতি। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অভীষ্ট সেবাদাস্য লাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৮২॥

কদা গোবিন্দারাধন ললিত* তাম্বুল—শকলং
মুদা স্বাদং স্বাদং পুলকিততনু র্মে প্রিয়সখী।

বৃহদ্ভানুঃ তত্র নিবাসঃ অস্তি যস্যাঃ) নব নব প্রেমোৎসবোল্লাসিনী (নব নব-প্রেম্নাং য উৎসবঃ তমুল্লাসয়তি উত্থাপয়তি সা) বৃন্দারণ্যবিলাসিনী (শ্রীরাধা) রহঃ মম হৃদ্ উল্লাসিনী কিম্ভূয়াৎ ॥ ১৮৩॥

অন্বয়ঃ।—গোবিন্দারাধন ললিত তাম্বুল-শকলং স্বাদং স্বাদং মুদা পুলকিত-তনুঃ (শ্রীকৃষ্ণারাধনান্তর সঙ্গীতমারব্ধং তত্র গোবিন্দ মুখাদ্গলিতং তাম্বুল-খণ্ডম্

অনুবাদ। কোটী-চন্দ্র-প্রভাবিহাসিনী, নবসুসম্ভাষিণী. পয়োধর-যুগলে কনককুম্ভ-শ্রীগর্ব্বনাশিনী, চিত্রগাম-নিবাসিনী নব নব প্রেমোৎসব-উল্লাসিনী বৃন্দাবন-বিলাসিনী (শ্রীরাধা) কি একান্তে আমার হৃদয়-উল্লাসিনী হইবেন? ॥ ১৮৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা নিজাভীষ্ট প্রকাশ করিয়া সাধকোচিত ভাবে পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন,—হায়! সেই বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধা কি নিভৃত নিকুঞ্জে আমার হৃদয় উল্লাসিনী হইবেন? অর্থাৎ আমার নিজাভীষ্ট কুঞ্জসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমার হৃদয়ের উল্লাস বিধান করিবেন? অবশ্যই করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীরাধাকে বৃন্দাবন-বিলাসিনী বলা হইল কেন? যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত-নিকুঞ্জে তিনি আজ নবনব প্রেমের উৎসব বিধান করিতেছেন। সুতরাং তিনি চিত্রগ্রাম-নিবাসিনী অর্থাৎ যেন আশ্চর্য্য সমূহের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন অথবা চিত্রগ্রাম বৃহদ্ভানু তথায় যিনি বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার পয়োধর-যুগল কনক-কুম্ভের সৌন্দর্য্যের গর্ব্বকেও বিনাশ করিতেছে। হাসিতে কোটী চন্দ্রের প্রভা বিভাসিত হইতেছে অথবা তিনি কোটী চন্দ্র-প্রভা-প্রকাশিনী এবং সম্ভাষণে—পরস্পর আলাপে নবসুধারাশি ক্ষরিত হইতেছে। সুতরাং তিনি আজ বহু চিত্র-স্বরূপিণীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৮৩॥

* "গলিত" ইতি পাঠান্তরম্।

দুকূলেনোন্মীলন্নবকমল-কিঞ্জল্ক-রুচিণা
নিবীতাঙ্গী সঙ্গীতক-নিজকলাঃ শিক্ষয়তি মাম্ ॥ ১৮৪ ॥

স্বাদং স্বাং আনন্দেন পুলকিতা তনুর্যস্যাঃ সা) উন্মীলন্নব-কমল-কিঞ্জল্ক-রুচিণা দুকূলেন নিবীতাঙ্গী (প্রফুল্লং যৎ নবীনং কমলং তস্য কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ তদ্বৎ রুচির্দীপ্তি যস্য এতাদৃশেন দুকূলেন আবৃতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা) মে (মম) প্রিয়সখী (প্রিয়ায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখী ললিতেতি ভাবঃ) কদা সঙ্গীতক-নিজ-কলাঃ মাম্ শিক্ষয়তি ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ।—প্রফুল্ল নবকমল-কিঞ্জল্ক-রুচি দুকূলে অঙ্গাবৃত করিয়া এবং গোবিন্দারাধনান্তর ললিত তাম্বূলখণ্ড (শ্রীগোবিন্দমুখ নির্গলিত) আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দে পুলকিত-তনু হইয়া আমার প্রিয়সখী কবে সঙ্গীত নাট্যে নিজ নৈপুণ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন ? ॥ ১৮৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগবিলাসে সখীগণের ইচ্ছা না থাকিলেও শ্রীরাধার দ্বারা প্রেরিতা হইয়া নাগরবরের সহিত বিলাসরসাস্বদন করেন।

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম।"—শ্রীচরিতামৃত।

সেই লীলাবিলাস সন্দর্শন করিয়াই যেন সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা হৃদয়ের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"আমার প্রিয়সখী কবে সঙ্গীত নাট্যের নিজকলা আমাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন ? সখীগণের মধ্যে শ্রীললিতাই সর্ব্বপ্রধানা। "আমার প্রিয়সখী" বাক্যে প্রধানতঃ সেই ললিতাকেই উদ্দেশ করিয়াছে। শ্রীললিতা নাগরবরের প্রীতি সম্পাদনার্থ সুচারু তাম্বূল-বীটিকা রচনা করিয়া প্রদান করিলে, বিদগ্ধরাজ সেই তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সমীপস্থা প্রিয়সখীর বদনচুম্বনছলে চর্ব্বিত তাম্বুল তাঁহার বদনে অর্পণ করিলে শ্রীললিতা সেই তাম্বুলখণ্ড আস্বাদন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পুলকিত-তনু হইলেন। আমার প্রিয়সখীর সেই অভিসারোচিত বেশ কিরূপ ?—প্রফুল্ল নবকমল-কিঞ্জল্করুচি দুকূলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আবৃত।—শ্রীরাধামাধবের মিলনানন্দের উৎসব বর্দ্ধনার্থ সখীগণ সঙ্গীতনাট্যের কলা-কৌশল প্রদর্শন করিতে

লসদ্দশন-মৌক্তিকপ্রবর কান্তিপূর স্ফুর-
ন্মনোজ্ঞ নব-পল্লবাধর-মণিচ্ছটা-সুন্দরম্।
চরন্মকর কুণ্ডলং চকিত-চারু-নেত্রাঞ্চলং
স্মরামি তব রাধিকে বদনমণ্ডলং নির্ম্মলম্॥ ১৮৫॥

অন্বয়ঃ;—হে রাধিকে! তব লসদ্দশন-মৌক্তিকপ্রবর কান্তি পূরস্ফুরন্মনোজ্ঞ নব পল্লবাধর মণিচ্ছিটা সুন্দরম্ (তব শোভমানা দশনা এব মৌক্তিক-প্রবরা মৌক্তিকশ্রেষ্ঠা তেষাং যা কান্তিঃ তস্যাঃ যঃ পূরঃ প্রবাহ স্তেন স্ফুরন্মনোজ্ঞঃ যো নবপল্লবএব অধরঃ তদেব মণিস্তস্য ভাঃচ্ছটা স্তাভি সুন্দরম্) চরন্মকর কুণ্ডলম্ (চঞ্চলে মকরাকারে কুণ্ডলে যস্মিন্ তৎ) চকিত নেত্রাঞ্চলম্ (চকিতঞ্চ চারুঞ্চ নেত্রান্তভাগে যস্মিন্ তৎ) নির্ম্মলং বদনমণ্ডলং অহং স্মরামি॥ ১৮৫॥

অনুবাদ।—হে রাধিকে! তোমার যে বদনমণ্ডল শোভমান দশনমুক্তা-বলির কান্তি প্রবাহ দ্বারা স্ফুরিত সুচারু নবপল্লবাধর মণিচ্ছটা দ্বারা সুন্দর, যাহাতে মকর কুণ্ডল শোভমান এবং যাহাতে চারু নেত্রাঞ্চল চকিত, সেই নির্ম্মল বদনমণ্ডলকে আমি স্মরণ করি॥ ১৮৫॥

লাগিলেন। সেই সঙ্গীত কলাবতীগণের গীতিনাট্যের পরিপাট্য দর্শন করিয়াই যেন গ্রন্থকার বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন, সেই নাট্যকলারঙ্গিণী সঙ্গীত নাট্যে নিজের বিদগ্ধতা আমাকে কবে শিক্ষা দান করিবেন?

অথবা "আমার প্রিয়সখী" বাক্যে শ্রীরাধাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব সেই কমল-কিঞ্জল্ক-রুচি দুকূলে আবৃতাঙ্গী অর্থাৎ পীতবসন পরিধানা শ্রীরাধা গোবিন্দারাধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমুখনির্গলিত তাম্বুলখণ্ড আস্বাদনে পুলকিত-তনু হইয়া সঙ্গীতনাট্যে স্বকীয় অপূর্ব্ব কলা-কৌশল প্রদর্শন করিতে-ছেন। আমাকে সখী অঙ্গীকার করিয়া কবে সে সঙ্গীতকলা শিক্ষা দান করিবেন? ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৮৪॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা সেই বিলাস-লীলাবতী শ্রীমতির প্রফুল্ল বদনমণ্ডল সন্দর্শন করিয়াই যেন সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন,—"হে রাধিকে! আমি তোমার নির্ম্মল বদনমণ্ডলকে স্মরণ করি। বদনমণ্ডলে

চলৎ-কুটিলকুন্তলং তিলক শোভি ভালস্থলং
তিলপ্রসবনাসিকাপুট বিরাজি-মুক্তাফলম্ ।
কলঙ্করহিতামৃতচ্ছবিসমুজ্জ্বলং রাধিকে
তবাতিরতি-পেশলং বদনমণ্ডলং ভাবয়ে ॥ ১৮৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—হে রাধিকে ! চলৎকুটিল কুন্তলং ( চঞ্চলং কুটিলং কেশং যস্মিন্ তৎ ) তিলক শোভি ভালস্থলং ( তিলকেন শোভমানং ভালস্থলং যস্য তৎ ) তিলপ্রসব নাসিকাপুট বিরাজি মুক্তাফলং ( তিলকুসুম সদৃশং যন্নাসিকাপুটং তস্মিন্ বিরাজিতং মুক্তাফলং যস্মিন্ তৎ ) কলঙ্করহিতামৃতচ্ছবি-সমুজ্জ্বলং ( কলঙ্করহিতা যা অমৃতচ্ছবিঃ সুধাংশুরিত্যর্থঃ তেন সমুজ্জ্বলং যৎ ) অতিরতি পেশলং ( রত্যাধিক্যেন সুন্দরম্ ) তব বদনমণ্ডলং অহং ভাবয়ে ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ ।—হে রাধিকে ! তোমার যে বদনমণ্ডলে কুঞ্চিত অলকাবলি চঞ্চলীকৃত, ভালস্থলে তিলক সুশোভিত ও তিলফুল সদৃশ নাসাপুটে মুক্তাফল বিরাজিত এবং যাহা কলঙ্কবিরহিত অমৃতচ্ছবি দ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই রত্যাধিক্য বশতঃ সুন্দর বদনমণ্ডলকে আমি ভাবনা করি ॥ ১৮৬ ॥

চিন্তার বা বিষাদের ক্ষীণাভাসও পরিদৃষ্ট হইতেছে না পরন্তু উল্লাসের উজ্জ্বল-মাধুরী সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে। এইজন্যই উহাকে নির্ম্মল বলা হইয়াছে। তুমি কান্তের সরস রহস্যালাপে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছ, তাহাতে তোমার দশন মুক্তাবলির কান্তি-প্রবাহ স্ফুরিত হইতেছে, আর সুচারু নবীন পল্লবের ন্যায় তোমার অধরপুট মণিচ্ছটা বিকাশ করিতেছে। ইহাতে তোমার বদনমণ্ডল অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে। আবার তোমার শ্রুতিমূলে মকরাঙ্কিত কুণ্ডল ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে বদন-মণ্ডলের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঈষৎ অপাঙ্গে কান্তের শ্রীমুখের দিকে পুনঃপুন অবলোকন করিতেছ বলিয়া তোমার সুচারু নেত্রান্তভাগ চঞ্চলীকৃত। ইহাতে বদনমণ্ডলের মাধুর্য্য সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষকরূপে বিকসিত হইয়াছে। হে শ্রীরাধে ! এইজন্যই আমি তোমার শ্রীমুখমণ্ডলকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১৮৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

সাধনে যাহা ভাবনা করা যায়, সিদ্ধাবস্থায় তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ণপ্রেমামৃতরসসমুল্লাস-সৌভাগ্যসারং
কুঞ্জে কুঞ্জে নবরতিকলা কৌতুকেনাত্তকেলি।
উৎফুল্লেন্দীবর কনকয়োঃ কান্তিচোরং কিশোরং
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং কিমপি পরমানন্দকন্দং চকাস্তি॥ ১৮৭॥

অন্বয়ঃ।—পূর্ণ প্রেমামৃত রসসমুল্লাস সৌভাগ্যসারং (পূর্ণ প্রেমা এব অমৃত রসঃ তেন সমুল্লাসঃ এব সৌভাগ্য সারং যস্মিংস্তৎ) কুঞ্জে কুঞ্জে নবরতিকলা কৌতুকেন আত্তকেলি (কুঞ্জে কুঞ্জে নবরতৌ যাঃ কলাঃ তাসাং যৎ কৌতুকং তেন স্বীকৃতা কেলির্যেন তৎ) উৎফুল্লেন্দীবর কনকয়োঃ কান্তিচোরং (বিকসিতং যদ্ ইন্দীবরং নীলকমলং চ কনকং স্বর্ণকমলং চ তয়োঃ কান্তিং হরয়তীতি তৎ) কিমপি পরমানন্দকন্দং (অনির্ব্বচনীয়-পরমানন্দস্য কন্দং উৎপত্তিস্থানম্) কিশোরং জ্যোতির্দ্বন্দ্বং চকাস্তি (শোভতে)॥ ১৮৭॥

অনুবাদ।—যাহাতে পূর্ণপ্রেমরূপ অমৃত রসের দ্বারা সমুল্লাসরূপ সৌভাগ্য সার বিদ্যমান, যাঁহারা নবরতিকলা কৌতুকে কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি-পরায়ণ এবং যঁহারা প্রফুল্ল ইন্দীবর ও কনককমলের কান্তিচোর সেই কিশোরাকৃতি জ্যোতিঃ যুগল অনীর্ব্বচনীয় পরমানন্দ কন্দ স্বরূপে শোভা পাইতেছেন॥ ১৮৭॥

শ্রীরাধার সেই শ্রীমুখমণ্ডল দর্শনলাভের অভিলাষেই যেন গ্রন্থকর্ত্তা সাধকের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিবেদন করিতেছেন,—"হে শ্রীরাধিকে! তোমার বদনমণ্ডল একেই কলা-কলঙ্কবিরহিত সুধাংশুর ন্যায় সমুজ্জ্বল, তাহাতে কান্ত-সম্মিলনে ও প্রেমালাপনে হৃদয়ে রতির আধিক্য উদয় হওয়ায় উল্লাস বশতঃ সে বদনমণ্ডল অতীব সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর কুঞ্চিত অলকাবলী মৃদু মলয়ানিলে ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছে, ললাটদেশে তিলক সুশোভিত রহিয়াছে; তিলফুল সদৃশ নাসাপুটে মুক্তা ফল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বদনমণ্ডলের সুষমা নিখিল-লোকে অনুপম ও মনোহর বোধ হইতেছে। হে শ্রীরাধিকে! এই জন্যই আমি তোমার সেই বদনমণ্ডলকে ভাবনা করিতেছি। "সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়" ॥ ১৮৬॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

রসিকরসিকাযুগল মধুর কেলিবিলাসে নিমগ্ন হইলে উভয়ের গাঢ় সম্মিলনে

যয়োন্মীলৎ কেলীবিলসিত কটাক্ষৈক কলয়া
কৃতোবন্দী বৃন্দাবিপিন-কলভেন্দ্রো মদকলঃ।
জড়ীভূতঃ ক্রীড়ামৃগ ইব যদাজ্ঞা লবকৃতে
কৃতী নঃ সা রাধা শিথিলয়তু সাধারণগতিম্॥ ১৮৮॥

অন্বয়ঃ।—যয়া উন্মীলৎ কেলী বিলসিত কটাক্ষৈক কলয়া (উদ্রেকং প্রাপ্তা বা কেলী তদ্বিলসিতং যৎ কটাক্ষং তস্যৈক কলয়া) মদকলঃ (মদমত্তঃ বৃন্দা-বিপিন-কলভেন্দ্রঃ শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বচ্ছন্দচারী শ্রীকৃষ্ণঃ) কৃতোবন্দী (বন্দীকৃতঃ ভবতি) যদাজ্ঞালবকৃতে (যস্যাঃ আজ্ঞালেশমাত্রেণ) কৃতী (কুশলঃ চতুরঃ) ক্রীড়া মৃগ ইব জড়ীভূতঃ (বশীভূতঃ ভবতি) সা রাধা নঃ (অস্মাকং) সাধারণ গতিং (সংসারগতিং চ মুক্তি মপি বা) শিথিলয়তু (শিথিলং করোতি)॥১৮৮॥

অনুবাদ।—যাঁহার উন্মীলিত কেলিবিলসিত কটাক্ষের একটীমাত্র কলা দ্বারা মদকল বৃন্দাবন-করভেন্দ্রও (শ্রীকৃষ্ণ) বন্দীকৃত হয়েন এবং যাঁহার আজ্ঞা লেশমাত্রে কৃতী হইয়াও তিনি ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বশীভূত হয়েন, সেই আমা-দিগের সাধারণ গতিকে শিথিল করুন॥ ১৮৮॥

এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রফুল্ল ইন্দীবরের শ্যামলকান্তি এবং কনক-কমলের গৌরকান্তি চুরি করিয়া সে জ্যোতিঃ যুগলের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ হইয়াছে। সাধারণতঃ জ্যোতিঃ চক্ষুর পীড়া উৎপাদন করে, কিন্তু এই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ যুগল সেরূপ নহে.—তাহার দর্শনে প্রাণমন পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। যেহেতু তাহা পরমানন্দের কন্দ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান স্বরূপ, তাহা হইতেই আনন্দের অনন্ত ধারা নিখিল চরাচরে উৎসারিত হইতেছে। তাঁহারা নিত্য নবরতিকলা কৌতুকে নিত্য নব নব কুঞ্জে এইরূপ কেলিবিলাস করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাহাদিগকে কিশোর বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাশ্যাম শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে এইরূপ নিত্য কেলিবিলাস দ্বারাই কৈশোর সফল করিয়া থাকেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণপ্রেমামৃতরসের দ্বারা সমুল্লাসরূপ সৌভাগ্যসার বিদ্যমান বলিয়াই তাঁহাদের নিত্যাভিনব রতিকলা কৌতুকের উন্মেষ লক্ষিত হয়। ফলতঃ, যেখানে পূর্ণপ্রেমামৃতরস, সেইখানেই উল্লাস সেইখানেই নবরতিকলা কৌতুক, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৮৭॥

শ্রীগোপেন্দ্রকুমারমোহন মহাবিদ্যে স্ফুরন্মাধুরী
সারস্ফার রসাম্বুরাশি সহজ প্রস্যন্দি নেত্রাঞ্চলে।

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীগোপেন্দ্রকুমারমোহন-মহাবিদ্যে (নন্দনন্দন মোহনার্থং মহাবিদ্যারূপে) হে স্ফুরন্মাধুরীসার স্ফার-রসাম্বুরাশি সহজ প্রস্যন্দি নেত্রা-

অনুবাদ।—হে নন্দনন্দনের মোহনার্থ মহাবিদ্যারূপে, হে স্ফুরিত মাধুরী-সার-বিস্তারী রস-সমুদ্রের সহজ প্রস্যন্দি-নেত্রাঞ্চলে! হে করুণার্দ্র কটাক্ষ-

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে সেই কনকনলিনী ও ইন্দীবরনিন্দি কান্তি বিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তিযুগলকে দর্শন করিয়াই যেন প্রার্থনা করিতেছেন,—"আহা! সেই শ্রীমূর্ত্তিযুগলের মধ্যে শ্রীরাধার উৎকর্ষ সর্ব্বাধিক-রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব সেই শ্রীরাধাই আমাদের সাধারণ গতিকে শিথিল করুন। জীবের সাধারণ গতি সংসার। সুতরাং আমাদের সংসার গতি বিনষ্ট করুন, ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা জীবের গতি সাধারণতঃ স্বর্গে বা নরকে হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের স্বর্গ বা নরক গতি নিরুদ্ধ করিয়া দিউন। শ্রীরাধার দাস্য ভিন্ন আমাদের কোন গতিই বাঞ্ছনীয় নহে, ইহাই অভিপ্রেত। শ্রীরাধাদাস্যের প্রতিই আমাদের এতাদৃশ গাঢ় অনুরাগ প্রদর্শনের হেতু কি?—তাঁহার কেলিবিলসিত কটাক্ষের একটী মাত্র কলা দ্বারা মদমত্ত করি শিশুর ন্যায় মদনোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণও বন্দীকৃত হইয়াছেন। বন্দীর যেমন কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, শ্রীকৃষ্ণও আজ শ্রীরাধার বিলাস-বিলোলিত কটাক্ষ-কলা-কৌশলে তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা কৃতী অর্থাৎ চতুর বা কর্ম্ম-কুশল, তাঁহাদিগকে সহজে বশীভূত করিতে পারা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আজ পরম কৃতী ও বিদগ্ধরাজ হইয়াও শ্রীরাধার আজ্ঞাভাসমাত্রে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে॥ ১৮৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা সেবাদাস্য লাভের জন্য সাক্ষাৎভাবে শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে স্বামিনি! হে রাধিকে! তুমি আমার

কারুণ্যার্দ্র কটাক্ষভঙ্গি মধুর স্মেরাননাম্ভোরুহে
হাহা স্বামিনি রাধিকে ময়ি কৃপাদৃষ্টিং মনাঙ্ নিক্ষেপ ॥ ১৮৯ ॥
ওষ্ঠপ্রান্তোচ্ছলিত দয়িতোদ্গীর্ণ-তাম্বূলরাগা
রাগাম্বুচ্চৈর্নিজরচিতয়া চিত্রভঙ্গ্যোন্নয়ন্তী ।

ক্ষলে ( প্রকাশমানা যা মাধুরী তস্যাঃ যঃ সারঃ তস্য স্ফারো বিস্তারঃ স এব রসসমুদ্র স্তস্য সহজে প্রস্যন্দনং প্রস্রবণং নেত্রান্তভাগো যস্যাঃ ) হে কারুণ্যার্দ্র কটাক্ষভঙ্গি ( কারুণ্যেন আর্দ্রঃ যঃ কটাক্ষ স্তস্য ভঙ্গী যস্যাঃ হে তথাভূতা ) হে মধুর স্মেরাননাম্ভোরুহে ( মধুরশ্চাসৌ স্মেরঃ মন্দহাস্যং যুক্তং মুখকমলং যস্যাঃ হে তথাবিধে ) হে স্বামিনি ! হে রাধিকে ! হাহা ( খেদে ) ত্বং ময়ি কৃপাদৃষ্টিং মনাক্ ( ঈষৎ ) নিক্ষেপ ॥ ১৮৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—ওষ্ঠপ্রান্তোচ্ছলিত দয়িতোদ্গীর্ণ তাম্বূলরাগা ( দয়িতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখোদ্গীর্ণং যত্তাম্বূলং তস্য রাগঃ উচ্ছলিতঃ ওষ্ঠপ্রান্ত যস্যাঃ সা, যদ্বা ওষ্ঠ-প্রান্তভ্যামুচ্ছলিতো দয়িতার্থ মুদ্গীর্ণ তাম্বূলস্য রাগো যস্যাঃ সা ) নিজরচিতয়া

ভঙ্গি ! হে মধুর স্মেরানন-কমলে ! হে স্বামিনি ! হে রাধিকে ! হায় ! হায় ! তুমি আমার প্রতি ঈষৎ কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে দয়িত শ্রীকৃষ্ণের মুখোদ্গীর্ণ তাম্বূলরাগ উচ্ছলিত, যিনি নিজরচিত চিত্রভঙ্গী বীণা দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে ললিতাদি রাগ

প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টিপাত কর। কৃপা করিয়া নিজদাসী অঙ্গীকার কর, ইহাই অভিপ্রায়। তুমি নন্দনন্দনের বিমোহনের নিমিত্ত, মহাবিদ্যারূপিণী দক্ষরাজনন্দিনী দুর্গা যেমন দশমহাবিদ্যারূপে মহাদেবের চিত্ত-বিমোহন করিয়াছিলেন, তুমি আজ মাধুর্য্যের সার বিস্তার করিয়া ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তমোহন করিতেছ। সুতরাং হে শ্রীরাধে! তুমি আজ এক অপূর্ব্ব মহাবিদ্যারূপিণী। তোমার নেত্রান্তভাগে মাধুর্য্যরসসমুদ্র স্বভাবতঃই ক্ষরিত হইতেছে। তোমার কটাক্ষভঙ্গী করুণায় আর্দ্রীকৃতা। সুতরাং মাদৃশ দীনহীন আর্ত্তের প্রতি তোমার অযাচিত করুণার ধারা যে অবশ্যই পতিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি সর্ব্বক্ষণই সুপ্রসন্না ; এইজন্যই তোমার বদন-কমল মধুরমৃদুহাস্যযুক্ত। অতএব হে স্বামিনি! আমার জীবনে মরণে কর্ত্রীরূপিণি ! আমার প্রতি ঈষৎ কৃপাদৃষ্টিপাত কর ॥ ১৮৯ ॥

তির্য্যগ্‌গ্রীবা রুচির রুচিরোদঞ্চদাকুঞ্চিতভ্রূঃ
প্রেয়ঃ পার্শ্বে বিপুলপুলকৈ মণ্ডিতা ভাতি রাধা ॥ ১৯০ ॥
কিং রে ধূর্ত্তপ্রবর নিকটং যাসি নঃ প্রাণসখ্যা
নূনং বালা কুচতটকরস্পর্শ মাত্রাদ্বিমুহ্যেৎ।

---

চিত্রভঙ্গ্যা উচ্চৈঃ রাগান্ উন্নয়ন্তী ( স্বেনরচিতা যা চিত্রভঙ্গী বীণা তয়া রাগান্ ললিতাদিন্ উচ্চৈঃ উন্নয়ন্তী গায়ন্তী ) তির্য্যগ্‌গ্রীবা ( রাগোন্নয়নার্থমেব ঈষদ্ বক্রীভূতা গ্রীবা যস্যাঃ সা ) রুচির রুচিরোদঞ্চদাকুঞ্চিত-ভ্রূ ( রুচিরঞ্চ রুচিরং যথা ভবতি তথা উপরি আকুঞ্চিতা ভ্রূ যয়া সা ) রাধা প্রিয়ঃ পার্শ্বে ( প্রিয়স্য নিকটে ) বিপুলপুলকৈঃ মণ্ডিত সতী আভাতি ॥ ১৯০ ॥

---

আলাপ করিতেছেন, যাঁহার গ্রীবা বক্রীভূতা, রুচির হইতে রুচিরতররূপে উৎক্ষেপের কারণ, যাঁহার ভ্রূদেশ আকুঞ্চিত, সেই শ্রীরাধা প্রিয়তমের নিকটে বিপুল পুলকে বিমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ১৯০ ॥

---

তাৎপর্য্যার্থ।

সেই বিলাসিনী-মণি রসরঙ্গিণী শ্রীরাধা নিধু-নিকুঞ্জে কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, রসজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে তাহা বিবৃত করিতেছেন ;— "আহা! আমার স্বামিনী শ্রীরাধা প্রিয়তমের পার্শ্বে বিপুল-পুলক-মণ্ডিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন। এরূপ বিপুল পুলকের কারণ কি ?—একেই ত প্রিয়পার্শ্বে উপবেশন—তাহাতে কত উচ্ছলিতানন্দ! তাহার উপর দয়িত শ্রীকৃষ্ণের উদ্গীর্ণ অর্থাৎ চর্ব্বিত তাম্বূলের রাগে ওষ্ঠপ্রান্ত অনুরঞ্জিত। ইহাতে দয়িতের অধর চুম্বন পরিস্ফুট হইয়াছে। সুতরাং ইহাও পুলকের প্রকৃষ্টতম কারণ। তাহার পর তিনি স্বরচিতা চিত্রভঙ্গী নাম্নী বীণাযন্ত্রের সাহায্যে যখন নানাবিধ রাগ উচ্চকণ্ঠে আলাপ করিতেছেন, তখন আনন্দের উদ্বেলিত তরঙ্গে পুলকাঙ্গী হওয়া বিচিত্র নহে। যন্ত্র বাদন পূর্ব্বক রাগালাপের কারণই তাঁহার গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্রীভূতা এবং উত্তরোত্তর মনোহর রূপে বীণাবাদন ও রাগালাপের কারণ তাঁহার ভ্রূর উপরিভাগ আকুঞ্চিত। নাট্যকলা-পণ্ডিতা শ্রীরাধা উচ্ছলিত প্রেমরসে বিভোর হইয়া গীতবাদ্যের ললিত তানে তন্ময় হইয়া রাস-রঙ্গিয়া রসরাজের আনন্দ-বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ॥ ১৯০ ॥

ইত্থং রাধে পথি পথি রসান্নাগরং তেঽনুলগ্নম্
ক্ষিপ্তা ভঙ্গ্যা হৃদয়মুভয়োঃ কর্হি সংমোহয়িষ্যে ॥ ১৯১ ॥

অন্বয়ঃ।—"রে ধূর্ত্তপ্রবর! (হে বিদগ্ধবর!) নঃ (অস্মাকং) প্রাণসখ্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) নিকটং কিং যাসি) (কিমর্থং যাসি? দূরে বর্ত্তস্ব নিষেধ এবাভিপ্রায়ঃ) নূনং কুচতটকরস্পর্শমাত্রাৎ সা বালা বিমূহ্যেৎ (মোহং প্রাপ্যতি।" —হে রাধে! ইত্থং ভঙ্গ্যা (বাগ্বৈদগ্ধ্যেন) রসাৎ পথি পথি তে (তব) অনুলগ্নন্ (অনুগামিনং) নাগরং (শ্রীকৃষ্ণং) ক্ষিপ্তা (দূরে সংস্থাপ্য) অহং উভয়োঃ হৃদয়ং কর্হি সংমোহয়িষ্যে ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ।—"হে ধূর্ত্তরাজ! আমাদের প্রাণসখী শ্রীরাধার নিকটে কেন যাইতেছ? কুচতটস্পর্শমাত্র যে সেই বালা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" হে শ্রীরাধে, এইরূপ বাগ্বৈদগ্ধী দ্বারা পথে পথে তোমার অনুগামী রসিক নাগরকে দূরে ক্ষেপণ করিয়া আমি কবে তোমাদের উভয়েরই হৃদয় বিমুগ্ধ করিব ॥ ১৯১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

বামাস্বভাবা শ্রীরাধা প্রিয়সখীগণের সহিত কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমনচ্ছলে পথে পথে শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামশোভা সন্দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন; বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সরস বাক্‌চাতুর্য্যে তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের কতরূপ চেষ্টা পাইতেছেন। নাগরবরের সেই প্রেমার্ত্তিপূর্ণ কলা-কৌশল সন্দর্শন করিয়া সমীপবর্ত্তিনী কোন প্রগল্‌ভা সখী বলিলেন—"ওহে ধূর্ত্তরাজ! কুল-ললনাগণকে বঞ্চনা করাই তোমার স্বভাব! তুমি এই প্রকাশ্য পথে আমাদের প্রাণসখীর অঙ্গসংলগ্ন হইয়া অনুগমন করিতেছ কেন? গুরুজন দেখিতে পাইলে কি মনে করিবে? পরন্তু আমাদের প্রাণসখীর নিকটে যাওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। (দূরে অবস্থান কর, ইহাই অভিপ্রায়) যেহেতু, আমাদের প্রাণসখী বালিকা-স্বভাবা, অতি সুকুমারী। বক্ষঃ স্পর্শ করিবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন; অতএব হে বিদগ্ধবর! উহাঁর অনুগমন করিও না।" সখীর এই সরস বাক্‌চাতুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন—এদিকে শ্রীরাধাও ধীরমন্থরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নীতা হইলেন।

ম

কদা বা রাধায়াঃ পদকমলমাযোজ্য হৃদয়ে
দয়েশং নিঃশেষং নিয়তমিহ জহ্যামুপবিধিম্।
কদা বা গোবিন্দঃ সকলসুখদঃ প্রেমকরণা-
দনন্যে ধন্যে বৈ স্বয়মুপনয়েত স্মরকলাম্ ॥ ১৯২ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং রাধায়াঃ দয়েশং (দয়ায়াঃ স্বামিনং) পদকমলং কদা বা হৃদয়ে আযোজ্য (আ সমন্তাদ্ যোজয়িত্বা) ইহ (সংসারে) নিয়তং (নিত্যাগতং) নিঃশেষং (শেষশূন্যং) উপবিধিং জহ্যাম্ (দূরীকরোমি) কদা বা সকল সুখদঃ গোবিন্দঃ প্রেমকরণাৎ (প্রেম-সেবাধিকার কারণম্) অনন্যে ধন্যে (অনন্যোভবতি অয়ং তস্মাদেব ধন্যো তাদৃশে ময়ি) স্মরকলাং (কন্দর্পনৈপুণ্যং) স্বয়ং বৈ উপনয়েৎ (সমীপে নেষ্যতীতিভাবঃ)॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ।—আমি শ্রীরাধার করুণাপূর্ণ পদারবিন্দকে কবে হৃদয়ে ধারণা করিয়া এই সংসারে নিত্যাগত অশেষ উপবিধিকে দূরে পরিহার করিব এবং সর্ব্বসুখদ শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং কবে প্রেমসেবাধিকার প্রদানের নিমিত্ত অনন্য ধন্য আমাতে কন্দর্পকলা উপস্থাপিত করিবেন।। ১৯২ ॥

ভাবসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা সেই সুরসিকা সখীর ভাবাবেশে সাক্ষাৎ ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! এইরূপ বাগবৈদগ্ধী দ্বারা তোমার অনুলগ্ন নাগরবরকে স্তম্ভিত করিয়া আমি কবে তোমাদের উভয়ের চিত্ত বিনোদন করিব? ॥ ১৯১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর শুদ্ধ-প্রেম-বিভাবিত হৃদয় ভাব-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় ঐকান্তিকী-নিষ্ঠার আভাস প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছেন—"কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজ-রামাগণ যেরূপ কৃষ্ণপদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণা করিয়া সংসারের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করিয়াছেন; হায়! আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে, আমিও সেই ব্রজললনাগণের ন্যায় রাগানুগাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীরাধার দয়েশ হৃদয়-কমলকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া, এই সংসারে যাহা নিত্য উপস্থিত হইতেছে এমন অনন্ত উপবিধিকে দূরে বর্জ্জন করিব অর্থাৎ কোন বিধি-নিষেধের অপেক্ষা রাখিব না। শ্রীরাধার পদারবিন্দ দয়েশ অর্থাৎ নিখিল দয়ার অধিস্বামী। সুতরাং তাঁহার

কদা বা প্রোদ্দাম স্মরসমরসংরম্ভরভস
প্ররূঢ় স্বেদাম্ভঃ প্লুতলুলিত চিত্রাখিলতনূ।
গতৌ কুঞ্জদ্বারে সুখমারুতি সংবীজ্য পরয়া
মুদাহং শ্রীরাধারসিকতিলকৌ স্যাম্ সুকৃতিনী ॥ ১৯৩ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং প্রোদ্দাম স্মর-সমরসংরম্ভরভস প্ররূঢ়স্বেদাম্ভঃ প্লুতলুলিত চিত্রাখিলতনু ( উদ্দীপ্তকন্দর্পযুদ্ধস্য যৎ সংরম্ভঃ বিক্রমঃ তস্য যো রভসঃ বেগঃ তজ্জনিতং প্ররূঢ়ং উপরিগতং যৎ স্বেদজলং তেনার্দ্রীভূতে শিথিলিতে বিচিত্ররূপে তনূ যয়ো স্তৌ ) সুখমারুতি ( ব্যজনেন নিঃসৃতঃ সুখস্পর্শপবনো যস্মিন্ তৎ ) কুঞ্জদ্বারে গতৌ ( প্রাপ্তৌ ) শ্রীরাধারসিকতিলকৌ ( শ্রীরাধা চ রসিক তিলকশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চ তৌ পরয়া মুদা পরমহর্ষেণ ) সংবীজ্য কদা বা সুকৃতিনী ( সৌভাগ্য-শালিনী ) স্যাম্ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ।—উদ্দীপ্ত কন্দর্পযুদ্ধের বিক্রমাবেগ জন্য উদ্গত স্বেদজলে যাঁহাদের তনুযুগল আর্দ্রীভূত, শিথিল ও বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে, সেই শ্রীরাধা-রসিক-তিলক উভয়ে কুঞ্জদ্বারে সমাসীন হইলে আমি কবে বা তাঁহাদের সুখসেব্য ব্যজন করিয়া সুকৃতিনী হইব ? ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীচরণকমল ভাবনা করিলে আমি দয়া লাভে কদাচ বঞ্চিত হইব না, ইহাই ভরসা। "উপবিধিকে" পরিহার করিব, এই বাক্যে "উপবিধি" শব্দ সংসারে যাহা মুখ্য বিধি নয়, তাহারই ত্যাগ বুঝাইতেছে। পরন্তু বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ত্যাগ বুঝাইতেছে না। কারণ বৈধিভক্তিই রাগানুগা ভক্তির সাধন। ধর্ম্মার্থ কামাদির নিমিত্ত যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, অথবা বর্ণাশ্রম-বিহিত বিধিই এস্থলে 'উপবিধি' নামে কথিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য্য লাভেচ্ছু হইয়া রাগানুগা ভক্তির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, অদম্য লোভোৎ-পত্তি হেতু তাঁহারা কোন বিধি-নিষেধের বাধ্য হন না। এইরূপ সাধনার ফলে কুঞ্জকিঙ্করীত্ব লাভ হইলে প্রেমসেবাধিকার লাভের পূর্ব্বে তাঁহাকে কন্দর্প কলা শিক্ষা করিতে হয়। এইজন্যই তদ্ভাবলিপ্সু গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন, সর্ব্ব-সুখদ শ্রীগোবিন্দ প্রেম-সাধনার্থ কবে আমাতে কন্দর্প-কলা উপস্থাপিত করিয়া আমাকে অন্যাপেক্ষা ধন্য করিবেন। অর্থাৎ কবে আমি গোবিন্দ-বল্লভা সখীরূপে গণ্য হইব, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৯২ ॥

মিথঃ প্রেমাবেশাঙ্কনপুলক দোর্বল্লিরচিত
প্রগাঢ়াশ্লেষোৎসব রসভরোন্মীলিত দৃশৌ।
নিকুঞ্জ কল্পপ্তে নবকুসুমতল্পেঽধিশয়িতৌ
কদা পৎসম্বাহাদিভিরহমধীশৌ নু সুখয়ে ॥ ১৯৫ ॥

অন্বয়ঃ।—নিকুঞ্জ কল্পপ্তে নবকুসুমতল্পেঽধিশয়িতৌ (কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রাপ্তে নবকুসুমরচিত শয্যায়াং অধিশয়িতৌ সুপ্তৌ) মিথঃ প্রেমাবেশাঙ্কনপুলক দোর্বল্লি রচিত প্রগাঢ়াশ্লেষোৎসব রসভরোন্মীলিত দৃশৌ। পরস্পরং প্রেমাবেশজন্য বহুপুলকাঞ্চিতা যা ভুজলতা তয়া রচিতো যঃ প্রগাঢ়ালিঙ্গনং তস্য য উৎসবঃ ব্যাপারঃ তৎ রসভরেণ উন্মীলিতৌ দৃশৌ যাভ্যাং তৌ) অধীশৌ কদা নু সুখয়ে (অধিস্বামীভ্যাং প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং সুখং কদা দাস্যামীত্যর্থঃ) ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ।—নিকুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত নবকুসুমরচিত শয্যায় শায়িত এবং পরস্পর প্রেমাবেশজনিত বহুপুলকাঞ্চিত ভুজলতাপাশে রচিত আলিঙ্গনোৎসবের রস-ভরে উন্মীলিত-দৃষ্টি অধিস্বামী যুগলের পাদ সম্বাহন দ্বারা আমি কবে তাঁহাদের সুখবিধান করিব ॥ ১৯৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভাবসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা কুঞ্জ-কিঙ্করীত্ব লাভে ধন্য হইয়া সাধকোচিত ভাবে এই শ্লোকে ব্যজনসেবা প্রার্থনা করিতেছেন।—"অহো! বিলাস-রঙ্গিণী শ্রীরাধা ও রসিকতিলক শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত কন্দর্পযুদ্ধে অতুলনীয় বিক্রম প্রকাশ করায় উদ্‌গত স্বেদজলে তাঁহাদের তনুযুগল আর্দ্রীভূত হইয়াছে এবং শ্রান্তি হেতু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিলও ও বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ বসনভূষণ ও গন্ধানু-লেপনের বিপর্য্যয়ে সেই তনুযুগল বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্নিগ্ধ-পবন-সমন্বিত কুঞ্জদ্বারে উপবেশন করিলে সেবা-প্রাণা সখীগণ ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সেবাপরা সখীর ভাবা-বেশে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন—"আমি তাঁহাদিগকে সুখস্পর্শ ব্যজন করিয়া কবে কৃতার্থতা লাভ করিব। ॥ ১৯৩ ॥

স্নিগ্ধ পবনস্পর্শে শ্রীরাধাশ্যামের শ্রান্তি বিদূরিত হইলে তাঁহারা নিকুঞ্জা-ভ্যন্তরে নববিরচিত কুসুম-শয্যায় পুনরায় শয়ন করিলেন। প্রেমাবেশ-

মদারুণ বিলোচনং কনকদর্পকামোচনং
মহাপ্রণয়মাধুরী রসবিলাস নিত্যোৎসুকম্ ।
লসন্নববয়ঃ শ্রিয়া ললিতভঙ্গিলীলাময়ং
হৃদা তদহমুদ্বহে কিমপি হেমগৌরং মহঃ ॥ ১৯৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—লসন্নববয়ঃ শ্রিয়া ললিতভঙ্গিলীলাময়ং (শোভমানা যা নববয়ঃ তস্যাঃ শ্রিয়া ললিতা যা ভঙ্গিনাং লীলাং তন্ময়ং) মহাপ্রণয়মাধুরী রসবিলাস-নিত্যোৎসুকম্ (মহাপ্রণয়ে যা মাধুরী তস্যাঃ যো রসঃ তস্য বিলাসে নিত্য-মুৎসুকং যত্তৎ) মদারুণ বিলোচনং (মদেন অরুণে বিলোচনে যস্য তৎ) কনকদর্প-কামোচনং (কনকস্য গর্ব্বং মোচয়তীতি যৎ) তৎ কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ৎ) হেমগৌরং মহঃ (রূপং) অহং হৃদা (হৃদয়েন) উদ্বহে (ধ্যানযোগেন ধারয়িষ্যে) ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি শোভমান নববয়ঃ-শ্রী দ্বারা ললিতভঙ্গী লীলাময়, মহাপ্রণয়-মাধুরী রসবিলাসে নিত্যোৎসুক মদারুণ লোচন ও কনকদর্পহারী, সেই অনির্ব্বচনীয় হেমগৌররূপকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ১৯৫ ॥

জনিত বহুপুলকাঞ্চিত ভুজলতাপাশ দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ায় আনন্দ-রসভরে তাঁহাদের দৃষ্টি উন্মীলিত। অর্থাৎ আনন্দাতিশয্যে তাঁহারা জাগরিত। সেবাপ্রাণা সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা তাই প্রার্থনা করিতেছেন, আমি কবে আমার সেই অধিস্বামীযুগলের পাদ-সম্বাহন দ্বারা তাঁহাদের সুবিধান করিব। অর্থাৎ পাদ-পরিচর্য্যাগুণে তাঁহারা সুখনিদ্রায় অভিভূত হইবেন। আমি এমন সেবাধিকার কবে লাভ করিব? ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৯৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ ।

নিকুঞ্জমন্দিরে কুসুম-শয়নে নিদ্রিত শ্রীরাধাশ্যামের অনুপম মাধুরীরাশি দর্শন করিয়াই যেন ভাবসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন।—আহা! শ্রীরাধার কনকগৌররূপ এমনই অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল, উহা শ্রীকৃষ্ণের মরকত কান্তিকেও আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। নববয়ঃশ্রীতে সেই রূপের লালিত্য ও মধুরিমা আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহার লীলাভঙ্গী যেমন মনোহর, তেমনই চমৎকার; এমন কি, তাহা গলিত

মদাঘূর্ণনেত্রং নবরতিরসাবেশ বিবশো-
ল্লসদ্গাত্রং প্রাণ প্রণয়পরিপাট্যাং পরতরম্।
মিথো গাঢ়াশ্লেষাদ্বলয়মিবজাতং মরকত-
দ্রুত স্বর্ণচ্ছায়ং স্ফূরতু মিথুনং তন্মম হৃদি ।। ১৯৬ ।।

অন্বয়ঃ।—নবরতি রসাবেশ বিবশোল্লসদ্গাত্রং প্রাণঃ (নবরতৌ যো রসাবেশঃ তেন উল্লসন্তি অঙ্গানি চ প্রাণশ্চ যয়োঃ) প্রণয়পরিপাট্যাং পরতরম্ প্রণয়স্য যা পরিপাটী তস্যাং শ্রেষ্ঠতরং) মিথো গাঢ়াশ্লেষাদ্বলয়মিবজাতং (পরস্পরং গাঢ়ালিঙ্গনেন বলয়াকারং প্রাপ্তং) মদাঘূর্ণনেত্রং (মোহেন ঘূর্ণন্তী নেত্রে যয়োঃ তৎ) মরকত দ্রুতস্বর্ণচ্ছায়ম্ (ইন্দ্রনীলমণিশ্চ দ্রবীভূতং স্বর্ণঞ্চ তচ্ছায়ারূপং যয়োঃ তৎ) মিথুনং (শ্রীরাধাশ্যামং) মম হৃদি স্ফুরতু ।। ১৯৬ ।।

অনুবাদ।—নবরতি রসাবেশে যাঁহাদের অঙ্গ ও প্রাণ উল্লসিত, প্রণয়-পারিপাট্যে পরতর, পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনে বলয়াকার প্রাপ্ত, মদাঘূর্ণনেত্র এবং মরকত ও গলিত সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট শ্রীযুগলরূপ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন।। ১৯৬ ।।

সুবর্ণদ্যুতির দর্পকেও খণ্ডন করিয়া থাকে। এই হেমগৌররূপিণী শ্রীরাধা মহাপ্রেমমাধুর্য্যরসের বিলাসে নিত্য উৎসুক। এই ঔৎসুক্যের কারণই নয়ন-যুগল হর্ষবেগে অরুণিম। আমি ধ্যানযোগে শ্রীরাধার সেই কনকান্তিকে হৃদয়ে ধারণ করি অর্থাৎ সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরীকে আমি হৃদয়ে ভাবনা করি, ইহাই অভিলাষ।। ১৯৫ ।।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সাধকপ্রবর গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় বিশেষভাবে মনোরথ প্রকাশ করিতে-ছেন।—আহা! সেই শ্রীযুগলরূপ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীরাধারূপের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয় রূপেরই স্ফুর্ত্তি বাঞ্ছা করিতেছেন। সে শ্রীযুগল মূর্ত্তি কিরূপ? নব-রতির রসাবেশে উল্লসিতাঙ্গ প্রাণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে স্বাভাবিকী প্রীতি, তাহা নিত্য নূতন। যুগল সম্মিলনে সে প্রীতিরসের আবেশে উভয়েরই দেহ ও প্রাণ উল্লসিত। তাঁহাদের প্রণয়ের পরিপাটী

পরস্পরং প্রেমরসে নিমগ্ন
মশেষ সংমোহনরূপ কেলি।
বৃন্দাবনান্ত র্নবকুঞ্জ গেহে
তন্নীলপীতং মিথুনং চকাস্তি ॥ ১৯৭ ॥

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবনান্ত র্নবকুঞ্জ-গেহে (শ্রীবৃন্দাবনান্তর্বর্ত্তি নবকুঞ্জ-গৃহে) পরস্পরং প্রেমরসে নিমগ্নং অশেষ সম্মোহন রূপ কেলি (অশেষং সম্মোহয়ন্তী এবংরূপাঃ কেলয়শ্চ যয়োঃ তং) নীলপীতং মিথুনং (শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলং) চকাস্তি (শোভতে) ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ।—শ্রীবৃন্দাবনের নবনিকুঞ্জ-গৃহে পরস্পর প্রেমরসে নিমগ্ন এবং অশেষ সম্মোহনরূপ কেলিবিশিষ্ট নীলপীত যুগলরূপ শোভা পাইতেছেন ॥১৯৭॥

অর্থাং শৃঙ্খলা জগতে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাহা পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। তাঁহারা এই প্রেমাবেশে পরস্পর এমনই গাঢ় আলিঙ্গনপাশবদ্ধ, তাঁহাদের আর ভেদভাব লক্ষিত হয় না, যেন বলয়াকার অর্থাৎ গোলাকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। নয়নযুগলও হর্ষভরে সুচঞ্চল। পরন্তু সেই শ্রীযুগলরূপের মধ্যে একজন মরকতকান্তি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি শ্যাম, অপর গলিত সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট ॥ ১৯৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সেই অপূর্ব্ব শ্রীযুগলরূপ কোথায় বিরাজ করিতেছেন, গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহা প্রকাশ করিতেছেন—আহা! সেই নীলপীত যুগলরূপ শ্রীবৃন্দাবনের নবনিকুঞ্জ মন্দিরে শোভা পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মরকত-নীলকান্তি আর শ্রীরাধা কনকপীতকান্তি! এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলকেই নীলপীত মিথুন বলা হইয়াছে। তাঁহারা সেই কুঞ্জমন্দিরে কিরূপ অবস্থায় কি করিতেছেন? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—তাঁহারা পরস্পর প্রেমরসে নিমগ্ন এবং অশেষ সম্মোহনরূপ কেলি বিশিষ্ট। ফলতঃ তাঁহারা প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া এরূপ কেলিবিলাস করিতেছেন যে, তাহা দর্শন করিলে নিখিল জগৎ বিমোহিত হয়। গ্রন্থকার সিদ্ধ ভাবের স্ফূর্ত্তিতে সেই শ্রীযুগলরূপ দর্শন করিয়াই এইরূপ বিবৃত করিতেছেন ॥ ১৯৭ ॥

আশাস্য দাস্যং বৃষভানুজায়া
স্তীরে সমধ্যাস্য চ ভানুজায়াঃ।
কদা নু বৃন্দাবন-কুঞ্জবীথী-
ষ্বহং নু রাধে হ্যতিথি র্ভবেয়ম্ ॥ ১৯৮ ॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! বৃষভানুজায়াঃ (ত্বং বৃষভানুনন্দিনী তস্যাঃ) দাস্যং (কৈঙ্কর্য্যং) আশাস্য (আকাঙ্ক্ষাং কৃত্বা) চ ভানুজায়াঃ তীরে সমধ্যাস্য (শ্রীযমুনাতীরে সম্যক্ প্রকারেণ স্থিত্বা) অহং কদা নু বৃন্দাবনকুঞ্জবীথীষু অতিথি (আগন্তুকঃ অজ্ঞৈবাগত ইব বা) (নিশ্চিতম্) ভবেয়ম্ (স্যাম্) ১৯৮ ॥

অনুবাদ।—হে রাধে! বৃষভানু-নন্দিনী! তোমার কিঙ্করীত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া এবং ভানুজা যমুনার তীরে অধ্যাসীনা হইয়া কবে আমি বৃন্দাবন-কুঞ্জ-পথের অতিথি হইব? ॥ ১৯৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ভাবরসিক গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধদেহের স্ফূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইয়াই যেন শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় মনের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন—হে শ্রীরাধে! আমি কবে বৃন্দাবনকুঞ্জ-পথের অতিথি হইব? যে পথ দিয়া তুমি শ্যামাভিসারে সঙ্কেত কুঞ্জে গমন করিবে, আমিও সৌভাগ্যক্রমে সহসা সেই পথে গিয়া উপস্থিত হইব। তুমি আমাকে অতিথি অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব কুঞ্জগৃহাগত ব্যক্তি দর্শন করিয়া যথাবিহিত আতিথ্য সৎকার করিবে। আমার প্রার্থিত কুঞ্জদাস্য নিশ্চয়ই প্রদান করিবে, কদাচ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। যেহেতু, আমি যে অতিথি। অতিথি প্রত্যাখ্যান অতীব দোষাবহ। অতিথির লক্ষণ যথা—

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

অর্থাৎ যাহার নাম, গোত্র ও বাসস্থান অজ্ঞাত, এমন ব্যক্তি অকস্মাৎ গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলা যায়। এই অতিথি নিবর্ত্তনে দোষ যথা—

"অতিথি র্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

কালিন্দীতটকুঞ্জে পুঞ্জীভূতং
রসামৃতং কিমপি।
অদ্ভুত কেলি নিধানং নিরবধি
রাধাভিধান মুল্লসতি ॥ ১৯৯ ॥

অন্বয়ঃ।—কালিন্দীতটকুঞ্জে কিমপি ( অনির্ব্বচনীয়ং ) পুঞ্জীভূতং রসামৃতং নিরবধি অদ্ভুত কেলি-নিধানং ( নিরন্তরং অদ্ভুতা যাঃ কেলয়ঃ তন্নিধানং নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধানম্। রাধাভিধানম্ উল্লসতি ॥ ১৯৯॥

অনুবাদ।—কালিন্দী তটকুঞ্জে অনির্ব্বচনীয় পুঞ্জীভূত রসামৃত স্বরূপ নিরবধি অদ্ভুত কেলি নিধান স্বরূপ শ্রীরাধা উল্লসিত হইতেছেন ॥ ১৯৯ ॥

অর্থাৎ যাহার বাটী হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, সেই অতিথি তাহার সমস্ত দুষ্কৃতি সেই গৃহস্থকে প্রদান করিয়া গৃহস্থের সমস্ত পুণ্যাংশ লইয়া গমন করে।

অতএব হে রাধে! আমি কবে কুঞ্জপথে অতিথি হইব অর্থাৎ নবাগতা দাসী হইব। তুমি অতিথির ন্যায় প্রত্যাখ্যান না করিয়া সমাদর পূর্ব্বক আমার পরিচয় গ্রহণ করিবে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৯৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে সেবা প্রার্থী গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-পথের পথিক হইয়াই যেন দেখিতেছেন সেই কালিন্দীতটকুঞ্জে শ্রীরাধা নিরবধি অদ্ভুত কেলিনিধান স্বরূপে উল্লসিত হইতেছেন অর্থাৎ যাহা কখন হয় নাই বা কেহ কখন দেখে নাই এমন অভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব কেলিনিচয় নিরন্তরই তাহাতে অনুষ্ঠিত হইতেছে—বাস্তবিকই শ্রীরাধা যেন কেলিবিলাসের সমুদ্র রূপে শোভা পাইতেছেন। আবার সেই কেলি-সমুদ্র শুষ্ক বা রসশূন্য নহে। তিনি অনির্ব্বচনীয় পুঞ্জীভূত রসামৃত স্বরূপ। সমুদ্র-সলিল লবণাক্ত, কিন্তু এই কেলি-সমুদ্রে যে রস তাহা অমৃত-মধুর; আবার তাহা অনির্ব্বচনীয় পুঞ্জীভূত। সমুদ্রের বরং পরিমাণ হইতে পারে, ইহা একবারেই অনন্ত ইহাই তাৎপর্য্য। ॥ ১৯৯ ॥

প্রীতিরিব মূর্ত্তিমতী রসসিন্ধোঃ
সারসম্পদিব বিমলা।
বৈদগ্ধীনাং হৃদয়ং কাচন বৃন্দা-
বনাধিকারিণী জয়তি ॥ ২০০ ॥

অন্বয়ঃ।—মূর্ত্তিমতী প্রীতিরিব রসসিন্ধোঃ ( শ্রীকৃষ্ণস্য ) বিমলা সারসম্পদিব ( নির্ম্মলা সাররূপা সম্পৎ শ্রীরিব ) বৈদগ্ধীনাং হৃদয়ং ( ললিতাদীনাং বিদগ্ধানাং হৃদয়রূপা ) কাচন বৃন্দাবনাধিকারিণী ( শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ) জয়তি ( সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ) ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ।—মূর্ত্তিমতী প্রীতিস্বরূপিনী, রসসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের বিমল সারসম্পদ তুল্যা ও বিদগ্ধাগণের হৃদয় স্বরূপা কোন এক শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীবৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জদ্বারের অতিথি হওয়ায় বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি যেন যথেষ্ট প্রীতি-স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই কৃপা লাভে উল্লসিত হইয়াই যেন গ্রন্থকার তাঁহার উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনেশ্বরী জয়যুক্তা হইয়া বিরাজ করিতেছেন অর্থাৎ তাহাতে সর্ব্বোৎকর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি অতিথি, নবাগত, তাঁহার নামাদি পরিচয় কি রূপে জানিব ? এই তাৎপর্য্যেই "কাচন" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে তিনি মূর্ত্তিমতী প্রীতি স্বরূপিনী ; তাঁহার কুঞ্জদ্বারে আমার এই প্রথম আগমন হইলেও তিনি অতিথি স্বরূপে আমার প্রতি এরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী প্রীতি স্বরূপিনী বলিয়াই বোধ হইল। আবার তিনি রসসিন্ধুর বিমল সারসম্পদ তুল্যা অর্থাৎ রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের বিমল ও শ্রেষ্ঠরত্ন-স্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি ভব জলধিরত্নম্।" প্রাকৃত সম্পদে চিত্ত মলিন হয়, কিন্তু এ সম্পদ একবারেই অপ্রাকৃত। ইহার সংস্রবে চিত্তের সকল প্রকার মালিন্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই উহাকে "বিমলা" বলা হইয়াছে অথবা সম্পদ শব্দের অর্থ শ্রী—লক্ষ্মী।

রসঘনমোহন-মূর্ত্তিং বিচিত্র কেলি-
মহোৎসবোল্লসিতম্।
রাধাচরণ-বিলোড়িত রুচির-
শিখণ্ডং হরিং বন্দে ॥ ২০১ ॥

অন্বয়ঃ।—বিচিত্র কেলি মহোৎসবোল্লসিতম্ ( বিচিত্রাঃ যা কেলয়ঃ তাসাং মহোৎসবৈঃ উল্লসিতং প্রফুল্লং যঃ তং ) রসঘনমোহন-মূর্ত্তিং ( রস এব ঘনঃ মেঘস্বরূপঃ তন্মোহনমূর্ত্তি র্যস্য তং ) রাধাচরণ বিলোড়িত রুচির শিখণ্ডং (শ্রীরাধা চরণে ইতস্ততঃ চলিতং রুচিরং সুন্দরং শিখিপুচ্ছযুক্তং মুকুটং যস্য তং ) হরিং ( শ্রীকৃষ্ণং ) অহং বন্দে ( ভজামি ) ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ।—যিনি বিচিত্র কেলি-মহোৎসবে উল্লসিত এবং যাঁহার সুন্দর শিখিচূড়া শ্রীরাধার চরণে ইতস্ততঃ বিলোড়িত সেই রসঘনমোহনমূর্ত্তি হরিকে আমি ভজনা করি॥ ২০১ ॥

সমুদ্রেই লক্ষ্মীর উদ্ভব এবং লক্ষ্মী হইতেই ক্ষীরোদ সমুদ্রের গৌরব। কিন্তু এই রস-সমুদ্রের লক্ষ্মী ক্ষীরোদবাসিনী লক্ষ্মী অপেক্ষাও বিমলা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা।" ইত্যাদি বচনই ইহার প্রমাণ। আবার তিনি বিদগ্ধাগণের হৃদয় স্বরূপা অর্থাৎ ললিতা বিশাখাদি সুচতুরা সখীগণের হৃদয়স্বরূপিনী। হৃদয়শূন্য জীবদেহ যেমন নির্জ্জীব, সেইরূপ শ্রীরাধা ব্যতীত ললিতাদির জীবনধারণও অসম্ভব। এই তাৎপর্য্যেই 'হৃদয় স্বরূপা' বলা হইয়াছে॥ ২০০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

রসসমুদ্রের সারসম্পদরূপা শ্রীরাধামাধুর্য্য বর্ণন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে সেই রসসিন্ধুর মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন—"আমি সেই রসঘন-মোহনমূর্ত্তি শ্রীহরিকে বন্দনা করি।" শ্রুতি তাঁহাকে "রসো বৈসঃ" অর্থাৎ রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং এই হরি মূর্ত্তিমান্ রসস্বরূপ। আবার এই মূর্ত্তিও যেমন-তেমন নয়,—নিখিল জনমোহন। অতএব এস্থলে "হরি" শব্দ অন্য কাহাকেও বোধ না করাইয়া সেই নিখিল রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।—

কদা গায়ং গায়ং মধুর মধুরীত্যা মধুভিদ
শ্চরিত্রাণি স্ফারামৃতরসবিচিত্রাণি বহুশঃ।
মৃজন্তী তৎ কেলীভবন মভিরামং মলয়জ
চ্ছটাভিঃ সিঞ্চন্তী রসহ্রদনিমগ্নাস্মি ভবিতা ॥ ২০২ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং তৎ অভিরামং কেলিভবনং মৃজন্তী (তৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অভিরামং সুন্দরং সর্ব্বতো রসবদিত্যভিরামং বা এতাদৃশং কেলিভবনং ক্রীড়া স্থানং মার্জ্জয়ন্তী চ) মলয়জচ্ছটাভিঃ সিঞ্চন্তী (চন্দনচ্ছটাভিঃ সিঞ্চন্তী) স্ফারামৃত রসবিচিত্রাণি (প্রচুরামৃতরসৈ র্বিচিত্রাণি) মধুভিদশ্চরিত্রাণি (নন্দনন্দনস্য চরিত্রাণি) মধুর মধুরীত্যা (মধুরাদপি মধুশ্চাসৌ রীতিশ্চ তয়া) বহুশঃ গায়ং গায়ং কদা রসহ্রদ-নিমগ্না ভবিতাস্মি॥ ২০২ ॥

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম কেলিভবনকে সম্মার্জ্জিত ও মলয়জছটা দ্বারা অভিষিক্ত করিবার কালে আমি সেই মধুভিদ্ শ্রীকৃষ্ণের প্রচুরামৃতরস-বিচিত্র চরিতগাথা মধুরাদপি মধুর প্রণালীতে গাহিয়া গাহিয়া কবে রসহ্রদে নিমগ্ন হইব? ॥ ২০২ ॥

"হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥"

"হরি" শব্দের এই দুই মুখ্যার্থ হইতেও সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই উপলব্ধি হইতেছেন। সেই হরি কিরূপ?—বিচিত্র কেলি-মহোৎসবে উল্লসিত অর্থাৎ তিনি বিচিত্র কেলিবিলাসের অনিন্দময় ব্যাপারে উল্লসিত হইতেছেন। তাঁহার সুন্দর শিখিপিঞ্ছচূড়া শ্রীরাধার চরণ-সরোজে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। উক্ত কেলি-বিলাসের বৈচিত্র্য এইখানেই পরিস্ফুট। নাগরমণি মানিনী শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানভঞ্জনের নিমিত্ত লীলা পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার হৃদয়ে সারস্য সঞ্চারের নিমিত্ত আজ শ্রীরাধার পাদমূলে স্বীয় শিখণ্ড-শোভী মস্তক বিলুণ্ঠন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। শত অনুনয় বিনয় ও সখী-গণের দ্বারা অনুরোধ সত্ত্বেও যখন দেখিলেন, মানময়ীর সেই দুর্ব্বার মান-ব্যাধির শান্তি হইল না, তখন বিদগ্ধরাজ এই চরমৌষধি প্রয়োগ করিলেন। এইজন্যই তাঁহার শিখণ্ডচূড়া শ্রীরাধার চরণতলে ইতস্ততঃ বিলোড়িত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার উৎকর্ষই বিশেষভাবে ধ্বনিত হইয়াছে॥ ২০১ ॥

উদঞ্চ দ্রোমাঞ্চ প্রচয় খচিতং বেপথুমতীং
দধানাং শ্রীরাধামতি মধুর লীলাময় তনুম্।
কদা বা কস্তূর্য্যা কিমপি রচয়ন্ত্যেব কুচয়ো
র্বিচিত্রাং পত্রালীমহমহহ বীক্ষে সুকৃতিনী ॥ ২০৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত লৌল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন—"হায়! আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে? আমি কুঞ্জদাসীরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই রমণীয় কেলিভবনকে যখন মার্জ্জনা করিয়া সরস মলয়জপঙ্ক দ্বারা তাহা পরিসিক্ত করিতে থাকিব, সেই সময়ে মধুভিদ্ শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর অমৃত রসভাবিত চরিত-গাথা সুমধুর তানলয় সহযোগে গাহিতে গাহিতে রসের হ্রদে নিমগ্ন হইব। হ্রদের জল সীমাবদ্ধ, শ্রীবৃন্দাবনের এই মধুররসও শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ।—

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাই বাস॥"

এইজন্যই ব্রজরসকে হ্রদ বলা হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণকে মধুভিদ্ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, "মধু ভিনত্তীতি মধুভিৎ" অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ মধুনামক দৈত্যকে বিনাশ করেন, এইজন্য নারায়ণের একটী নাম মধুভিৎ বা মধুসূদন। শ্রীকৃষ্ণে সেই নারায়ণসম সর্ব্বাতিশয় গুণশালিত্ব আছে বলিয়াই তাঁহাকে "মধুভিৎ" বলা হইয়াছে। অথবা মধু, পুষ্পরসকে বুঝায়। সেই পুষ্পরসকে যে ভেদ করে তাহার নাম মধুভিদ্ অর্থাৎ ভ্রমর। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার মুখকমলের মধুপানোন্মত্ত দর্শন করিয়াই গ্রন্থকর্ত্তা এস্থলে তাঁহাকে মধুভিৎ বলিয়াছেন। আবার সেই মধুভিদের চরিতগাথা কিরূপ?— প্রচুরামৃত-রস বিচিত্র। শ্রীবৈকুণ্ঠের শ্রীনারায়ণ মধুনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মধুভিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার চরিত্রে অমৃতরসের বৈচিত্র্য একান্তই অভাব, কিন্তু এই শ্রীবৃন্দাবনের মধুভিৎ অর্থাৎ রসিকভ্রমর শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে প্রচুর অমৃতরস অর্থাৎ মধুর পারকীয় রসের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি মধুরাদপি মধুর প্রণালীতে অর্থাৎ সুতানে সুস্বরে তাঁহার সেই চরিত-গাথা গাহিয়া গাহিয়া কবে আনন্দরসে নিমগ্ন হইব? হায়! এমন কুঞ্জসেবা পারিপাট্য লাভ আমার কবে হইবে? ॥ ২০২ ॥

ক্ষণং সীৎকুর্ব্বন্তী ক্ষণমথ মহাবেপথুমতী
ক্ষণং শ্যাম শ্যামেত্যমুমভিলপন্তী পুলকিতা।
মহাপ্রেমা কাপিপ্রমদমদনোদ্দামরসদা
সদানন্দা মূর্ত্তি র্জয়তি বৃষভানোঃ কুলমণিঃ ॥ ২০৪ ॥

**অন্বয়ঃ**।—অহহ ( অত্যাশ্চর্য্যে) কস্তূর্য্যা কুচয়ো কিমপি বিচিত্রাং পত্রালীং রচয়ন্তী এব সুকৃতিনী ( কস্তূরীপঙ্কেন তস্যাঃ কুচয়োঃ অনির্ব্বচনীয়াং চমৎকারাং পত্রাবলীং শ্রীকৃষ্ণেন রচয়ন্তী তত্তোষার্থমেব ) সুকৃতিনী ( সুকৃতার্থা সতী ) অহং কদা বা উদঞ্চ দ্রোমাঞ্চ প্রচয় খচিতাং ( উদ্গতরোমাঞ্চসমূহেন শোভিতাং ) বেপথুমতীং ( কম্পান্বিতাং ) অতিমধুর লীলাময়তনুং দধানাং ( অতিমধুরা যা লীলা তন্ময়ী তনুধারিণীং ) শ্রীরাধাং বীক্ষে ॥ ২০৩ ॥

**অনুবাদ**।—অহো! কস্তূরী দ্বারা কুচযুগে অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রা পত্রাবলী রচনা করাইয়া সুকৃতিনী হইয়া আমি কবে বা সেই উদ্গত রোমাঞ্চ শোভিতা কম্পান্বিতা ও অতি মধুর লীলাময়তনুধারিণী শ্রীরাধাকে দর্শন করিব? ॥ ২০৩ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো! আমি এমন সুকৃতিনী অর্থাৎ মহাপুণ্যবতী কবে হইব যে, সেই অতিমধুর লীলাময়ী তনুধারিণী শ্রীরাধাকে দর্শন করিব। অথবা "সুকৃতিনী" বাক্যের অর্থ "কার্য্যকুশলা" সুনিপুণা। অতএব আমি শ্রীরাধার এমন সেবাকুশলা দাসী কবে হইব, যে, তাঁহার প্রীতি সম্পাদনার্থ নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার কুচপটে কস্তূরী পঙ্কদ্বারা পত্রভঙ্গ রচনা করাইব। শ্রীকৃষ্ণ যখন কম্পিত হস্তে শ্রীরাধার পয়োধরে পত্রভঙ্গ রচনা করিতে থাকিবেন, সে সময়ে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ পুলকনিচয়ে সুশোভিতা হইবে। কখন বা তাঁহার দেহলতা কম্পান্বিতা হইবে। সুতরাং তাঁহার সেই বরতনু যে অতিমধুর লীলাময়ী তাহাতে সন্দেহ কি? সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে সেই লীলাময়ী তনু দর্শন করিয়াই যেন অতীব বিস্ময়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো! আমি সেই লীলাময়ী তনুমাধুরী কবে দর্শন করিব? ॥ ২০৩ ॥

যস্যাঃ প্রেমঘনাকৃতেঃ পদনখজ্যোৎস্নাভরস্নাপিত
স্বান্তানাং সমুদেতি কাপি সরসা ভক্তিশ্চমৎকারিণী।
সা মে গোকুলভূপনন্দন মনশ্চোরী কিশোরী কদা
দাস্যং দাস্যতি সর্ব্ববেদশিরসাং যত্তদ্রহস্যং পরম্‌ ॥২০৫॥

অন্বয়ঃ।—কাপি ( অনির্ব্বচনীয়া ) প্রমদমদনোদ্দাম রসদা (প্রমোদযুক্তো যো মদনঃ তস্য উদ্দামরসং দদাতীতি সা) মহাপ্রেমা (মহৎ প্রেম যস্যাঃ সা) সদানন্দা মূর্ত্তি (সর্ব্বদৈবানন্দস্য মূর্ত্তি র্যস্যাঃ সা) বৃষভানোঃ কুলমণিঃ (বৃষভানোঃ কুলোজ্জ্বল-কারিণী মণিস্বরূপা শ্রীরাধা) ক্ষণং সীৎকুর্ব্বন্তী (কস্মিঞ্চিৎ ক্ষণে সীৎকারং কুর্ব্বন্তী) অথ ক্ষণং মহাবেপথুমতী (অনন্তরং কস্মিঞ্চিৎ ক্ষণে মহাকম্পযুক্তা সতী) পুনঃ হে শ্যাম! হে শ্যাম! ইতি অমুং (শ্রীকৃষ্ণং) অভিলপন্তী চ পুনঃ পুলকিতা সতী জয়তী ॥২০৪॥

অনুবাদ।—অনির্ব্বনীয় প্রমদমদনোদ্দাম রসদা, মহাপ্রেমবতী সদানন্দমূর্ত্তি বৃষভানুকুলমণি শ্রীরাধা কখন সীৎকার করিতেছেন, কখন বা মহাকম্পান্বিতা হইতেছেন, আবার কখন বা "হে শ্যাম! হে শ্যাম।" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিলাপ করিতে করিতে পুলকিতা হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতে-ছেন ॥২০৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা লীলাকুঞ্জের সমীপস্থ হইয়াই যেন বর্ণনা করিতেছেন—"বৃষভানু-কুলমণি শ্রীরাধা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতে-ছেন। শ্রীরাধা বৃষভানু-কুলের গৌরব-স্বরূপিনী বলিয়াই তাঁহাকে কুলমণি বলা হইয়াছে। সেই শ্রীরাধা কিদৃশী? অনির্ব্বচনীয় প্রমদমদনোদ্দাম-রসদা অর্থাৎ আনন্দোৎফুল্ল মদনের অনির্ব্বচনীয় রসোৎসবদায়িনী। এস্থলে 'মদন' শব্দ সেই "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন" শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার রস শব্দে এস্থলে অপ্রাকৃত মধুররস বুঝাইতেছে। এই মধুর রসেই মহাপ্রেম পর্য্যবসিত; এইজন্যই তাঁহাকে মহাপ্রেমবতী বলা হইয়াছে। আবার মহাপ্রেমের স্বভাবেই সাত্ত্বিকাদি ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। প্রিয়-সম্মিলনে তাই সদানন্দমূর্ত্তি শ্রীরাধা আজ সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে কখন সীৎকার করিতেছেন কখন বা মহাকম্পান্বিতা হইতেছেন। একেই তো তিনি সদানন্দমূর্ত্তি—তাহার

কামং তুলিকয়া করেণ হরিণা যালক্তকৈরঙ্কিতা
নানাকেলিবিদগ্ধগোপরমণীবৃন্দৈ স্তথা বন্দিতা।
যা সংগুপ্ততয়া তথোপনিষদাং হৃদ্যেব বিদ্যোততে
সা রাধাচরণদ্বয়ী মমগতির্লাস্যৈক লীলাময়ী ।।২০৬।।

অন্বয়ঃ—যস্যাঃ পদনখজ্যোৎস্নাভর স্নাপিত স্বান্তানাং (যস্যাঃ পদনখেষু যা জ্যোৎস্নাতস্যাঃ প্রবাহেন আর্দ্রীভূতং স্বান্তং মানসং যেষাং তেষাং) কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) চমৎকারিণী (অলৌকিকা) সরসা (মধুররসযুক্তা) ভক্তি সমুদেতি (সম্যগ উদেতি) সা প্রেমঘনাকৃতেঃ প্রেম্নঃ ঘনা এবাকৃতির্যস্যাঃ সা) গোকুলভূপ-নন্দন-মনশ্চোরী (গোকুলভূপঃ নন্দঃ তস্যঃ তনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তন্মনোহারিণী) কিশোরী (শ্রীরাধা) মে (মহ্যং প্রতি) তৎ সর্ব্ব বেদশিরসাং পরং রহস্যং তদ্ দাস্যং কদা দাস্যতি ॥২০৫॥

অন্বয়ঃ।—যা হরিণা করেণ কামং তুলিকয়া অলক্তকৈরঙ্কিতা (যা শ্রীকৃষ্ণেন করেণ কামং তদিচ্ছানুসারেণ তুলিকয়া অলক্তকরসৈঃ অঙ্কিতা চিত্রিতা) তথা নানা কেলি-বিদগ্ধ গোপরমণীবৃন্দৈ বন্দিতা (বিবিধ কেলিনিপুণা-গোপাঙ্গনা সমূহৈঃ পূজিতা) তথা যা উপনিষদাং হৃদি এব সংগুপ্ততয়া বিদ্যোততে (বিশেষেণ

অনুবাদ।—যাঁহার পদনখ কৌমুদীধারায় হৃদয় অভিষিক্ত হইলে অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিণী সরসা ভক্তি সমুদিত হয়, সেই গোকুলেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মনো-হারিণী কিশোরী আমাকে সর্ব্ববেদ শিরোমণির পরম রহস্য দাস্য কবে প্রদান করিবেন? ॥২০৫॥

উপর প্রিয়-সম্মিলনে তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত হইতেছে না; তাই তিনি আনন্দভরে সীৎকার অর্থাৎ অব্যক্ত মুখ-শব্দ করিতেছেন। আবার কখন বা সেই উদ্দাম আনন্দাবেগে কম্পিতা হইতে-ছেন। কখনও বা 'হে শ্যাম! হে শ্যাম" বাক্যে সম্বোধন করিয়া প্রিয়জনের সহিত অভিলাপ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আলাপ করিতেছেন। চাটুপ্রিয়োক্তি রালাপঃ।" অর্থাৎ চাটুসূচক প্রিয়োক্তির নাম আলাপ। প্রিয়তমার সরসবাক্যে আনন্দিত হইয়া নাগরবরও প্রিয়বাক্য তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন। তাহা শ্রবণ করিয়াই যেন শ্রীরাধা প্রেমানন্দে পুলকিতা হইতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥২০৪॥

সান্দ্রপ্রেমরসৌঘবর্ষিণি নবোন্মীলন্মহামাধুরী-
সাম্রাজ্যৈক ধুরীণ কেলিবিভবৎ কারুণ্য-কল্লোলিনি।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচিত্তহারিণীবন্ধুস্ফুরদ্বাগুরে
শ্রীরাধে নবকুঞ্জনাগরি তব ক্রীতাস্মি দাস্যোৎসবৈঃ ॥২০৭

প্রকাশমানা তিষ্ঠতি ) সা লাস্যৈকলীলাময়ী ( নৃত্যলীলাময়ী ) রাধাচরণদ্বয়ী মমগতিঃ স্যাম্ ॥ ২০৬ ॥

অন্বয়ঃ।-- হে সান্দ্র প্রেমরসৌঘবর্ষিণি ( সান্দ্রো নিবিড়ো যঃ প্রেমা স এব রসপ্রবাহ স্তদ্বর্ষিতুং শীলেতি বর্ষিণী তৎ সম্বোধনম্ ) হে নবোন্মীলন্মহামাধুরী সাম্রাজ্যৈকধুরীণকেলিবিভবৎ কারুণ্য-কল্লোলিনী ( নবীনা শোভমানা যা মহামাধুরী তস্যা যৎ সাম্রাজ্যং তস্যৈকা শ্রেষ্ঠা যা কেলি-বিভবযুক্তস্য কারুণ্যস্য

অনুবাদ।—যাহা শ্রীহরি কর্ত্তৃক স্বহস্তে তুলিকা দ্বারা ইচ্ছামত অলক্তক-রাগে চিত্রিতা, যাহা বিবিধ কেলিকুশলা গোপাঙ্গনা সমূহ দ্বারা বন্দিতা এবং যাহা উপনিষদ্ সমূহের হৃদয়ে সংগুপ্তভাবে বিদ্যমানা সেই নৃত্যমাত্র লীলাময়ী শ্রীরাধার চরণদ্বয়ী আমার গতি হউক ॥ ২০৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

কৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীরাধার সেই অনুপম ভাব-মাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াই যেন ভাবরসিক গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—আহা! সেই গোকুলেন্দ্র-নন্দনের মনোচোরা কিশোরী কবে আমাকে দাস্য প্রদান করিবেন। আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে, তাঁহার দাস্য লাভের অধিকারিণী হইব। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি প্রার্থনা না করিয়া দাস্য প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে, এই দাস্য সর্ব্ববেদের সারতত্ত্ব এবং পরম রহস্যযুক্ত অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু। সুতরাং সাধারণ ভুক্তি-মুক্তি অপেক্ষা শ্রীরাধা-দাস্য অতীব দুর্লভ বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-দাস্য প্রার্থনা না করিয়া, শ্রীরাধা-দাস্য প্রার্থনার তাৎ-পর্য্য এই যে; শ্রীরাধার পদনখ-কৌমুদী-ধারায় হৃদয় অভিষিক্ত হইলে অনির্ব্বচ-নীয়া চমৎকারিণী সরসা ভক্তির উদয় হয় অর্থাৎ মধুর প্রেমভক্তির উদয় হয়। সে প্রেমভক্তি অন্যত্র সুলভা নহে এবং তাহার তত্ত্ব ভাষার সাহায্য প্রকাশ করাও দুরূহ। বিশেষতঃ কিশোরী শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিনী, তখন শ্রীরাধা-দাস্যলাভ হইলেই শ্রীকৃষ্ণ-দাস্যের সৌভাগ্যলাভও দুর্ল্ভ হইবে না॥২০৫॥

স্বেদাপূরঃ কুসুমচয়নৈ র্দূরতঃ কণ্টকাঙ্কো
বক্ষোজেঽস্যা স্তিলকবিলয়ো হন্ত ঘর্ম্মাম্ভসৈব।
ওষ্ঠঃ সখ্যা হিমপবনতঃ সব্রণো রাধিকে তে
ক্রূরাস্বেবং স্বঘটিতমহো গোপয়ে প্রেষ্ঠসঙ্গম্ ॥ ২০৮॥

---

কল্লোলিনী নদীস্বরূপা যা হে তথাভূতে ) হে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র চিত্তহারিণী-বন্ধু স্ফুরদ্বাগুরে (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্ত মেব হরিণী-বন্ধুঃ কুরঙ্গ শুদ্বন্ধনার্থ মেব স্ফুরন্তী প্রকাশমানা বাগুরা রূপা যা হে তথাবিধে ) হে নবকুঞ্জ-নাগরি! হে শ্রীরাধে i তব দাস্যোৎসবৈঃ অহংক্রীতাস্মি ॥ ২০৭ ॥

---

অনুবাদ।—হে নিবিড় প্রেমরস-প্রবাহবর্ষিণি! হে নবোন্মীলিত মহামাধুরী সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেলিবিভবযুক্ত কারুণ্য-কল্লোলিনি! হে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের চিত্তকুরঙ্গ বন্ধননার্থ প্রকাশ্য বাগুরা-স্বরূপে! হে নবকুঞ্জ নগরি! হে শ্রীরাধে! আমি তোমার দাস্যোৎসব দ্বারা ক্রীত হইয়া আছি। ॥ ২০৭ ॥

---

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার পদ-নখজ্যোতি মাত্র স্ফুরণে যখন দুর্লভ প্রেমভক্তির উদয় হয়, তখন শ্রীরাধার সেই চরণদ্বয়ই একমাত্র আশ্রয়নীয়। এইজন্যই চরণদ্বয়ী আমার গতি হউক। তাঁহার উভয় চরণর সমান গুণবিশিষ্ট। ( দ্বয়ের সমাহার দ্বয়ী, যেমন পঞ্চবটের সমাহার পঞ্চবটী, এইজন্যই এস্থলে চরণদ্বয়ী বলা হইয়াছে।) এই চরণদ্বয়ী কিদৃশী?—লাস্যৈকলীলাময়ী অর্থাৎ সর্ব্বদাই নৃত্যলীলা বিশিষ্টা। শ্রীরাধার প্রতি পাদবিক্ষেপে সুন্দর নৃত্যকলা পরিস্ফুট; সুতরাং তাঁহার গমনভঙ্গী যে সর্ব্বৈব অসামান্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বহস্তে তুলিকা দ্বারা মনের মত করিয়া অলক্তকরাগে চিত্রিত করায় সে চরণদ্বয়ের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার সেই শ্রীচরণ-মাধুরী ও মাহাত্ম্য দর্শন করিয়াই বিবিধ কেলি-কুশলা গোপাঙ্গনাগণ সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছেন। আবার এই শ্রীরাধার শ্রীচরণ-মহিমা বেদের সার উপনিষদ্ সমূহেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধার চরণদ্বয়ই আমার একমাত্র গতি হউক অর্থাৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়-স্বরূপ হউক, নতুবা সেই সুদুর্লভ দাস্যলাভের আর উপায় নাই ॥ ২০৬

৮ পাতং পাতং পদকমলয়োঃ কৃষ্ণভৃঙ্গেণ তস্যাঃ
স্মেরাস্যেন্দো মুকুলিত-কুচদ্বন্দ্বহেমারবিন্দম্।
পীত্বা বক্ত্রাম্বুজমতিরসান্ন মত্তঃ প্রবেষ্টু
মত্যাবেশান্নখরশিখয়া পাট্যমানং কিমীক্ষে ॥ ২০৯ ॥

**অন্বয়ঃ**।—অহো! (অত্যাশর্য্যে) হে রাধিকে! সখ্যাঃ অয়ং স্বেদাপূরঃ দূরতঃ কুসুমচয়নৈঃ (অয়ং স্বেদপ্রবাহঃ সুদূরাৎ পুষ্পচয়নৈ র্জাতোহস্তি ন তু প্রিয় সঙ্গমেন) অস্যাঃ বক্ষোজে (স্তনে) কণ্টকাঙ্কঃ (কণ্টকস্য অঙ্কঃ ন তু প্রিয়-নখ-ক্ষতঃ) হন্ত (খেদে) অস্যাঃ তিলকবিলয়ঃ ঘর্ম্মাম্ভসা এব (অস্যাঃ স্বেদ জলেনৈব তিলকমার্জ্জনং ন তু প্রিয়-সঙ্গমেন) সখ্যাঃ ওষ্ঠঃ হিম-পবনতঃ সব্রণঃ (শ্রীপ্রিয়ায়াঃ ওষ্ঠঃ শীতল-বায়ুনা সব্রণঃ ন তু প্রিয়দশনাহতঃ) এবম্প্রকারেণ ক্রূরাসু (প্রতিকূলপক্ষাসু) তব স্বঘটিতং (স্বয়মেব ত্বয়া রচিতং) প্রেষ্ঠসঙ্গং (প্রিয়সঙ্গং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমিত্যর্থঃ) অহং গোপয়ে (গোপনং করিষ্যামি) ॥২০৮॥

**অনুবাদ**।—অহো! হে রাধিকে! দূর হইতে পুষ্পচয়নের কারণই প্রিয়-সখীর এই স্বেদপ্রবাহ, বক্ষোজে যে ক্ষত, ইহা কণ্টকাঙ্ক, হায়! ঘর্ম্মজলেই ইহাঁর তিলক-বিলয় হইয়াছে আর ওষ্ঠে যে ব্রণ, উহা হিমবায়ু-স্পর্শে উদ্ভূত, এবম্প্রকারে বিপক্ষাগণের নিকট তোমার স্বয়ং কৃত প্রিয়-সঙ্গকে আমি গোপন করিব ॥ ২০৮ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

ভজন বিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়াই যেন স্বীয় সৌভাগ্য সাক্ষাৎভাবে বর্ণনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! আমি তোমার দাস্যোৎসব দ্বারা ক্রীত হইয়াছি। তুমি স্বীয় কৃপাগুণে শ্রীচরণ সেবাধিকার দান করিয়া যখন আমাকে ক্রয় করিয়াছ তখন আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাসী হইয়া রহিলাম। ক্রীতদাসীর যেমন স্বাধীনতা নাই, আমিও সেইরূপ তোমার আজ্ঞাধীনা হইয়া সেবা-তৎপরা রহিয়াছি। হে নবকুঞ্জনাগরি! আমার প্রতি এতাদৃশী কৃপা প্রকাশের তাৎপর্য্য কি? আমার এমন কোন গুণ নাই তো তোমার এরূপ মহতী কৃপা লাভের অধিকারিণী হইব? হে শ্রীরাধে! তুমি কারুণ্য- কল্লোলিনী অর্থাৎ করুণার মহানদী-স্বরূপা। সুতরাং তোমার করুণার সীমা নাই। এই কারণেই আমি তোমার এতাদৃশী কৃপা-লাভে সমর্থ হইয়াছি।

অহো তেহমী কুঞ্জা স্তদনুপম রাসস্থল মিদং
গিরিদ্রোণী সৈব স্ফুরতি রতিরঙ্গে প্রণয়িনী।
ন বীক্ষে শ্রীরাধাং হরহর কুতোপীতি শতধা
বিদীর্য্যেত প্রাণেশ্বরি মম কদা হন্ত হৃদয়ম্।। ২১০ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্যাঃ পদকমলয়োঃ পাতঃ পাতং ( পুনঃ পুনঃ পতিত্বা ) অতি-রসাৎ ( অতি মধুররসত্বাৎ ) বক্ত্রাম্বুজং পীত্বা ( মুখকমলস্য মধু পীত্বা ) নূনং অত্যাবেশাৎ অন্তঃ প্রবেষ্টুং ( অভ্যন্তরং প্রবেশকর্তুং ) স্মেরাস্যেন্দোঃ ( মৃদু-হাস্যযুক্তং আস্যমেব ইন্দু র্যস্যাঃ তস্যাঃ ) মুকুলিত-কুচদ্বন্দ্ব-হেমারবিন্দম্ ( স্ফুটোন্মুখং কুচদ্বয়মেব স্বর্ণকমলং ) কৃষ্ণভৃঙ্গেণ নখরশিখয়া পাট্যমানং ( বিদীর্য্য মানং ) অহং কিং ঈক্ষে ( পশ্যামি ) ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ।—তাঁহার পদ-কমলে পুনঃপুন পতিত হইয়া এবং অতি রসহেতু তাঁহার মুখ-কমল মধু পান করিয়া অতিশয় আবেশ ভরে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ সেই মধুর হাস্যযুক্ত চন্দ্রমুখীর মুকুলিত কুচযুগ রূপ কনককমলকে নখর-শিখর দ্বারা বিদীর্ণ করিতেছেন. আমি দর্শন করিব কি ? ॥ ২০৯ ॥

স্রোতঃস্বিনীর তীরে কোন রাজধানী বা মহানগরী অবস্থিত হইলে সে তটিনীর শোভা ও গৌরব যেমন শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ হে কারুণ্য-কল্লোলিনি! তোমাতেও নবোন্মীলিত মহামাধুরীর সাম্রাজ্য অবস্থিত এবং বিবিধ কেলি-বিভবে তুমিও গৌরবিনী। কল্লোলিনীর সলিল-প্রবাহ যেমন ললিত তরঙ্গ-ভঙ্গে চিরদিনই প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমারও করুণাপ্রবাহ চিরদিনই সমভাবে অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। আবার তুমি সান্দ্র-প্রেমরসের প্রবাহ-বর্ষিণী অর্থাৎ যাহার প্রতি তোমার করুণা হয়, তাহাকে নিবিড় প্রেমরসের প্রবাহে অভিষিক্ত কর। ফলতঃ যে মধুর প্রেমরস ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ, সেই প্রেমের কণাবিন্দুতে কি, একবারে সেই প্রেমরসের প্রবাহে ভাসাইয়া দাও ; সুতরাং ইহা করুণার পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

আবার হে শ্রীরাধে! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কুরঙ্গ বন্ধনার্থ প্রকাশ্য বাগুরাস্বরূপা। ব্যাধের চাতুরীতে আকৃষ্ট হইয়া কুরঙ্গ যেমন ফাঁদে পতিত হয়, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের চিত্ত-কুরঙ্গ আজ তোমাতে বিজড়িত হইয়া

অন্বয়ঃ।—অহো! ( অত্যাশ্চর্য্যে ) অমী তে কুঞ্জাঃ, তদেব ইদং অনুপম রাসস্থলং, সৈব রতিরঙ্গে প্রণয়িনী গিরিদ্রোণী ( গোবর্দ্ধন গিরিকন্দরা ) স্ফুরতি। হরহর ( কষ্টে বীপ্সা ) শ্রীরাধাং কুতোঽপি ন বীক্ষে, হন্ত (খেদে) হে প্রাণেশ্বরী! মম হৃদয়ং কদা শতধা বিদীর্য্যেতে ( শত খণ্ডং ভবেৎ ) ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ।—অহো! ঐ সেই কুঞ্জ সকল, ঐঅনুপম রাসস্থল, এবং ঐ সেই রতিরঙ্গে প্রণয়িনী গিরিদ্রোণী শোভা পাইতেছে। হরিহরি! যদি কোথাও শ্রীরাধার দর্শন না পাই, হায়! হে প্রানেশ্বরি! তাহা হইলে আমার হৃদয় কবে শতধা বিদীর্ণ হইবে? ॥ ২১০ ॥

পড়িয়াছে। ব্যাধ বাগুরা গোপনে রক্ষা করে, কুরঙ্গ অজ্ঞাতসারে জড়াইয়া পড়ে কিন্তু তুমি প্রকাশ্যমান বাগুরা। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ হরিণীবন্ধু জানিয়া শুনিয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ॥ ২০৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকর্ত্তা সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে লীলা-দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন।—"অহো! হে রাধিকে! তুমি স্বেচ্ছাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসম্মিলনে যে মধুর লীলা বিলাসোৎসব প্রকটন করিলে ইহা বিপক্ষগণকে জানিতে দিব না। যাহারা তোমার এই আনন্দ-লীলার বিরুদ্ধাচারী তাহাদিগের নিকট কৌশল জাল বিস্তার করিয়া এই প্রিয়সঙ্গ-জনিত সম্ভোগ-লীলার চিহ্ন সকল আচ্ছাদন করিব। যদি কেহ বলে—"অঙ্গে এরূপ প্রচুর ঘর্ম্ম-প্রবাহ কেন"? তদুত্তরে বলিব—"প্রিয়সখী সুদূর অরণ্য মধ্যে পুষ্পচয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সুদূর পথশ্রম হেতুই এই ঘর্ম্মপ্রবাহ"। "রক্ষোজে ক্ষত চিহ্ন কিসের?"—উত্তর—"উহা কণ্টকাঙ্ক," প্রিয়নখক্ষত নহে। প্রচুর স্বেদজলেই ইহাঁর ললাটের তিলকবিলয় হইয়াছে। আর ওষ্ঠে যে ব্রণ, উহা হিমবায়ুস্পর্শে উদ্ভূত হইয়াছে।" হে রাধে। এবম্প্রকার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশ করিয়া বিপক্ষপক্ষের সন্দেহ নিরস্ত করিব, সুতরাং আমি যে সুচতুরা সখী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা নিজের গুণপনা প্রকাশ করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২০৮ ॥

মানময়ী শ্রীরাধার মানোপনোদন করিবার নিমিত্ত সুরসিক শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ তাঁহার পদ-কমলে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া হৃদয়ে সারস্য-সঞ্চারের চেষ্টা পাইতেছেন। মত্তপ যেমন সুরাপান করিয়া পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও পতিত হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-

ভৃঙ্গও আজ সেইরূপ অতিশয় রসাবেশে শ্রীরাধার মুখ-কমলের মধুপান করিয়া বিবশ হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বারম্বার পতিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ বলপূর্ব্বক যে শ্রীরাধার মুখারবিন্দের পরিমল-সুধা পান করিতেছেন, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুন আবেগ ও সোহাগভরে তাঁহার পদ-কমলে পতিত হইতেছেন। আবার প্রস্ফুটিত মুখ-কমলের মধু পান করিয়া অতিশয় রসভরে আবিষ্ট হইয়া কোরকের প্রতিও বিশেষ চেষ্টা প্রকাশ করিতেছেন। ভ্রমর যেমন মধুপান লালসায় কমল-কোরকের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রয়াস পাইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ সেইরূপ মধুরহাসিনী চন্দ্রমুখী শ্রীরাধার মুকুলিত পয়োধর রূপ কনক-কমলদ্বয়কে নখরশিখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া অন্তঃপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা

নিধুনিকুঞ্জে শ্রীরাধাশ্যামের সেই অপ্রাকৃত সম্ভোগলীলা দর্শন করিয়াই যেন আগ্রহভরে পুনর্দ্দর্শনের আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"আমি সেই লীলা বৈচিত্র্য দর্শন করিব কি ?—তাদৃশী লীলাদর্শনের সৌভাগ্য পুনরায় হইবে কি ? ॥ ২০৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধ-ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীগুরুরূপা সখীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরাধার দর্শনাভাবের দুঃখ জ্ঞাপন করিতেছেন—"হে প্রাণেশ্বরি! আমার এ প্রাণ তোমারই অধীন ; যেহেতু, তোমার শ্রীচরণ কমলে আমার সর্ব্বস্ব—দেহ, প্রাণ, মন সমস্তই অর্পণ করিয়াছি, "আমার" বলিতে কিছুই রাখি নাই। সুতরাং আমার এ প্রাণের তুমিই অধীশ্বরী! সুতরাং বল দেবী! শ্রীরাধার দর্শন বিহনে আমর এই হৃদয় কবে শতধা বিদীর্ণ হইবে। কারণ, শ্রীরাধার অদর্শন আমার একান্তই অসহ্য। এমন কি শ্রীরাধা বিহনে শ্রীবৃন্দাবনের অসামান্য সৌন্দর্য্য-মাধুরীও আমার নিকট মধুর বোধ হয় না। যদিও ঐ সেই লীলাকুঞ্জ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে—ঐ অনুপম রাসস্থল ব্রজ-গোপিকা-গণের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, এবং ঐ সেই রতিরঙ্গ-রচয়িত্রী শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিগুহা শোভা পাইতেছে, তথাপি কোথাও শ্রীরাধার দর্শন না পাইলে হরি হরি! ঐসকল লীলাস্থানের আর গৌরব কি ? ফলতঃ শ্রীরাধা ব্যতিরেকে শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য,—মাধুরী,—মহিমা—গরিমা সকলই ব্যর্থ। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া যদি শ্রীরাধারাণির কৃপা-দর্শন লাভ না ঘটিল, তবে জীবনধারণে আর প্রয়োজন কি ? ইহাই আক্ষেপোক্তি ॥ ২১০ ॥

ইহৈবাভূৎ কুঞ্জে নবরতিকলামোহন-তনো
রহো অত্রানৃত্যদ্দয়িত সহিতা সা রসনিধিঃ।
ইতি স্মারং স্মারং তব চরিত-পীযূষলহরীং
কদা স্যাম্ শ্রীরাধে চকিত ইহ বৃন্দাবনভুবি ॥ ২১১ ॥

অন্বয়ঃ ।—অহো! (আশ্চর্য্যে) ইহৈব কুঞ্জে মোহনতনোঃ (মোহনা তনু র্যস্যাঃ তস্যাঃ) নবরতিকলা অভূৎ (নবরতি-কৌশলং বভূব), অত্র সা রসনিধিঃ দয়িত সহিতা অনৃত্যৎ (অস্মিন্নেব কুঞ্জে প্রিয়েন শ্রীকৃষ্ণেন সহ নৃত্য মকরোৎ) হে শ্রীরাধে! এবম্ভূতাং তব চরিত-পীযূষলহরীং স্মারং স্মারং (পুনঃ পুনঃ স্মরণং কৃত্বা) ইহ বৃন্দাবনভুবি অহং কদা চকিতঃ (চমৎকৃতঃ) স্যাম্ ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ।—"অহো! এই কুঞ্জেই সেই মোহনতনুর নবরতিকলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এইখানেই সেই রসনিধি প্রাণকান্তের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন", হে শ্রীরাধে! এবম্ভূতা তোমার চরিত-পীযূষলহরী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে আমি কবে চমৎকৃত হইব॥ ২১১ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! তোমার চরিতামৃতলহরি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনধামে আমি কবে চমৎকৃত হইব? হৃদয়-বৃন্দাবনে এক একটি কুঞ্জ-কল্পনা করিয়া সেই কুঞ্জবিহিত লীলা স্মরণই সাধকের সাধন। সাধন পরিপক্কে এই লীলারই সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি। সিদ্ধভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত লৌল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছেন, আমি সাধক দশায় তোমার চরিতামৃত-লহরী স্মরণ করিয়া সিদ্ধদশায় উপনীত হইলে সাক্ষাৎ ভাবে সেই নিত্য শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়া "অহো! এই কুঞ্জেই সেই মোহনতনুর অর্থাৎ ভুবনমোহননাম্নী শ্রীরাধার অভিনব রতিচাতুর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল; এইখানেই সেই রসনিধি অর্থাৎ রসের (শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়রত্ন-স্বরূপা শ্রীরাধা প্রিয়তমে সহিত নৃত্যলীলা করিয়াছিলেন,"—এই প্রকার তোমার চরিত-গাথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া এবং সাক্ষাৎ সেই লীলাস্থান সমূহ দর্শন করিয়া আমি কবে চমৎকৃত হইব? ॥ ২১১ ॥

শ্রীমদ্বিম্বধরে তে স্ফুরতি নব সুধামাধুরী সিন্ধুকোটি
র্নেত্রান্তস্তে বিকীর্ণাদ্ভুত কুসুমধনুশ্চণ্ড সংকাণ্ড কোটিঃ।
শ্রীবক্ষোজে তবাতি প্রমদরসকলো সারসর্ব্বস্ব কোটিঃ
শ্রীরাধে ত্বৎপদাব্জাৎ স্রবতি নিরবধি প্রেমপীযুষ কোটিঃ ॥২১২॥

অন্বয়ঃ।—হে শ্রীরাধে! তে (তব) শ্রীমদ্বিম্বাধরে (সুন্দরঃ বিম্বরূপঃ য অধরঃ তস্মিন্) নবসুধামাধুরী সিন্ধুকোটিঃ স্ফুরতি, তে নেত্রান্তঃ (নেত্রপ্রান্ত-ভাগাৎ) অদ্ভুত কুসুমধনুশ্চণ্ড সংকাণ্ড কোটিঃ বিকীর্ণাঃ (অপ্রাকৃত কুসুমধনুষঃ কন্দর্পস্য উগ্রসংব্যাপারাণাং কোটিঃ বিক্ষিপ্তাঃ) তব শ্রীবক্ষোজে অতি প্রমদ-রসকলা সার সর্ব্বস্ব কোটিঃ স্ফুরতি (বক্ষোজে স্তনয়োঃ অতি প্রমদরসস্য যা কলা চাতুর্য্যঃ তস্য সার সর্ব্বস্ব কোটিঃ স্ফুরতি প্রকাশমানা তিষ্ঠতি) ত্বৎ পাদা-ব্জাৎ (পদকমলাৎ) প্রেমপীযুষকোটিঃ (নিঃসরতি) নিরবধি স্রবতি)। ২১২।

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! তোমার শ্রীমদ্ বিম্বাধরে নবসুধামাধুরীর কোটীসিন্ধু স্ফুরিত হইয়াতেছে, তোমার নেত্রপ্রান্তভাগ হইতে অদ্ভুত পুষ্পধনুর চণ্ড সংকাণ্ডকোটি বিকীর্ণ হইতেছে, তোমারশ্রীবক্ষোজে অতি প্রমদরস-কলার সার সর্ব্বস্ব কোটি শোভা পাইতেছে এবং তোমায় শ্রীচরণকমল হইতে প্রেম-সুধার কোটি কোটি ধারা নিরবধি নিঃসৃত হইতেছে। ২১২।

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাক্ষাৎ ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, "হে শ্রীরাধে! তোমার পরম শোভনীয় বিম্বাধরে নবসুধামাধুরীর কোটি সিন্ধু স্ফুরতী হইতেছে। নতুবা নাগর শিরমণি পুনঃপুনঃ ঐ অধর সুধা পান করিয়াও তৎপ্রতি অতৃপ্ত লালসান্বিত হইবেন কেন? এস্থলে নিত্য নব-সুধা-মাধুরীই অতৃপ্তি লালসার উদ্দীপন। আবার সে সুধামাধুরীও যৎসামান্ত নহে, কোটি সিন্ধুর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত। আবার তোমার নেত্রান্তভাগ হইতে বঁধুর প্রতি যে কটাক্ষ বিক্ষেপ লক্ষিত হইতেছে, উহা অপ্রাকৃত কন্দর্পের এক উগ্রলীলাকাণ্ড বলিয়াই বোধ হইতেছে। নতুবা বঁধু এরূপ বিচলিত হইবেন কেন? তোমার এক একটি কটাক্ষ বিক্ষেপ যে পুষ্পধনু কন্দর্পের কোটি কোটি শরাঘাত অপেক্ষাও প্রচণ্ড! তোমার শ্রীবক্ষোজে অতি প্রমদ-রসকলার সারসর্ব্বস্ব কোটি শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ হে শ্রীরাধে!

সান্দ্রানন্দোন্মদরসঘন প্রেমপীযুষ মূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া অথ মধুপতেঃ সুপ্তয়োঃ কুঞ্জতল্পে।
কুর্ব্বাণাহং মৃদু মৃদু পদাম্ভোজসম্বাহনানি
শয্যান্তে কিং কিমপি পতিতা প্রাপ্ততন্দ্রা ভবেয়ম্॥ ২১৩॥

অন্বয়ঃ॥- সান্দ্রানন্দোন্মদ রসঘন প্রেমপীযুগ মূর্ত্তেঃ (নিবিড়ো য আনন্দ স্তেনোন্মদঃ যো রসঘনঃ মেঘঃ তস্মাদ্ যৎ প্রেমামৃতং তদেব মূর্ত্তির্যস্যাঃ তস্যাঃ) শ্রীরাধায়াঃ অথ মধুপতেঃ (শ্রীগোবিন্দস্য, 'দ্বয়োঃ' কুঞ্জতল্পে সুপ্তয়োঃ (কুঞ্জে যৎ বিহার শয্যা তস্মিন্ নিদ্রাং প্রাপ্তয়োঃ) কিমপি মৃদু মৃদু পদাম্ভোজ সম্বাহনানি কুর্ব্বাণা (অনির্ব্বচনীয়ং কোমলাদপি কোমলং পদকমলস্য সেবনং কুর্ব্বাণা সতী) অহং প্রাপ্ততন্দ্রা শয্যান্তে পতিতা কিং ভবেয়ম্॥ ২১৩॥

অনুবাদ।—নিবিড় আনন্দোন্মদরসঘন-প্রেমপীযুষ মূর্ত্তি শ্রীরাধা ও মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে কুঞ্জতল্পে নিদ্রিত হইলে তাঁহাদের পদকমল মৃদু মৃদু সম্বাহন করিতে করিতে আমি তন্দ্রা প্রাপ্ত হইয়া শয্যান্তে কি পতিভা হইব?॥ ২১৩॥

তোমার শ্রীবক্ষোজে আনন্দ রসচাতুর্য্যের সার সম্পদ্ শোভা পাইতেছে। নতুবা শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি এরূপ আগ্রহান্বিত হইবেন কেন? আবাব তোমার শ্রীচরণকমল হইতে প্রেম-সুধার কোটি কোটি ধারা নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে। সুতরাং তোমার শ্রীচরণকমলই প্রেম-সুধার অনন্ত প্রস্রবণ। হে শ্রীবাধে! এইজন্যই তোমার শ্রীচরণ-কমলের দাস্য ব্যতিরেকে, জগতের আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় বা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব তোমার ঐ শ্রীচরণকমলনিঃসৃত প্রেমসুধাধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমি কবে কৃতার্থতা লাভ করিব। ২১২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় স্বীয় অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতে-ছেন, "শ্রীরাধাশ্যাম লীলাবিলাসান্তে কেলিকুঞ্জস্থিত শয্যায় শয়ন করিলে উভয়ের কোমলাদপি কোমল শ্রীচরণ কমল মৃদু মৃদু সম্বাহন করিতে থাকিব। অহো! আমার এমন সেবাধিকার সৌভাগ্য লাভ কবে হইবে? সেই সুকোমল শ্রীচরণকমল স্পর্শে আমার হৃদয়ে এরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখোদ্রেক হইবে, যাহাতে আমি প্রাপ্ততন্দ্রা হইব। পাদসম্বাহন সময়ে এরূপ নিদ্রা উপস্থিত

রাধাপাদারবিন্দোচ্ছলিত নবরস প্রেমপীযুষপুঞ্জে
কালিন্দীকূলকুঞ্জে হৃদি কলিত মহোদার মাধুর্য্যভাবঃ।
শ্রীবৃন্দারণ্যবীথী ললীত রতি-কলা নাগরীং তাং গরিয়ো
গম্ভীরৈকানুরাগাং মনসি পরিচরন্ বিস্মৃতান্যঃ কদা স্যাম্ ॥ ২১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—রাধাপাদারবিন্দোচ্ছলিত নবরস প্রেমপীযুষপুঞ্জে কালিন্দীকুলকুঞ্জে (রাধাচরণকমলাভ্যামুচ্ছলিতং যন্নবরসপ্রেমামৃতঞ্চ তস্য পুঞ্জো যত্র তস্মিন্ শ্রীযমুনাতীরবর্ত্তি কুঞ্জে) হৃদি কলিতমহোদার মাধুর্য্য ভাবঃ (হৃদয়ে গৃহীতো মহোদার মাধুর্য্যস্য ভাবো যেন স অহং) তাং গরিয়োগম্ভীরৈকানুরাগাং (গরীয়সি শ্রীকৃষ্ণে গম্ভীরৈকানুরাগো যস্যাঃ তাং) শ্রীবৃন্দারণ্যবীথী ললিত রতিকলানাগরীং (শ্রীবৃন্দাবনবীথীস্থাং ললিতরতিকলাযুক্তা যা নাগরীং তাং) মনসি পরিচরন্ বিস্মৃতান্যঃ কদা স্যাম্ (বিস্মৃতমন্যদ যেন সঃ এতাদৃশঃ কদা ভবিষ্যামীতি প্রার্থনা) ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ।—যথায় রাধা-রণকমল হইতে উচ্ছলিত নবরস-প্রে-পীযুষপুঞ্জ বিদ্যমান, সেই কালিন্দীকূলকুঞ্জে আমি হৃদয়ে মহোদার মাধুর্য্য-ভাব গ্রহণ করিয়া সেই গরীয়ান্ গম্ভীরৈকানুরাগবতী শ্রীবৃন্দাবনবী-ীস্থিতা ললিত-রতিকলা সমন্বিতা নাগরীকে মান-স পরিচর্য্যা করিতে করিতে কবে অন্য সমস্তই বিস্মৃত হইব? ॥ ২১৪ ॥

হওয়া, দাসীগণের স্বভাব। অতএব আমি পাদ-সম্বাহন সুখে তন্দ্রিতা হইয়া তাঁহাদেরই শ্রীচণসমীপে শয্যান্তে পতিত হইব। তাঁহারা যতক্ষণ জাগরিত থাকিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাদ সম্বাহন করিব, পরে তাঁহারা নিদ্রিত হইলে আমারও ক্রমে তন্দ্রা উপস্থিত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ২;৩।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর নিশাবসানে সেই কালিন্দী-কূলবর্ত্তী কেলিকুঞ্জ হইতে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গম্ভীর অনুরাগবতী ললিত রতিকালা নাগরী শ্রীরাধা যখন শ্রীবৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, সিদ্ধভাবাবিষ্টা গ্রন্থকর্ত্তা তদুচিত সেই পারিপাট্য অতীব আগ্রহের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"অহো! আমি সে সময় কেলিকুঞ্জে অবস্থান করিয়া হৃদয়ে মহোদার মাধুর্য্যভাব গ্রহণ করিয়া তাঁলাকে মানসে পরিচর্য্যা করিতে

অদৃষ্টা রাধাঙ্কে নিমিষমপি তং নাগরমণিং
তয়া বা খেলন্তং ললিত ললিতানঙ্গ কলয়া!
কদাহং দুঃখাব্ধৌ সপদি পতিতা মূর্চ্ছিতবতী
ন তামাশ্বাস্যার্ত্তাং সুচির মনুশোচে নিজদশাম্ ॥ ২১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—তয়া বা (সাহিত্যে বা শব্দঃ) সহ ললিত ললিতানঙ্গকলয়া খেলন্তং তং নাগরমণিং (শ্রীকৃষ্ণং) রাধাঙ্কে (শ্রীরাধাক্রোড়ে) নিমিষমপি অদৃষ্টা মূর্চ্ছিতবতী অহং দুঃখাব্ধৌ সপদি (তৎক্ষণাৎ) পতিতা সতী তাং আর্ত্তাং (শ্রীপ্রিয়াং শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগেন ব্যাকুলাং) ন আশ্বাস্য সুচিরং নিজদশাং (নিজ-পতন দশাং) কদা অনুশোচে ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ।—শ্রীরাধার সহিত ললিত কন্দর্প-ক্রীড়াকৌশল প্রকাশ করিবার কালে সেই নাগর-মণি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার অঙ্কে নিমিষমাত্র দর্শন না করিয়া মূর্চ্ছিতবতী আমি একবারে দুঃখ-সাগরে পতিত হইয়া সেই প্রিয় বিয়োগার্ত্তাকে আশ্বাসিতা করিবার অবকাশ না পাইয়া কবে আমার সেই নিজ অবস্থার জন্য চির অনুশোচনা করিব? ॥ ২১৫ ॥

করিতে হবে অন্য সমস্তই বিস্মৃত হইব।"—ইহাই সাধকের সাধনা। হৃদয়ে মাধুর্য্য ভাব গ্রহণ করিয়া ললিত রতিকলা নাগরীকে মানসে পরিচর্য্যা করিতে করিতে সাধক তাহাতে এরূপ তন্ময়তা লাভ করেন যে, অন্য কিছুই আর তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হয় না; এমন কি, শেষে আত্ম বিস্মৃত পর্য্যন্ত হইয়া যান। সাধক তখন সেই সেবাসুখে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ-ভূমানন্দকেও তুচ্ছ বোধ করেন ॥ ২১৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সম্ভোগে বিপ্রলম্ভাশঙ্কা করিয়া সিদ্ধভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাধকোচিত ভাবে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন;—"শ্রীরাধা প্রেমবৈচিত্ত্য ভাবের আবেশে স্বীয় অঙ্কে প্রিয়তমের অবস্থান সত্ত্বেও বিয়োগানুভব করিয়া অথবা কেলিবিলাস কালে নিমেষমাত্র বিয়োগানুভব করিয়া মহাব্যাকুলা হইয়া থাকেন। আমি শ্রীরাধার সেবাপ্রাণা দাসী, তাঁহার দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া একবারে তৎক্ষণাৎ বিমূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িব। সুতরাং আর্ত্তা শ্রীপ্রিয়াজীকে আশ্বাসিতা করিবার অবকাশ থাকিবে না। অতএব আমি তাঁহার সেবাপ্রাণা

ভূয়োভূয়ঃ কমলনয়নে কিং মুধা বার্য্যতেসৌ
বাঙ্মাত্রেপি ত্বদনুগমনং ন ত্যজত্যেব ধূর্ত্তঃ।
কিঞ্চিদ্রাধে কুরু কুচতটিপ্রান্ত মস্যত্রদীয়
শ্চক্ষুর্দ্বারা তমনুপতিতং চূর্ণ তামেতু চেতঃ ॥ ২১৬ ॥

অন্বয়ঃ :—হে কমলনয়নে হে শ্রীরাধে! অসৌ ভূয়োভূয়ঃ কিং মুধা (ব্যর্থকম্) বার্য্যতেঃ যতো বাঙ্‌মাত্রেণাপি ধূর্ত্তঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ত্বদনুগমনং নৈব ত্যজতি (ত্বৎ পৃষ্ঠলগ্নঃ এব তিষ্ঠতি যস্মাদসৌ ধূর্ত্তঃ) তস্মাৎ কিঞ্চিৎ কুরু যতঃ অস্য (ধূর্ত্তস্য) ত্বদীয়ঃ (মৃদুভাবাপন্নঃ) চেতঃ তং কুচতটীপ্রান্তং চক্ষুযোর্দ্বারা অনুপতিতং সন্ চূর্ণত্বাং এতু (যাতু)॥ ২১৬॥

অনুবাদ। হে কমলনয়নে! হে শ্রীরাধে! তোমার ওই বারংবার নিবারণ করা বৃথা, যেহেতু ঐ ধূর্ত্ত কেবল কথায় দ্বারা তোমার অনুগমনে বিরত হইবে না। অতএব এরূপ কিছু কর, যাহাতে উহার মৃদুলচিত্ত চক্ষুর সাহায্যে তোমার সেই কুচতটপ্রান্তে অনুপতিত হইয়া চূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যাউক। ২১৬।

দাসী, আমার দ্বারা তাঁহার কোন কার্য্য হইল না। আমি নিজ দশার জন্য এইরূপ চির অনুশোচনা করিতে থাকিব। আমার এমন দশা কবে উপস্থিত হইবে? ॥ ২১৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অভিমানিনী শ্রীরাধা দুর্জ্জয় মানের ভরে কুঞ্জভবন হইতে শ্রীবৃন্দাবনের পথে গমন করিতেছেন, নাগরমণি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত বিবিধ সরস বাক্যে অনুনয় বিনয় করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতেছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণে বিরত হইতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছেন। সিদ্ধ ভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার অনুসঙ্গিনী সখীর ভাবাবেশে শ্রীরাধাকে তাই উপদেশ দিতেছেন—"হে কমলনয়নে! তোমার নয়নে সকলই আছে, বজ্রের আগ্নরাশি, প্রেমের মধুমন্দাকিনী সবই আছে; সুতরাং ঐ ধূর্ত্তশিরোমণিকে কথার দ্বারা নিবারণ করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। ধূর্ত্ত কি কথার দ্বারা তোমার অনুগমনে বিরত হইবে? কখনই না। এতএব হে রাধে! এক কাজ কর! তুমি ধূর্ত্তের দিকে চাহিয়া কটাক্ষপাত কর,

কিংবা নস্তৈঃ সুশাস্ত্রৈ কিমথতদুচিতৈর্বর্ত্মভিঃ সদ্গৃহীতৈ
র্যত্রাস্তি প্রেমমূর্ত্তে র্নহি মহিমসুধা নাপি ভাবস্তদীয়ঃ।
কিংবা বৈকুণ্ঠ লক্ষ্ম্যাপ্যহহ পরময়া যত্র মে নাস্তি রাধা
কিং ত্বাশাপ্যস্তু বৃন্দাবনভুবি মধুরা কোটিজন্মান্তরেপি ॥ ২১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—নঃ (অস্মাকং) তৈঃ সুশাস্ত্রৈর্বা কিং (কিং প্রয়োজনং?) অথ তদুচিতৈঃ (তৎশাস্ত্রবিহিতৈ) সদ্গৃহীতৈঃ (সদ্ভিঃ নারদ প্রহ্লাদাদিভিঃ গৃহীতৈঃ) বর্ত্মভিঃ বা কিম্, যত্র প্রেমমূর্ত্তেঃ (শ্রীরাধায়াঃ) মহিম-সুধা হি নাস্তি তদীয়ঃ ভাবরপি নাস্তি। বা অহহ (অত্যাশ্চর্য্যে) পরময়া বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্ম্যাপি কিং (শ্রেষ্ঠয়াবৈকুণ্ঠস্থিতয়া শ্রিয়া কিং প্রয়োজনং) যত্র মে (মম) রাধা নাস্তি। কিন্তু কোটি জন্মান্তরেপি বৃন্দাবনভুবি মধুরা আশাপি অস্তু। ২১৭ ॥

অনুবাদ।—যাহাতে প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার মহিমসুধা কি তদীয় ভাব বর্ত্তমান নাই, সেরূপ সুশাস্ত্র সমূহ অথবা সেই শাস্ত্রবিহিত সাধুজন-গৃহীত বর্ত্ম সমূহেই বা প্রয়োজন কি? অহো! যেথানে আমার শ্রীরাধা নাই, সেই পরমা বৈকুণ্ঠ শ্রীতেই বা প্রয়োজন কি? কিন্তু কোটি জন্মান্তরেও শ্রীবৃন্দাবনভূমির প্রতি আমার মধুরা আশা হউক॥ ২১৭ ॥

তোমার ঐ কটাক্ষরূপ অশনি তাড়নে ধূর্ত্তের কোমলচিত্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তোমার কুচতট-প্রান্তে নিপতিত হউক। ইহাই উহার পক্ষে উপযুক্ত শাস্তি। ২১৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে শ্রীরাধার মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন—"যে শাস্ত্রে প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার মহিমা বর্ণিত নাই, সে শাস্ত্রে আমার প্রযোজন নাই। অথবা সেই শাস্ত্রানুসারে সাধুজন যে মার্গ অবলম্বন করেন, তেমন সাধন-মার্গেও আমার প্রযোজন নাই। বৈকুণ্ঠ শ্রীতেই বা প্রযোজন কি কারণ, সে ঐশ্বর্য্যময় ধামে আমার মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার দর্শন লাভ ঘটে না। অতএব আমার জগতে আর কিছুরই অভিলাষ নাই। কোটি জন্মান্তরেও যদি শ্রীবৃন্দাবন ভূমির প্রতি মধুরা আশা হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ যেহেতু, শ্রীবৃন্দাবনধামই যে আমার

শ্যাম শ্যামেত্যনুপম রসাপূর্ণবর্ণৈর্জপন্তী
স্থিত্বা স্থিত্বা মধুর মধুরোত্তারমুচ্চারয়ন্তী।
মুক্তাস্থূলান্নয়নগলিতানশ্রুবিন্দূন্ বহন্তী
হৃষ্যদ্রোমা প্রতিপদি চমৎকুর্ব্বতী পাতু রাধা॥ ২১৮॥

অন্বয়ঃ।—শ্যাম শ্যামেতি অনুপম রসাপূর্ণবর্ণৈঃ জপন্তী (হে শ্যাম হে শ্যাম ইতি বারং বারং উপমারহিতো যো রসঃ তেন আসমন্তাৎ যে পূর্ণাঃ বর্ণাঃ তৈঃ সহ জপন্তী) স্থিত্বা স্থিত্বা মধুরমধুরোত্তার মুচ্চারয়ন্তী (স্থিত্বা স্থিত্বা মধুরাদপি মধুরাং উত্তারাং সুস্বরং উচ্চারয়ন্তী) চ নয়নগলিতান্ মুক্তস্থূলান্ অশ্রুবিন্দূন্ বহন্তী হৃষ্যদ্রোমা (হর্ষেণ রোমাঞ্চং প্রাপ্তা) প্রতিপদি চমৎকুর্ব্বতী (প্রতিপদং চমৎকারমেব করোতি যা সা) রাধা নঃ (অস্মান্) পাতু (রক্ষতু)॥ ২২৮॥

অনুবাদ।—যিনি অনুপম রসপূর্ণ বর্ণের সহিত বারংবার 'শ্যাম শ্যাম' জপ করিতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া মধুরাদপি মধুর স্বর উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি নয়নগলিত মুক্তাস্থূল অশ্রুবিন্দু সমূহ বহন করিতেছেন, যিনি আনন্দে পুলকিতা এবং প্রতিপদেই চমৎকারবতী, সেই শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ২১৮॥

প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার নিত্য লীলা নিকেতন। এই শ্লোকে শ্রীরাধার প্রতি অনন্যশরণত্ব সূচিত হইয়াছে॥ ২১৭॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অভিমানিনী শ্রীরাধা প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া একাকিনী কুঞ্জান্তরে অবস্থান করিতেছেন। অনুতাপে হৃদয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সখীগণ বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতেছেন। তিনি পুনরায় প্রিয় সম্মিলনের আশায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াই যেন অনুপম রসপূর্ণ বর্ণের সহিত বারম্বার "শ্যাম" নাম জপ করিতেছেন। আহা! এই'শ্যাম' নামটী এমনই অনুপন রসপূর্ণ বর্ণের সম্মিলনে উৎপন্ন যে, ইহা একবার উচ্চারিত হইলে আর বদন ছাড়িতে পারে না। তাই পুনঃপুন জপ করিবার ইচ্ছা হয়। প্রেমিক কবি গাহিয়াছেন—

তাদৃঙ্ মূর্ত্তিব্রজপতিসুতঃ পাদয়ো মে পতিত্বা
দন্তাগ্রেণাথ ধৃত্বা তৃণকং কাকুবা দান্ ব্রবীতি ।
নিত্যং চানুব্রজতি কুরুতে সঙ্গমায়োদ্যমং চে-
ত্যুদ্বেগং মে প্রণয়িনি কিং মাবেদয়েয়ং নু রাধে ॥ ২১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—হে প্রণয়িনি ! ( হে প্রীতিযুক্তে ! ) হে রাধে ! ত্বাং রুষ্টাং জ্ঞাত্বা' তাদৃঙ্ মূর্ত্তিব্রজপতিসুতঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) মে পাদয়োঃ পতিত্বা অথ দন্তাগ্রেণা তৃণকং ধৃত্বা কাকুবাদান্ ( সদৈন্য প্রার্থনাবাক্যানি ) ব্রবীতি চ নিত্য অনুব্রজতি।

অনুবাদ। হে প্রণয়িনি ! হে রাধে ! তোমাকে রুষ্টা জানিয়া সেই মোহনমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার পদদ্বয়ে পতিত হইয়া এবং দন্তাগ্রে তৃণধারণ করিয়া কাকুতিমিনতি করিতে করিতে পশ্চাৎ গমন করিতে

সই ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

* * * *

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" ইত্যাদি।

জপ তিন প্রকার। মানস, উপাংশু ও বাচিক। মনে মনে বর্ণস্বরদাত্মিকা অক্ষরশ্রেণীর উচ্চারণের নাম মানস জপ । জিহ্বা ও ওষ্ঠ পরিচালনার সহিত অন্যের কিঞ্চিৎ শ্রবণ যোগ্যরূপে উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ । উত্তার স্বরে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের নাম বাচিক জপ । এইজন্যই শ্রীরাধা থাকিয়া থাকিয়া কখন উচ্চস্বরে সেই "শ্যাম" নাম জপ করিতেছেন। সে স্বর মধুরাদপি মধুর। সেই শ্যাম নাম জপিতে জপিতে তিনি প্রেমানন্দে বিবশ হইয়া পড়িতেছেন, সাত্ত্বিক ভাবাবেশে তাঁহার নয়ন-কমল হইতে স্থূল মুক্তামালার ন্যায় অশ্রুমালা পতিত হইতেছে এবং শ্রীঅঙ্গে পুলক-কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং তিনি পদে পদেই চমৎকারবতী।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে ভজনশীল গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার সেই অনুপম ভাবাবেশ দর্শন করিয়াই যেন সাধকোচিত ভাবে প্রার্থনা করিতেছে,—"সেই চমৎকারবতী শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন আমরা আর সংসার-কূপে পতিত না হই বা বিপথে গমন না করি, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২১৮ ॥

চলল্লীলাগত্যা ক্বচিদনুচলদ্ধংস মিথুনং
ক্বচিৎ কেকিন্যগ্রে কৃতনটনচন্দ্রক্যনুকৃতি।

( কিমর্থ মেবং ? ) সঙ্গমায় উদ্যমং কুরুতে ইতি মে ( মম ) উদ্বেগং তুভ্যং কিং নু আবেদয়ে ॥ ২১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—অহো! ( আশ্চর্য্য ) ইহ বৃন্দাবনভূমি ক্বচিৎ চলল্লীলাগত্যা অনুচলদ্ধংস মিথুনং ( কস্মিংশ্চিৎ স্থানে চলদ্‌যথা হংসস্য মিথুনং তথা লীলাগত্যা অনুচলৎ ) ক্বচিৎ কেকিন্যগ্রে কৃতনটনচন্দ্রক্যনুকৃতি ( ক্বচিৎ স্থানে ময়ূর্য্যা

থাকিবেন ;—উদ্দেশ্য যাহাতে তোমার সম্মিলন ঘটাইবারনিমিত্ত উদ্যম করি। কিন্তু আমি তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমার উদ্বেগ তোমাকে নিবেদন কিরিব কি ? ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ —অহো ! সেই বিদগ্ধযুগল এই বৃন্দাবন ভূমির কোথাও লীলাগতি দ্বারাগমনশীল হংস-মিথুনের অনুসরণ করিয়া, কোথাও ময়ূরীর

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার পরম প্রেষ্ঠা সখীর ভাবাবেশে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন--"হে শ্রীরাধে ! তুমি যেমন প্রিয়-বিরহে অতিমাত্র ব্যাকুলা হইয়া নিরন্তর শ্যাম নাম জপ করিতেছ ; সেইরূপ তোমার বিরহে অধীর হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কি করিতেছেন, শুন। কোথায় তিনি ব্রজের রাজকুমার, আর আমি তোমার পাদসেবারতা সামান্যা দাসী মাত্র । তুমি তাঁহার প্রতি প্রতিকূলা হইয়াছ জানিয়া, যাহাতে আমি তোমার সহিত তাঁহার সম্মিলন ঘটাইবার উদ্যম করি, তজ্জন্য সেই মোহনমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আমার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং বহু কাকুতি মিনতি করিতে করিতে আমার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন । হে প্রণয়িনি ! অর্থাৎ হে প্রীতিশালিনি ! আমার ন্যায় সামান্যা দাসীর নিকট তাদৃশ মহতের এরূপ দৈন্য প্রার্থনা প্রকাশে আমার হৃদয়ে অতিশয় উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে । আমি তোমার নিকট তাহা নিবেদন করিব কি ? অর্থাৎ আমার এমন সাহস কবে হইবে, এবং তুমিও আমার প্রতি এরূপ প্রীতিযুক্তা কবে হইবে আমার সেই আবেদন কৃপা পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে ? ॥ ২১৯ ॥

লতাশ্লিষ্টং শাখিপ্রবরমনুকুর্ব্বৎ ক্বচিদহো
বিদগ্ধদ্বন্দ্বং তদ্রমত ইহ বৃন্দাবন ভুবি ॥ ২২০
ব্যাকোশেন্দীবর মথরুচা-হারি-হেমারবিন্দং
কালিন্দীয়ং সুরভি মনিলং শীতলং সেবামানম্‌ ।
সান্দ্রানন্দং নবনবরসং প্রোল্লসৎ কেলিবৃন্দং
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং মধুর মধুরং প্রেমকন্দং চকাস্তি ॥ ২২১ ॥

অগ্রে ময়ূরস্য যৎ নটনং তদনুকৃতিঃ কৃতং যেন তৎ) ক্বচিৎ লতাশ্লিষ্টং শাখিপ্রবর মনুকুর্ব্বৎ ( ক্বচিৎ তরুরাজঃ যথা লতালিঙ্গিতো ভবতি তথা স্বয়মনুকুর্ব্বৎ যৎ ) তৎ বিদগ্ধদ্বন্দ্বং রমত ॥ ২২০ ।

অন্বয়ঃ ।—ব্যাকোশেন্দীবর মথ হেমারবিন্দং রুচা হারি ( বিকসিতস্য নীলকমলস্য অথ সুবর্ণাম্বুজস্য যাঃ রুচো ভাসঃ তাসাং স্বকান্ত্যা হর্ত্তুং শীলম। কালিন্দীয়ং সুরভিং শীতল মনিলং সেবমানম্‌ ( শ্রীযমুনাসম্বন্ধি সুগন্ধি শীতলং পবনং সেব্যমানং ) সান্দ্রানন্দং ( নিবিড়ানন্দরূপম্‌ ) নবং নবরসং ( নিত্যাভিনবঃ রসঃ স্বরূপম্‌ ) প্রোল্লসৎ কেলিবৃন্দং ( শোভমানো কেলীনাং সমূহো যত্র ) মধুর মধুরং ( মধুরাদপি মধুরং ) প্রেমকন্দং ( প্রেম্নঃ উৎপত্তিস্থানম্‌ ) জ্যোতির্দ্বন্দ্বং চকাস্তি ॥ ২২১ ॥

অগ্রে ময়ূরের নটন ভঙ্গীর অনুকৃতি করিয়া এবং কোথাও লতাশ্লিষ্ট তরুবরের অনুকরণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ ।—বিকসিত নীলকমল ও স্বর্ণকমলের কান্তিহারী শ্রীযমুনার সুরভি শীতল পবনসেবী সান্দ্রানন্দ, নব নব রসবিশিষ্ট, উল্লসিত কেলিবৃন্দযুক্ত, মধুরাদপি মধুর প্রেমকন্দ জ্যোতির্দ্বন্দ্ব শোভা পাইতেছেন ॥ ২২১ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ ।

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যামের প্রেম সম্মিলন সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা প্রেমোল্লাস-ভরে কোন এক সখীকে বলিতেছেন ।—অহো ! কি আশ্চর্য্য ! দেখিলাম, সেই বিদগ্ধযুগল উদ্দাম প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ কোথাও হংসীর অগ্রে হংস যেমন মন্থর ভঙ্গীতে গমন করিয়া থাকে, বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা ও বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ লীলারসের

কদা মধুর সারিকাঃ স্বরসপদ্য মধ্যাপয়ং
প্রদায় করতালিকাঃ ক্বচন নর্ত্তয়ৎ কেকিনম্।

অন্বয়ঃ।—কদা মধুর সারিকাঃ স্বরসপদ্যমধ্যাপয়ৎ (কদা মধুরাঃ মধুরস্বরাঃ সারিকাঃ স্বকীয় রসযুক্তং পদ্যং শ্লোকমধ্যাপয়ৎ) ক্বচন করতালিকাঃ প্রদায় কেকিনম্ নর্ত্তয়ৎ (কেকিনং ময়ূরং নর্ত্তয়ৎ) ক্বচিৎ কনকবল্লরীবৃত তমাল

অনুবাদ।—কখন মধুরস্বরা সারিকাগণকে স্বকীয় রসময়ী গাথা শিখাই-তেছেন, কোথাও করতালি দিয়া ময়ূরকে নাচাইতেছেন, কোথাও কনকলতা-

সহিত গমন করিতেছেন। কোথাও ময়ূরীর অগ্রে ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিয়া বিদগ্ধরাজও মহানন্দে শ্রীরাধার অগ্রে সেইরূপ নটনভঙ্গীর অনুকরণ করিতেছেন। আবার কোথাও বা কোন তরুবরকে ললিত লতা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত দর্শন করিয়া বিদগ্ধমণি শ্রীরাধা প্রেমানন্দে পুলকিতা হইয়া স্বয়ং তাহার অনুকৃতি করিতেছেন, অর্থাৎ বিদগ্ধরাজকে সপ্রেম আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের মধুমাধুরী সন্দর্শনে প্রেমোৎফুল্ল হইয়া সেই বিদগ্ধ যুগল এইরূপ বিবিধ লীলাবিলাসের সহিত বিহার করি-তেছেন। ।২২০।

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেই ক্রীড়া বিলাস সন্দর্শনে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া পুনরায় সখীর নিকট বর্ণনা করিতেছেন ;—সখি ! দেখি-লাম, কালিন্দীকূল সন্নিহিত মঞ্জুল লীলা-কাননে সেই প্রেমকন্দ জ্যোতিঃযুগল শোভা পাইতেছেন। তাঁহাদের শ্রীকান্তি বিকসিত নীলকমল, ও কনক-কমলের কান্তিকেও পরাজিত করিয়াছে। তাঁহারা শ্রীযমুনার শীকর-সংপৃত শীতল সুরভি পবন সেবন করিতেছেন। তাহাতে নবনবরসং উভয়ে নিবিড় আনন্দ স্ফূর্ত্তি হইতেছে, সুতরাং তাঁহারা নিরন্তরই নানাবিধ কেলি-বিলাসে উল্লসিত। ইহাতে তাঁহাদের সেই শ্যাম-সুবর্ণকান্তি মধুর হইতেও মধুর লক্ষিত হইতেছে, নীলকমলের সহিত কনক-কমলের সম্মিলনে যেন জলদে বিজলী খেলিতেছে। এই জ্যোতিঃদ্বন্দ্বই প্রেমকন্দ অর্থাৎ প্রেমের উৎপত্তি স্থান। ২২১।

ক্বচিৎ কনকবল্লরীবৃত-তমাল-লীলাধনং
বিদগ্ধমিথুনং তদদ্ভুতমুদেতি বৃন্দাবনে ॥ ১২২ ॥
পত্রালীং ললিতাং কপোলফলকে নেত্রাম্বুজে কজ্জলং
রঙ্গং বিম্বফলাধরে চ কুচয়োঃ কাশ্মীরজালেপনম্ ।

---

লীলাধনং ( স্বর্ণলতাবৃত তমাল বৃক্ষস্য যা লীলা তদেব ধনং যস্য তদদ্ভুতং বিদগ্ধ মিথুনং ( বিদগ্ধযুগলং ) বৃন্দাবনে উদেতি ( প্রকাশমানং তিষ্ঠতি ) ॥ ২২২ ॥

অন্বয়ঃ ।—হে শ্রীরাধে ! অহং তব কপোলফলকে ললিতাং পত্রালীং নেত্রাম্বুজে কজ্জলং বিম্বফলাধরে রঙ্গং ( বিম্বফলবৎ রক্তাধরে তাম্বুলরঙ্গং )

---

বৃত তমালের লীলারত্নের ন্যায় সেই অদ্ভূত বিদগ্ধযুগল শ্রীবৃন্দাবনে শোভা পাইতেছেন ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ ।—হে শ্রীরাধে ! আমি তোমার কপোলফলকে মনোহর পত্রালী রচনা করিয়া, নয়নকমলে কজ্জল, বিম্বাফলাধরে তাম্বুলরাগ, স্তনযুগলে

---

তাৎপর্য্যার্থ ।

গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় বলিতেছেন—"অহো ! সেই বিদগ্ধযুগল কখন মধুরস্বরা সারিকাগণকে নিজ রসময়ী গাথা শিখাইতেছেন। কেন না, তাহারা সেই লীলারসগাথা শিখিয়া উপযুক্তাবসরে তাহা গান করিয়া শুনাইবে ॥ কোথাও করতালি দিয়া ময়ূরকে নৃত্যকলা শিখাইতেছেন। তাহারা সেই নটভঙ্গী শিক্ষা পূর্ব্বক যথা সময়ে নৃত্যচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া বিদগ্ধ যুগলের প্রীতি সম্পাদন করিবে। আবার তমালতরুকে কনকলতা বেষ্টন করিলে যেমন সুন্দর দেখায়, সেইরূপ অদ্ভূত বিদগ্ধযুগলও শোভা পাইতেছেন। অর্থাৎ শ্যাম-তমালতরু রাধা-কনকলতার সপ্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে এক অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিতেছেন। উপমা রাহিত্যের কারণই অদ্ভুত বলা হইয়াছে ॥ ২২২ ॥

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার অভিসারোচিত বেশ বিন্যাসকারিণী সখীর ভাবাবেশে সাক্ষাৎ ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে ! কৃষ্ণাভিসার-কালে তোমার কপোলফলকে কুঙ্কুমকস্তূরীপঙ্ক দ্বারা প্রিয়-মনোমোহন পত্রালী রচনা করিয়া দিব, নয়নাম্বুজে কজ্জল-রেখা অঙ্কিত করিয়া দিব,

শ্রীরাধে নবসঙ্গমায় তরলে পাদাঙ্গুলী পংক্তিষু
ন্যস্যন্তী প্রণয়াদলক্তকরসং পূর্ণা কদা স্যামহম্ ॥ ২২৩
শ্রীগোবর্দ্ধন এক এব ভবতা পাণৌ প্রযত্নাদ্ধৃতঃ
শ্রীরাধাতনু হেমশৈলযুগলে দৃষ্টেঽপি তে স্যাদ্ভয়ম্ ।

কুচয়োঃ কাশ্মীরজালেপনং (কুঙ্কুমপঙ্কানুলেপনং) ন্যস্যন্তী (স্থাপয়ন্তী) চ (পুনঃ) হে নবসঙ্গমায় তরলে (নবসঙ্গমার্থং চঞ্চলে) প্রণয়াৎ (বহুপ্রীত্যা) তব পাদাঙ্গুলী পংক্তিষু অলক্তকরসং ন্যস্যন্তী কদা পূর্ণা (পূর্ণমনোরথা) স্যাম্ ॥ ২২৩ ॥

অন্বয়ঃ। "হে গোপেন্দ্রকুমার! (হে নন্দনন্দন! হে শ্রীকৃষ্ণ) ভবতা পাণৌ এক এব শ্রীগোবর্দ্ধনঃ প্রযত্নাৎ ধৃতঃ (এক এব ন তু দ্বৌ সোঽপি হস্তে নতু হৃদি তদপি প্রযত্নাৎ ন সহজতয়েতি ভাবঃ) শ্রীরাধাতনু হেমশৈলযুগলে

কুঙ্কুমানুলেপন করিয়া এবং হে নবসঙ্গমার্থ তরলে! অতিশয় প্রীতিভরে তোমার পদাঙ্গুলিপংক্তিতে অলক্তকরস রঞ্জিত করিয়া কবে পূর্ণ-মনোরথা হইব? ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ।—ওহে গোপেন্দ্রকুমার! তুমি একমাত্র শ্রীগোবর্দ্ধন শৈল অতি যত্ন পূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীরাধার বক্ষে কনক

বিম্বফলাধরের অনুরঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীমুখে সুগন্ধি তাম্বুলবীটিকা অর্পণ করিব। পয়োধরযুগলে কুঙ্কুমানুলেপন করিয়া দিব। হে নব সঙ্গমার্থতরলে! অর্থাৎ হে শ্রীরাধে! তোমাকে নবসঙ্গমের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিতা জানিয়া আমি অতিশয় প্রীতিভরে তোমার পদাঙ্গুলি পংক্তিকে অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া দিব। এইরূপ অভিসারোচিত বেশ বিন্যাসের অধিকারিণী হইয়া আমি কবে কৃতার্থতা লাভ করিব। আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে। হে শ্রীরাধে! তুমি এইরূপ সেবাধিকারের অনুমতি করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিবে ॥ ২২৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অভিসারসঙ্গিনী সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় নিবেদন করিতেছেন—"হে বৃষভানুনন্দিনি! হে শ্রীরাধে! সঙ্কেত কুঞ্জে উপনীত হইয়া যখন

তস্মাদ্‌গোপেন্দ্রকুমার মা কুরু বৃথা গর্ব্বং পরিহাসতঃ
কর্হ্যেবং বৃষভানুনন্দিনি তব প্রেয়াং সমাভাষয়ে ॥ ২২৪

অনঙ্গজয়মঙ্গল ধ্বনিত কিঙ্কিনী ডিণ্ডিমঃ
স্তনাদি বরতাড়নৈ ন'খর দন্তঘাতৈর্য়ু তঃ।
অহো চতুর নাগরীনবকিশোরয়োম ঞ্জুলে
নিকুঞ্জ নিলয়াঙ্গিরো রতিরণোৎসবো জৃম্ভতে ॥ ২২৫

দৃষ্টেঽপি তে ভয়ং স্যাৎ। শ্রীরাধাতনৌ হেম্নঃ শৈলযুগলং ধারয়তি তদ্দৃষ্টে সতি তব ভয়ং স্যাৎ শক্তোন ভবোরতি ভাবঃ) তৎ (তস্মাৎ) পরিহাসতঃ বৃথা গর্ব্বং মা কুরু।"—হে বৃষভানুনন্দিনি (হে শ্রীরাধে) অহং এবং প্রকারেণ তব প্রেয়াংসং কহি আভষয়ে (তবপ্রিয়মেব কদ কথয়ে। ২২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো! (আশ্চর্য্যে) মঞ্জুলে নিকুঞ্জনিলয়াঙ্গিরো (সুন্দরে যো নিকুঞ্জালয় স্তস্যাঙ্গনে) চতুর নাগরী নবকিশোরয়োঃ (চতুরা যা নাগরী অথ নবকিশোরশ্চ তয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ) অনঙ্গজয় মঙ্গল ধ্বনিত কিঙ্কিণী ডিণ্ডিমঃ (অনঙ্গস্য যো জয়ঃ তদেব মঙ্গলং ধ্বনিতা যা কিঙ্কিণী তৎ ডিণ্ডিমঃ শব্দভেদঃ যত্র সঃ) স্তনাদি বরতাড়নে নখরদন্তঘাতৈর্য়ুতঃ (শৃঙ্গারক্রীড়া বিলাসৈর্য়ুতঃ) রতি রণোৎসবঃ জৃম্ভতে (প্রকাশতে) ॥ ২২৫ ॥

শৈলযুগল দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। অতএব পরিহাসচ্ছলে বৃথা গর্ব্ব করিও না।"—হে বৃষভানুনন্দিনি! আমি এবম্প্রকারে কবে তোমার প্রিয়তমের প্রতি নিবেদন করিব? ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ।—অহো মঞ্জুল নিকুঞ্জগৃহাঙ্গণে বিদগ্ধ নাগরী নবকিশোরের কন্দর্প জয় মঙ্গলধ্বনিত কিঙ্কিণীশব্দ, স্তনাদির বরতাড়ন ও নখর দন্তাঘাতযুক্ত রতি-রণোৎসব প্রকাশ পাইতেছে। ২২৫ ॥

প্রিয়তমের সহিত সম্মিলিত হইবে, তখন তোমার অনুসঙ্গিনী সখী আমি শ্লেষব্যঞ্জকবাক্যে তোমার প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া বলিব—"হে গোপেন্দ্রকুমার! তুমি একমাত্র শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত অতি যত্নে করে ধারণ করিয়াছিলে; এ জন্য শ্রীরাধার বক্ষে কনক শৈলদ্বয় দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইতেছ বোধ হয়! শঙ্কার কারণও যথেষ্ট! তুমি একটী মাত্র পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলে, দুইটী নহে, তাহাও আবার হস্তে, হৃদয়ে নহে। আবার সহজেও নহে—অতি যত্নে। কিন্তু আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা অনায়াসে হৃদয়ে

তদ্গোপেন্দ্রকুমার মা কুরু বৃথা গর্ব্বং পরিহাসতঃ
কর্হ্যেবং বৃষভানুনন্দিনি তব প্রেয়াং সমাভাষয়ে ॥ ২২৪

অনঙ্গজয়মঙ্গল ধ্বনিত কিঙ্কিনী ডিণ্ডিমঃ
স্তনাদি বরতাড়নৈ র্নখর দন্তঘাতৈর্যুতঃ।
অহো চতুর নাগরীনবকিশোরয়োম ঞ্জুলে
নিকুঞ্জ নিলয়াজিরো রতিরণোৎসবো জৃম্ভতে ॥ ২২৫

---

দৃষ্টেঽপি তে ভয়ং স্যাৎ। শ্রীরাধাতনৌ হেম্নঃ শৈলযুগলং ধারয়তি তদ্দৃষ্টে সতি তব ভয়ং স্যাৎ শক্তোন ভবোরতি ভাবঃ) তৎ (তস্মাৎ) পরিহাসতঃ বৃথা গর্ব্বং মা কুরু।"—হে বৃষভানুনন্দিনি (হে শ্রীরাধে) অহং এবং প্রকারেণ তব প্রেয়াংসং কর্হি আভষয়ে (তবপ্রিয়মেব কদ কথয়ে। ২২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অহো! (আশ্চর্য্যে) মঞ্জুলে নিকুঞ্জনিলয়াজিরো (সুন্দরে যো নিকুঞ্জালয় স্তস্যাঙ্গনে) চতুর নাগরী নবকিশোরয়োঃ (চতুরা যা নাগরী অথ নবকিশোরশ্চ তয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ) অনঙ্গজয় মঙ্গল ধ্বনিত কিঙ্কিণী ডিণ্ডিমঃ (অনঙ্গস্য যো জয়ঃ তদেব মঙ্গলং ধ্বনিতা যা কিঙ্কিণী তৎ ডিণ্ডিমঃ শব্দভেদঃ যত্র সঃ) স্তনাদি বরতাড়নে নখরদন্তঘাতৈর্যুতঃ (শৃঙ্গারক্রীড়া বিলাসৈর্যুতঃ) রতি রণোৎসবঃ জৃম্ভতে (প্রকাশতে)॥ ২২৫ ॥

শৈলযুগল দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। অতএব পরিহাসচ্ছলে বৃথা গর্ব্ব করিও না।"—হে বৃষভানুনন্দিনি! আমি এবম্প্রকারে কবে তোমার প্রিয়তমের প্রতি নিবেদন করিব? ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ।—অহো মঞ্জুল নিকুঞ্জগৃহাঙ্গণে বিদগ্ধ নাগরী নবকিশোরের কন্দর্প জয় মঙ্গলধ্বনিত কিঙ্কিণীশব্দ, স্তনাদির বরতাড়ন ও নখর দন্তাঘাতযুক্ত রতি-রণোৎসব প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২২৫ ॥

---

প্রিয়তমের সহিত সম্মিলিত হইবে, তখন তোমার অনুসঙ্গিনী সখী আমি শ্লেষব্যঞ্জকবাক্যে তোমার প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া বলিব—"হে গোপেন্দ্রকুমার! তুমি একমাত্র শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত অতি যত্নে করে ধারণ করিয়াছিলে; এ জন্য শ্রীরাধার বক্ষে কনক শৈলদ্বয় দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইতেছ বোধ হয়! শঙ্কার কারণও যথেষ্ট! তুমি একটী মাত্র পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলে, দুইটী নহে, তাহাও আবার হস্তে, হৃদয়ে নহে। আবার সহজেও নহে—অতি যত্নে। কিন্তু আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা অনায়াসে হৃদয়ে

যূনোর্বীক্ষ্য দরত্রপানট কলামাদীক্ষয়ন্তী দৃশো
বৃণ্বানা চকিতেন সঞ্চিত মহারত্নস্তনং চাপ্যুরঃ।
সা কাচিদ্বৃষভানুবেশ্মনি সখীমালাসু বালাবলী-
মৌলিঃ খেলতি বিশ্বমোহন মহাসারূপ্যমাচিন্বতী ॥ ২২৬॥

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ ( অনির্ব্বচনীয়া ) সা বালাবলীমৌলিঃ ( বালানাং পংক্তি তস্যাঃ শিরো রূপা যূনোর্দরত্রপা নটকলাং বীক্ষ্য ( যুবতিশ্চ যুবা চ তয়োঃ কয়োশ্চিৎ ঈষল্লজ্জা এব নটকলা তাং দৃষ্ট্বা ) দৃশো মাদীক্ষয়ন্তী ( নেত্রয়োঃ আসমন্তাদ্দীক্ষারম্ভং কারয়ন্তী ) চকিতেন ( চমৎকৃতহৃদা ) সঞ্চিত মহারত্ন স্তনং চাপি উরঃ বৃণ্বানা ( আবৃতং কুর্ব্বাণা ) চ বিশ্বমোহন মহাসারূপ্য মাচিন্বতী ( বিশ্বমোহনস্য যৎ মহাসারূপ্যং তৎ আসমন্তাৎ সঞ্চয়ং কুর্ব্বতী ) বৃষভানুবেশ্মনি ( বৃষভানুভবনে ) সখীমালাসু খেলতি ( সখীগণ মধ্যে খেলতি ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ।—সেই অনির্ব্বচনীয়া বালাগণের শিরোমণি যুবক যুবতীর ঈষৎ লজ্জারূপ নটকলা দর্শন পূর্ব্বক নয়নদ্বয়কে সর্ব্বতোভাবে দীক্ষিত করাইয়া চকিতে সঞ্চিত মহারত্নরূপ স্তনযুগল ও বক্ষদেশকে আবৃত করিয়া এবং বিশ্ববিমোহনের মহাসারূপ্য সঞ্চয় করিয়া বৃষভানুভবনে সখীগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২৬ ॥

দুইটা কনকশৈল ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দর্শন করিয়া তোমার ভীতির উদয় হওয়া বিচিত্র নহে। তুমি শ্রীগোবর্দ্ধন শৈল সপ্তদিন মাত্র ধারণ করিয়াছিলে, কিন্তু শ্রীরাধা স্বর্ণশৈলদ্বয় সর্ব্বদা ধারণ করিয়া আছেন। অতএব পরিহাসচ্ছলে বৃথা গর্ব্ব করিও না।—"এবম্প্রকারে কবে তোমার প্রিয়তমের সহিত আলাপ করিব। এমন সৌভাগ্য আমার কবে হইবে? ॥ ২২৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ

অনন্তর গ্রন্থকর্ত্তা লতা রন্ধ্রে লীলাদর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে, কেলি-বিলাসের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—"অহো! মনোহর নিকুঞ্জ ভবনাঙ্গণে—সেই রতিরণের রণভূমি মধ্যে বিদগ্ধ নাগরী নবকিশোরের রতিরণোৎসব প্রকাশ পাইতেছে। মদন-বিজয়ের মঙ্গলবাদ্য কিঙ্কিণী ধ্বনিত হইতেছে। স্তনাদির করতাড়ন ও নখদন্তাঘাতের দ্বারা মল্লযুদ্ধ সূচিত হইয়াছে।

"অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্করু
রতিজয় মঙ্গল তুর।
মনমথ কেতু মকর গড়ি যাওত
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥" ॥ ২২৫ ॥

জ্যোতিঃ পুঞ্জদ্বয়মিদমহো মণ্ডলাকারমস্থা
বক্ষস্থ্যুন্মাদয়তি হৃদয়ং কিং ফলত্যন্যদগ্রে।

অন্বয়ঃ।—এতদ্দৃষ্ট্বা বিমুগ্ধঃ নন্দাত্মজঃ কাঞ্চনসখীং প্রতি বদতি।—"অহো!

তাৎপর্য্যার্থ।

পুনরায় সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সেই মুগ্ধা নাগরিণী-মণির ভাবচেষ্টার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—"আহা! সেই বালাকুলের শিরোমণি বৃষভানু-ভবনে সখীগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন। বর্ষাণে পিতৃ-ভবনে বালা শ্রীরাধা অসংখ্যা বাল্য-সহচরীগণের মধ্যে শৈশব-সুলভ ক্রীড়া করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধাকেই রূপে, গুণে, শীলে সর্ব্বপ্রকারে গরীয়সী বোধ হইতেছে। এজন্য তাঁহাকে বালাগণের শিরোমণি বলা হইয়াছে। কোন যুবককে দর্শন করিয়া এক যুবতী ঈষৎ ব্রীড়াবনতা হইলেন (এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীচন্দ্রাবলীর ভাব-চেষ্টা সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়)। শ্রীরাধা সেই লজ্জারূপ নটনকলা দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়কে যেন সেই ভাব-নাট্যে প্রথম দীক্ষিত করাইলেন। তিনি সহসা চমকিতা হইয়া সঞ্চিত মহারত্ন স্বরূপ নব-মুকুলিত পয়োধরযুগল ও বক্ষদেশকে তৎক্ষণাৎ আচ্ছাদন করিলেন। নব-যৌবনোদ্গমে কন্দর্প-তন্ত্র শিক্ষায় এইরূপেই দীক্ষার আরম্ভ। তাই পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"বালা শৈশব-তারুণ ভেট।
লখই না পারই জেঠ কনেঠ॥
হৃদয় মুকলিত হেরি থোরি থোরি।
খনে আচর দেই খনে ভই ভোরি॥
চঁওকি চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ কো, করি অনুবন্ধ॥"

শ্রীরাধা এইরূপে বিশ্বমোহনের মহা সারূপ্য সংগ্রহ করিতেছেন। যে অনুপম সৌন্দর্য্য-মাধুরী বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মন হরণ করিতে সমর্থ হয়, শ্রীরাধা এইরূপে সেই মহামাধুরী সংগ্রহ করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সেই শোভন-সৌন্দর্য্যের ক্রম বিকাশ হইতেছে॥২২৬॥

ভ্রূ-কোদণ্ডং নক্রুতঘটনং সৎ-কটাক্ষৌঘবাণৈঃ
প্রাণান্ হন্যাৎ কিমু পরমতো ভাবি ভূয়ো ন জানে ॥২২৭॥

( আশ্চর্য্যে ) অস্যাঃ ( শ্রীরাধায়াঃ ) বক্ষসি ইদং মণ্ডলাকারং ( বর্ত্তুলাকারং ) জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বয়ং ( নবোদ্ভিন্নরক্তকমলাভং স্তনদ্বয়ং ) হৃদয়ং উন্মাদয়তি, অগ্রে অন্যৎ কিং ফলতি ( উন্মাদাদপি অধিকং কিং ফলতীতি দ্রষ্টব্যম্ )। সৎকটাক্ষৌঘ বাণৈঃ ( সৎকটাক্ষাণাং প্রবাহ এব তীক্ষ্ণশরাঃ তৈঃ সহ ) ন কৃতঘটনং ভ্রূ-কোদণ্ডং ( ন সংযোগং ভ্রূ-ধনুঃ প্রতি ) প্রাণান্ হন্যাৎ, অতঃপরং ভূয়ঃ সংযোগে সতি কিমু ভাবি ( ভবিষ্যতীতি ) ন জানে ॥২২৭॥

অনুবাদ।—আহা! ইহাঁর বক্ষঃস্থলে এই গোলাকার জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বয়ই আমার হৃদয়কে উন্মত্ত করিতেছে, এক্ষণে ইহার অগ্রে এতদপেক্ষাও অধিক কি ফল ফলে দেখা যা'ক। অহো! ঐ যে, সৎকটাক্ষ-প্রবাহরূপ তীক্ষ্ণ শর-সমূহ ভ্রূ-ধনুর সহিত সংযোগ না ঘটা সত্ত্বেও প্রাণ সকলকে বিনাশ করিতেছে। অতঃপর বারংবার সংযোগ ঘটিলে কি হইবে জানি না ॥ ২২৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি-মাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কোন এক সখীকে বলিতেছেন—"অহো। এই বালার বক্ষঃস্থলে গোলাকার জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বয় অর্থাৎ নবোদ্ভিন্ন স্তনদ্বয়ের রক্তিমাভা আমার হৃদয়কে উন্মত্ত করিতেছে। এখন স্তনদ্বয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই,—কেবল,—"উরোজ উদিত থল লালিম দেলা" (বিদ্যাপতি) এই অঙ্কুর অবস্থাতেই তাহার যে জ্যোতিঃপুঞ্জ স্ফুরিত হইতেছে, তাহাতে আমি যে জগন্মোহন আমারও হৃদয় উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে এতদপেক্ষাও কি ফল ফলে দেখা যাউক। অহো! ঐ যে সৎকটাক্ষ-প্রবাহরূপ তীক্ষ্ণ শর-সমূহ ভ্রূ-ধনুর সংযোগ অভাবেও প্রাণ হরণ করিতেছে। সরল অবেক্ষণের পরিবর্ত্তে ইহার নয়নে যে অপাঙ্গদৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তাহা ভ্রূভঙ্গের সহিত সম্মিলিত না হইলেও তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় প্রাণ বিনাশ করিতেছে। অতঃপর ভ্রূ-ধনুর সহিত বারংবার সংযোগ ঘটিলে কি হইবে, জানি না।"—সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা এতদ্দ্বারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কবে আমাকে অভিজ্ঞা সখী অঙ্গীকার করিয়া আমার নিকট শ্রীরাধার উক্তরূপ বয়ঃসন্ধি-মাধুরী বর্ণনা করিবেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অন্য এক প্রিয়সখীর নিকট তাহা বিজ্ঞাপিত করিব ॥ ২২৭ ॥

ভোঃ শ্রীদামন্ সুবল বৃষভ স্তোককৃষ্ণার্জ্জুনাদ্যাঃ
কিং বো দৃষ্টং মম তু চকিতা দৃগ্‌গতা নৈব কুঞ্জে ।
কাচিদ্দেবী সকলভুবনাপ্লাবি-লাবণ্যপূরা
দূরাদেবাখিলমহরত প্রেয়সো নঃ সখ্যুঃ ॥২২৮॥

অন্বয়ঃ ।—ভোঃ শ্রীদামন্ সুবল বৃষভস্তোককৃষ্ণার্জ্জুনাদ্যাঃ ( হে শ্রীদামন্ ! হে সুবল ! হে বৃষভ । হে স্তোককৃষ্ণ ! হে অর্জ্জুনাদ্যাঃ ) বঃ ( যুষ্মাভিঃ ) কিং তু ( বিতর্কে ) দৃষ্টং, মম চকিতা দৃক্ কুঞ্জে নৈব গতা, পরন্তু দৃষ্টম্ ( কিং দৃষ্টং তদাহ ) কাচিৎ ( অনির্ব্বচনীয়া ) সকলভুবনাপ্লাবি-লাবণ্যপূরা দেবী ( সকলং ভুবনং স্বলাবণ্য-প্রবাহেন আপ্লাবয়তি যা সা দেবী ) দূরাদেব ( ন তু সন্নিহিতা ) প্রেয়সঃ সখ্যুঃ অখিলং বস্তু অহরৎ ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ ।—ওহে শ্রীদাম-সুদাম-সুবল-বৃষভ-স্তোককৃষ্ণ অর্জ্জুনাদি সখাগণ ! তোমরা কি দেখিয়াছ ? আমার চকিতা দৃষ্টি কুঞ্জে প্রবেশ লাভ না করিলেও আমি কি দেখিয়াছি, বলি শুন ;—নিখিলভুবনপ্লাবি-লাবণ্যময়ী এক দেবী দূর হইতেই প্রিয়সখার অখিলবস্তু অপহরণ করিতেছেন ॥২২৮॥

## তাৎপর্য্যার্থ ।

সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রেম-ব্যাকুল অবস্থা অবলোকন করিয়া ও তাঁহার সেই আবেগময়ী কথা শ্রবণ করিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণসখীগণের নিকট সেই অবস্থা বিবৃত করিতেছেন—"ওহে শ্রীদাম ! ( শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাগণের মধ্যে শ্রীদামই মুখ্য, এই জন্য শ্রীদামকে অগ্রে সম্বোধন করিতেছেন ) ওহে সুবল ! ওহে বৃষভ ! ওহে স্তোককৃষ্ণ ! ওহে অর্জ্জুনাদি কৃষ্ণসখাগণ ! তোমরা কি দেখিয়াছ ?—বোধ হয় তোমরা তাহা দেখ নাই। আমার চমৎকৃতা দৃষ্টি-কুঞ্জে প্রবেশ না করিলেও, আমি যাহা দেখিয়াছি বলি শুন—অর্থাৎ সে কুঞ্জলীলা দর্শনে অধিকার না থাকিলেও সে লীলার সামান্যমাত্র দর্শনে দৃষ্টি চমৎকৃত হওয়ায় আর অধিক দর্শন করিতে সমর্থ হই নাই। তথাপি যে সামান্য মাত্র দর্শন করিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। নিখিলভুবনপ্লাবি-লাবণ্যময়ী এক দেবী দূর হইতেই তোমাদের প্রিয়সখার অখিল বস্তু হরণ করিতেছেন। তুচ্ছ বা স্বল্পবস্তু নহে, নিখিলবস্তু দূর হইতে হরণ করিতেছেন, সন্নিহিত হইলে কি যে হইত তাহা বলিতে পারি না। সেই দেবীর অর্থাৎ দেদীপ্য-

গতা দূরে গাবো দিনমপি তুরীয়াংশমভজদ্
বয়ং যাতুং* ক্ষান্তা স্তব চ জননী বর্ত্ম-নয়না।
অকস্মাত্তূষ্ণীকে সজলনয়নে দীনবদনে
লুঠত্যস্যাং ভূমৌ ত্বয়ি ন হি বয়ং প্রাণিনিষবঃ ॥২২৯॥

অন্বয়ঃ।—গাবঃ দূরে গতাঃ (সুবলাদয়ো যদুচুস্তদাহ—অস্মদগ্রে চরন্ত্যোগাবঃ দূরে গতাঃ) দিনমপি তুরীয়াংশমভজৎ (দিবায়াশ্চতুর্থপ্রহর আগতঃ) বয়ং যাতুং ক্ষান্তাঃ ভবামঃ। চ পুনঃ তব জননী বর্ত্মনয়না (শ্রীমতী যশোদা বর্ত্মনয়না তব আগমন বর্ত্মনি নিহিত নেত্রা)। অকস্মাৎ সা ত্বয়ি অস্যাং ভূমৌ তুষ্ণীকে (বাক্য-রহিতে সতি) সজলনয়নে (অশ্রুপূর্ণনয়নে সতি) দীনবদনে (মলিনমুখে সতি) লুঠতি। বয়ং প্রাণিনিষবঃ নহি (বয়ং প্রাণধারণং ন ইচ্ছামঃ) ॥২২৯॥

অনুবাদ।—গো-সকল দূরে চলিয়া গিয়াছে, দিবাও অবসান প্রায়; আমরা (গোসকলকে ফিরাইয়া লইয়া বাটী যাইতে) ক্ষান্ত হইলাম। তোমার বর্ত্মনয়না জননী অকস্মাৎ তোমার এই ভূমিতে আসিয়া বাক্য বিরহিত হইয়া সজল নয়নে ও দীনবদনে লুঠাইতেছেন. আমরাও নিশ্চয় আর প্রাণধারণের ইচ্ছা করি না ॥২২৯॥

মান সৌন্দর্য্যবতীর লাবণ্যপ্রবাহ নিখিলভুবনকে প্লাবিত করিতেছে। ফলতঃ চতুর্দ্দশভুবনে যে লাবণ্য বা সৌন্দর্য্য তাহা যেন সেই দেবী হইতেই প্রতিফলিত হইতেছে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রিয়সখার অবস্থা একবার অবলোকন কর এবং তৎসঙ্গে দেবীর প্রভাবও অবগত হও। ॥২২৮॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সুদামাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রেম-ব্যাকুল অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্দেশে এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন—"ওহে সখে! গো-সকল দূরে চলিয়া গিয়াছে, তুমি এরূপ নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কেন? দিবা চতুর্থপ্রহর গত অর্থাৎ অবসান প্রায়, সুতরাং আমরা গোসকল ফিরাইয়া লইয়া আসিতে কখনই সক্ষম হইব না, এজন্য আমরা যাইতে ক্ষান্ত হইয়াছি। হে সখে! তুমি ব্যতীত আমাদের এ সময় আর কি ভরসা আছে। তুমি শীঘ্র গো-সকলকে ফিরাইয়া লইয়া আইস, ইহাই তাৎপর্য্য। এদিকে দিবা যত অবসান হইতেছে, তোমার জননী শ্রীমতী নন্দরাণী তোমার আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে আকুল

* "দাতুম্" ইতি পাঠান্তরম্।

নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং সুরুচিরং স্বর্ণোজ্জ্বলং বিভ্রতী
নানাভঙ্গি রনঙ্গ-রঙ্গ-বিলসল্লীলা-তরঙ্গাবলিঃ।
রাধে ত্বং প্রবিলোভয় ব্রজমণিং রত্নচ্ছটামঞ্জরী
চিত্রোদঞ্চিত কঞ্চুক স্থগিতয়ো বক্ষোজয়োঃ শোভয়া ॥২৩০॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! নাসাগ্রে সুরুচিরং স্বর্ণোজ্জ্বলং নবমৌক্তিকং বিভ্রতী (নাসাগ্রে সুন্দরং স্বর্ণেন উজ্জ্বলঃ যন্নবীনং মৌক্তিকং তদ্ধারয়ন্তী) নানাভঙ্গি-রনঙ্গ-রঙ্গ-বিলসল্লীলাতরঙ্গাবলিঃ (নানা ভঙ্গিমা-বিশিষ্ট রনঙ্গস্য যদ্রঙ্গং তদ্বিলসৎ যা লীলাং তত্তরঙ্গানাম্ আবলিঃ পংক্তির্যয়া সা) ত্বং রত্নচ্ছটামঞ্জরী চিত্রোদঞ্চিত কঞ্চুকস্থগিতয়োঃ (রত্নানাং যা চ্ছটা সা এব মঞ্জরী তৎসহিতং উৰ্দ্ধভাগং চিত্রযুক্তং যৎ কঞ্চুকং তেন গুপ্তয়োঃ) বক্ষোজয়োঃ (স্তনয়োঃ) শোভয়া ব্রজমণিং (ব্রজ-রত্নস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং) প্রবিলোভয় (সম্যক্ প্রকারেণ লোভয়স্ব) ॥২৩০॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! তুমি নাসাগ্রে সুরুচির স্বর্ণোজ্জ্বল নবমৌক্তিক-ধারিণী এবং নানাভঙ্গি-বিশিষ্ট অনঙ্গরঙ্গের লীলাতরঙ্গাবলি-বিলাসিনী, তুমি রত্নছটামঞ্জরী সমন্বিত উৰ্দ্ধভাগ চিত্রযুক্ত কঞ্চুক (অঙ্গরাখা) আচ্ছাদিত পয়োধর যুগলের শোভাদ্বারা ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ প্রকারে প্রলুব্ধ কর ॥২৩০॥

নয়নে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার এতাদৃশ বিলম্ব দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ এই শ্রীবৃন্দাবনে তোমার ক্রীড়া-ভূমিতে আসিয়া এবং আমাদের সংভিব্যাহারে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া বাক্যশূন্যা হইয়া সজলনয়নে ম্লানমুখে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ওহে! সখে! তুমি দর্শন দিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত কর। আর আমরাই বা তোমার অদর্শনে প্রাণধারণ করি কি প্রকারে? তুমি আমাদের জীবন-স্বরূপ! তোমার অদর্শনে আমরাও নিশ্চয় আর প্রাণ-ধারণের ইচ্ছা করি না।"—সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণ-সখাগণের এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়াই যেন অন্য এক সখীর নিকট তাহা নিবেদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে প্রকৃতিস্থ হয়েন তন্নিমিত্তই সখাগণের এইরূপ বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রকাশ বুঝিতে হইবে ॥২২৯॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর পরিহাস-রসিকা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! তুমি একেই তো নানা ভঙ্গি-

* "সমলোভয়" ইতি পাঠান্তরম্।

অপ্রেক্ষে কৃতনিশ্চয়াপি সুচিরং বীক্ষেত দৃক্কোণতো
মৌনে দার্ঢ্যমুপাশ্রিতাপি নিগদেত্তামেব যাহীত্যহো।
অস্পর্শে সুব্রতাশয়াপি করয়ো ধৃত্বা বহির্যাপয়েদ্
রাধায়া ইতি মানদুঃস্থিতিমহং* প্রেক্ষে হসন্তী কদা ॥২৩১॥

অন্বয়ঃ।—অপ্রেক্ষে কৃতনিশ্চয়াপি সুচিরং দৃক্কোণতো বীক্ষেত (অহং কদাপি তদ্দর্শনং ন করিষ্যামীতি অদর্শনে কৃতনিশ্চয়াপি সুচিরং দীর্ঘকালং নয়নপ্রান্ত-ভাগেন পশ্যেৎ) মৌনেদার্ঢ্যমুপাশ্রিতাপি (অনেন সাকং সম্ভাষণং ন কর্ত্তব্যমিতি দৃঢ়তামাশ্রিতাপি) অহো (আশ্চর্য্যে) তামেব যাহি (যস্যাঃ কুঞ্জেস্থিতস্তম্ তত্র গচ্ছ) ইতি নিগদেৎ (এতৎকথন ব্যাজেনৈব ভাষেৎ) অস্পর্শে সুধৃতাশয়াপি করয়ো ধৃত্বা বহির্যাপয়েৎ (এতস্য স্পর্শো ন কর্ত্তব্য ইতি ধৃতাশয়াপি হস্তয়ো ধৃত্বা বহির্নিঃসারয়েৎ) অহং হসন্তী (হাস্যং কুর্ব্বতী সতি) রাধায়া ইতি মানদুঃস্থিতিম্ (মানস্য অপহ্নুতিং) কদা প্রেক্ষে ॥২৩১॥

অনুবাদ।—অদর্শনে কৃতনিশ্চয়া হইয়াও বহুক্ষণ ধরিয়া নয়নকোণে দর্শন করিতেছেন, মৌনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াও অহো! "তাহার নিকট যাও" এইরূপে বাক্যপ্রয়োগ করিতেছেন, এবং স্পর্শ করিব না এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াও (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কুঞ্জের বাহির করিয়া দিতেছেন, আমি হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার এইরূপ মানের অপলাপ কবে দর্শন করিব? ॥ ২৩১ ॥

বিশিষ্ট অনঙ্গ-রঙ্গের লীলা তরঙ্গাবলি বিলাসিনী অর্থাৎ নানা বৈচিত্রময় কন্দর্প-কেলি-বিলাসের হাবভাব-মুদ্রা প্রকাশকারিণী; তাহাতে তোমার নাসাগ্রে স্বর্ণ সমন্বিত উজ্জ্বল নব মুক্তা-নির্ম্মিত বেসরের শোভা আরও মনোহর লক্ষিত হইতেছে। আবার তোমার বক্ষোদেশে যে কঞ্চুকি বিন্যস্ত রহিয়াছে, উহার উপরিভাগ বিবিধ চিত্রে সুচিত্রিত এবং রত্নহারের বিমল ছটায় উদ্ভাসিত। এই অপূর্ব্ব কঞ্চুকি (কাঁচুলী বা আঙ্গরাখা) আবৃত তোমার পয়োধর যুগলের শোভা দ্বারা ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ প্রকারে প্রলুব্ধ কর। অর্থাৎ হে শ্রীরাধে! ব্রজের রত্নরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভের জন্য যখন উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, তখন এই বক্ষোজ শোভা দ্বারা প্রলুব্ধ কর। বহুবল্লভ ব্রজমণিকে বশীভূত করিবার ইহাপেক্ষা উত্তম সামগ্রী বা উপায় আর নাই ॥২৩০॥

* "মানদস্থিতম্" ইতি পাঠান্তরম্।

তাৎপর্য্যার্থ।

মানময়ী শ্রীরাধা প্রিয়সখীর এই সরস আলাপে আন্তরিক উৎফুল্লা হইয়াও বাহ্যতঃ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছেন—"সখি! কি জন্ম তাহাকে মুগ্ধ করিব? আমার প্রয়োজন কি?'—আমি কখনই তাহাকে দর্শন করিব না।" এইরূপ অদর্শনে কৃতনিশ্চয়া হইয়াও বহুক্ষণ ধরিয়া নয়ন-কোণে সেই সমাগত নাগরবরকে দর্শন করিতেছেন। আবার যখন সঙ্কেত-কাল ব্যত্যয় করিয়া অসময়ে আগমন করিয়াছেন, তখন ইহার সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য নয়—মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই ভাল,—"এইরূপ মৌনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াও হায়!—"তাঁহার নিকট যাও" অর্থাৎ যে প্রিয়তমার সহিত নিশাযাপন করত তদীয় সম্ভোগচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক, এই প্রভাতকালে আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই প্রেয়সীর নিকট যাও—আমার এখানে প্রয়োজন কি?"—এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ ছলে স্বীয় মৌনব্রত ভঙ্গ করিতেছেন। আবার "উনি পরনারীর সহিত নিশাযাপন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এই অপবিত্রাঙ্গের স্পর্শ কদাচ কর্ত্তব্য নয়।"—এইরূপ অস্পর্শে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াও প্রিয়তমের হস্ত ধারণ করিয়া কুঞ্জের বাহির করিয়া দিতেছেন। সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার সেই ভাবচেষ্টা অবলোকন করিয়া সাধকোচিত ঔৎসুক্যের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"আমি হাসিতে হাসিতে এইরূপ মানের অপলাপ কবে দর্শন করিব?" এই শ্লোকে খণ্ডিতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। খণ্ডিতা নায়িকার লক্ষণ। যথা—

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥
এষা তু রোষ নিশ্বাসতুষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ॥"

পূর্ব্ব সঙ্কেতিত কাল অতিক্রম করিয়া যাহার প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীর সহিত নিশাযাপন করতঃ তদীয় ভোগচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যদি প্রাতঃকালে সমাগত হয়েন, তদ্দর্শনে পূর্ব্ব নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও মৌনভাব অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা।

এই খণ্ডিতা অবস্থা হইতেও ঈর্ষাবশতঃ মানের উদয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রূপে শ্রীরাধার সেই মানের অপলাপ দর্শন করিয়াই যেন গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সেই চেষ্টা দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন॥ ১৩১॥

রসাগাধে রাধাহৃদি-সরসি হংসঃ করতলে
লসদ্বংশ স্রোতস্যমৃতগুণসঙ্গ প্রতিপদম্ ।
চলৎপিচ্ছোত্তংসঃ সুরচিতবতংসঃ প্রমদয়া
স্ফুরদ্‌গুঞ্জাগুচ্ছঃ স হি রসিকমৌলির্মিলতু মাম্ ॥২৩২॥

অন্বয়ঃ।—যঃ রসাগাধে রাধা-হৃদি-সরসি হংসঃ (অগাধরসপূর্ণে রাধাহৃদি-সরোবরে হংসরূপঃ) করতলে লসং স্রোতসি প্রতিপদং অমৃতগুণসঙ্গঃ বংশঃ (করতলে শোভমানং শ্রবণে প্রতিপদং অমৃতস্য যদ্‌গুণা গুৎসঙ্গঃ ভবতি যতঃ তদ্বংশঃ বংশিকা যস্য সঃ) চলং পিচ্ছোত্তংসঃ (চঞ্চলং ময়ূরপিচ্ছে মুকুটং যস্য সঃ) প্রমদয়া সুরচিত-বতংসঃ (প্রিয়য়া সুরচিতং কর্ণভূষণং যস্য সঃ) স্ফুরদ্ গুঞ্জাগুচ্ছঃ (প্রকাশমানা গুঞ্জামালা যস্য) সঃ রসিকমৌলিঃ (রসিকানাং শিরোমণিঃ) মাং হি (নিশ্চয়েন) মিলতু ॥২৩২॥

অনুবাদ।- যিনি অগাধ রসপূর্ণ শ্রীরাধা হৃদয়-সরোবরে হংস স্বরূপ, যাঁহার করতলে শ্রবণে পদে পদে-অমৃতগুণ-সঙ্গকারী বংশী শোভমান, যাঁহার মস্তকে চঞ্চল ময়ূর পিচ্ছের মুকুট, যাঁহার প্রমদা-রচিত কর্ণভূষণ, এবং যাহার কণ্ঠে গুঞ্জামালা শোভিত সেই রসিকমৌলি নিশ্চয় আমার সহিত মিলিত হউন ॥২৩২॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সন্নিহিত—সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—"সেই রসিক-মৌলি নিশ্চয় আমার সহিত মিলিত হউন। অর্থাৎ রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং মানময়ীর সারস্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তখন আমি শ্রীরাধার প্রিয়সখী, আমার অনুগত হইলে নিশ্চয়ই দূতীস্বরূপে শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিব। এই তাৎপর্য্যেই শ্রীকৃষ্ণকে মিলিত হইবার জন্য সংপ্রার্থনা জানাইয়াছেন। সেই রসিকমৌলি কিরূপ?—অগাধ রসপূর্ণ শ্রীরাধা-হৃদয়-সরোবরে হংসস্বরূপ। স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবরে হংসের শোভা অতীব মনোহর। শ্রীরাধার হৃদয়রূপ সরোবরও সুগভীর বিমল মধুরাদিরসে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-হংসই সেই সরোবরের শোভা-স্বরূপ। হংস যেমন সরোবরে সর্ব্বদা বিচরণ করে, অন্যত্র যাইবার বাঞ্ছা করেনা রসিকমণি শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ শ্রীরাধার হৃদয়-সরোবরে নিরন্তর বিহার করিতে

অকস্মাৎ কস্যাশ্চিন্নব বসনমাকর্ষতি পরং
মুরল্যা ধম্মিল্লে স্পৃশতি কুরুতেঽন্যাকরধৃতিম্।
পরং নিত্যং রাধাপদকমলমূলে ব্রজপুরে
তদিত্থং বীথীষু ভ্রমতি স মহালম্পটমণিঃ ॥ ২৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ মহালম্পটমণিঃ (সঃ স্ত্রীলুব্ধেষু মহারত্ন স্বরূপঃ) ব্রজপুরে অকস্মাৎ কস্যাশ্চিৎ (কস্যাশ্চিদ্ গোপিকায়াঃ) নববসন মাকর্ষতি (নববস্ত্রং আকর্ষতি) পরং মুরল্যা ধম্মিল্লে স্পৃশতি (অপরাং মুরল্যা ধম্মিল্লে স্পৃশতি) অন্যা করধৃতিং কুরুতে (অন্যস্যাঃ করধারণং করোতি) পরং নিত্যং রাধাপদ-কমলমূলে লুণ্ঠতি তৎ (তস্মিন্) বীথীষু ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) ভ্রমতি ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ।—সেই মহালম্পটমণি ব্রজপুরে অকস্মাৎ কাহার নববসন আকর্ষণ করিতেছেন, কাহারও বা মুরলী দ্বারা কবরী স্পর্শ করিতেছেন, আবার কাহারও বা হস্তধারণ করিতেছেন, পরন্তু নিত্য রাধাপদকমলমূলে লুঠাইতেছেন, এবম্প্রকারে ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন ॥২৩৩ ॥

অভিলাষী। আবার তাঁহার করতলে যে বংশী শোভা পাইতেছে, তাহার স্বর পদে পদে শ্রবণে অমৃতগুণের সঞ্চার করে। অমৃতের মৃতসঞ্জীবন গুণই প্রধান। সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে জড় বা নিশ্চেষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কি প্রাণমন পর্য্যন্ত এক মধুর উন্মাদনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে; অথবা সেই বংশীর প্রত্যেক রন্ধ্রেই অমৃতের গুণসমূহ বিদ্যমান আছে। সুতরাং সেই বংশী ভুবনে যে অতুলনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মস্তকে চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট কর্ণে প্রমদারচিত কর্ণভূষণ এবং কণ্ঠে গুঞ্জামালা। শ্রীকৃষ্ণকে রসিকমৌলি বলা হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার রসিকবরোচিত বেশভূষা যে কিরূপ রমণীয়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণিত হইল। ॥ ২৩২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ যে রসিক-শিরোমণি, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব তিনি যে কেবল রসিকমণি তাহা নহে,—মহালম্পটেরও শিরোমণি অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় রমণীলুব্ধক আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি ব্রজপুরে অকস্মাৎ কোন ব্রজাঙ্গনার পরিহিত নববসন ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন,

একস্যা রতিচৌর এব চকিতং চান্যাস্তনান্তে করং
ধৃত্বা কর্ষতি বেণুনান্যসুদৃশো ধম্মিল্লমল্লীস্রজম্।
ধত্তেন্যাভুজবল্লিমুৎপুলকিতাং সংকেতয়ত্যন্যয়া
রাধায়াঃ পদয়ো লু ঠত্যলমমুং জানে মহালম্পটম্ ॥২৩৪॥

অন্বয়ঃ। একস্যা রতিচৌর এব (একস্যা রতেশ্চৌর্য্যমেব করোতি) চ (পুনঃ) চকিতং অন্যা (অন্যস্যাঃ) স্তনান্তরে করং ধৃত্বা অন্যস্যাঃ সুদৃশেঃ (সুলোচনায়াঃ ধম্মিল্ল মল্লীস্রজং (ধম্মিল্লে যা মল্লিকা-মালা তাং) বেণুনা আকর্ষতি। অন্যস্যাঃ উৎপুলকিতাং (স্পর্শমাত্রেণ রোমাঞ্চিতাং) ভুজবল্লীং ধত্তে অন্যয়া সহ সংকেতয়তি (কুঞ্জান্তরে চলনীয়মিতি সাঙ্কলেন কথয়তি) রাধায়াঃ পদয়োঃ অলং (নিরর্থকম্) লুঠতি। অহং অমুং মহালম্পটং জানে ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ।—একের রতি অপহরণ করিতে করিতে পুনঃ চকিতে অন্যের স্তনান্তরে হস্তারোপ করিয়া, অন্য এক সুলোচনার কবরীস্থিত মল্লিকা-মালা বেণু দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন। কাহারও বা পুলকিতা ভুজবল্লী ধারণ করিয়া অন্যের সহিত, কুঞ্জান্তরে প্রবেশের সঙ্কেত করিতেছেন; সুতরাং শ্রীরাধার পদদ্বয়ে লুঠান নিরর্থক মাত্র; আমি ওই মহলম্পটকে জানি ॥ ৩৪ ॥

মুরলী দ্বারা কাহারও বা ধম্মিল্ল অর্থাৎ মস্তকের কবরী স্পর্শ করিতেছেন, আবার কাহারও বা সারস্য সম্পাদনের নিমিত্ত হস্ত ধারণ করিয়া অনুনয় প্রকাশ করিতেছেন। বিদগ্ধরাজ এবম্প্রকারে মহালাম্পট্য প্রকটিত করিয়া ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিলেও শ্রীরাধার পাদপদ্মমূলে সর্ব্বদা লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইহাতে অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা অপেক্ষা শ্রীরাধাতেই যে তিনি অধিক আসক্তচিত্ত, তিনি বহুবল্লভ হইয়াও যে শ্রীরাধারই একান্ত প্রেমবশ্য, তাহা স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা বিদগ্ধরাজের সেই লীলা-লাম্পট্য দর্শন করিয়াই যেন কোন এক অন্তরঙ্গা সখীর নিকট তাহা বর্ণনা করিতেছেন ॥ ২৩৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় বলিতেছেন—হে সখি! ওই মহালম্পটকে আমি বিশেষরূপেই জানি অর্থাৎ তিনি যে মহালম্পট তাহা আমার জানিতে আর বাকী নাই।

প্রিয়াংসে নিক্ষিপ্তোৎপুলকভুজদণ্ডঃ ক্বচিদপি
ভ্রমন্ বৃন্দারণ্যে মদকলকরীন্দ্রাদ্ভুতগতিঃ।
নিজাং ব্যঞ্জন্নত্যদ্ভুত স্মরতশিক্ষাং ক্বচিদহো
রহঃ কুঞ্জে গুঞ্জাধ্বনিতমধুপে ক্রীড়তি হরিঃ॥ ২৩৫॥

অন্বয়ঃ।—অহো। (আশ্চর্য্যে) ক্বচিদপি বৃন্দারণ্যে মদকলকরীন্দ্রাদ্ভুত-গতিঃ (মদোন্মত্তঃ যঃ করীন্দ্রস্তদ্বদদ্ভুতাগতির্গমনং যস্য সঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়াংসে নিক্ষিপ্তোৎপুলকভুজদণ্ডঃ সন্ (প্রিয়ায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ স্কন্ধে উদ্দামপুলক-যুক্তো ভুজদণ্ডারোপণং কুর্ব্বন্) ভ্রমন্ ৮ ক্বচিৎ গুঞ্জাধ্বনিতমধুপে রহঃ কুঞ্জে (কলধ্বনিতং যত্র তস্মিন্ নিভৃতকুঞ্জে) নিজাং অত্যদ্ভুত স্মরতশিক্ষাং ব্যঞ্জন্ (প্রকটী কুর্ব্বন্, ক্রীড়তি॥ ২৩৫॥

অনুবাদ।—অহো! হরি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়া-স্কন্ধে উদ্দাম পুলকযুক্ত ভুজদণ্ড আরোপণ পূর্ব্বক মদকলকরীন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুতগতিতে শ্রীবৃন্দাবনে কোথাও ভ্রমণ করিয়া এবং কোনাও কোন মধুপগুঞ্জিত রহঃকুঞ্জে নিজ অত্যদ্ভুত কন্দর্প-কেলিশিক্ষা প্রকটিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন॥ ২৩৫॥

তিনি একদা অনৈকা প্রেয়সীর সহিত কেলিবিলাসানন্দে নিমগ্ন হইয়াও, সহসা অন্য এক সখীর স্তনপ্রান্তে করার্পণ করিয়া, পুনরায় অন্য এক সুলোচনার কবরী-শোভিত মল্লিকামালাকে বেণু দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনুরাগভরে এক সখীর পুলকিতা ভুজবল্লী ধারণ করিয়া, অন্য এক সখীর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য কুঞ্জান্তরে প্রবেশের সঙ্কেত করিলেন। অতএব এতাদৃশ লম্পট-শিরোমণি যে শ্রীরাধাতেই একান্ত অনুরক্ত, তাহা কিরূপে বলিতে পারি? শ্রীরাধার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া চতুর-চূড়ামণি যে আনুগত্য ও প্রেমবশ্যতার পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, উহা নিরর্থক বলিয়াই বোধ হয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাচরণ-প্রান্তে লুণ্ঠন দ্বারা অন্য ব্রজাঙ্গনা অপেক্ষা এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধার উৎকর্ষ ও মহত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। ॥ ২৩৪॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় বলিতেছেন,—সখি! আজ বড়ই আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি! সেই ভুবনমনোহারী হরি শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার স্কন্ধে

দূরে স্রষ্টাদিবার্ত্তা ন কলয়তি মনাঙ্‌নারদাদীন্ স্বভক্তান্
শ্রীদামাদ্যৈঃ সুহৃদ্ভি র্ন মিলতি হরতি স্নেহবৃদ্ধিং স্বপিত্রোঃ।
কিন্তু প্রেমৈকসীমাং মধুররসসুধাসিন্ধুসারৈ রগাধাং
শ্রীরাধামেব জানন্মধুপতি রনিশং কুঞ্জবীথীমুপাস্তে ॥ ২৩৬॥

অন্বয়ঃ।—সৃষ্ট্যাদিবার্ত্তা দূরে (তিষ্ঠতু) নারদাদীন স্বভক্তান্ মনাগপি ন কলয়তি (ঈষদপি ন জানাতি) শ্রীদামাদ্যৈঃ সুহৃদ্ভিঃ নৈব মিলতি স্বপিত্রোঃ স্নেহবৃদ্ধিং হরতি (যশোদানন্দয়োঃ স্নেহবৃদ্ধিং হরতি) কিন্তু মধুপতি (শ্রীকৃষ্ণঃ) মধুররসসুধাসিন্ধুসারৈ রগাধাং (মধুর রস এব সুধাসিন্ধুস্তস্যসারৈ রত্নৈঃ অগাধাং গম্ভীরাং) প্রেমৈকসীমাং শ্রীরাধামেব জানন্ অনিশং (নিরন্তরং কুঞ্জবীথীমেব উপাস্তে ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ —সৃষ্ট্যাদিবার্ত্তা দূরে থাক্ নারদাদি স্বভক্তগণেরও কিছুমাত্র তত্ত্ব লয়েন না, শ্রীদামাদি সুহৃদ্‌বর্গের সহিতও মিলিত হন না, এমন কি, পিতামাতার স্নেহবৃদ্ধিও চান না, কিন্তু মধুপতি (শ্রীকৃষ্ণ) মধুর রসসুধা-সিন্ধুসার দ্বারা অগাধা প্রেমৈকসীমা শ্রীরাধাকেই জানিয়া সর্ব্বদা কুঞ্জপথেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৩৬ ॥

উদ্দামপুলকাঞ্চিত ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া মদোন্মত্ত করীন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুতগতিতে শ্রীবৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শমাত্র সাত্ত্বিক ভাবোদয় হওয়ায়, তাঁহার ভুজদণ্ড উদ্দামপুলকযুক্ত হইয়াছে। মদোন্মত্ত করীন্দ্র যেমন অদ্ভুত মন্থরগতিতে গমন করে, শ্রীকৃষ্ণও আজ প্রেমমদোন্মত্ত হইয়া সেইরূপ অদ্ভুতগতিতে ভ্রমণ করিতেছেন। অনন্তর কোথাও বা মধুপগুঞ্জিত নিভৃতকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া, তিনি যে অত্যদ্ভূত কন্দর্পকেলি শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমি সেই রহঃলীলা দর্শনের অধিকার লাভে ধন্য হইয়াছি বলিয়াই, তাহা নয়নগোচর করিয়া তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে সমর্থ হইলাম, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২৩৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ইতঃপূর্ব্বে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য ব্যবহার দর্শন করিয়া তাঁহাকে যে মহালম্পট বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে, তন্নিরসনের নিমিত্তই যেন

স্বস্বাদুসুরস তুন্দিলমিন্দীবরবৃন্দসুন্দরং কিমপি।
অধিবৃন্দাটবি নন্দতি রাধাবক্ষোজভূষণং জ্যোতিঃ ॥ ২৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অধিবৃন্দাটবি ( বৃন্দাটব্যাং অধিকৃত্যেতি ); কিমপি ( অনির্বচনীয়ং ) স্বস্বাদুসুরসতুন্দিলম্ ( সুরসভরেণ অন্তত্র গন্ধমসক্তুমিতিভাবঃ ) ইন্দীবর

গ্রন্থকর্ত্তা সুচতুরা সখী ভাবাবেশে বর্ণনা করিতেছেন—অহো! যদিও মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ, তথাপি তিনি শ্রীরাধা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না, তিনি শ্রীরাধার জন্যই সর্ব্বদা কুঞ্জের পথে পথে বিচরণ করিতেছেন। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি সকল কারণের কারণ, ( অনাদেরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণঃ ) পরমেশ্বর হইয়াও সেই সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তাকে আদৌ হৃদয়ে স্থান দেন না অর্থাৎ তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের কোন ভাবই লক্ষিত হয় না। আবার তাঁহাকে ভক্তাধীন ভক্তবৎসল বলিয়াও থাকেন; কিন্তু নারদাদি স্বভক্তগণের পরিচয় পর্য্যন্ত জানেন কি না সন্দেহ। যেহেতু এই শ্রীবৃন্দাবনের রহঃলীলায় নারদাদি ভক্তগণের কোন অধিকার নাই। এমন কি, তিনি শ্রীদামাদি সুহৃদবর্গের সহিতও মিলিত হন না এবং পিতামাতার অর্থাৎ বাৎসল্যরসমূর্ত্তি নন্দযশোদার স্নেহবর্দ্ধনকেও তিনি তুচ্ছ বোধ করিতেছেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমে এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছেন যে, তিনি বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি বার্ত্তা দূরে থাক্‌, নিজভক্ত সুহৃদ, এমন কি, পিতামাতার কথাও বিস্মৃত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি শ্রীরাধা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীরাধাতে এরূপ আসক্তচিত্ত হইবার কারণ কি? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা মধুর রস সুধাসিন্ধুসার সমূহ দ্বারা অগাধা। শ্রীকৃষ্ণ একেই তো মধুপতি অর্থাৎ মধুর রসের নায়ক; তাহাতে শ্রীরাধা মধুর রস রূপ সুধাসিন্ধুর সাররত্ন সমূহে অগাধা অর্থাৎ শৃঙ্গাররসোত্থ সর্ব্বোত্তম অসংখ্য ভাব-কলারত্নে সুশোভিতা, আবার তিনি প্রেমৈক সীমা অর্থাৎ প্রেম একমাত্র তাঁহাতেই অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্যই নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ কেবল সেই শ্রীরাধাকেই জানিয়া নিরন্তর কুঞ্জপথের উপাসনা করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীরাধা এই পথেই কুঞ্জে গমন করিবেন কি গিয়াছিলেন ইত্যাদি নিরন্তরই জল্পনা কল্পনা ও স্মরণাদি করিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগোৎকর্ষ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৩৬ ॥

কান্তিঃ কাপিপরোজ্জ্বলা নবমিলচ্ছ্রীচন্দ্রিকোল্লাসিনী
রামাত্যদ্ভুতবর্ণকাঞ্চিত রুচির্নিত্যাধিকাঙ্গচ্ছবিঃ।*
লজ্জানম্রতনুঃ স্ময়েন মধুরা প্রীণাতি কেলিচ্ছটা
সন্মুক্তাফলচারুহারস্থরুচিঃ স্বাত্মার্পণেনাচ্যুতম্ ॥ ২৩৮ ॥

বৃন্দসুন্দরং (নীলকমলস্য সমূহঃ তদ্বৎসুন্দরম্) রাধাবক্ষোজভূষণং জ্যোতিঃ নন্দতি (আনন্দং প্রাপ্নোতি) ॥ ২৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) পরোজ্জ্বলাস্তিঃ) শৃঙ্গাররসোজ্জ্বলা কান্তির্যস্যাঃ সা) নবমিলচ্ছ্রী চন্দ্রিকোল্লাসিনী নব সঙ্গমযোঃ যা শ্রীঃ শোভা সা এব চন্দ্রিকা তামুল্লাসয়তি যা সা) অত্যদ্ভুতবর্ণকাঞ্চিত রুচিঃ (অদ্ভুতাং বর্ণকং কুঙ্কুমং তদঞ্চিতা শোভিতা রুচি র্যস্যা সা) নিত্যাধিকাঙ্গচ্ছবিঃ (নিত্যমধিকৈবাঙ্গানাং চ্ছবির্যস্যা সা লজ্জানম্রতনুঃ (লজ্জয়া বিনম্রা তনুর্যস্যাঃ) স্ময়েন মধুরা (গর্ব্বেণ মধুরা) কেলিচ্ছটা (ক্রীড়ায়ামচ্ছটা শোভা যস্যাঃ)

অনুবাদ।—শ্রীবৃন্দাবনে অনির্ব্বচনীয় সুস্বাদুরস তুন্দিল ইন্দীবরবৃন্দসুন্দর রাধাবক্ষোজভূষণ-জ্যোতি আনন্দপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ২৩৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরাধার মহোৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া-গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছেন—যিনি শ্রীরাধার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুঞ্জপথে অবস্থান করিতেছিলেন, হায়! তিনিই আজ শ্রীরাধার বক্ষোজভূষণরূপে হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন! এই ভূষণের জ্যোতি ইন্দীবরবৃন্দসুন্দর এবং সুস্বাদু সুরস তুন্দিল অর্থাৎ মধুর শৃঙ্গাররসে অবিচল। তুন্দিল শব্দের শাব্দিক অর্থ—বিশালজঠরবিশিষ্ট ব্যক্তি। বিশালজঠরব্যক্তি যেমন প্রচুর আহারান্তে উত্থানশক্তি-বিরহিত হইয়া সেইস্থানেই স্থিরভাবে অবস্থান করে, শ্রীরাধার বক্ষোজভূষণ জ্যোতির অবস্থাও তদ্রূপ। অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মধুর লীলারসানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীরাধার হৃদয়-ভূষণরূপে অবিচলিত ভাবে শোভা পাইতেছেন। অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভের কারণই এই তুন্দিলাবস্থা অর্থাৎ স্থৈর্য্য সূচিত-হইয়াছে ॥ ২৩৭ ॥

* "রামাদাদ্ভুত„ ইতি পাঠান্তরম্।

যন্নারদাজেশশুকৈরগম্য বৃন্দাবনে বঞ্জুলমঞ্জুকুঞ্জে।
তৎকৃষ্ণচেতোহরণৈকবিজ্ঞমাত্রাস্তি কিঞ্চিৎপরমং রহস্যম্ ॥ ২৩৯ ॥

সন্মুক্তাফলচারুহারসুরুচিঃ। সুন্দর মুক্তাফলানাং যৎ চারুহার তেন সুষ্ঠু কান্তির্যস্যাঃ সা ) রামা (রাধা ) স্বাত্মার্পণেন (নিজাত্মা সমর্পণেন ) অচ্যুতম্ শ্রীকৃষ্ণং ) প্রীণাতি ( সন্তুষ্টং করোতি ) ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ।—অনির্ব্বচনীয়া পরোজ্জ্বলাকান্তি নবসঙ্গমশোভা চন্দ্রিকোল্লাসিনী অদ্ভুতবর্ণ কাঞ্চিতরুচি, নিত্যাধিকাঙ্গচ্ছবি, লজ্জানম্রতনু, গর্ব্বমধুরা, কেলি-বিলাসিনী ও সুন্দর মুক্তামালার শোভাশালিনী শ্রীরাধা নিজ আত্মা সমর্পণে অচ্যুতকে সন্তুষ্ট করিতেছেন ॥ ২৩৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধামাধবের সেই অপূর্ব্ব কেলিবিলাস সন্দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন,—অনির্ব্বচনীয়া শৃঙ্গাররসোজ্জ্বলাকান্তি শ্রীরাধা আত্মসমর্পণ করিয়া সেই রসিকশেখর অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেও এমন অদ্ভুতগুণ বিদ্যমান আছে যে, গুণমাধুর্য্যে বিমুগ্ধা হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় পরাশক্তিও তাঁকাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধার প্রেমবশ্য, শ্রীরাধাও সেইরূপ কৃষ্ণৈকপ্রাণা, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ইহাও ব্যঞ্জিত হইল। শ্রীরাধা কিরূপ অনির্ব্বচনীয়া সুষমাশালিনী হইয়া প্রিয়তমের প্রীতি সম্পাদন করিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি নবসঙ্গমশোভা চন্দ্রিকোল্লাসিনী অর্থাৎ নবসম্মিলনে যে শোভারূপচন্দ্রিকা তাহার উল্লাসিনী অর্থাৎ প্রকাশকারিণী, তাঁহার অঙ্গকান্তি নবকুঙ্কুমের কনকরুচি অপেক্ষাও অদ্ভুত, তিনি রামা অতীব রমণীয়া অথবা "গীতকলাভিঃ রমতে রামা।" কিম্বা "রামাত্যদ্ভুত" এইরূপ পাঠান্তর হইলে, তিনি শ্রীললিতাদির অপেক্ষাও অদ্ভুত কুঙ্কুম গৌররুচি এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে নিত্যই সৌন্দর্য্যোৎকর্ষ্য স্ফুরিত হইয়া থাকে। নবসঙ্গম হেতু, তাঁহার তনু লজ্জা বিনম্রা অথচ গর্ব্বমধুরা। তাঁহার কণ্ঠে সুন্দর মুক্তামালা শোভা পাইয়াছে। এইরূপ অপূর্ব্ব শোভাশালিনী শ্রীরাধা আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কেলিবিলাস দ্বারা প্রাণ-কান্তকে পরিপ্রীণিত করিতেছেন ॥ ২৩৮ ॥

লক্ষ্ম্যা যশ্চ ন গোচরীভবতি যন্নাপুঃ সখায়ঃ প্রভোঃ
সম্ভাব্যোপি বিরিঞ্চিনারদশিবস্বায়ম্ভুবাদ্যৈর্ন যঃ।
যো বৃন্দাবননাগরী পশুপতি স্ত্রীভাবলভ্যঃ কথং
রাধামাধবয়োর্মমাস্তু স রহো দাস্যাধিকারোৎসবঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।—অত্র বৃন্দাবনে বঞ্জুলমঞ্জু কুঞ্জে (বঞ্জুলানাং বেতসানাং যৎ মঞ্জু সুন্দরং কুঞ্জং তস্মিন্) যন্নারদাজেশশুকৈরগম্যং (নারদশ্চ অজশ্চ ঈশশ্চ শুকশ্চ তৈঃ যৎ অগম্যং অনধিগম্যং) তৎ কৃষ্ণচেতোহরণৈক বিজ্ঞং (শ্রীকৃষ্ণস্য মনোহরণে একমেব বিজ্ঞং নিপুণং যৎ তৎ) পরমং (শ্রেষ্ঠং) কিঞ্চিৎ রহস্যং (গূঢ়তত্ত্বং) অস্তি ॥ ২৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।—যশ্চ লক্ষ্ম্যা ন গোচরীভবতি, যৎ প্রভোঃ সখায়ঃ ন আপুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য সখায়ঃ শ্রীদামাদ্যা ন প্রাপুঃ) বিরিঞ্চি-নারদ-শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈঃ যঃ সম্ভাব্যোপি ন ভবতি, কথং (হর্ষে, সম্ভাবনার্থে) যো বৃন্দাবন-নাগরী পশুপতি স্ত্রীভাবলভ্যঃ (পশুপতি স্ত্রীপশুপঃ গোপঃ তস্য স্ত্রী গোপী তদ্ভাবলভ্যঃ) স রাধামাধবয়োঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ) রহো দাস্যাধিকারোৎসবঃ (রহো দাস্যাধিকারে যৎ উৎসবঃ আনন্দময়ঃ ব্যাপার স্তং) মম অস্তু ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ।—এই শ্রীবৃন্দাবনে মনোহর বেতস-কুঞ্জে নারদ-অজ-ঈশ ও শুকেদেবেরও অনধিগম্য, কৃষ্ণ-মনোহরণে একমাত্র বিজ্ঞ কিছু পরম রহস্য বিদ্যমান আছে ॥ ২৩৯ ॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত লীলাবিলাস ব্যতীত আর একটী পরম গোপনীয় তত্ত্ব আছে, তাহা অজভবাদির অনধিগম্য হইলেও সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তাই তিনি বিবৃত করিতেছেন,—এই শ্রীবৃন্দাবনে মনোহর বেতস-কুঞ্জে এমন এক পরম রহস্য অর্থাৎ নিগূঢ় তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, যাহা অজভবশুকনারদাদিও অবগত নহেন। পরন্তু জ্ঞাত থাকিলেও সে রহস্যোদ্ঘাটনে তাঁহাদের অধিকার নাই। সে রহস্য একমাত্র কৃষ্ণমনোহরণেই সমর্থ। ফলতঃ, সে রহস্যের মর্ম্ম পুরুষের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণই অবগত আছেন, অন্য কেহ নহে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২৩৯ ॥

উচ্ছিষ্টামৃতভুক্তবৈব চরিতং শৃণ্বং স্তবৈব স্মরণ্
পাদাম্ভোজরজস্তবৈব বিচরন্ কুঞ্জাংস্তবৈবালয়ান্।
গায়ন্ দিব্যগুণাং স্তবৈব রসদে পশ্যং স্তবৈবাকৃতিং
শ্রীরাধে তনুবাঙ্ মনোভিরমলৈঃ সোঽহং তবৈবাশ্রিতঃ ॥ ২৪১ ॥

---

অন্বয় :- হে শ্রীরাধে! হে রসদে! সঃ তবৈব উচ্ছিষ্টামৃতভুক্ (তবৈব নান্যস্যেতিভাবঃ যদুচ্ছিষ্টং তদেবামৃতং তদেব ভুঙ্ক্তে ইতি সঃ) অহং তবৈব চরিতং শৃণ্বন্ তবৈব পাদাম্ভোজরজঃ স্মরণ, তবৈব কুঞ্জান্ আলয়ান্ বিচরন্, তবৈব দিব্যগুণান্ গায়ন্, তবৈব আকৃতিং পশ্যন্ চ অমলৈঃ তনুবাঙ্ মনোভিঃ তবৈব আশ্রিতঃ 'অস্মি' ॥ ২৪১ ॥

---

অনুবাদ!—যাহা লক্ষ্মীর গোচরীভূত নয়, কৃষ্ণ-সখাগণও যাহা প্রাপ্ত হন না, বিরিঞ্চি নারদ শিব ও স্বায়ম্ভুবাদি দ্বারাও যাহা সম্ভব নহে, কিন্তু যাহা বৃন্দাবন-নাগরী গোপাঙ্গনার ভাবলভ্য, সেই শ্রীরাধামাধবের রহঃ দাস্যাধিকারোৎসব আমার হউক ॥ ২৪০ ॥

হে শ্রীরাধে! হে রসদে! তোমারই সেই উচ্ছিষ্টামৃতভুক্ আমি তোমারই চরিত-গাথা শ্রবণ করিতে করিতে, তোমারই শ্রীচরণকমলরজঃ স্মরণ করিতে করিতে, তোমারই কুঞ্জালয়ে বিচরণ করিতে করিতে, তোমারই

---

তাৎপর্য্যার্থ।

সেই পরম রহস্য কি, সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন—"সেই শ্রীরাধামাধবের নিভৃত দাস্যাধিকারোৎসব আমার লাভ হউক। রহঃ কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই দাস্যাধিকার এক পরম রহস্যময় ব্যাপার। যেহেতু, তাহা বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবীরও গোচরীভূত নয়। শ্রীদামাদি কৃষ্ণসখাগণও তাহা কদাচ প্রাপ্ত হন না, এমন কি, ব্রহ্মা-নারদ শিব-স্বায়ম্ভুবাদি দ্বারাও সে দাস্যাধিকার লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যাঁহারা ব্রজনাগরী গোপীগণের ভাবানুবর্ত্তী হইয়া উপাসনা করেন,সেই গোপীভাবাবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে সেই পরম রহস্যময় দাস্যাধিকার অনায়াসলভ্য।—অতএব আমি ব্রজাঙ্গনা-ভাবাবিষ্ট, সেই রহঃ দাস্যাধিকারে যে আনন্দময় ব্যাপার আমার তাহা লাভ হউক।"—ইহাই অভিপ্রায় ॥ ২৪০ ॥

ক্রীড়ন্মীনদ্বয়াক্ষ্যাঃ স্ফুরদধরমণিবিদ্রুমশ্রোণিভার
দ্বাপায়ামন্তরাল স্মরকলভ কটাটোপবক্ষোরুহায়াঃ।
গম্ভীরাবর্ত্তনাভে র্বহুলহরিমহাপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
শ্রীরাধায়াঃ পদাম্ভোরুহপরিচরণে যোগ্যতামেব চিন্বে * ।২৪২

---

অন্বয়ঃ।—ক্রীড়ন্মীনদ্বয়াক্ষ্যাঃ ( ক্রীড়ন্ মীনদ্বয়মিব অক্ষিণী যস্যাঃ ) স্ফুরদ-ধর মণিবিদ্রুমশ্রোণিভারদ্বাপায়ামন্তরাল স্মর-কলভ কটাটোপবক্ষোরুহায়াঃ ( প্রকাশমানং অধরং মণিমৌক্তিকপ্রকাশবত্তথা শ্রোণিভারঃ নিতম্ব এব দ্বীপ-বত্তস্যান্তরালে কাম এব কলভঃ করিশাবকঃ তস্য কুম্ভদয়স্য আড়ম্বরবৎ

---

দিব্য গুণাবলী গাহিতে গাহিতে এবং তোমারই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে শুদ্ধকায়মনোবাক্য দ্বারা তোমারই আশ্রিত আছি॥ ২৪১।

---

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর ভজন-কুশল গ্রন্থকর্ত্তা অনন্য-নিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে বিজ্ঞাপ্ত করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! হে রসদে! রসদায়িনি! অর্থাৎ তোমারই কৃপায় দাস্যাদি রসলাভ হইয়া থাকে অথবা রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার, তোমারই কৃপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু, সে রসরাজ তোমারই একান্তানুগত। তোমার সেই উচ্ছিষ্টামৃতভুক্ আমি কায়মনোবাক্যে তোমারই আশ্রিত। একান্ত অনুগৃহীতা ও আশ্রিতা বলিয়াই তোমার উচ্ছিষ্টামৃত ভোজনে অধিকারী।" কি করিয়া কায়মনোবাক্যে কেবল তোমারই আশ্রিত, অন্য কাহারও নহে, তাহা বিবৃত করিতেছি।—তোমারই কুঞ্জালয়ে বিচরণ করিতেছি, তোমারই চরিতগাথা শ্রবণ করিতেছি, তোমারই শ্রীচরণ-কমল-রজঃ স্মরণ করিতেছি, তোমারই দিব্য গুণাবলী গান করিতেছি এবং তোমারই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি। এইরূপে আমি তোমারই আশ্রিত আছি, অন্য কাহারও নয়। এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধার দাস্যাধিকার লাভের নিমিত্ত বিশুদ্ধ রাগমার্গীয় ভজন-তাৎপর্য্য সূচিত হইয়াছে। অতএব হে রসদে! আমি যখন তোমারই আশ্রিত, তখন স্বদাস্যাধিকার দানে কৃতার্থ কর। ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই আমার প্রার্থনীয় নয়॥ ২৪১।

---

* "মৃগ্যে"—ইতি পাঠান্তরম্।

মালাগ্রন্থনশিক্ষয়া মৃদুমৃদু শ্রীখণ্ড নির্ঘর্ষণা
দেশেনাদ্ভুত মোদকাদিবিধিভিঃ কুঞ্জান্ত সংমার্জ্জনৈঃ।

---

বক্ষোজয়োর্যস্যাঃ) গভীরাবর্ত্তনাভেঃ (গম্ভীরা চাসৌ আবর্ত্তরূপা নাভির্যস্যাঃ) বহুল হরিমহাপ্রেম-পীযূষসিন্ধোঃ (বহুলো যো হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাপ্রেমা স এব পীযূষং তস্য সিন্ধু স্তস্যাঃ) শ্রীরাধায়াঃ পদাম্ভোরুহপরিচরণে অহং যোগ্যতা-মেব চিন্ব (অন্বিষ্যামি) ॥ ২৪১)

অন্বয়ঃ :—বৃন্দারণ্যরহংস্থলীষু প্রেমার্ত্তিভারোদ্গমাৎ বিবশা (শ্রীবৃন্দাবনে নিভৃত কেলিকুঞ্জেষু প্রেমার্ত্তিভরস্য য উদ্গমস্তেন বিহ্বলা) অধীশ্বরী

---

অনুবাদ —যাঁহার ক্রীড়াশীল মীনের ন্যায় নয়নযুগল, যাঁহার অধরে মণিবিদ্রুম স্ফুরিত এবং নিত্যস্বরূপ দ্বীপের অন্তরালে কন্দর্প-করিশিশুর কুম্ভদ্বয়ের শোভার ন্যায় যাঁহার বক্ষোজদ্বয়ের শোভা, যাঁহার গম্ভীর আবর্ত্তযুক্ত নাভি এবং যিনি বিপুল কৃষ্ণপ্রেমামৃতের সিন্ধুস্বরূপা, সেই শ্রীরাধার চরণকমল পরিচর্য্যার আমি কেবল যোগ্যতাই চাই ॥ ২৪২ ॥

---

## তাৎপর্য্যার্থ।

এইজন্য গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিতভাবে স্বীয় মনের অভিলাষ পরিব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, "আমি কেবল সেই শ্রীরাধার চরণ-কমল পরিচর্য্যায় যোগ্যতাই অন্বেষণ করি অর্থাৎ শ্রীরাধার শ্রীচরণ-সেবাধিকার ভিন্ন আমি আর কিছুই চাই না। শ্রীরাধার চরণ-পরিচর্য্যায় যোগ্যতা লাভ হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু, তিনি বিপুল কৃষ্ণপ্রেমামৃতের সিন্ধুস্বরূপা। সিন্ধুতে আবর্ত্ত আছে, শ্রীরাধার নাভিদেশই সেইরূপ গম্ভীর আবর্ত্ত স্বরূপ। সমুদ্রে মৎস্য ক্রীড়া করে, শ্রীরাধার নয়ন-মীনযুগলই তদ্রূপ ক্রীড়াশীল। সমুদ্রে মণিমুক্তা প্রবালাদি আছে, শ্রীরাধার দশনাধরই তদ্রূপ মণি-বিদ্রুম-শোভাশালী। সমুদ্রে দ্বীপ আছে, কৃষ্ণপ্রেমামৃতসিন্ধু শ্রীরাধার নিতম্বদেশই সেই দ্বীপস্বরূপ। দ্বীপে করী অবস্থান করে, শ্রীরাধার সেই নিতম্ব-দ্বীপান্তরালে কন্দর্প ই করি-শাবক স্বরূপ এবং তাঁহার বক্ষোজদ্বয়ই সেই কাম-করীর কুম্ভ। অতএব এতাদৃশী সিন্ধুস্বরূপা শ্রীরাধার পরিচর্য্যাই আমার বাঞ্ছনীয়। তদ্ভিন্ন আমার কোন অভিলাষই নাই ॥ ২৪২ ॥

বৃন্দারণ্যরহঃস্থলীষু বিবশা প্রেমার্ত্তিভারোদ্গমাৎ
প্রাণেশং পরিচারিকৈঃ খলু কদা দাস্যা ময়াধীশ্বরী ॥ ২৪৩ ॥

---

( মদীশ্বরী শ্রীরাধা ) মালাগ্রন্থন-শিক্ষয়া ( কুসুমমালায়াঃ গ্রন্থন-শিক্ষণেন ) মৃদুমৃদু শ্রীখণ্ড-নির্ঘর্ষণাদেশেন ( মৃদুমৃদু চন্দনঘর্ষনার্থং আদেশেন ) অদ্ভুত মোদকাদিবিধিভিঃ ( আশ্চর্যরূপ লড্ডূকাদি রচনাভিঃ ) কুঞ্জান্ত সম্মার্জ্জনৈশ্চ ( কুঞ্জানাং প্রান্তপর্য্যন্তস্য মার্জ্জনৈশ্চ ) প্রাণেশং পরিচারিকৈঃ ( প্রাণেশং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ইত্থং সেবন প্রকারৈঃ ) ময়া খলু ( নিশ্চয়েন ) কদা দাস্যা ( দাসিতুং যোগ্যা ভবেৎ ) ॥ ২৪৩ ॥

---

**অনুবাদ।**—শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃতকুঞ্জে প্রেমার্ত্তিভারোদ্গমবিবশা অধীশ্বরী শ্রীরাধা পুষ্পমালা গ্রন্থনের শিক্ষা দিয়া, মৃদুমদু চন্দন ঘর্ষণের আদেশ করিয়া, অদ্ভুত লড্ডুকাদি রচনার বিধান করিয়া এবং কুঞ্জপ্রান্ত পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিতে বলিয়া, প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এইরূপ পরিচারণা দ্বারা কবে আমা কর্তৃক দাস্যা হইবেন ? ॥ ২৪৩ ॥

---

## তাৎপর্য্যার্থ।

**অনন্তর** ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিতভাবে পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন—"স্বামিনী শ্রীরাধা সেই পরিচর্য্যা প্রকরণ দ্বারা কবে আমা কর্তৃক সেব্যা হইবেন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃতকুঞ্জে স্বামিনী শ্রীরাধা প্রেমার্ত্তিভরে অতিমাত্র বিহ্বলা হইয়া আমাকে দাসী অঙ্গীকার করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পরিচারণ কার্য্যে কবে নিয়োজিত করিবেন। বাসকসজ্জা শ্রীরাধা প্রাণেশের প্রীতিসম্পাদনার্থ পূর্ব্ব হইতে বিলাসোপকরণ সজ্জিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত আমাকে পুষ্প-মাল্য গ্রন্থনের শিক্ষা প্রদান করিবেন। মৃদু হইতে মৃদুতর চন্দন ঘর্ষণের আদেশ করিবেন, অদ্ভুত লড্ডুকে রসালাদি বিবিধ ভোজ্য ও স্নিগ্ধ পানীয় প্রস্তুত করিয়া রাখিবার বিধান করিবেন এবং কুঞ্জের বহিরঙ্গণ পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিয়া রাখিতে আদেশ করিবেন। আমি কবে স্বামিনীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করত তাঁহার কৃপাদাস্য লাভে কৃতার্থ হইব ? ফলতঃ শ্রীরাধার দাস্য ব্যতীত আমার অন্য কিছুই বাঞ্ছনীয় ও প্রার্থনীয় নাই ॥ ২৪৩ ॥

প্রেমাম্ভোধিরসোল্লসত্তরুণিমারম্ভেণ গম্ভীরদৃগ্-
ভেদা ভঙ্গিমৃদুস্মিতামৃতনবজ্যোৎস্নাঙ্কিত শ্রীমুখী।
শ্রীরাধা সুখধামনি প্রবিলসদ্বৃন্দাটবী সীমনি
প্রেয়োঙ্কে রতিকৌতুকানি কুরুতে কন্দর্পলীলানিধিঃ ॥ ২৪৪ ॥

অন্বয় :—প্রেমাম্ভোধিরসোল্লসত্তরুণিমারম্ভেণ গম্ভীর দৃগ্‌ভেদা (প্রেমাম্ভোধিঃ শ্রীকৃষ্ণ তস্য রসোল্লসং যত্তরুণিমা তারুণ্যং তস্যারম্ভেণ গম্ভীরা দৃগ্‌ভেদা যস্যাঃ সা) ভঙ্গিমৃদুস্মিতামৃত নবজ্যোৎস্নাঙ্কিত শ্রীমুখী (ভঙ্গি সহিতং যন্মৃদুহাস্যং তদেবামৃতং তস্য যা নব জ্যোৎস্না তয়া অঙ্কিতং ব্যাপ্তং শ্রীমুখং যস্যাঃ সা) কন্দর্পলীলানিধিঃ (কন্দর্পস্য যা কেল্যো লীলা তাসাং উৎপত্তি-স্থানরূপা) শ্রীরাধা প্রবিলসদ্বৃন্দাটবী সীমনি সুখধামনি (শোভায়মানং যদ্বৃন্দাবনং তৎসীমায়ামেব সুখধামনি) প্রেয়োঙ্কে (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্কে) রতি-কৌতুকানি কুরুতে ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ —প্রেমাম্ভোধি শ্রীকৃষ্ণের রসোল্লাসকারী তারুণ্যারম্ভে যাঁহার গম্ভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং যিনি সভঙ্গি-মৃদুহাস্যামৃতরূপ নবজ্যোৎস্না-প্রফুল্ল-শ্রীমুখী সেই কন্দর্প-লীলানিধি শ্রীরাধা, শোভাশালী শ্রীবৃন্দাবনের সুখময় কুঞ্জে প্রিয়তমের অঙ্কে রতি-কৌতুক করিতেছেন ॥ ২৪৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অতঃপর সেই সঙ্কেত কেলিকুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমসম্মিলন সংঘটিত হইলে সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা তাহা অবলোকন করিয়াই যেন প্রেমোল্লাসভরে বিবৃত করিতেছেন—"সেই পরম রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনের সুখময় কুঞ্জে সেই কন্দর্পকলানিধি শ্রীরাধা প্রিয়তমের অঙ্কে রতিকৌতুক সমূহ প্রকাশ করিতেছেন।" শ্রীরাধা, অপ্রাকৃত কন্দর্পলীলার নিধি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বলিয়াই তিনি বিবিধ রতিকৌতুক প্রকাশে সমর্থা। এই বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা এক অপূর্ব্ব সুষমাময়ী। অকলঙ্ক পূর্ণশশীর প্রফুল্ল জ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁহার বদনচন্দ্রে সভঙ্গিমৃদুহাস্যরূপ এক অভিনব জ্যোৎস্না স্ফূরিত হইতেছে। প্রকৃত জ্যোৎস্না অপেক্ষা তাঁহার হাস্য-কৌমুদী অধিক মাধুর্য্যময়ী ও অপ্রাকৃত বলিয়াই অভিনব বলা হইয়াছে। পরন্তু সে হাসি অমৃতের উৎস স্বরূপ। আবার তাঁহার নয়ন-কুবলয়ের চপল দৃষ্টিভঙ্গি

শুদ্ধপ্রেম বিলাসবৈভবনিধিঃ কৈশোর-শোভানিধি
বৈদগ্ধীমধুরাঙ্গভঙ্গিমনিধি র্লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ।
শ্রীরাধা জয়তান্মহারসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ
সৌন্দর্য্যৈকে সুধনিধির্মধুপতেঃ সর্ব্বস্বভূতো নিধিঃ॥ ২৪৫॥

---

অন্বয়।—শুদ্ধপ্রেমবিলাস-বৈভবনিধিঃ (শুদ্ধঃ অপ্রাকৃতঃ যঃ প্রেমবিলাস তস্য বৈভবনিধিঃ) কৈশোর-শোভানিধিঃ (কৈশোরে যা শোভা তস্যাঃ অদ্ভুৎ পত্তিস্থানম্) বৈদগ্ধীমধুরাঙ্গভঙ্গিনিধিঃ (বৈদগ্ধীনাং যন্মধুরং অঙ্গচাতুর্য্যাং তস্যাপি নিধিঃ) লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ (লাবণ্যমেব সম্পৎ তস্যাঃ নিধিঃ) মহারসনিধিঃ (মহান চাসৌ রসঃ মধুরঃস তস্যাপ্যুৎপত্তিস্থানম্) কন্দর্পলীলানিধিঃ (সৌন্দর্য্যৈকে সুধানিধিঃ মধুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সর্ব্বস্বভূতোনিধিঃ শ্রীরাধা জয়তাৎ।২৪৫॥

---

অনুবাদ।—অপ্রাকৃত প্রেমবিলাস-বৈভবনিধি, কৈশোর-শোভানিধি, বৈদগ্ধীগণের মধুর অঙ্গচাতুর্য্যনিধি, লাবন্য-বৈভবনিধি, মহারসনিধি, কন্দর্প-লীলানিধি, সৌন্দর্য্যৈকসুধানিধিঃ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বভূতোনিধি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হইতেছেন॥ ২৪৫॥

---

নবযৌবনের উন্মেষে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। শ্রীরাধার সে তরুণিমা প্রেমাম্ভোধি শ্রীকৃষ্ণের অতীব রসোল্লাস করিতেছে। চন্দ্রিমা যেমন সমুদ্রে নীলাম্বুরাশিকে উচ্ছসিত করিয়া থাকে, শ্রীরাধার তরুণিমাও সেইরূপ প্রেম-মহাসিন্ধু শ্যামসুন্দরের হৃদয়ে উজ্জল মধুর রসের অনন্ত উচ্ছাস সৃষ্টি করিতেছেন। এইশ্লোকে শ্রীরাধাশ্যামের প্রেম-বিলাস বৈভবের নিত্যত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে॥ ২৪৪

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সেই বিলাস-বৈভববতী বিনোদিনী শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন—"আহা! মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বভূতোনিধি শ্রীরাধা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের সার-সর্ব্বস্ব হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, শ্রীরাধা অপ্রাকৃত প্রেমবিলাস বৈভবনিধি অর্থাৎ শ্রীরাধাই প্রেমবিলাস-বৈভবের একমাত্র উৎপত্তিস্থান। সুতরাং তাদৃশ বিলাস বৈভব আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। পরন্তু

নীলেন্দীবরবৃন্দকান্তি-লহরীচৌরং কিশোরদ্বয়ং
ত্বয্যেতৎ কুচয়োশ্চকাস্তি কিমিদং রূপেণ সম্মোহনম্ ।
তস্মাত্মামাত্মসখীং কুরু দ্বিতরুণীয়ং নৌ দৃঢ়ং শ্লিষ্যতি
স্বচ্ছায়া মণিবীক্ষ্য মুহ্যতি হরৌ রাধাস্মিতং পাতু নঃ ॥

---

অন্বয়ঃ—স্বচ্ছয়া মণিবীক্ষ্য ( মণিদর্পণে স্বপ্রতিবিম্বং অবলোক্য মুহ্যৎ হরিঃ শ্রীরাধা প্রতিমাহ ) ত্বয়ি এতৎ কুচয়োঃ নীলেন্দীবরবৃন্দ-কান্তি-লহরী-চৌরং কিশোরদ্বয়ং ( স্বয়ং স্বচ্ছায়ারূপঞ্চেতি কিশোরদ্বয়ং ) কিং ( অনির্ব্বচনীয়ং) ইদং রূপেণ ( কিশোরদ্বয়রূপেণ ) সম্মোহনং ( মাং মোহয়তীতি ভাবঃ ) চকাস্তি ( শোভায়মানং ভবতি ) তস্মাং আত্মসখীং কুরু ( তস্মাৎ মাং স্বাত্মসখীং কুরু) তস্মাৎ ইয়ং দ্বিতরুণী নৌ (আবাং) দৃঢ় শ্লিষ্যতি ( আলিঙ্গনং করিষ্যতি আবয়োঃ আলিঙ্গনং করিষ্যত্যেবং রূপ মোহঃ ) হরৌ মুহ্যতি সতি রাধাস্মিতং নঃ (অস্মাকং ) পাতু ॥ ২৪৬ ॥

---

অনুবাদ :—স্বকীয় প্রতিবিম্বি অবলোকন পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তোমার এই কুচদ্বয়ে নালেন্দীবরবৃন্দের কান্তিলহরীচৌর কিশোর দ্বয় শোভা পাইতেছে। তাহারা এবম্বিধরূপে অনির্ব্বচনীয় সন্মোহন ? অতএব আমাকে নিজ সখী অঙ্গীকার কর ; তাহা হইলে এই দ্বিতরুণী আমাদের উভয়কেই দৃঢ় আলিঙ্গন করিবে।” এইরূপে হরিতে মোহ উদয় দর্শনে শ্রীরাধার মৃদুহাস্য আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৪৬ ॥

---

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অতুলনীয়া। আবার বিদগ্ধা রমণীগণ যে সকল মধুর অঙ্গভঙ্গীর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, শ্রীরাধা সে মনোহর অঙ্গভঙ্গীর উৎপত্তি স্থান স্বরূপা। তাঁহা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিখিল লাবণ্যবৈভব প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি সর্ব্বলাবণ্যখণি। আবার তিনি মহারসনিধি অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত তস্যৈবানন্দস্যান্যনি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” এই আনন্দস্বরূপ মহারসের উৎপত্তি স্থান অথবা “রসো বৈ স’—মহারসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিধিস্বরূপা। তিনি কন্দর্পলীলানিধি এবং সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব্ব সুধানিধি তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই জন্যই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বভূতোনিধি রূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ধনজন আত্মীয়াদির মধ্যে সর্ব্বগরীয়সীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৪৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধার হৃদয়কমলে শ্যাম-ভৃঙ্গ রসালসে অবস্থান করিতেছেন। তদবস্থায় নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়শোভি কৌস্তুভমণিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন পূর্ব্বক অতিমাত্র বিমুগ্ধ হইয়া সেই প্রতিবিম্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, "প্রিয়তমে! নীলেন্দীবর সমূহের কান্তিলহরীচোর কিশোরদ্বয় তোমার পয়োধর-যুগলে শোভা পাইতেছে"। শ্রীরাধার হৃদয়কমলাবশায়ী শ্রীকৃষ্ণ মণিদর্পণে স্বীয় অবস্থানানুরূপ প্রতিবিম্ব দর্শনে এমনই বিমোহিত হইয়াছেন যে, সেই প্রতিবিম্বকেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া ধারনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনই প্রভাব, উহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও মনোহরণ করিতে সমর্থ।—

"আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥"

মণি-ভিত্তিতে স্বপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মমপি হন্ত প্রেক্ষয্যং লুব্ধচেতাঃ।
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ললিতমাধব। ৮।৩২

অর্থাৎ এই যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় চমৎকারকারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণমাধুর্য্য-প্রবাহ স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনের প্রতিমারূপ আমার সম্মুখে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, হায়! ইহা দর্শন করিয়া অবধি আমি অতিশয় লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধিকার ন্যায় পরম পরম ঔৎসুক্য সহকারে আলিঙ্গন করিবার বাঞ্ছা করিতেছি।

যেহেতু, এই কিশোরদ্বয় অতি অনির্ব্বচনীয়রূপে সম্মোহন অর্থাৎ সর্ব্বজগদ্বিমোহন যে আমি আমার মনকেও বিমোহিত করিতেছে।" শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় রূপমাধুর্য্য দর্শনে এমনই আত্মহারা হইয়াছেন, তিনিই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এজন্য তিনি শ্রীরাধার ভাবে অনুভাবিত হইয়া বলিতেছেন,—"অতএব তুমি আমাকে নিজ সখি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে এই কিশোর যুগল আমাদের উভয়কেই দৃঢ় আলিঙ্গন করিবে।" কৃষ্ণরূপমাধুর্য্যের প্রভাব যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও আত্মস্বরূপ জ্ঞানকে বিলুপ্ত করিয়া শ্রীরাধার ভাবে অনুভাবিত করিয়া থাকে, তাহা এতদ্দ্বারা পরিত্যক্ত হইল। এইরূপে শ্রীরাধাভাবে অঙ্গীকার করিয়া

* সংগত্যাপি মহোৎসবেন মধুরাকারাং হৃদি প্রেয়সঃ
স্বচ্ছায়ামভিবীক্ষ্য কৌস্তুভমণৌ সম্ভূতশোকক্রুধা।
উৎক্ষিপ্য প্রিয়পাণিমেব* বিনয়েত্যুক্ত্বা গতায়া বহিঃ
সখ্যৈ সাস্রনিবেদনানি কিমহং শ্রোষ্যামি তে রাধিকে ॥২৪৭॥

অন্বয়ঃ—হে রাধিকে! মহোৎসবেন সংগত্যাপি (কোলাবলাসোৎসবেন সম্মিলিত্যাপি) প্রেয়সঃ হৃদি (প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদি) কৌস্তুভমণৌ মধুরাকারাং স্বছায়াং অভিবীক্ষ্য (অবলোক্য) সম্ভূতশোকক্রুধা (উৎপন্নঃ ক্ষোভঃ ক্রোধশ্চ যস্মিন্ তথাভূতা সতি) প্রিয়পাণিং (প্রিয়তমস্য হস্তং উৎক্ষিপ্য "হে বিনয়! হে বণিক! তিষ্ঠ" (তিষ্ঠেতি ক্রোধে) ইতি উক্ত্বা বহির্গতায়াঃ তে সখ্যৈ সাস্রনিবেদনানি (অস্রৈঃ নয়ননীরৈঃ সহিতং নিবেদনানি অহং কিং শ্রোষ্যামি? ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধিকে! মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়া ও প্রিয়তমের হৃদয়স্থিত কৌস্তুভমণিতে মধুরাকার নিজ প্রতিবিম্ব অবলোকন পূর্ব্বক উৎপন্ন রোষে ও ক্ষোভে প্রিয়তমের হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং "থাক হে বিনয়!" বলিয়া বাহিরে গিয়া সখিগণকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিবেদন করিবে; আমি কি তাহা শ্রবণ করিব? ॥ ২৪৭ ॥

করিয়া স্বমাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করাও শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের একটী অন্যতম কারণ। যথা—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥" চৈ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ অপূর্ব্ব মুগ্ধতা অবলোকন করিয়া শ্রীরাধা মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরন্ধ্রপথে লীলা দর্শনকারিণী সখির ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরাধার সেই মৃদুহাস্য সন্দর্শন করিয়া জগতের কল্যাণ উদ্দেশে প্রার্থনা করিতেছেন—শ্রীরাধার সেই মৃদুহাস্য আমাদিগকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর এই অপ্রাকৃত প্রেমের রাজ্যে আনন্দময় দাস্যাধিকার চ্যুত হইয়া যেন আমরা কাম-কৈতবের কঙ্কাল কবলে পতিত না হই; ইহাই প্রার্থনা॥ ২৪৬॥

* "প্রিয়পাণিং তিষ্ঠ সুনয়েত্যুক্ত্বা" ইতি পাটান্তরম্।

মহামণিবরস্রজং কুসুমসঞ্চয়ৈরঞ্চিতং
মহামরকতপ্রভাগ্রথিত-মোহিতশ্যামলম্।
মহারস-মহীপতেরিব বিচিত্র সিদ্ধাসনং
কদা নু তব রাধিকে কবরভার মালোকয়ে ॥ ২৪৮ ॥

অন্বয়ঃ —হে রাধিকে! মহামণিবরস্রজং (মহামণীনাং পদ্মরাগাদীনাং স্রজোমালা যস্মিং স্তং) কুসুমসঞ্চয়ৈরঞ্চিতং (কুসুমানাং সমূহৈঃ ব্যাপ্তঃ) মহামরকতপ্রভা-গ্রথিত-মোহিতশ্যামলং (মহামরকতমণে র্যা প্রভা তয়া গ্রথিতমেব মোহিতং যেন এতাদৃশং শ্যামলম্) মহারসমহীপতে বিচিত্রসিদ্ধা-

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাক্ষাৎ ভাবে নিবেদন করিতেছেন, "হে শ্রীরাধিকে! কন্দর্প-ক্রীড়োৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রিয়তমের হৃদয়স্থিত কৌস্তুভ মণিতে স্বপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইবে যে, তুমি স্বীয় ছায়ামূর্ত্তিকে দ্বিতীয়া রমণী বলিয়া নিশ্চয় করিবে। সুতরাং প্রিয়তম যেন তোমাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিতই মদনোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ চিত্তবিভ্রম বশতঃ তোমার হৃদয়ে তীব্র বামতার উদয় হইলে তুমি ক্রোধ ও দুঃখভরে প্রিয়তমের হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিবে অর্থাৎ তাঁহার আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। অনন্তর "হে বিনয়! অর্থাৎ হে বণিক্! তুমি প্রেমিক নও, বণিক,—প্রেম ব্যবসায়ী। আমার প্রতি মৌখিক ভালবাসা ও আনুগত্য দেখাইয়া তুমি অনায়াসে নিভৃতে অন্য রমণীর সহিত বিলাসোৎসবে নিমগ্ন রহিয়াছ, সুতরাং তোমার ইহা ভালবাসা নহে—ব্যবসা।" এই তাৎপর্য্যেই শ্রীরাধা রোষভরে শ্রীকৃষ্ণকে "বিনয় বা বণিক্" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। "বেশ, এক্ষণে তুমি উহাকে লইয়াই থাক, আমি চলিলাম"—এই বলিয়া বামা-স্বভাবা তুমি কুঞ্জ দ্বারের বহিরঙ্গনে গিয়া সাশ্রুনয়নে সখীগণকে সে বিষয় নিবেদন করিতে থাকিবে।" তত্রোপস্থিতা সখীভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে শ্রীরাধিকে! আমি তোমার সেই সকল নিবেদন বাক্য তখন শ্রবণ করিব কি? আমার এমন সৌভাগ্য হইবে কি;—আমি তোমার "সখীনাং সঙ্গিনী" রূপে অনুগা হইয়া তোমার সেই মধুময়ী কথা শ্রবণ করিয়া সুখী হইব। ৫৪৭।

মধ্যে মধ্যে কুসুমখচিতং রত্নদাম্না নিবদ্ধং
মল্লীমাল্যৈ র্ঘনপরিমলৈর্ভূষিতং লম্বমানৈঃ।
পশ্চাদ্রাজন্ মনিবর কৃতোদার মাণিক্যগুচ্ছং
ধম্মিল্লং তে হরিকরধৃতং কর্হি পশ্যামি রাধে ॥২৪৯॥

---

সনমিব ( মহারসঃ শৃঙ্গারঃ তস্যাধিরাজঃ শৃঙ্গার রসরাজমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য বিচিত্র সিদ্ধাসনমিব ) তব কবরভারং (সম্বদ্ধ কেশদামং ) অহং কদা আলোকয়ে ( পশ্যামি ) ॥ ২৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! মধ্যেমধ্যে কুসুমখচিতং (মধ্যেমধ্যে পুষ্পশোভিতং) রত্নদাম্না নিবদ্ধং (রত্নমালয়া সুষ্ঠু বদ্ধং ) ঘনপরিমলৈঃ লম্বমানৈঃ মল্লীমাল্যৈর্ভূষিতং ( নিবিড়ঃপুষ্পরসো যেষু তৈঃ লম্বমানৈঃ মালতীপুষ্পমাল্যৈঃ শোভিতং ) পশ্চাদ্রাজন্মণিবর কৃতোদার মাণিক্যগুচ্ছং ( পশ্চাৎ শোভায়মানং যন্মণিশ্রেষ্ঠং

---

অনুবাদ।—হে রাধিকে! মহামণি-মালা শোভিত কুসুমকলাপ-ব্যাপ্ত মহামরকতপ্রভা-গ্রথিত শ্যামল এবং মহারস-মহীপতির বিচিত্র সিদ্ধাসনের ন্যায় তোমার কবরীভার আমি কবে অবলোকন করিব? ॥ ২৪৮ ॥

---

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সেই বামা-স্বভাবা বিলাসিনীমণি শ্রীরাধার বেশবিন্যাস মাধুরীর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিকাশ দর্শনে বিমোহিত হইয়া সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত-ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধিকে! তোমার কবরীভার ( চুলের খোঁপা ) আমি কবে দর্শন করিব? আহা! তোমার সেই কবরীভারে শোভা অতীব মনোহর। তাহাতে মহামণিমালা বেষ্টিত রহিয়াছে এবং নানাজাতীয় সুন্দর কুসুম সমূহ বিন্যস্ত থাকায় তাহার শোভা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই বেণীবদ্ধ সুকৃষ্ণ কেশকলাপের প্রভা, মহামরকতের প্রভাপুঞ্জের শ্যামলকান্তি অপেক্ষাও যেন সমধিক উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ ঐ কবরী এমনই নিপুণতার সহিত বিরচিত, যেন উহা বাস্তবিকই মহারসমহীপতি অর্থাৎ কন্দর্প-রাজের বিচিত্র সিদ্ধাসন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে যে, আমি তোমার সেই নিভৃতলীলা দর্শনকারিণী কিঙ্করীরূপে তোমার সেই অপূর্ব্ব বেণীবিন্যাসমাধুরী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব॥ ২৪৮।

বিচিত্রাভি র্ভঙ্গীবিতিতভিরহো চেতসি পরং
চমৎকারং যচ্ছন্ ললিতমণিমুক্তাদি লসিতঃ।
রসাবেশাদ্বিত্তঃ স্মরমধুরবৃত্তাখিল মহা
দ্ভুত স্তে সীমন্তে নবকনকপট্টো বিজয়তে ॥ ২৫০ ॥

তেন নির্ম্মিতং মহামাণিক্যগুচ্ছং যস্য তং) হরিকরধৃতং (শ্রীকৃষ্ণেন স্বকরাভ্যা-মবধৃতং বেণীবন্ধনার্থমিতি ভাবঃ) তে (তব) ধম্মিল্লং কর্হি অহং পশ্যামি ॥২৪৯॥

অন্বয়ঃ। অহো (আশ্চর্য্যে) তে (তব) সীমন্তে (ভালে কেশভাগদ্বয়-সন্ধৌ) ললিত-মণিমুক্তাদি-লসিতঃ (সুন্দরানি যানি মণিমুক্তাদীনি তৈঃ শোভিতঃ) রসাবেশাদ্বিত্তঃ (রসস্য য আবেশস্তেন বিত্তঃ) স্মরমধুর বৃত্তাখিলঃ (কন্দর্পস্য যন্মধুরাচরণং তদখিলং যস্মিন্ সঃ) মহাদ্ভুতঃ নবকনকপট্টঃ (মৌক্তিকাবলি সহিতঃ নবকনকস্য পট্টঃ) ফলকঃ বিচিত্রাভির্ভঙ্গীবিততিভিঃ

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! মধ্যেমধ্যে কুসুমখচিত, রত্নমালা-নিবদ্ধ, ঘন-পরিমলযুক্ত লম্বমান মালতীমালা দ্বারা বিভূষিত, পশ্চাতে মহামণিমাণিক্যগুচ্ছ শোভিত এবং হরিকরধৃত তোমার ধম্মিল্ল কবে আমি দর্শন করিব ॥ ২৪৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

ব্রজাঙ্গনা কুলমণি শ্যাম-গরবিনী শ্রীরাধার বেণীবিন্যাস দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে, উহা কোন বেশবিন্যাসকুশলা সখী কর্তৃক বিরচিত নহে, নাগরেন্দ্র স্বয়ং উহা মনের মত করিয়া বিরচণ করিয়াছেন। সুতরাং সখীগণের পক্ষে উহা এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু। তাই সখিভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাধকোচিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন—হে শ্রীরাধিকে! বিপুল কন্দর্পক্রীড়োৎসবে তোমার ধম্মিল্ল শিথিল ও অসম্বদ্ধ হইয়া যাওয়ায় নাগরবর স্বহস্তে তোমার কেশদাম ধারণ করিয়া বেণীবিন্যাস করিতেছেন। মধ্যেমধ্যে কুসুম সন্নিবেশিত করিয়া রত্নদামদ্বারা নিবদ্ধ করিতেছেন, এবং ঘনপরিমলযুক্ত লম্বমান মালতীপুষ্পের মালা দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিতেছেন। মহামূল্য মণিমাণিক্যের একটি গুচ্ছ বা থোপ পশ্চাতে বিন্যস্ত করায় ধম্মিল্লের অনুপমরূপে স্ফুরিত হইতেছে। হায়! এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে আমার নয়ন-যুগল কবে সফল হইবে? ॥ ২৪৯ ॥

* 'রসাবেশাদৈক্তঃ ইত্যপি পাঠঃ।

অহো বৈদগ্ধীকর্তৃং কৃতিভিরনুরাগামৃতরস-
প্রবাহৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কুটিলরুচিরশ্যাম উচিতৈঃ।
ইতীয়ং সীমন্তে নবরুচির সিন্দুর রচিতা
সুরেখা নঃ প্রখ্যাপয়িতুমিব রাধে বিজয়তে। ২৫১ ॥

চেতসি পরং চমৎকারং গচ্ছন্ ( বিচিত্রাভিঃ ভঙ্গীনাং বিভঙ্গিভিঃ ইতস্ততঃ শিরশ্চালনৈঃ চেতসি বৈশ্রষ্ঠমানন্দং বিস্ময়ং বা প্রযচ্ছন্ ) বিজয়তে ( সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ) ॥ ২৫০ ॥

অন্বয়ঃ ।— অহো! হে শ্রীরাধে। তে সীমন্তে নবরুচির সিন্দুররচিতা ইয়ং সুরেখা, কুটিলরুচির শ্যামঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) স্নিগ্ধৈঃ অনুরাগামৃতরস-প্রবাহৈঃ কৃতিভিঃ ( ক্রিয়াবিশেষৈঃ ) বৈদগ্ধীকর্তৃমুচিতঃ ) দ্বিধাভূতকর্তৃমুচিতঃ ) ইতি নঃ ( অস্মাকং ) প্রখ্যাপয়িতুমিব ( বিজ্ঞাপয়িতুমিব ) বিজয়তে ॥ ২৫১ ।

অনুবাদ।— অহো! তোমার সীমন্তে কলিত মণিমুক্তাদিলসিত রসাবেশবিত্ত, কন্দর্পের মধুরবৃত্তাখিল, মহাদ্ভুত নবকনকপট্ট বিচিত্র ভঙ্গীবিস্তার দ্বারা চিত্তে পরম বিস্ময় ও আনন্দ প্রদান করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাইতেছে ॥ ২৫০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সিদ্ধভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীরাধার বেশবিন্যাস মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন—"অহো। কি আশ্চর্য্য! তোমার সীমন্তে মৌক্তিকাবলি-মণ্ডিত এক অভিনব কনকপট্ট শোভা পাইতেছে। এই কনকপট্ট সুন্দর মণিমুক্তাদি বিলসিত বলিয়া উহার মাধুর্য্য এমনই চিত্তাকর্ষক যে, উহা ভুবন-মনোহর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও আবিষ্ট করিতেছে; উহাতে কন্দর্পের নিখিল মধুর আচরণ অবস্থিত বলিয়াই তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের এরূপ আবেশের কারণ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং শ্রীরাধার সীমন্ত শোভি-কনকপট্ট মহাদ্ভুত অর্থাৎ অতীব আশ্চর্য্যজনক। এইজন্যই উহা বিচিত্রভঙ্গী বিস্তার করিয়া অর্থাৎ ইতস্ততঃ শিরশ্চালন হেতু আন্দোলনে বিচিত্র মাধুরী উদ্ভাসিত করিয়া চিত্তে মহাবিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ফলতঃ এই কনকপট্টের মহামাধুরী অবলোকন করিয়া আমি যারপর নাই চমৎকৃত হইয়াছি॥ ২৫০ ॥

চকোর স্তে বক্ত্রামৃত কিরণবিম্বে মধুকর
স্তব শ্রীপাদাব্জে জঘন পুলিনে খঞ্জনবরঃ।

অনুবাদ।—অহো! হে শ্রীরাধে! তোমার সীমন্তে নবরুচির সিন্দূর-রচিতা এই সুরেখা,—কুটিলরুচির শ্যাম, সুস্নিগ্ধ অনুরাগামৃতরস-প্রবাহের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা দ্বিধাভূত করিবার উপযুক্ত, ইহা আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্তই যেন জয়যুক্ত হইতেছে। ২৫১।

তাৎপর্য্যার্থ।

সিদ্ধাভাবের স্ফূর্ত্তিতে গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় শ্রীরাধা-মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন, "হে শ্রীরাধে! অতীত আশ্চর্য্যের বিষয়! তোমার সীমন্তে এই সুরুচির সিন্দূর রচিতা রেখা, শ্যামও এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত হইবার উপযুক্ত, ইহা আমাদিগকে খ্যাপন করিবার নিমিত্তেই যেন সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাইতেছে। ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সন্ধিস্থলে সিন্দূরের রেখা রচনা করা হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যলীলা-ভেদে শ্রীকৃষ্ণও দ্বিধাভূত হইবার উপযুক্ত। শ্রীরাধার কেশদাম কুটিল (বক্র বা কুঞ্চিত) শ্রীকৃষ্ণও কুটিল ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা বিশিষ্ট বা অসরল। শ্রীরাধার কেশপাশও নিবিড় জলদ-শ্যামকান্তি, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ শ্যামসুন্দর। কেশদামের সন্ধিস্থলে যেমন সিন্দূরের সুরেখা, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যলীলাময় ও মাধুর্য্যলীলাময় কৃষ্ণের দ্বিধাভূতভাবের সন্ধিস্থলেও অনুরাগামৃতরসের প্রবাহ বিদ্যমান অথবা সুস্নিগ্ধ অনুরাগামৃতরসের দ্বারাই 'শ্রীরাধার কৃষ্ণ' ও 'শ্রীচন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ' এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত করিবার উপযুক্ত খ্যাপন করিতেছে। অথবা এস্থলে আর একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য সূচিত হইয়াছে। "হে রাধে! সিন্দূর-রেখা যেমন তোমার কেশরাশির উপর বিরাজিত হইয়া কুটিল শ্যামল কেশরাশিকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। যদি তুমি অনুরাগে আরক্ত-কলেবরা হইয়া শ্যামল শ্রীকৃষ্ণের দেহোপরি বিরাজিতা হইয়া স্বকীয় তনুরেখা দ্বারা তাঁহাকে দ্বিধাবিভক্তবৎ ইহাই তাৎপর্য্য। ভজনকুশল সাধক-গণের দ্বারাই রসের তারতম্যানুসারে সেই রসময়ের এইরূপ ভেদ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। "আমদিগকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত" এই বাক্যে কৃতি-গ্রন্থকর্ত্তা যে শ্রীরাধার সখীত্বাধিকার লাভে ধন্য হইয়াছেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল॥ ২৫১॥

স্ফুরন্মীনো জাতস্ত্বয়ি রস-সরস্যাং মধুপতেঃ
সুখাটব্যাং রাধে ত্বয়ি চ হরিণ স্তস্য নয়নম্॥ ২৫২॥

অন্বয়ঃ।—হে রাধে! তস্য মধুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) নয়নং তে (তব) বক্ত্রামৃতকিরণ-বিম্বে চকোরঃ জাতঃ (মুখমেবামৃতাকিরণশ্চন্দ্রঃ তস্য বিম্বে চকোর ইব সর্ব্বদা পশ্যন্ জীবতি) তব শ্রীপাদাব্জে মধুকরঃ জাতঃ জঘন-পুলিনে খঞ্জনবরঃ জাতঃ (তবজঘনমেব পুলিনং তত্র খঞ্জনেষু শ্রেষ্ঠবদ্বিচরন্ জীবতি) রসসরস্যাং ত্বয়ি স্ফুরন্মীনোজাতঃ (রসস্য যা সরসী তস্যাং ত্বয়ি চঞ্চলমীনরূপঃ জাতঃ চ সুখাটব্যাং ত্বয়ি হরিণঃ জাতঃ (ত্বয়িসুরস্যারণ্যে হরিণবৎ তৎসুখং সেবমান এক জীবতী)॥ ২৫২॥

অনুবাদ।—হে শ্রীরাধে! সেই মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের নয়ন, তোমার বদন-চন্দের সুধাপানে চকোর স্বরূপ, তোমার শ্রিচরণকমলে মধুকর, জঘনপুলিনে খঞ্জনবর, রস সরসী তোমাতে চঞ্চলমীন এবং সুখারণ্য তোমাতে হরিণ স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।২৫২॥

## তাৎপর্য্যার্থ।

অতঃপর সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সেই স্বচ্ছায়া অবলোকনে বামাভাববিশিষ্ট ব্রজাঙ্গনারাজ্ঞীর হৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগের অনলউৎস উৎসারিত করিবার নিমিত্ত সুকৌশলে বর্ণনা করিতেছেন—"হে শ্রীরাধে! সেই মধুপতি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার কথা কেন বলিলাম শুন। যদিও তিনি অন্য রমণীর সহিত বিহার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার নয়ন তোমার বদনচন্দ্রের সুধাপানে চকোর স্বরূপ শোভা পাইতেছে। চকোর যেমন চন্দ্রের কিরণকণামৃত পান করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ তোমার বদনবিধুর মাধুর্য্যামৃত পানের নিমিত্তই যেন তাঁহার নয়নচকোরের উদ্ভব হইয়াছে। আবার তাঁহায় সে নয়ন তোমার শ্রীচণকমলে মধুকর স্বরূপ। মধুকর যেমন পরিমল-লালসায় প্রফুল্লকমলদলেই বিচরণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নয়নভৃঙ্গও তোমার পদ কমল সর্ব্বদা বিচরণশীল, অর্থাৎ সেই প্রিয়তম তোমার একান্ত পদাশ্রিত, ইহাই তাৎপর্য্য। তাঁহার সেই নয়ন, খঞ্জরীটপক্ষীর ন্যায় তোমার নিতম্বপুলিনে সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টি তোমার নিতম্বদেশেই কেবল নিবিষ্ট রহিয়াছে, অন্যত্র নাই। বিশেষতঃ তুমি রসের সরসী, এজন্য তাঁহার নয়ন-মীন কেবল তোমাতেই ক্রীড়া

স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা মৃদুকরতলেনাঙ্গমঙ্গং সুশীতং
সান্দ্রানন্দামৃত রসহ্রদে মজ্জতো মাধবস্য।
অঙ্কেপঙ্কেরুহ-সুনয়না প্রেমমূর্ত্তিঃ স্ফুরন্তী
গাঢ়াশ্লেষোন্নমিত চিবুকা চুম্বিতা পাতু রাধা। ২৫৩॥

অন্বয়ঃ।—মৃদু করতলেন সুশীতং (সুস্নিগ্ধং) অঙ্গমঙ্গং স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা সান্দ্রানন্দামৃত রসহ্রদে মজ্জতো মাধবস্য অঙ্কে স্ফুরন্তী পঙ্কেরুহসুনয়না (কমললোচনা) প্রেমমূর্ত্তিঃ গাঢ়াশ্লেষোন্নমিতচিবুকা (নিবিড়ালিঙ্গনে উন্নমিতং উত্তোলিতং চিবুকং যস্যাঃ) চুম্বিতা রাধা নঃ পাতু॥ ২৫৩।

অনুবাদ।—মৃদু করতলে সুস্নিগ্ধ প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিবিড় আনন্দামৃত রসহ্রদে নিমজ্জিত মাধবের অঙ্কে শোভমানা, পঙ্কজনয়না প্রেমমূর্ত্তি, গাঢ়ালিঙ্গনে উন্নমিত চিবুকা, চুম্বিতা শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ২৫৩।

করিতেছে এবং তুমি তাঁহার সুখের ক্রীড়াকানন স্বরূপ বলিয়া তাঁহার নয়ন-কুরঙ্গ তোমাতেই বিচরণ করিতেছে। সুতরাং নাগরবর যে সর্ব্বতোভাবে তোমারই প্রেমবশ্য এবং তোমাতে একান্ত অনুরাগী তাহা তাঁহার এক নয়নেই প্রতীয়মান হইতেছে। কান্তান্তরে বিহারশীল হইলেও মধুপতি যখন শ্রীরাধার প্রতিও এতাদৃশ অনুরাগী তখন তিনি দ্বিধাবিভক্তি হইবার উপযুক্ত বটে। অতএব হে রাধে! তোমার বৃথা বাম্য পরিহার কর, প্রিয়তমের সহিত পুনরায় মিলিতা হও। আমরা সে মিলনোৎসব দর্শনে পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হই॥ ২৫২।

তাৎপর্য্যাং।

কুঞ্জ-মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাধাশ্যামের পুনর্ম্মিলন দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা পুলক প্রফুল্লচিত্তে যে লীলামাধুরী বর্ণন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ এইরূপ নিত্য লীলোৎসব দর্শনের অধিকার দানে আমাদিগকে জীবিত রাখুন ইহাই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। সেই পঙ্কজনয়না প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধা কিরূপ লীলা বিলাস করিতেছেন, সে চিত্র অঙ্কিত করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি। তিনি প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে গাঢ়ালিঙ্গন বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন,

সদা গায়ং গায়ং মধুরতর রাধাপ্রিয় যশঃ
সদা সান্দ্রানন্দা নবরসদ রাধাপতি কথাঃ।
সদা স্থায়ং স্থায়ং নবনিভৃতরাধারতিবনে।
সদা ধ্যায়ং ধ্যায়ং বিবশহৃদিরাধাপদসুধাঃ ॥ ২৫৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং নবনিভৃতরাধারতিবনে (নবীনং চ নিভৃতং যৎ রাধা-রতিবনং রাধায়াঃ কেলীকুঞ্জ কাননং তস্মিন্‌ সদা স্থায়ং স্থায়ং (স্থিত্বা স্থিত্বা) মধুরতর রাধাপ্রিয়যশঃ (মধুরাৎ মধুরং যদ্রাধাপ্রিয়যশঃ শ্রীকৃষ্ণযশঃ তদ্‌) সান্দ্রানন্দা (ঘনানন্দরূপা) নবরসদ রাধাপতি কথাঃ (নবং নবং রসং দদাতীতি নবরসদঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব রাধাপতিঃ তস্য কথাঃ) সদা গায়ং গায়ং চ রাধাপদসুধাঃ সদা ধ্যায়ং ধ্যায়ং কদা বিবশহৃদি ভবেয়ম্‌ ॥ ২৫৪ ।

অনুবাদ।—শ্রীরাধার নবনিভৃত কেলিকুঞ্জকাননে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক মধুরাদপি মধুর শ্রীরাধাপ্রিয়যশ ও নিবিড় আনন্দস্বরূপা নবরসদ শ্রীরাধাপতি-কথা সর্ব্বদা গাহিতে গাহিতে এবং শ্রীরাধাপদসুধা সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে আমি কবে বিবশহৃদয় হইব? ॥ ২৫৪ ॥

তাহাতে তাঁহার চিবুক ঈষৎ উত্তোলিত হইয়াছে, বিদগ্ধরাজ প্রেমোল্লাসভরে তাঁহার সেই প্রফুল্লবদনকমলে পুনঃপুনঃ চুম্বনাঙ্কন প্রদান করিতেছেন। এইরূপে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ মৃদু করতলে তাঁহার সুস্নিগ্ধ প্রতিঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিবিড় আনন্দামৃত রসের হ্রদে নিমগ্ন হইতেছেন। অতএব শ্রীরাধা, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও যে এক অপূর্ব্ব রসবতী তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। হইবারই তো কথা! তিনি যে প্রেমমূর্ত্তি, অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী প্রেমস্বরূপা। সুতরাং প্রেমময়ীর প্রতিঅঙ্গস্পর্শে যে প্রেমানন্দের উদয় হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ২৫৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

সাধকপ্রবর গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"আমি শ্রীরাধার নবনিভৃত কেলীকুঞ্জকাননে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধাপদসুধা সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে কবে বিবশ-হৃদয় হইব? যথাবস্থিতদেহে অথবা মানসে কুঞ্জভবনে অবস্থানই সাধকের কর্ত্তব্য। এইজন্য তিনি নিরন্তর অবস্থানের প্রার্থনা করিতেছেন এবং সুধা পান করিলে

শ্যাম শ্যামেত্যমৃত রসসংস্রাবিবর্ণান্ জপন্তী
প্রেমোৎকণ্ঠ্যাৎ ক্ষণমপি সরোমাঞ্চ মুচ্চৈর্লপন্তী।
সর্ব্বত্রোচ্চাটনমিব গতা দুঃখদুঃখেন পারং
কাঙ্ক্ষন্ত্যহ্নো দিনকরমলং ক্রুধ্যতী পাতু রাধা ॥ ২৫৫।

অন্বয়ঃ। -শ্যাম শ্যামেত্যমৃত রসসংস্রাবিবর্ণান্ জপন্তী (হে শ্যাম! হে শ্যাম! ইতি অমৃতরসসংস্রাবিবর্ণান অক্ষরাণি জপন্তী) ক্ষণমপি প্রেমোৎকণ্ঠ্যাৎ সরোমাঞ্চমুচ্চৈর্লপন্তী (কথয়ন্তী) সর্ব্বতোচ্চাটনমিব গতা (সর্ব্বত্র উচ্চাটনং স্বদেশাদেভ্রমণরূপমভিচার কর্ম্মবিশেষমিব প্রাপ্তা, তস্যাঃ কুত্রাপি মনো ন লপতীতি ভাবঃ) দুঃদুঃখেন অহ্নোপারং কাঙ্ক্ষতী (বহুদুঃখেন দিবাবসানং বাঞ্ছন্তী) দিনকরং প্রতি অলং (নিরর্থকং) ক্রুধ্যতী রাধা পাতু। ২৫৫।

অনুবাদ।—যিনি "হে শ্যাম! হে শ্যাম!" এই অমৃতরসস্রাবিবর্ণসমূহ জপ করিতেছেন, ক্ষণমাত্র প্রেমোৎকণ্ঠায় রোমাঞ্চের সহিত উচ্চৈস্বরে গান করিতেছেন যিনি সর্ব্বত্র উচ্চাটন প্রাপ্ত হইয়াছেন, বহুদুঃখের সহিত দিবা-বসান বাঞ্ছা করিতেছেন, এবং দিনকরের প্রতি বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা রক্ষা করুন। ২৫৫।

মানব যেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদিত হয়, সেইরূপ শ্রীরাধাপদসুধা সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে (পান না করিয়াও) কবে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইব। এমন সৌভাগ্য আমার কবে হইবে? মধুরাদপি মধুর শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যশঃ ও কথা সর্ব্বদা গাহিতে থাকিব। এই শ্রীকৃষ্ণকথা নিবিড় আনন্দস্বরূপা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম গাহিতে গাহিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইব। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা নাই। ২৫৪।

তাৎপর্য্যার্থ।

কান্ত-বিরহে শ্রীরাধার যে কি উদ্দাম প্রেম-যাতনা উপজাত হইয়াছে,—মিলনোৎকণ্ঠায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ অধীর ও বিবশ হইয়াছে কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহা বর্ণন করিতেছেন—"হে মাধব! প্রিয়সখী শ্রীরাধার সে উদ্বেগসমাকুল নিদারুণ অবস্থা বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার নহে। তিনি কখন "হে শ্যাম! হে শ্যাম!" এই অমৃতরসসংস্রাবি বর্ণসমূহ জপ করিতেছেন আবার কখনও বা প্রেমোৎকণ্ঠায় পুলকিত হইয়া উচ্চৈস্বরে গান করিতেছেন।

কদাচিদ্গায়ন্তী প্রিয়রতিকলা বৈভবগতিং
কদাচিদ্ ধ্যায়ন্তী প্রিয়সহভবিষ্যদ্বিলসিতম্।
অলং মুঞ্চামুঞ্চেত্যতি মধুরমুগ্ধ প্রলপিতৈ-
র্নয়ন্তী শ্রীরাধা দিনমিহ কদা নন্দয়তু নঃ ॥ ২৫৬।

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ প্রিয়রতিকলা বৈভবগতিং গায়ন্তী ( প্রিয়স্য যা রতিকলা তদেব বৈভবস্যঃ গতিঃ তদেব গায়ন্তী ) কদাচিৎ প্রিয়েন সহ ভবিষ্যদ্ বিলসিতঃ ধ্যায়ন্তী ( ধ্যানং কুর্ব্বতী ) মুঞ্চ আমুঞ্চ অলং ইতি অতি মধুরমুগ্ধ প্রলপিতৈঃ দিনং নয়ন্তী ইহ শ্রীরাধা নঃ ( অস্মান্ ) কদা নন্দয়তু। ২৫৬ ॥

অনুবাদ।—কখন প্রিয়তমের রতিকলা বৈভবগতি গান করিতেছেন, কখন প্রিয়সহ ভবিষ্যৎ কেলি-বিলাসের বিষয় ধ্যান করিতেছেন, কখন বা "পরিহিত ভূষণাদি মোচন কর, উহাতেই বা কি প্রয়োজন" এইরূপ অতিমধুর মুগ্ধ

হে শ্যাম! তোমার "শ্যাম" নামের এমনই আশ্চর্য্য মহিমা যে, শ্যাম নাম জপের ফলে তাঁহার তীব্র বিরহানলও অমৃতরসধারায় সাময়িক প্রশমিত হইতেছে। এইজন্যই তিনি শ্যামনাম পুনঃপুন জপ ও গান করিতেছেন। পরন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না, সকল বিষয়েই যেন তিনি উচ্চাটন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধনজনগৃহাদির সুখে কিম্বা প্রিয় সখীগণের স্নেহ-সোহাগে তাঁহার হৃদয়ের দাবদাহ প্রশমিত হওয়া দূরে থাক্, পলে পলে দ্বিগুণিত হইতেছে। ফলতঃ উচ্চাটন নামক অভিচার কর্ম্ম দ্বারা যেমন শত্রুর স্বদেশাদি পর্য্যন্ত পরিভ্রংশ হইয়া থাকে, শ্রীরাধার অবস্থাও তদ্রূপ, তাঁহারও আজ কিছুতেই ভাল লাগিতেছে না, ইহাই তাৎপর্য্য। তিনি অভিসারের লালসায় আকুলিত হইয়া অতীব দুঃখের সহিত দিবাবসান বাঞ্ছা করিতেছেন এবং দিবাকরের প্রতি অনর্থক ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্ত যেন কত সুদীর্ঘ কাল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইজন্য ধৈর্য্যহারা হইয়া শ্রীরাধা দিনকরের প্রতি রোষভাব প্রদর্শন করিতেছেন।" তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবাবেশ, গ্রন্থকর্ত্তা আশার্ব্বাদ সূচনা করিয়া বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন—"আহা! সেই বিরহব্যাকুলা নাগরীমণি শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কামকৈতবের লীলাভূমি সংসার হইতে আমাদের রক্ষা করুন। ২৫৫।

শ্রীগোবিন্দ ব্রজবরবধূবৃন্দ চূড়ামণি স্তে
কোটীপ্রাণাভ্যধিক পরমপ্রেষ্ঠ পাদাব্জ লক্ষ্মীঃ।
কৈঙ্কর্য্যেণাদ্ভূত নবরসেনৈব মাং স্বীকরোতু
ভূয়োভূয়ঃ প্রতিমুহুরধিস্বামি সংপ্রার্থয়েহম্ ॥ ২৫৭ ॥

অন্বয়ঃ। হে শ্রীগোবিন্দ! হে অধিস্বামিন্! তে (তব) কোটী-প্রাণাভ্যধিক পরমপ্রেষ্ঠ পাদাব্জ লক্ষ্মীঃ (কোটী প্রাণাদপি অধিকং যথা স্যাত্তথা পরমপ্রেষ্ঠা চাসৌ পাদাব্জয়ো লক্ষ্মীর্যস্যাঃ সা।) ব্রজবরবধূবৃন্দচূড়ামণিঃ (ব্রজে যা শ্রেষ্ঠা বধ্ব তাসাং সমূহানাং চূড়ামণিঃ শ্রীরাধা) অদ্ভুত নবরসেন কৈঙ্কর্য্যেণ এব মাং স্বীকরোতু, অহং ভূয়োভূয়ঃ প্রতিমুহুঃ সংপ্রার্থয়ে (প্রার্থয়ামি)। ২৫৭ ॥

প্রলাপের সহিত দিনযাপন করিতেছেন, সেই রাধা কবে আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিবেন। ২৫৬।

অনুবাদ। হে শ্রীগোবিন্দ! হে অধিস্বামিন্! তোমার কোটীপ্রাণাদপি অধিক পরমপ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী। যাঁহার পাদপদ্মে পতিতা সেই ব্রজবরবধূবৃন্দের

তাৎপর্য্যার্থ।

কেলি বিলাসিনী যথাসময়ে সঙ্কেত কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু নাগরবর তখনও আসিয়া সম্মিলিত হন নাই। ক্রমেই কুঞ্জাগমনের সম্ভাবিত সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া, শ্রীরাধা অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীরাধার সেই ভাব অবলোকন করিয়া, কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধার বিরহ-দুঃখ বলিতেছেন,—"দেখ, আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা তোমার অদর্শনে এমনই অধীরা হইয়াছেন—তিনি কখন রতিকলা বৈভবগতি অর্থাৎ তোমার সহিত কন্দর্পবিলাসের বিষয় গান করিতেছেন, কখন বা ভবিষ্যৎ কেলি-বিলাসের বিষয় ধ্যান করিতেছেন। কখন বা সখীগণকে বলিতেছেন, "সখিঃ! যাঁহার জন্য এ বেশভূষা, সেই নিষ্ঠুর কানু যখন এখনও আসিয়া মিলিত হইল না, তখন যন্ত্রণাদায়ক ভূষণভার অনর্থক বহন করি কেন? ইহা এখনই মোচন করিয়া ফেল।" এইরূপ অতি মধুর মুগ্ধ প্রলাপের সহিত কালযাপন করিতেছেন।" এইজন্যই কবিবর শ্রীজয়দেব গাহিয়াছেন,—

অনেন প্রীতা মে দিশতু নিজকৈঙ্কর্য্যপদবীং
দবীয়োদৃষ্টীনাং পদমহহ রাধাসুখময়ী।

অন্বয় :—অহহ ( অত্যাশ্চর্য্যে ) এবং চিত্তে নিধায় অহং দ্রুতজনক-
পীতচ্ছবিপটম্‌ ( দ্রবীভূতং যৎকনকং তদ্বৎ পীতচ্ছবিঃ পটং বসনং যস্য তং )
চূড়ামণি শ্রীরাধা অদ্ভুত নবরসযুক্ত কৈঙ্কর্য্যের সহিত আমাকে অঙ্গীকার করুন
প্রতিমুহূর্ত্তে বারম্বার আমি ইহাই প্রার্থনা করি। ২৫৭।

অনুবাদ :—অহো! এই যে আমি গলিত-সুবর্ণ-পীতচ্ছবি বসন ময়ুরপিঞ্জ

ভবতি বিলম্বিনী বিগলিত লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসক সজ্জা।"

তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবাবেশে গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত লৌল্যসহকারে প্রার্থনা করিতেছেন—"সেই বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধা এই শ্রীবৃন্দাবনে আমাদিগকে কবে আনন্দ প্রদান করিবেন? অর্থাৎ কবে আমরা শ্রীরাধার অনুসঙ্গিনী হইয়া শ্রীযুগলমিলনানন্দ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। ২৫৬।

তাৎপর্য্যার্থ।

সখীর কথায় অনুতপ্ত হইয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কেলীকুঞ্জে আসিয়া প্রিয়তমার সহিত সম্মিলিত হইলেন। চন্দ্রোদয়ে জলনিধি যেরূপ উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাই কুমুদিনী ও কৃষ্ণেন্দুর একত্র উদয় অবলোকন করিয়া সখীগণের হৃদয়ে আনন্দসিন্ধুও উছলিয়া উঠিল। এই উদ্দাম আনন্দের আবেশেই যেন সখীভাবাবিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া প্রাণের একান্ত প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন—"হে গোবিন্দ! হে অধিস্বামিন্‌! ( আমার জীবন মরণে হৃদয়েশ্বর! ) তোমার শ্রীচরণে আমি পুনঃপুন এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার কোটীপ্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়তমা বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী লক্ষীদেবীও যাঁহার পদারবিন্দে বিলুণ্ঠিতা, এমন কি, যাঁহার সামান্য সখীগণের সদৃশ সৌভাগ্যলাভের নিমিত্তও দুশ্চর তপস্যা করিয়া থাকেন, এই ব্রজবধূবৃন্দের বরীয়সী শ্রীরাধা যেন আমাকে অদ্ভুত নবরসযুক্ত স্বীয় কৈঙ্কর্য্যের হিত অঙ্গীকার করেন অর্থাৎ স্বীয় কিঙ্করীত্বদানে কৃতার্থ করেন। শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে, উহা নববিধ ভক্তিরসযুক্ত অথবা নিত্যাভিনব রসযুক্ত; সুতরাং অদ্ভুত। এইজন্যই, হে স্বামিন্‌! তোমার নিকট মুহুর্মুহু ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। ফলতঃ তুমি আমার অধিস্বামী হইলেও আমার মন শ্রীরাধাদাস্য ব্যতীত আর কিছুই চায় না। ২৫৭।

নিধায়ৈবং চিত্তে কুবলয়রুচিং বর্হমুকুটং
কিশোরং ধ্যায়ামি দ্রুতকনকপীতচ্ছবিপটম।২৫৮

বর্হমুকুট' ( ময়ূরপিঞ্ছরচিতঃ মুকুটং যস্য তং ) কুবলয়রুচিং ( নীলকমলকান্তিং ) কিশোরং ( শ্রীকৃষ্ণং ) ধ্যায়ামি, অনেন প্রীতা ( অনেন কৃত্যেন প্রসন্না সতী ) সুখময়ী রাধা দবীয়ো দৃষ্টিনাং পদং ( অতি দূরদৃষ্টিনাং পদং সর্ব্বোচ্চপদং শ্রীকৃষ্ণভক্তেঃ ফলমিত্যর্থঃ ) নিজ কৈঙ্কর্য্যপদবীং ( নিজ কিঙ্করীত্বং ) মে ( মহ্যং ) দিশতু ( দদাতু )। ২৫৮।

রচিত মুকুটাধারী, নীলেন্দীবরকান্তি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যান করিতেছি, ইহ'তে সুখময়ী শ্রীরাধা অতিশয় প্রীতা হইয়া সুদূরদৃষ্টিগণের পদস্বরূপ নিজ কৈঙ্কর্য্যপদবী আমাকে প্রদান করুন। ২৫৮।

তাৎপর্য্য।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে একের ভজনে অন্যের কৃপালাভ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। এইজন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।" প্রেম, ভঃ চঃ।

এই তাৎপর্য্যেই ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা সাধক দশার স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য্য প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো! এই যে আমি নবনাগরমূর্ত্তি কৈশোরবরের মোহন রূপ হৃদয়ে ধ্যান করিতেছি,—মরি! মরি! এই যে তাঁহার গলিত কাঞ্চনের ন্যায় পীতবসনের ছটায়, শিখিপুচ্ছ বিরচিত মুকুটের শোভায়, সর্ব্বোপরি নীলেন্দীবর নিন্দি শ্যামল অঙ্গপ্রভায় আমার হৃদয়-কন্দর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সুখময়ী শ্রীরাধা অতিশয় প্রীতা হইয়া নিজ কিঙ্করীত্ব আমাকে প্রদান করুন। তিনি যে অবশ্যই প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু কৃষ্ণভক্তের পক্ষে রাধাদাস্য লাভ অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীরাধা-কৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণভক্তিরই ফল। যাঁহারা সুদূরদর্শী অর্থাৎ সংসারে কামকৈতবাদির জঞ্জাল হইতে দূরে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই ফল লাভে অধিকারী। অতএব সুখময়ী হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীরাধা আমার এই কৃষ্ণভক্তিতে প্রসন্না হইয়া নিজ দাস্যপদবী অর্থাৎ কিঙ্করীত্ব প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ২৫৮।

ধ্যায়ং স্তং শিখিপিঞ্ছমৌলিমনিশং তন্নামসংকীর্ত্তয়-
ন্নিত্যং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরং স্তন্মন্ত্রবর্য্যং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদাধারয়ন্
কর্হি স্যাম্ তদনুগ্রহেণ পরমোদ্ভুতাণুরাগোৎসবঃ। ২৫৯

অন্বয়ঃ—অহং তং শিখিপিঞ্ছমৌলিং (শ্রীকৃষ্ণং) অনিশং (নিরন্তরম্) ধ্যায়দ্, সর্ব্বদা তন্নাম সঙ্কীর্ত্তয়ন্, তচ্চরণাম্বুজং (তচ্চরণকমলং) নিত্যং পরিচরন্ চ নিত্যং তন্মন্ত্রবর্য্যং (মন্ত্রেষু শ্রেষ্ঠং) জপন্, পরমাভীষ্টং শ্রীরাধাপদদাস্যং এব হৃদা ধারয়ন্, তদনুগ্রহেণ পরমোদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ (পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ উদ্ভুতঃ য অনুরাগঃ তস্য উৎসবো যস্য এতাদৃশঃ) কর্হি স্যাম্। ২৫৯।

অনুবাদ।—সেই শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার শ্রীচরণকমল নিত্য পরিচর্য্যা করিতে করিতে, তাঁহার মন্ত্ররাজ নিত্য জপ করিতে করিতে এবং আমার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধাপদদাস্য হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তদনুগ্রহে পরমোদ্ভূত অনুরাগোৎসব কবে হইবে? । ২৫৯।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর সুরসিক গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাধকোচিতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, "আমার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধাপদদাস্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি কবে প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইব? অহো! সে পরমাদ্ভুত অনুরাগের উৎসব আমার কবে হইবে? ফলতঃ, শ্রীরাধাপদদাস্য লাভই পুরুষার্থের অবধি।—উহাই আমার পরমাভীষ্ট—উহাই আমার প্রয়োজন। এই সুদুর্লভ রাধাপদদাস্য লাভ করিতে হইলে সাধককে সর্ব্বদা উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শিখিপিঞ্ছমৌলী শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ নিত্য অর্চ্চন করিতে হইবে এবং তাঁহার মন্ত্ররাজ অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্র নিত্য জপ করিতে হইবে। ফলতঃ, শ্রীরাধাপদদাস্য লাভের ইহাই সাধন। অহো! আমি এই সাধন পথ অবলম্বন করিয়া কবে শ্রীরাধার অনুগ্রহে আমার অনুরাগের উৎসব অর্থাৎ প্রেমানন্দ লাভ হইবে? ২৫৯।

শ্রীরাধারসিকেন্দ্ররূপগুণবদ্গীতানি সংশ্রাবয়ন্
গুঞ্জামঞ্জুলহারবর্হমুকুটাদ্যাবেদয়ংশ্চাগ্রতঃ।
শ্যামপ্রেষেতপূগমাল্যনবগন্ধাদ্যৈশ্চ সংপ্রীণয়ং
তৎপাদাব্জ নখচ্ছটারসহ্রদে মগ্নঃ কদা স্যামহম্। ২৬০।

অন্বয় :—অহং শ্রীরাধারসিকেন্দ্ররূপগুণবদ্গীতানি সংশ্রাবয়ন্ (শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রূপংগুণাশ্চ তদ্যুক্তানি গীতানি সম্যক শ্রাবয়ন্) চ গুঞ্জামঞ্জুল হারবর্হমুকুটাদি অগ্রতঃ আবেদয়ন্ (গুঞ্জানাং মধুরা যে হারাঃ শ্রীপ্রিয়ার্থম্, ময়ুরপিঞ্ছরচিত-মুকুটাদি শ্রীপ্রিয়স্যার্থং তদগ্রত এব নিবেদয়ন্) চ শ্যামপ্রেষিতপুগমাল্য নবগন্ধাদ্যৈঃ প্রীণয়ন্ (শ্যামেন প্রেষিতঃ যঃ পূগঃ গুবাকঃ মাল্যং নবপুষ্প-সুগন্ধাদীনি তৈঃ প্রীণয়ন্ তাং) তৎপদাব্জনখচ্ছটারসহ্রদে কদা মগ্নঃ স্যাম্ (তচ্চরণকমলনখেষু যা চ্ছটা কান্তিঃ তদেব রসহ্রদ তস্মিন্ কদা মগ্নঃ স্যাম্। ২৬০।

অনুবাদ।—শ্রীরাধারসিকেন্দ্রের রূপগুণাদি সমন্বিত গীত সমূহ শ্রবণ করাইতে করাইতে, সুন্দর গুঞ্জাহার ও বর্হমুকুটাদি পুরোভোগে সমর্পণ করিতে করিতে এবং শ্যাম-প্রেরিত গুবামাল্য নবগন্ধাদিদ্বারা সম্যকরূপে প্রীতি সম্পাদন করিতে করিতে আমি কবে তাঁহাদের চরণ-কমলের নখচ্ছটা রূপ রসহ্রদে মগ্ন হইব ? । ২৬০ ।

তাৎপর্য্যার্থ।

ভজন-রসিক গ্রন্থকর্ত্তা সেই দাস্যলাভে কৃতার্থ হইয়াই যেন সাধকোচিত ভাবে স্বীয় সেবাপ্রণালী বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—"আমার এমন সৌভাগ্য কবে হইবে, শ্রীরাধারসিকেন্দ্রের চরণকমলের নখচ্ছটারূপ রসহ্রদে কবে নিমগ্ন হইব ? অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীচরণ-সেবার অধিকার লাভ করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইব ? আমি তাঁহাদের কিরূপ সেবাপারিপাট্য সম্পাদন করিব, তাহা নিবেদন করিতেছি, "আমি কখন শ্রীরাধাশ্যামের নিকটে তাঁহাদের রূপ-গুণাদি বিষয়ক গীত সমূহ গান করিব, অর্থাৎ শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি বিষয়ক এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার রূপগুণাদি বিষয়ক সঙ্গীত সমূহ গান করিয়া পরস্পরের মনে অনুরাগের সঞ্চার বিধান করিব। কখন সুন্দর গুঞ্জামালা ও শিখিপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুটাদি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন

ক্বাসৌরাধা নিগমপদবীদূরগা কুত্র চাসৌ
কৃষ্ণ স্তস্যাঃ কুচকমলয়ো * রন্তরৈকান্তবাসঃ।
ক্বাহং তুচ্ছঃ পরমমধমঃ প্রাণ্যহো গর্হ্যকর্ম্মা
যত্তন্নাম স্ফুরতি মহিমা হ্যেষ বৃন্দাবনস্য। ২৬১।

অন্বয়ঃ।—নিগমপদবীদূরগা অসৌ রাধা ক ( বেদস্য যা পদবী স্থানং তস্মাদ্দূরে বর্ত্তমানা, ব্রহ্মাদেরগোচরা ইতি ভাবঃ অসৌ রাধা ক ) তস্যাঃ কুচকমলয়োরন্তরৈকান্তবাসঃ অসৌ কৃষ্ণশ্চকুত্র ( তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কুচকমলয়ো র্মধ্যে একান্তবাসঃ যস্য সঃ অসৌ কৃষ্ণশ্চকুত্র )? অহো ( আশ্চর্য্যে ) ক অহং তুচ্ছঃ ( নগণ্যঃ ) পরমং অধমঃ গর্হ্যকর্ম্মা ( নিন্দ্যং কর্ম্ম যস্য এতাদৃশঃ ) প্রাণী ( জীবঃ ) যত্তন্নাম স্ফুরতি তৎ হি। নিশ্চয়েন এষ বৃন্দাবনস্য মহিমা!। ২৬১।

অনুবাদ।—কোথায় নিগম পদবী হইতে দূরে বর্ত্তমান; অর্থাৎ বেদবিধি অগোচরা শ্রীরাধা, কোথায় তাঁহার স্তনকমলযুগলের মধ্যে একান্তভাবে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণ! অহো! আর কোথায় আমি অতি অধম, গর্হিত-কর্ম্মা তুচ্ছ জীব! তথাপি যখন তাঁহার নাম স্ফুরিত হইতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা। ২৬১।

করিব। কখন বা শ্রীরাধার নিকট শ্যামপ্রেরিত তাম্বূল, মাল্য ও নবগন্ধাদি লইয়া গিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিব, অথবা শ্যামা ( শ্যামা নায়িকা এস্থলে শ্রীরাধা ) প্রেরিত গন্ধমাল্যাদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিব। হায়! এইরূপ সেবাসৌভাগ্যলাভ আমার কবে হইবে—কবে তাঁহাদের চরণ-কমলের মধুপরূপে রসহ্রদে নিমগ্ন হইবে। ২৬০।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা অতীব দৈন্যের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা প্রকাশছলে শ্রীরাধার উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন—"অহো! কোথায় বেদাদি-শাস্ত্রের অনধিগম্যা সুতরাং বেদবিদ্ ব্রহ্মাদিরও অগোচরা শ্রীরাধা, কোথায় নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধার কুচ-কমল-কোরকদ্বয়ের মধ্যে একান্তভাবে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় শ্রীরাধার কুচকমলে আবদ্ধ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার অত্যুৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! কোথায় আমি অতি অধম, দুষ্কৃত তুচ্ছ জীব।!

* "মুকুলয়ো" ইতি পাঠান্তরম্।

বৃন্দারণ্যে নবরসকলা কোমল প্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়াশ্চরণ কমলামোদ মাধুর্য্যসীমা।
রাধাং ধ্যায়ন্ রসিকতিলকেনাত্ত কেলিবিলাসাং
তামেবাহং কথমিহ তনুং ন্যস্য দাসী ভবেয়ম্ ॥ ২৬২ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং ইহ বৃন্দারণ্যে তামেব রসিক-তিলকেনাত্তকেলিবিলাসাং (রসিকবরেণ শ্রীকৃষ্ণেন সহ স্বীকৃতা কেলীনাং বিলাসা বিলসনানি যথা তাম্) রাধাং ধ্যায়ন্ তনুং ন্যস্য (ত্যক্ত্বা) নবরসকলা কোমল প্রেমমূর্ত্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ চরণকমলামোদমাধুর্য্যসীমা দাসী কথমেব ভবেয়ম্ ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ।—আমি এই বৃন্দাবনে সেই রসিকশিরোমণির সহ কেলি-বিলাসবতী শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়া সেই নবরস কলাকোমল প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার চরণকমলের সুগন্ধমাধুর্য্যের অবধি স্বরূপ দাসী কিরূপে হইব ?॥ ২৬২ ॥

সুতরাং আমি কিরূপে তাঁহার কৃপা-কণালাভে সমর্থ হইব? তবে এই শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়া মাত্র যখন শ্রীরাধারাণীর নাম আমার রসনায় স্ফূরিত হইতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা বুঝিতে হইবে। নতুবা মাদৃশ জীবাধমের এমন কোন সাধনবল নাই, যাহার ফলে এই শ্রীরাধা-নামামৃতের আস্বাদ লাভ হইতে পারে। ২৬১।

তাৎপর্য্যার্থ।

পূজ্যাস্পদ গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় সাধকোচিত আর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধ-দশা প্রাপ্তির বিষয় বিবৃত করিতেছেন—

"হায়! হায়! আমি অধম দুষ্কৃতি, আমার এমন সৌভাগ্য কিরূপে হইবে? প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার চরণকমলের সৌরভ মাধুরীর অবধি স্বরূপ দাস্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব !! তবে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমাই আমার একমাত্র ভরসা। যদি সেই রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলিবিলাসবতী শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে এই শ্রীবৃন্দাবনে তনুত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীরাধার পাদপদ্মের কিঙ্করীত্বলাভ কদাচ দুর্লভ হইবে না। তনুত্যাগের তাৎপর্য্য এই যে, যথাবস্থিত দেহে শ্রীরাধার কুঞ্জকিঙ্করীত্বলাভ একান্ত অসম্ভব। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজে আভীরী গোপের গৃহে

হা কালিন্দি ত্বয়ি মম নিধিঃ প্রেয়সাখেলিতোভূদ্
ভো ভো দিব্যাদ্ভুত তরুলতাস্তৎ করস্পর্শভাজঃ।
হে রাধায়া রতিগৃহশুকা হে মৃগা হে ময়ূরা
ভূয়োভূয়ঃ প্রণতিভি রহং প্রার্থয়ে বোনুকম্পাম্। ২৬৩।

অন্বয়ঃ —হা কালিন্দি! (অত্যার্ত্তৌ হে কালিন্দি! হে যমুনে!) ত্বয়ি মম নিধিঃ (শ্রীরাধা) প্রেয়সা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) খেলিতোঽভূৎ। ভো ভো দিব্যাদ্ভুততরুলতাঃ তৎ করস্পর্শভাজঃ (দিব্যাঃ অপ্রাকৃতাঃ অদ্ভুতাশ্চ যাঃ তরুলতাঃ তৎ তস্যাঃ করস্পর্শপাত্রভূতাঃ তস্মাদ্ মহাভাগ্যরূপাঃ) হে রাধায়া রতিগৃহশুকা (শ্রীরাধায়াঃ কেলিভবনে যৎ শুকাঃ তৎ সম্বোধনম্) হে মৃগাঃ, হে ময়ূরা, অহং ভূয়োভূয়ঃ প্রণতিভিঃ বঃ (যুষ্মাকং) অনুকম্পাং (কৃপাং) প্রার্থয়ে (বাঞ্ছামি) ॥ ২৬৩)

অনুবাদ।—হা যমুনে! তোমাতেই আমার নিধি (শ্রীরাধা) প্রিয়তমের সহিত ক্রীড়া করিতেন; ওহে! ও দিব্যাদ্ভুত তরুলতাগণ! তোমরা তাঁহার করস্পর্শরূপ সৌভাগ্যের পাত্র; হে রাধার কেলিভবনস্থ শুকবৃন্দ! হে ময়ূর সমূহ! হে মৃগযূথ! আমি তোমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতি পূর্ব্বক তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২৬৩।

জন্মগ্রহণ না করিলে সে সুদুর্ল্ভ সেবা-সম্পদ লাভের সাক্ষাৎ অধিকার হয় না, এইজন্যই শ্রীপাদঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

"হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরীগোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥ ২৬২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের কৃপাসম্পদই শ্রীরাধারাণীর কৃপা-কণা লাভের প্রধান হেতু। এইজন্য শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতা পর্য্যন্ত সকলের নিকটই সাক্ষাৎভাবে কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন—"হা! যমুনে! তোমারই নির্ম্মল সলিলে আমার প্রাণনিধি শ্রীরাধা, প্রিয়তমের সহিত মধুর জলক্রীড়া করিয়া থাকেন, সুতরাং তোমার ন্যায় মহাভাগ্যবতী আর কে আছে? অতএব হে যমুনে! আমি বারম্বার প্রণতি করিতেছি, আমাকে কৃপা কর।

বহন্তী রাধায়াঃ কুচকলশকাশ্মীরজমহো
জলক্রীড়াবেশাদ্‌গলিতমতুল প্রেমরসদম্‌।
ইয়ং সা কালিন্দী বিকসিতনবেন্দীবররুচি
সদা মন্দীভূতং হৃদয়মিহ সন্দীপয়তু মে। ২৬৪॥

অন্বয়ঃ।—অহো! (আশ্চর্য্য) রাধায়াঃ জলক্রীড়াবেশাদ্‌গলিতং (জলক্রীড়ায়াম্‌ আবেশাৎ গলিতং প্রক্ষালিতং) প্রেমরসদং অতুলং (অনুপমং) কুচকলশকাশ্মীরজং বহন্তী (শ্রীরাধায়াঃ কুচকলশয়োর্লগ্নো যঃ কাশ্মীরজঃ কুঙ্কুমঃ তং বহন্তী) বিকসিতনবেন্দীবররুচিঃ (প্রফুল্লং যন্নীলকমলং তদ্বচ্ছটা যস্যাঃ) সা ইয়ং কালিন্দী (যমুনা) ইহ মে (মম) মন্দীভূতং (মন্দতা প্রাপ্তং) হৃদয়ং সদা সন্দীপয়তু॥ ২৬৪॥

অনুবাদ।— অহো! যিনি জলক্রীড়াবেশে গলিত অনুপম প্রেমরসদ শ্রীরাধার কুচকলশলগ্নকুঙ্কুমপঙ্ক বহন করিতেছেন, এই সেই প্রফুল্ল নবেন্দীবররুচি যমুনা আমার এই মন্দীভূত হৃদয়কে সর্ব্বদা সন্দীপিত করুন॥ ২৬৪।

যেন শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। ওহে তরুলতাগণ! তোমরাও সামান্য নও, তোমরা দিব্য কল্পপাদপ অপেক্ষাও অদ্ভুত গুণশালী। যেহেতু পুষ্পচয়নাদি ছলে তোমরা শ্রীরাধার কর-স্পর্শ রূপ সৌভাগ্যের পাত্র। অতএব তোমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করিতেছি, তোমরা আমাকে কৃপা কর। শ্রীউদ্ধবের ন্যায় মহাভাগবতও শ্রীবৃন্দাবনে তোমাদের ন্যায় তৃণাদি জন্মলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমরাও ধন্য। ওহে শারীশুক! তোমাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মানারদাদিরও দুরধিগম্য শ্রীরাধাশ্যামের যে কেলিভবন, তোমরা অতি যত্নে তথায় অবস্থান করিতেছ এবং অপূর্ব্ব শ্রীযুগল কেলিবিলাস নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছ। ওহে ময়ূর-ময়ূরী! ওহে মৃগযূথ! তোমাদের সৌভাগ্যও অল্প নহে! স্বর্গের দেবতাগণও শ্রীবৃন্দাবনে পশু, পক্ষী, তৃণ গুল্মাদি জন্মলাভের বাসনা করিয়া থাকেন। অতএব তোমাদিগকে পুনঃপুন প্রণতি পূর্ব্বক তোমাদের কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি॥ ২৬৩॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর প্রেমাকুলিত-হৃদয় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযমুনাতীরে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন…"অহো! এই যে সেই যমুনা! এই শ্রীযমুনার নীলেন্দী বররুচি

সদ্‌যোগীন্দ্র সুদৃশ্য সান্দ্ররসদানন্দৈকসন্মূর্ত্তয়ঃ
সর্ব্বেপ্যদ্ভুত সন্মহিম্নি মধুরে বৃন্দাবনে সংগতাঃ।
যে ক্রূরা অপি পাপিনো ন চ সতাং সম্ভাষ্যদৃশ্যাশ্চ যে
সর্ব্বান্ বস্তুতয়া নিরীক্ষ্য পরমস্বারাধ্যবুদ্ধির্ম্ম ॥ ২৬৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অদ্ভুত সন্মহিম্নি (অদ্ভুতাশ্চাসৌ সন্মহিমা যস্মিন্ তস্মিন্) মধুরে বৃন্দাবনে সঙ্গতাঃ (সম্মিলিতাঃ) যে ক্রূরাঃ পাপিনোঽপি চ যে সতাং ন সম্ভাষ্যাঃ দৃশ্যাশ্চ তে সর্ব্বেঽপি সদ্‌যোগীন্দ্র সুদৃশ্যসান্দ্ররসদানন্দৈক সন্মূর্ত্তয়ঃ সন্তি (সদ্‌যোগীন্দ্রাণাং যাঃ সুদৃশ্যাঃ সান্দ্ররসদাঃ নিবিড় রসদায়িন্যঃ আনন্দৈক সত্তারূপাঃ মূর্ত্তয়ঃ যেষাং তে সর্ব্বে সন্তি) তান্ সর্ব্বান্ বস্তুতয়া নিরিক্ষ্য মম পরম স্বারাধ্যবুদ্ধিঃ ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ।—অদ্ভুত মহিমাবিশিষ্ট মধুর বৃন্দাবনে সম্মিলিত ক্রূর পাপী, এমন কি, যাহারা সাধুগণের সম্ভাষণে ও দর্শনেরও অযোগ্য, তাহারা সকলেই যোগীন্দ্রগণের সুদৃশ্য নিবিড়রসদ ও আনন্দৈক সত্তাপ্রদরূপে মূর্ত্তিমান। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াই আমার পরম সুষ্ঠু আরাধ্য বুদ্ধি স্ফুরিত হইতেছে ॥ ২৬৫ ॥

নির্ম্মল সলিলেই আমার অভীষ্টদেবী অপূর্ব্ব রঙ্গে জলক্রীড়া করিয়া থাকেন। জলক্রীড়াবেশে তাঁহার কুচকমললগ্ন কুঙ্কুমপঙ্ক বিধৌত হইয়া যওয়ায় শ্রীযমুনার ইন্দীবরনিন্দি নীল জলে এক অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইয়াছে। প্রিয়তম, শ্রীরাধার পয়োধরযুগলে পত্রভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, এইজন্যই তাহাতে কুঙ্কমপঙ্কের সমাবেশ বুঝিতে হইবে। এই কুঙ্কুমপঙ্ক অনুপম এবং প্রেমরসদ। এই হেতু এই কুঙ্কুম স্পর্শে বা কুঙ্কুমবাহী শ্রীযমুনা সলিল স্পর্শে সঙ্গিনী সখীগণ প্রেমানন্দে পুলকিতা হইয়া থাকেন। তাই তদ্ভাবাবিষ্ট সাধকোত্তমগণও শ্রীযমুনাবারি-কণা স্পর্শে অতীব প্রীতিলাভ করেন। এই জন্যই শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—শ্রীযমুনা আমার এই মন্দীভূত হৃদয়কে সর্ব্বদা সন্দীপিত করুন অর্থাৎ আমার এই কামকলুষিত হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া প্রেমরসলাভের যোগ্য করুন ॥ ২৬৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর ভজনরসিক গ্রন্থকর্ত্তা পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনের অদ্ভুত মহিমার বিষয় বিবৃত করিতেছেন—"অহো! শ্রীবৃন্দাবনের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাহারা

যদ্রাধা পদকিঙ্করীকৃতহৃদাং সম্যগ্ভবেদ্গোচরং
ধ্যেয়ং নৈব কদাপি যদ্ধৃদি বিনা তস্যাঃ কৃপাস্পর্শতঃ।
যৎ প্রেমামৃতসিন্ধুসাররসদং পাপৈকভাজামপি
তদ্বৃন্দাবন দুষ্প্রবেশমহিমাশ্চর্য্যং হৃদি স্ফুর্জ্জতু ॥ ২৬৬ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎ রাধাপদকিঙ্করীকৃতহৃদাং সম্যগ গোচরং ভবেৎ (রাধা-পদয়োঃ কিঙ্করীকৃতহৃদয়ং যেষাং তেষাং যৎ সম্যগ্ গোচরং ভবেৎ) যৎ তস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) কৃপাস্পর্শতঃ বিনা হৃদি কদাপি নৈব ধ্যেয়ম্ তদ্ধ্যানং কদাপি নৈবায়াতীতি ভাবঃ) যৎপাপৈকভাজামপি প্রেমামৃতসিন্ধুসাররসদম্ (পাপমেব একং ভজন্তি যে তে পাপৈকভাজঃ তেষামপি প্রেমামৃতস্য যঃ সিন্ধুঃ তস্য সাররসং দদাতি যৎ) তদ্ বৃন্দাবন দুষ্প্রবেশমহিমাশ্চর্য্যং হৃদি স্ফূর্জ্জতু ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ।—যাহা শ্রীরাধার পদ-কিঙ্করীকৃতহৃদয়গণের সম্যগ্ গোচরীভূত, যাহা তাঁহার কৃপাস্পর্শ বিনা হৃদয়ে কদাপি ধ্যেয় নহে, যাহা পাপৈক-ভজনাকারীগণেরও প্রেমামৃতসিন্ধুসাররসদ, সেই বৃন্দাবনের দুষ্প্রবেশ মহিমা-শ্চর্য্য হৃদয়ে স্ফুরিত হউক ॥ ২৬৬ ॥

পাপী পাষণ্ড—এমন কি, যাহারা সাধু ব্যক্তিগণের সম্ভাষণ ও দর্শনেরও অযোগ্য অর্থাৎ সাধুব্যক্তিগণ পাপী পাষণ্ড বলিয়া যাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে বা যাহাদিগকে দর্শন করিতে একান্ত সঙ্কুচিত হন, তাহারাও শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিলে, শ্রীবৃন্দাবনের মহিমাগুণে যোগীন্দ্রগণেরও দুর্লভ দর্শনীয় হইয়া থাকে। এমন কি, প্রেমানন্দের প্রকটমূর্ত্তিরূপে নিবিড় রস অর্থাৎ প্রেমামৃতরস প্রদান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াই আমার সুষ্ঠু আরাধ্য বুদ্ধি স্ফুরিত হইতেছে অর্থাৎ শ্রীরাধাদাস্য লাভের জন্য যেরূপ আরাধনার প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফুরিত হই-তেছে ॥ ২৬৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীবৃন্দাবনের অদ্ভুত মহিমা অবগত হইয়াই ভজনানন্দ গ্রন্থকর্ত্তা প্রার্থনা করিতেছেন—"অহো! শ্রীবৃন্দাবনের সেই আশ্চর্য্য মহিমা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। আমি শ্রীরাধাদাস্য লাভের যতই কেন অযোগ্য হই না, শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা প্রভাবে অবশ্যই স্বাভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইব। এই মহিমা

রাধা কেলিকলাসুসাক্ষিণি কদা বৃন্দাবনে পাবনে
বৎস্যামি স্ফুটমুজ্জ্বলাদ্ভূতরসে প্রেমৈকমত্তাকৃতিঃ।
তেজোরূপ নিকুঞ্জ এব কলয়ন্নেত্রাদি পিণ্ডস্থিতং
তাদৃক্ স্বোচিত দিব্যকোমলবপুঃ স্বীয়ং সমালোকয়ে ॥২৬৭॥

অন্বয়ঃ।—প্রেমৈক মত্তাকৃতিঃ (প্রেম্না এব একা বিবশা আকৃতির্যস্য সঃ) অহং রাধাকেলিকলাসু সাক্ষিণি স্ফুটমুজ্জলাদ্ভুতরসে (প্রকটমুজ্জ্বলঃ শৃঙ্গারশ্চাসৌ অদ্ভুতঃ রসে যস্মিন্ তস্মিন্) পাবনে (পবিত্ররূপে) বৃন্দাবনে কদা বৎস্যামি। এবঞ্চ তেজোরূপ নিকুঞ্জ এব কলয়ন্ নেত্রাদিপিণ্ডস্থিতং তাদৃক্ স্বীয়ং স্বোচিত দিব্যকমলবপুঃ কদা সমালোকয়ে ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ।—আমি কবে প্রেমবিবশাকৃতি হইয়া রাধাকেলিকলাসাক্ষী প্রকট উজ্জ্বলাদ্ভুতরসযুক্ত পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব? এবং তেজোরূপ নিকুঞ্জ কলিত নেত্রাদি পিণ্ডস্থিত তাদৃশ স্বীয় উপযোগী দিব্য কোমলবপু কবে অবলোকন করিব? ॥ ২৬৭ ॥

এমনই আশ্চর্য্য, ইহাতে কাহারও বুদ্ধি সহজে (যতই সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি হউক না কেন) প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্যই দুষ্প্রবেশ বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা হৃদয়ে শ্রীরাধা-কিঙ্করীত্ব সর্ব্বদা ভাবনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুরধিগম্য নহে,—তাঁহারা উহা সম্যগ্রূপে গোচর করিয়া থাকেন। পরন্তু শ্রীরাধার কৃপা স্পর্শ ব্যতীত হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন মহিমার ধ্যান কদাপি স্ফুরিত হয় না। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যানের দুরূহত্ব সূচিত হইয়াছে। আরও যাহারা একমাত্র পাপেরই ভজনাকারী, সেই পাপাত্মাগণও যদি শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা ক্ষণমাত্র চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহারাও প্রেমামৃতসিন্ধুর সাররস অর্থাৎ শ্রীরাধাদাস্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে; পাপী বলিয়া তাহারা যে কৃপালাভের অযোগ্য তাহা নহে। শ্রীবৃন্দাবনের আশ্চর্য্য মহিমাগুণে তাহারা পাপী হইলেও কৃপা-দাস্যরস লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা সেই শ্রীবৃন্দাবনমহিমা ধ্যানের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২৬৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর শ্রীপাদ গ্রন্থকর্ত্তা স্বাভীষ্ট সিদ্ধদেহ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—আমি কবে প্রেমবিবশাকৃতি হইয়া সেই নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব এবং আমার সেই দিব্য কোমল বপু কবে দর্শন

করিব? এই শ্লোকে রাগানুগা ভজনপ্রণালী কথিত হইয়াছে। শ্রীসখীগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের মত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই রাগানুগা ভজন। এই ভজন যথাবস্থিত মনুষ্যদেহ দ্বারা কদাচ নিষ্পন্ন হয় না। এইজন্য মনে মনে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির ন্যায় একটী মনোময় দেহ কল্পনা করিতে হয়। ভজনবিজ্ঞ শ্রীগুরুদেবপ্রসাদেই ইহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই কল্পিতদেহের নামই সিদ্ধদেহ। সাধকের সাধনার অবসান হইলে জড়দেহ নাশান্তে এই সিদ্ধদেহেই শ্রীব্রজভূমে শ্রীসখীরূপে জন্মলাভ করিয়া নিত্য শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে।

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীঃ।
আজ্ঞা সেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।"

অর্থাৎ সাধক আপনাকে ললিতাদি সখীগণের সঙ্গিনীরূপা, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরা এবং শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য মালা বসনাভরণে বিভূষিতা কৃষ্ণমনোহরা গোপাঙ্গনারূপে ভাবনা করিবেন। এই সঙ্গে নিজের বর্ণ, বস্ত্র অলঙ্কার, স্থিতি বিলাসাদি, এবং মাতা পিতা, পতি, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি সকল সম্বন্ধই স্থির করিয়া লইবেন। মনে এই সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া নিশিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাদি স্মরণই সাধকের সাধনা। পরন্তু নিজ ভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় পরিজনকে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতাবিশাখাদিকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের কথায় রত হইয়া সমর্থ থাকিলে যথাবস্থিত শরীরে, অসমর্থ হইলে অন্তশ্চিন্তিত শরীরে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে।

সেই শ্রীবৃন্দাবন কিরূপ?—রাধা-কেলিকলাসাক্ষী অর্থাৎ শ্রীরাধার কেলি-চাতুর্য্যের দৃষ্টান্তস্থল; শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত শ্রীরাধার কেলিবিলাসের প্রমাণ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পুনশ্চ উহা প্রকট উজ্জ্বলাদ্ভুত-রসযুক্ত অর্থাৎ অপ্রাকৃত মধুর পারকীয় রসের প্রকাশ একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনেই বর্ত্তমান "ব্রজবিনু ইহার অন্যত্র নাই বাস।" এইজন্যই রাগানুগীয় সাধক-প্রবর গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবন বাসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন এবং আরও বলিতেছেন—"স্বীয় ভাবোচিত দিব্য কোমলবপু অথাৎ অপ্রাকৃত সুকুমার দেহ কবে আমার তেজোময় নয়ন-নিকুঞ্জে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইব? ॥২৬৭॥

যত্র যত্র মম জন্মকর্ম্মভির্নারকেথ পরমে পদেথ বা।
রাধিকা রতি নিকুঞ্জমণ্ডলী তত্র তত্র হৃদি মে বিরাজতাম্ ॥ ২৬৮ ॥

কাহং মূঢ়মতিঃ ক্ব নাম পরমানন্দৈকসারং রসং
শ্রীরাধাচরণানুভাব কথয়া নিস্যন্দমানা গিরঃ।
লগ্নাঃ কোমল কুঞ্জ-পুঞ্জ-বিলসদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলে
ক্রীড়চ্ছ্রীবৃষভানুজা পদনখজ্যোতিশ্ছটাঃ প্রায়শঃ ॥ ২৬৯ ॥

অন্বয়ঃ।—নারকে পদে অথবা পরমে পদে কর্ম্মভিঃ যত্র যত্র মম জন্ম স্যাং, তত্র তত্র রাধিকা রতিনিকুঞ্জমণ্ডলী (শ্রীরাধিকায়াঃ রতি র্যত্র তাদৃশং যন্নিকুঞ্জ তন্মণ্ডলীং) মে (মম) হৃদি বিরাজতাম্ ॥ ২৬৮ ॥

অহং মূঢ়মতিঃ ক্ব, ক্ব পরমানন্দৈক সারং রসং নাম? (পরমশ্চাসৌ আনন্দশ্চৈক সাররূপং রসং যস্মিন্ তন্নাম ক্ব?) তথাপি শ্রীরাধাচরণানুভাব কথয়া নিস্যন্দমানাঃ (শ্রীরাধায়াশ্চরণ-প্রভাবস্য কথয়া নিস্যন্দমানাঃ) মম গিরঃ প্রায়শঃ কোমল কুঞ্জপুঞ্জ বিলসদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলে লগ্নাঃ ক্রীড়চ্ছ্রীবৃষভানুজা-পদনখজ্যোতিশ্ছটাঃ অভবন্ (ক্রীড়মানাঃ শ্রীরাধা-পদ নখ জ্যোতিষঃ ছটা লেখা যাসু তাঃ অভবন্) ॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—নরকে অথবা স্বর্গে কর্ম্মবশতঃ যে যে স্থানেই আমার জন্ম হউক না কেন, সেই সেই স্থানেই শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জমণ্ডলী যেন আমার হৃদয়ে বিরাজ করে ॥ ২৬৮ ॥

কোথায় আমি মূঢ়মতি, আর কোথায় পরমানন্দের সাররসরূপ শ্রীনাম? তথাপি শ্রীরাধার চরণানুভাব কথন দ্বারা নিস্যন্দমান আমার বাক্যসমূহ প্রায়শঃ কোমল কুঞ্জপুঞ্জ-বিলসিত শ্রীবৃন্দাবনে সংলগ্ন এবং ক্রীড়মান শ্রীরাধার পদনখ-জ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত হইতেছে ॥ ২৬৯ ॥ ২৬৯

## তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীরাধাপদসেবানিষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা সাধকোচিত ভাবে পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন—"প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্রবশতঃ আমার স্বর্গে বা নরকে যে কোন স্থানেই জন্ম হউক না কেন, যেন শ্রীরাধার কেলীকুঞ্জমণ্ডলী আমার হৃদয়ে বিরাজ করে?"—এই বাক্যে সাধকোত্তম গ্রন্থকর্ত্তার ঐকান্তিকী নিষ্ঠাসূচিত হইয়াছে ॥ ২৮০ ॥

অনন্তর ভজন রসিক সুধী গ্রন্থকর্ত্তা নিজের মহান্ অন্তর সূচিত করিয়া অতীব দৈন্যের সহিত নিবেদন করিতেছেন—"কোথায় আমি মূঢ়মতি—আর

শ্রীরাধে শ্রুতিভির্বুধৈর্ভগবতাপ্যামৃগ্য সদ্বৈভবে
স্বস্তোত্র স্বকৃপাত এব সহজো যোগ্যোপ্যহংকারিতঃ।
পদ্যৈনৈব সদাপরাধিনি মহন্মার্গং বিরুদ্ধ ত্বদে-
কাশে স্নেহজলাকুলাক্ষি কিমপি প্রীতিং প্রসাদীকুরু ॥ ২৭০ ॥

অন্বয় :—হে শ্রুতিভির্বুধৈর্ভগবতাপ্যামৃগ্য—সদ্বৈভবে! (শ্রুতিভির্বেদৈঃ বুধৈঃ নারদাদিভিশ্চ ভগবতা বিষ্ণুনা চাপি এতৈ রামৃগ্যং অন্বিষ্যং সদ্বৈভবং যস্যাঃ হে তথাবিধে!) হে শ্রীরাধে! ইদং স্বস্তোত্রং সহজোযোগ্যোঽপ্যহংকারিতঃ স্বকৃপাত এব (নতু মৎকৃতেন শ্লোকরূপেণ স্বস্তোত্রং প্রতি সহজতয়া যোগ্যঃ কৃতোঽস্মি)। অতঃ হে স্নেহজলাকুলাক্ষি! (স্নেহরূপজলেন আকুলে অক্ষিণী যস্যাঃ হে তথারূপে!) পদ্যৈনৈব সদাপরাধিনি (পদ্যরচনয়ৈব সদা অপরাধবতি) মহন্মার্গং বিরুদ্ধ ত্বদেকাশে (মহতাং নারদাম্বরীষাদীনাং সন্মার্গং ভজনমার্গং তদ্বিরুদ্ধা ত্বদীয়া একা আশা যস্মিন্ তস্মিন্ ময়ি) কিমপি (অনির্ব্বচনীয়াং) প্রীতিং প্রসাদী কুরু ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ।—বেদ সমূহ, নারদাদি বুধগণ ও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও যাঁহার সদ্বৈভবের অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সদ্বৈভববিশিষ্টে! হে শ্রীরাধে! ত্বদীয় স্বস্তোত্রে আমার সহজযোগ্যতার অহঙ্কার থাকিলেও, উহা আপনারই কৃপা বশতঃ হইয়াছে। অতএব হে স্নেহজলাকুলাক্ষি! আমি পদ্যরচনা দ্বারা সর্ব্বদা অপরাধী হইয়াও সাধুমার্গবিরোধী তোমাতেই একমাত্র আশান্বিত, সুতরাং তুমি আমার প্রতি অনির্ব্বচনীয় কৃপা প্রীতি প্রদর্শন কর ॥ ২৭০ ॥

কোথায় পরমানন্দের একমাত্র সার অর্থাৎ হ্লাদিনীর সার প্রেমরসময় শ্রীরাধা নাম? অথবা কোথায় আমি সংসার-ব্যাপারে মুগ্ধচিত্ত অজ্ঞানাধম, আর কোথায় সেই শ্রুতি-বর্ণিত আনন্দামৃতময় "রসো বৈ সঃ''—রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ? তথাপি শ্রীরাধার চরণকমলের মহিমা কথন দ্বারা আমার যে সকল বাক্য স্ফূরিত হইতেছে, সেই সকল বাক্য প্রায়শঃই কোমল কুঞ্জপুঞ্জ-বিলসিত শ্রীবৃন্দাবনমণ্ডলে সংলগ্ন এবং তথায় ক্রীড়মানা শ্রীরাধার পদনখ জ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত। ফলতঃ শ্রীরাধার চরণ-কমলের প্রভাব-কথন দ্বারা আমার শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জলীলা বিষয়ক ও তদীয় পদনখপ্রভার মহিমাবিষয়ক বাক্য সমূহ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়িণী কথা স্ফুরিত হইতেছে না। সুতরাং ইহা শ্রীরাধার চরণ-কমলেরই অনির্ব্বচনীয় মহিমা ভিন্ন কিছুই নহে ॥ ২৬৯ ॥

অদ্ভুতানন্দলোভশ্চেন্নাম্না রসসুধানিধিঃ।
স্তবোহয়ং কর্ণ-কলসৈর্গৃহীত্বা পীয়তাং বুধাঃ ॥২৭১॥

অন্বয়ঃ।—হে বুধাঃ (হে পণ্ডিতরসিকজনাঃ!) অদ্ভুতানন্দলোভশ্চেত্তর্হি নাম্না রসসুধানিধি রয়ং স্তবঃ কর্ণ কলসৈঃ গৃহীত্বা (ভবদ্ভিঃ) পীয়তাং (অদ্ভুতং অপ্রাকৃতং যদানন্দং তস্মিন্ লোভশ্চেৎ, তর্হি নাম্না শ্রীরাধারসসুধানিধিঃ অয়ং স্তবঃ কর্ণাবেব কলসৈঃ গৃহীত্বা পীয়তাং) ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ।—হে বুধগণ! যদি অদ্ভুত আনন্দোপভোগে লোভ হয়, তাহা হইলে এই শ্রীরাধারস-সুধানিধি নামক স্তব কর্ণ-কলসে গ্রহণ করিয়া পান করিতে থাকুন ॥ ২৭১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।

অতঃপর গ্রন্থকর্ত্তা সাক্ষাৎভাবে শ্রীরাধার কৃপা স্নেহ প্রার্থনা পূর্ব্বক এই সাধকজনের নিত্যাস্বাদ্য মধুর অমৃত-রসময় স্তোত্রের উপসংহার করিতেছেন —"হে সদ্বৈভব বিশিষ্টে! হে শ্রীরাধে! তোমার বৈভব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-মহিমা এমনই অদ্ভুত ও অতুলনীয় যে, বেদ সকল ও নারদাদি মহাত্মাগণ, এমন কি, বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুও তোমার সেই সদ্বৈভবের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই যে তোমার স্তোত্র বিরচিত হইল, স্বাভাবিকরূপে ইহাতে আমার যোগ্যতা দৃষ্ট হইলেও ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। যেহেতু, ইহা আপনার শ্রীচরণ কৃপাবলেই বিরচিত হইয়াছে। তোমার স্নেহের সীমা-পরিসীমা নাই। কারণ স্বভাবতঃই তোমার নয়ন-কমলদ্বয় স্নেহাশ্রুভাবে ঢল ঢল। সুতরাং ছন্দোবন্ধে তোমার স্তোত্র রচনা করিতে গিয়া যদিও আমি উপযুক্ত শব্দযোজনা-শক্তির অভাবে ক্রমভঙ্গাদি দোষে তোমার নিকট সর্ব্বদা অপরাধী, তথাপি যখন নারদাদি সাধুগণের মার্গানুসরণ না করিয়া একমাত্র তোমার শ্রীচরণমূলেই আশা ধারণ করিয়া আছি, তখন তোমার কৃপা-স্নেহে কখনই বঞ্চিত হইব না। অতএব এই একান্ত শ্রীচরণাশ্রিতের প্রতি কৃপাস্নেহ প্রদর্শন কর।—ইহাই আমার কায়-মনোবাক্যে একান্ত প্রার্থনা ॥ ২৭০ ॥

শ্রীরাধারসসুধানিধিতে যে পরমানন্দ সার নিহিত আছে, রসজ্ঞ গ্রন্থকার তাহা আস্বাদন করতঃ পরম কৃতার্থ হইয়াই যেন সে আনন্দের বার্ত্তা

স জয়তি গৌর-পয়োধি র্মায়াবাদার্ক-তাপসন্তপ্তং।
হৃন্নভ উদশীতলয়দ্ যো রাধারসসুধানিধিনা ॥ ২৭২ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধাচরণকমলানুচর পরিব্রাজকা-
চার্য্যবর্য্য শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতং
শ্রীরাধারস-সুধানিধি-স্তোত্র কাব্যং সমাপ্তম্।

অন্বয় :—যঃ রাধারসসুধানিধিনা মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্তং (নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানএব সূর্য্যঃ তস্য তাপেন সন্তপ্তং) হৃন্নভঃ (হৃদয়াকাশং) উদশীতলয়ৎ সঃ গৌরপয়োধিঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ এব মেঘস্বরূপঃ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্রীরাধারসসুধানিধির দ্বারা মায়াবাদ-তাপসন্তপ্ত হৃদয় আকাশকে উত্তমরূপে শীতল করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌর-পয়োধি জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২৭২ ॥

ভজন-পিপাসুজনকে জ্ঞাপন করিতেছেন,—"ওহে বুদ্ধিমান্ জনগণ! যাঁহারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের এষণা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান—তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত)। যদি ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অদ্ভুত প্রেমানন্দ লাভে চরিতার্থ হইবার লোভ থাকে, তাহা হইলে এই শ্রীরাধা রস সুধানিধি নামক স্তোত্র কর্ণপুটে পান কর অর্থাৎ একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। ফলতঃ দুর্লভ প্রেমানন্দ লাভই এই শ্রীরাধারসসুধানিধি স্তোত্রের ফলশ্রুতি। ২০১।

তাৎপর্য্যার্থ।

অনন্তর শ্রীগৌরচরণৈকান্তশরণ গ্রন্থকর্ত্তা আমাদের ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের জয়কীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতেছেন, নিবিড় জলধরের সমাগম হইলে যেমন আকাশে প্রখর রবির তাপ তিরোহিত হয়, সেইরূপ শ্রীগৌর-মেঘের উদয়ে আমাদের মায়াবাদ রূপ রবিতাপে সন্তপ্ত হৃদয়াকাশও স্নিগ্ধ ও শীতল হইল। অতএব সেই শ্রীগৌরজলধর জয়যুক্ত হইতেছেন। ২৭২।

"জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়"!!

ইতি শ্রীরাধারসসুধানিধি স্তোত্রকাব্যে
তাৎপর্য্যার্থ সমাপ্ত ॥

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura